সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী (র)

নবুয়ত ও আম্বিয়া-ই কিরাম

মাওলানা রুহুল আমীন খান উজানবী
অনূদিত

পারিবারিক পাঠাগার
তামরীন দিনতে মুজাহিদ

নবুয়ত ও আম্বিয়া-ই-কিরাম

সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী (র)

মাওলানা রুহুল আমীন খান উজানবী

অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

নবুয়ত ও আম্বিয়া-ই-কিরাম
সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী (র)
মাওলানা রুহুল আমীন খান উজানবী অনূদিত

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৬৭৪/১
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭·০৪
ISBN : 984—06—0568—2

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৯১

দ্বিতীয় প্রকাশ
জুন ২০০০
আষাঢ় ১৪০৭
রবিউল আউয়াল ১৪২১

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

প্রচ্ছদ শিল্পী
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

মূল্য ঃ ৬৩·০০ টাকা মাত্র

NABUWAT O AMBIA-E-KIRAM (The Prophethood and the Holy Prophet) : written by Syed Abul Hasan Ali Nadvi in Urdu, translated by Maulana Ruhul Amin Khan Uzanabi into Bengali and published by Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. June 2000

Price : Tk 63·00 ; Dollar (US) : 2·50

www.pathagar.com

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তামরীনা বিনতে মুজাহিদ

উৎসর্গ

হযরত মাওলানা কারী ইব্রাহীম সাহেব উজানবী
কুদ্দিসা সিররুহু-এর রূহানী তাওয়াজ্জুহের আশায়–

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

'নবুয়ত ও আম্বিয়া-ই-কিরাম' বইটি বর্তমান বিশ্বের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী কর্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত 'মানসাবে নবুওয়ত আওর উসকি আলী মুকামে হামিলীন' বইয়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট আলিম, লেখক ও অনুবাদক মাওলানা রুহুল আমিন খান উজানবী।

গ্রন্থের লেখক সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী ১৯৬২ সালে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হযরত শায়খ আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে বায-এর আমন্ত্রণে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ছাত্রদের কাছে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে যে বক্তৃতামালা উপস্থাপন করেন তারই সংকলন হচ্ছে 'নবুয়ত ও আম্বিয়া-ই-কিরাম' গ্রন্থটি। এ সম্পর্কে গ্রন্থের লেখক হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী নিজেই বলেন ঃ 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এসব সারগর্ভ গবেষণামূলক বক্তব্য ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় হবে।' লেখক সমকালীন বিশ্বপরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ইসলামের সঠিক তত্ত্ব এবং মুসলমানদের নিজস্ব যিন্দেগী, তাহযীব-তমদ্দুন ও মানবীয় জ্ঞানের এক স্বর্ণভাণ্ডার উপস্থাপন করেছেন এ বইটিতে। পবিত্র কুরআন ও নবুয়তের অবদান মানব সভ্যতাকে যে কী উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে এ সত্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে না পারার কারণেই মুসলিম সমাজ পশ্চিমা চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের অন্ধ অনুকরণ করে ধ্বংসের এক ভয়াবহ গর্তে নিমজ্জিত হচ্ছে। আর এই নিমজ্জিত মানব গোষ্ঠীকে পুনরুদ্ধার করার মাধ্যমও হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও আম্বিয়া-ই-কিরামের আদর্শ। লেখক বিশ্বাস করেন, তাদের সামনে যুগ-জিজ্ঞাসার আলোকে কুরআন ও আম্বিয়া-ই-কিরাম-এর শিক্ষা ও আদর্শ তুলে ধরতে পারলে ইসলামই হবে বিশ্বের একমাত্র চালিকা শক্তি।

এখানে উল্লেখ্য যে, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবীর এসব বক্তৃতা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই লক্ষ্ণৌ, কায়রো, জেদ্দা, দামেশ্ক থেকে একযোগে ছয়টি আরবী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে গ্রন্থাকারে বইটি প্রকাশের পরও কয়েকটি ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯১ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ সময়ের স্বল্প ব্যবধানে প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

আশা করি বইটি এবারও পূর্বের মতোই পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ্ তা'আলার শোকর—প্রখ্যাত আলিমে দীন ইসলামী চিন্তাবিদ আবুল হাসান আলী নদবী (র) প্রণীত 'মানসাবে নবুওয়ত আওর উসকি আলী মুকামে হামিলীন'-এর বাংলা তরজমা 'নবুয়ত ও আম্বিয়া-ই-কিরাম' নামে প্রকাশিত হল। বিশ্বের পবিত্রতম স্থান মদীনা মুনওয়ারায় অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি একজন আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসেবে পরিবেশ ও সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রবন্ধাকারে পরিবেশিত কয়েকটি তথ্যবহুল আরবী ভাষণের সমন্বয়ে মূল গ্রন্থখানা আরবী ভাষায় সংকলিত হয়। পরবর্তীতে গ্রন্থকারের বিশেষ তত্ত্বাবধানে সংস্কাররূপী অনুবাদ ও কিছু সংযোজনের ফলে এর মান আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। মুসলিম উম্মাহর আপন সত্তার সংরক্ষণ, গঠনমূলক আত্মপর্যালোচনা, পূর্বসূরিদের মূল্যায়ন, দায়িত্ব সচেতনতা ও ইসলামী নবজাগরণের ক্ষেত্রে গ্রন্থখানা অধিক প্রচারণা ও প্রকাশনার দাবি রাখে।

ইসলামের ঐতিহ্যবাহী সনাতন অঙ্গনে নানাবিধ অনভিপ্রেত আবরণ পড়ার দরুন এর প্রকৃত রূপ অনুধাবন করা দুরূহ হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। অথচ নতুন প্রজন্মের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে—নিখুঁত ইসলাম ও এর আসল স্তম্ভ মনীষা হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) ও সাহাবায়ে ইজাম (রা)-এর সঠিক মত ও পথের পরিচিতি লাভ করা। কেমন যে ছিল তাঁদের সুমহান চরিত্র, কেমন যে ছিল তাঁদের আল্লাহ্র রেযামন্দির অনুসন্ধানের স্পৃহা? এ অক্লান্ত ত্যাগ ও দাওয়াতের লক্ষ্যই বা তাঁদের কি ছিল? ইত্যাদি। স্বল্প সংখ্যক হয়েও সেসব মনীষী শত-সহস্র মানবতাহারা পাপক্লিষ্টকে আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত করে স্বর্ণমানবে রূপান্তরিত করার প্রয়াস কিভাবে পেলেন? এ সবের বস্তুনিষ্ঠ উত্তর খুঁজেছেন মওলানা কুরআন হাদীসের একজন প্রজ্ঞাবান গবেষক ও ধীবান পর্যবেক্ষক হিসেবে।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম-এর আবির্ভাবই যে সৃষ্টিকুলের জন্য এক অভূতপূর্ব রহমত ও পরশ, বর্তমান জাগতিক উন্নতি ও অগ্রগতির তিনি-ই যে একমাত্র মূল উৎস, লেখক তাঁর অনুপম গ্রন্থনায় অকাট্য প্রমাণাদির সাহায্যে তা উপস্থাপিত করেছেন।

মহানবী (সা) শুধু যে মানবজাতির পারলৌকিক নাজাতের নির্দেশনা ও সীমিত বিধিমালা নিয়েই বসুন্ধরায় আবির্ভূত হয়েছেন, তা-ই নয়, বরঞ্চ সৃষ্টির সেরা মানুষ তার মনুষ্যত্বকে হারিয়ে বন্য পশুর চেয়েও নিকৃষ্টতর হয়ে পড়ছিল যখন, তিনি (সা) সেই অবলুপ্ত মনুষ্যত্বকে পুনরুদ্ধার করে প্রাণহারা কংকাল বিশ্বটিকে পুনঃজীবন দান করে ধন্য করেছেন কিভাবে? মওলানা তাঁর এই গ্রন্থে এর উপরও বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। পৃথিবীর সার্বিক কল্যাণ ও সৌন্দর্য প্রাচুর্য, বস্তু ও বৈজ্ঞানিক উপকরণাদি দ্বারাই কেবল হতে পারে না; হতে পারে একমাত্র নিষ্ঠাবান পুণ্যাত্মার অধিকারী মানবজাতি দ্বারা। মানুষ যে কত সুন্দর, মানুষের তুল্য যে আর কিছু হতে পারে না, মানুষের হৃদয় যে কত সুবিশাল এবং কত আকর্ষণীয় ক্ষেত্র—নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাব-এর গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় দিক তাও ছিল, এসবেরও বিশ্লেষণ ও তথ্য চমৎকার আঙ্গিকে লেখক তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থটিতে।

www.pathagar.com

বর্তমান প্রজন্মে ইসলামের প্রতি এক নতুন উদ্দীপনা ও জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে ইসলামের দিকে এদেরকে আরো আকৃষ্ট করার জন্য গড়ে ওঠেছে ইসলামী দাওয়াতের বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থা, সম্মেলন ও রাজনৈতিক দল-উপদল। বস্তুত এসব উদ্যোগকে ইসলামের প্রতি আসক্তিরই ফলশ্রুতি বলা যায়। কাজেই বর্তমানকার দাওয়াতী কাফেলা নিজেদের মনযিলে মাক্সুদে খুবই শীঘ্র পৌছার জন্য আল্লাহ-ভীতি, হৃদ্যতা, উদারতা, সচেতনতা ও আগ্রহ-দৃষ্টি নিয়ে নবীগণের (আ) চিরাচরিত মূল নীতিমালা ও আদর্শাবলীর সাথে কোন সূত্র ও সঙ্গতি বজায় রাখতে নিতান্তই যে কঠোর ও সুদৃঢ় থাকতে হবে, এ উপলব্ধিটুকুও পাঠকের অন্তরে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন মওলানা তাঁর এই গ্রন্থে। ইসলামের অগ্রণী মহামনীষীদের পদাংকানুসরণ, তাঁদের অতুলনীয় সাধনার যথাযথ মূল্যায়ন এবং তাঁদের সুমহান চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া ছাড়া পরবর্তিগণ যে কিছুতেই সফলকাম হতে পারে না, তা এই গ্রন্থের মুখ্য বিষয়।

আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) ও তাঁদের সহযোগীদের মত ও পথে বর্তমানকার এই প্রজন্মও দীনের মশাল নিয়ে অনুরূপ সামনে এগুতে চাইলে, তাদের জন্যও যে কাঙ্ক্ষিত সফলতার দ্বার পুনঃ উন্মুক্ত হবে, গ্রন্থখানা অধ্যয়নে অন্ততপক্ষে এই উদ্দীপনাটুকু পাওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ। কেননা যে কোন গঠনমূলক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অন্তত দু'টি জিনিসের দাবি রাখে। পূর্বসূরি ত্যাগী ও সুধীদের সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন, দূরদর্শিতা ও উদারতার সাথে গঠনমূলক প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

> এবং যারা তাঁদের পরে এসেছে তারা বলে—হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এবং ঈমানের অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করো এবং সেসব মু'মিনের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। —সূরা হাশর ঃ ১০

দীনের বর্তমানের দাওয়াতী কাফেলা যদি তাদের দাওয়াতকে বস্তুতান্ত্রিকতা, পার্থিব মোহ, প্রচলিত তঞ্চকতাসার রাজনৈতিক নীতি আদর্শ ও পরিভাষার রঙে রঞ্জিত করতে চায়, তাহলে হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর সনাতন দাওয়াতের বৈশিষ্ট্যরাজি থেকে যে তারা কত দূরে ছিটকে পড়বে, তা স্পষ্টভাবে এই গ্রন্থে তো আলোচিত হয়েছেই; অধিকন্তু নবীদের (আ) দাওয়াতের অবিচ্ছিন্ন পরিভাষাসমূহ যেমন–ঈমান, একত্ববাদের গুরুত্ব, শিরক-বিদ'আতের অশুভ পরিণতি, কবর জীবন, তাকওয়া, পুনরুত্থান, আখিরাতের স্থায়ী শান্তি ও শাস্তির 'আকীদা, কল্যাণের প্রতি আহবান ও অকল্যাণে বাধা প্রদান, প্রভৃতি জরুরী বিষয়ের প্রতি নেহায়েতই গুরুত্ব প্রদান হতে হবে একজন সত্যিকার খাঁটি ওয়ারিছে নবী (আ)-র বৈশিষ্ট্য। মানবিক ও পারমাণবিক শক্তি, মানবরচিত মতবাদ ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ডাক যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, নবীগণ (আ) কর্তৃক পেশকৃত আল্লাহ্র সনাতন নীতিমালা ও বিধানের চিরন্তনতার মুকাবিলায় যে ওসব তুচ্ছ তা এই গ্রন্থে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিতভাবে ফুটে ওঠেছে।

ইসলামের দুশমনদের পক্ষ থেকে ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও স্বর্ণযুগে কালিমা ছিটকানোর চক্রান্ত অব্যাহত আছে প্রথম থেকেই। মতলববাজ আগ্রাসনবাদী শক্তি ইসলামের অদমনীয় দীপ্তিকে কখনো বরদাশত করতে পারেনি। আর পারেনি বলে তারা নিতান্তই হিতাকাঙ্ক্ষীর ছলে এই সুমহান ঐতিহ্যবাহী স্থপতির বিকৃতি সাধন ও কলংক লেপনের হীন

www.pathagar.com

মানসে ইসলামের ভিত মনীষাদের পারস্পরিক খুঁটিনাটি বিষয়কে বিরাটাকার করে দেখিয়ে উত্তরসুরিদেরকে বিভ্রান্ত করার ব্যর্থ কোশেশ করেছে ও করছে। এসব ঘৃণ্য প্রয়াসের গোড়ায় লেখক তাঁর ক্ষুরধার লেখনী দ্বারা আরো সূক্ষ্ম অপারেশন চালিয়ে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও স্বর্ণযুগের মনীষীবৃন্দের স্বাভাবিক মতপার্থক্য হওয়ার পেছনে ব্যক্তিস্বার্থ ও পার্থিব মোহের লেশটুকুও যে ছিল না বরং আল্লাহ পাকের রেযামন্দীর সন্ধানই ছিল কেবল তাঁদের ক্ষণস্থায়ী জীবনের ব্রত।

ইসলামের শত্রু খৃস্টান মিশনারীর আবিষ্কৃত বিভ্রান্তিসমূহের থেকে–একটি বিভ্রান্তি হচ্ছে 'কাদিয়ানী চক্রান্ত'। কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য– মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) শেষ নবী। তাঁর পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবীর আবির্ভাব ঘটবে না। অথচ উপমহাদেশে বৃটিশ আগ্রাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে, মুসলমানদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টির হীন উদ্দেশ্যে অতি সুকৌশলে তারা মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী দ্বারা এই ঐকমত্যের বিরুদ্ধে কাদিয়ানী ভ্রান্ত ধর্মের আবিষ্কার করে। এরা খুবই চাতুর্যের সাথে কর্মসূচি নিয়ে আপন আসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা অব্যাহত রাখছে। গ্রন্থকার আল্লামা নদবী (র) তাঁর এই গ্রন্থের শেষে এদের আসল চেহারা ধরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এমন দু'টি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ সংযোগ করেছেন, যেগুলি স্বতন্ত্র চ্যালেঞ্জগ্রন্থ হিসেবে আখ্যা পেতে পারে নিঃসন্দেহে। এতে তিনি প্রাচ্যের খ্যাতনামা দার্শনিক ও চিন্তানায়কদের উক্তির আলোকে আর্য, বৌদ্ধ, ইহুদী, বর্তমান খৃস্টধর্মের অনির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করে ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্টের মূল যে কোথায় তাও নির্ণয় করেছেন। যার ফলশ্রুতি দাঁড়িয়েছে–কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামই একমাত্র সর্বকালীন ধর্ম, মহানবী (সা)-ই একমাত্র বিশ্বজনীন আদর্শ এবং আল-কুরআনই একমাত্র চিরন্তন, নিখুঁত ও খালেস আসমানী কিতাব।

গ্রন্থকার সাইয়িদ আবুল হাসান আলী আল-হাসানী আন-নদ্‌বী (র)-র শুদ্ধিকরণের ধরন ও প্রকৃতি থেকে শুদ্ধিকারী দায়ী কাফেলার জন্য রয়েছে এক অনুসরণীয় আদর্শ। তিনি শুদ্ধিকরণের চেষ্টা করেছেন অতি সোহাগ ও ভালোবাসার সাথে। একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে। তাদের প্রতি তিনি কটাক্ষ কিংবা নিন্দাবাদ জ্ঞাপন না করে চেয়েছেন তাদের সংশোধন, ও সমৃদ্ধি। গবেষক পাঠক তাঁকে প্রতিপক্ষ ভাববেন না। বরং একজন দূরদর্শী অভিভাবক মনে করবেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বাংলা ভাষীদের দীর্ঘদিনের এক শূন্যতার পরিপূরক এই মহতী উদ্যোগ হাতে নিয়েছে এবং এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাকেও অংশীদার করেছে। এইজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান এই লেখকের ভাবগম্ভীর লেখার যথাযথ মূল্যায়ন ও অনুবাদের যোগ্যতা অনুবাদকের আদৌ নেই। আখিরাতে হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) ও তাঁদের পদাংকানুসারীবৃন্দের সুশীতল পরশের সান্নিধ্য লাভই লক্ষ্য। এই নগণ্য শ্রমটুকু যেন পরম পরিশ্রমী উস্তাদগণের সাদাকায়ে জারীয়াহ হিসেবে স্বীকৃতি পায়– আল্লাহ্‌র কাছে এই দু'আ-ই করছি।

রুহুল আমীন খান উজানবী

www.pathagar.com

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। তাঁর মনোনীত বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

১৩৮২ হিজরী মুতাবিক ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের কোন এক তারিখে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (জামিয়া ইসলামিয়া) ভাইস-চ্যান্সেলর হযরত শায়খ আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায-এর পক্ষ থেকে একটি তারবার্তা পেলাম। তাতে তিনি আমাকে একজন পরিদর্শক অধ্যাপক (Visiting Professor) হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সেখানে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ছাত্রদের সামনে ভাষণ দানের অনুরোধ করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতার সাথে সে দাওয়াত গ্রহণ করি। মুসলিম নবীনদের এরূপ বিশেষ অধিবেশনে বক্তব্য রাখাটা আমার জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত সুবর্ণ সুযোগকে গনীমাত, এমনকি একটা অপূর্ব নিয়ামত মনে করি। আমার লক্ষ্য ছিল, এই পবিত্র নগরীতে নতুন বংশধরদের স্বচ্ছ চিন্তাধারায় যোগ্য নেতৃত্বের বীজ বপন করা। সুষ্ঠু ধ্যান-ধারণার গোড়াপত্তন এবং চরিত্র গঠনের জন্যে এটা ছিল একটা নগণ্য প্রয়াস মাত্র, যা দয়ার ভাণ্ডারে নিমজ্জিত এক গুনাহ্‌গার সাধারণ উম্মত তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহপ্রাপ্ত প্রিয়তমের নগরীতে করতে চলেছে। আর এটা ছিল একটা সামান্যতম নজরানা, যা সেই মুহূর্তে তার জন্যে পেশ করা সম্ভব হয়েছিল।

আমি আমার বক্তব্য প্রদানের জন্যে 'কুরআনের আলোকে নবুওয়াত ও আম্‌বিয়া' বিষয়বস্তুটি চয়ন করি। এ বিষয়টি আমি হঠাৎ কিংবা আকস্মিকভাবে গ্রহণ করিনি। বরং দীর্ঘকালব্যাপী এটি আমার মনে লালিত হচ্ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এসব সারগর্ভ গবেষণামূলক বক্তব্য ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে খুবই প্রয়োজনীয় হবে। আমি আরো বিশ্বাস করি, জাতির নেতা ও কর্ণধার শ্রেণীর (যারা জ্ঞান-গবেষণা ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিচ্ছেন) বর্তমান পথভ্রষ্টতা, ইসলামের সঠিক তত্ত্ব থেকে আকাশ-পাতাল ব্যবধানে অবস্থান, আসমানী দীনের বিপরীতমুখী বস্তুবাদী মূল্যবোধের অন্ধ অনুকরণ, মনগড়া রীতি-নীতি ও পশ্চিমা চিন্তাধারার সাথে সম্পৃক্ততা আর এর প্রভাবে ইসলামের এক অভিনব ব্যাখ্যা এবং দীনের এক নতুন অনুশীলন বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার কারণ হলো, নবুয়তের আসল রঙ-রূপ ও ভাবধারার সাথে অপরিচিতি ও তার প্রকৃত মর্যাদা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে অজ্ঞতা। এ শ্রেণীটি জানে না, যিন্দেগী, তাহযীব-তমদ্দুন ও মানবীয় জ্ঞানের উপর নবুয়তের যে কি অবদান রয়েছে। নবুয়ত দুনিয়াকে কি দিয়েছে! নবুয়তের সাথে নবীন সমাজ ও আধুনিক সভ্যতার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার দরুন জীবনধারা ও মানব সমাজ কিরূপ ভ্রান্ত পথে নিপতিত হয়েছে! আজ তারা ধ্বংসের কিরূপ গভীর ও ভয়াবহ গর্তের দিকে ছুটে চলেছে।

www.pathagar.com

এই মুবারক দাওয়াত এসেছে এক মুবারক প্রান্ত থেকে। সুতরাং সে হৃদয়ের পুরনো ক্ষতকে সতেজ করে দিয়েছে। বহুদিন থেকে মন-মেজাজ একটা হতাশা ও স্থবিরতার শিকার হয়ে পড়েছিল। এ দাওয়াত তাতে ভীষণ ঘৃতাহুতির ন্যায় কাজ দিল। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব এবং স্থানের আকর্ষণ ব্যস্ততার সকল প্রকার বাহানার উপর বিজয় লাভ করে। যদি এ সম্মানিত স্থান না হত, তা হলে কাজটা অন্য কোন সময়ে ঠেলে দেয়া যেত। যেমন অনেক দরকারী কাজ সাময়িক চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে মুলতবী হয়ে যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কিছু বলার উৎকৃষ্টতম স্থান মদীনা মুনাওয়ারাই হতে পারে। কারণ মানবজাতির হিদায়াতের জন্যে ওহী ও নবুয়তের মাধ্যমে যমীনের সাথে শেষবারের মত আসমানের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল এ মুবারক স্থানেই।

আমি এসব ভাষণের অধিকাংশটুকু ১৩৮২ হিজরীর রমযান মাসে (মুতাবিক ১৯৬৩ ইংরেজির জানুয়ারি) নিজের ছোট্ট গ্রামে প্রণয়ন করেছি।[১] সেখানে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত কোন কুতুবখানা বা গ্রন্থাগার ছিল না। ফলে আমি এসব ভাষণ লেখা ও বিন্যাসের ব্যাপারে কুরআন মজীদকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করি। আর মুসলমানদের এমন কোন ঘর কিংবা গ্রাম নেই, যেখানে এ পবিত্র কিতাব পাওয়া যায় না। যে মুবারক রমযানে এ শুভ কাজের সূচনা করি, সেটা তো কুরআনের বসন্তকাল এবং তা নাযিল হওয়ার উৎসবের সময়। এ সময় সমস্ত পরিবেশটাই কুরআনের মহিমায় মহিমান্বিত ও আলোকময় হয়ে ওঠে।

তবে কখনো কখনো কোন উৎস ব্যবহারের জন্যে কিংবা কোন দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যা করা এবং কোন অভিমতের সহায়তার উদ্দেশ্যে লাখনৌর সুবিশাল 'নুদ্‌ওয়াতুল উলামা'-এর কুতুবখানা থেকে কিতাব চেয়ে নিতাম। তাতে করে দু'টি ভাষণ ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে এগুলোর সাথে আরো অনেক কিছু সংযোগ করা হয়। ১৩৮২ হিজরী সনের শাওয়াল (মুতাবিক ১৯৬৩ ইং সনের ফেব্রুয়ারি) মাসে মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হই। ভাষণ দান আরম্ভ হয় ১৩৮২ হিজরীর যুলকাদা (মুতাবিক ১৯৬৩ ইং মার্চ) মাসে। সপ্তাহে দু'বার করে জামিয়া ইসলামিয়ায় বক্তৃতা মিলনায়তনে 'ইশার নামাযের পর ভাষণ পাঠ করা হতো। বক্তৃতার পূর্বে উদ্বোধনী ভাষণ দিতেন উস্তাদ 'ইত্‌য়াহ মুহাম্মদ সালিম (জামিয়া মাদানীয়ার শিক্ষা বিভাগ প্রধান)।[২] শেষদিকে শায়খ আবদুল 'আযীয ইব্‌ন বায (র) বক্তৃতার উপর পর্যালোচনা ও অভিমত প্রকাশ করতেন। ভাষণে শ্রোতাদের মধ্যে ছাত্র ছাড়াও মদীনা মুনাওয়ারার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষাবিদ ও জামিয়ার অধ্যাপকদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ থাকতেন।

এসব বক্তৃতাই এখন পুস্তকাকারে বের হতে চলেছে। আমরা এগুলোকে বিশেষ কোন নতুন গবেষণা কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন সংযোজন বলছি না; কিন্তু তা সত্ত্বেও এসবের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার জন্যে আলোকবর্তিকা এবং মেধা ও বুদ্ধির জাগরণের ক্ষেত্রে উপকরণ অবশ্যই রয়েছে। এটাকে একটা তথ্যসমৃদ্ধ কিতাব এবং গবেষণামূলক আলোচনার প্রাথমিক খসড়া বলা হলে যথার্থ মূল্যায়ন হবে।

---

১. দায়েরাহ শাহ ইলমুল্লাহ (রা)-রায়বেরিলী, সাধারণত 'তাক্‌ইয়াহ কিলা' নামে গ্রামটা পরিচিত।

২. তিনি বর্তমানে মদীনা মুনাওয়ারায় সহকারী প্রধান বিচারপতি।

www.pathagar.com

বক্তৃতামালার ভাষা সাহিত্যসুলভ এবং সহজ-সরল রাখা হয়েছে। ইলমে কালাম ও 'আকাইদের কঠিন পদ্ধতি পরিহার করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই কিতাবে গভীর চিন্তা-ভাবনার প্রতি নির্দেশক কতগুলো ইঙ্গিত ও তথ্য রয়েছে। ক্রান্তিলগ্ন অতিক্রমকারী এবং মূল্যবোধ ও চিন্তাধারার প্রচণ্ড সংঘাতে জর্জরিত বর্তমান মুসলিম সমাজের জন্য তাতে চিন্তা-ভাবনা ও অনুসন্ধিৎসার পয়গাম রয়েছে।

লক্ষ্ণৌ, কায়রো, জেদ্দা ও দামিশ্ক থেকে এই কিতাবের ছ'টি আরবী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। মুক্ত অনুবাদের সংশোধন-সংযোজনসহ এই-ই প্রথম উর্দু সংস্করণ প্রকাশ করা হচ্ছে। গ্রন্থকারের ভাব ও চিন্তায় যে নব দিগন্ত এবং আলোচনা ও গবেষণার যে নতুন দিক উদ্ভাসিত হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে অনুবাদের উপর দৃষ্টি দেয়ার সময় তিনি তাতে সংক্ষিপ্ত আলোচনাকে সবিস্তার করা ও ইঙ্গিতময় বাক্যের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংযোজন করেছেন। অনুবাদে (যা গ্রন্থকারের দু'জন প্রিয় সহকারী কর্তৃক অনূদিত) তিনি মূল গ্রন্থকার হিসেবে বয়স ও অভিজ্ঞতাকে যথাযথ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে ইচ্ছেমত হস্তক্ষেপ করেছেন। এই সঙ্গে যোগ করা হয়েছে– হিন্দুস্তানের স্বনামধন্য আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ ও দার্শনিকদের দর্শনসমূহ এবং তাঁদের রচনাবলির সার-সংক্ষেপ। আরবী বক্তৃতামালায় এগুলো সংযোজন করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে অনুবাদটাই একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থের রূপ ধারণ করেছে। এখন এটাকে অনুবাদ না বলে মূল রচনা বলাই যথার্থ হবে। তাতে করে কিতাবের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণের চেয়ে অধিক পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

বক্তৃতামালার এ পরিক্রমায় শেষ ভাষণ হিসেবে 'নবুয়তে মুহাম্মদীর কৃতিত্ব' শিরোনামের ভাষণটি বিন্যস্ত হতে যাচ্ছিল। তবে আলোচ্য বিষয়ের প্রকৃতি এবং সময়ের চাহিদা তো এটাই চাচ্ছিল যে, বক্তৃতামালার সমাপ্তি 'খাত্মে নবুয়ত'-এর আলোচনা, তার প্রয়োজনীয়তা এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খাতামুন্নাবীয়্যীন হওয়াটা যুক্তি-প্রমাণের নিরিখে প্রমাণিত হওয়ার উপর হোক। সত্যিকার অর্থে যা –এ আলোচনার ধারায় "মিস্কুল খিতাম" বা সমাপনী মৃগনাভী তথা আলোচনার শেষ কথা। কিন্তু গ্রন্থাকারে ভাবনায় একদিকে কিছুটা সময়ের অভাব ও অন্যদিকে আলোচ্য বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা ও পর্যালোচনার দাবিদার বিধায় তা অসম্পূর্ণ ও অতৃপ্ত আলোচনার বদলে সময় করে পরে তা লেখাই সমীচীন মনে হয়েছিল।

আর এর জন্য পর্যাপ্ত সময়েরও প্রয়োজন। তাই তিনি অসম্পূর্ণ রাখার চেয়ে বিষয়টি সম্পর্কে অন্য সময়ে আলোচনা করাটাই শ্রেয় মনে করেন। এখন গ্রন্থকারের এই সিদ্ধান্তে পরিষ্কার আল্লাহ পাকের হিকমাত বা রহস্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে। আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে তিনি এমন এক সময় এসে লেখনী হাতে নিয়েছেন যে, কাদিয়ানীদের সমস্যা (যার মূল কথা খত্মে নবুয়তের অস্বীকৃতি) একবার ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পুনরায় ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকার কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে 'খাত্মুন্নবুওত' 'আকীদায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের অপরাধে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা আর একবার জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানকে পুনর্জীবিত ও সজীব করে দিয়েছে যে,

www.pathagar.com

[বার]

ইসলামী 'আকাইদ ও শরীয়তে 'খাতমে নবুয়ত'-এর আকীদার এত বেশি গুরুত্ব কেন? এ কারণে কি একটা সম্প্রদায়, যারা শুধু ইসলামের দাবিদারই নয়, বরঞ্চ ইসলামের খিদমত করে যাচ্ছে বলেও দাবি রাখে, তাদেরকে ইসলামের গণ্ডির বহির্ভূত বলে ঘোষণা দেওয়া যায়? এসব ঘটনা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা মন ও সকল শক্তিকে কাদিয়ানী সমস্যা সম্পর্কে কেন্দ্রীভূত করে দেয় এবং এ প্রশ্নের যুক্তিগ্রাহ্য দাঁতভাঙ্গা জবাব দানের নেশা চিন্তাশক্তি ও মন-মস্তিষ্কের প্রভাব বিস্তার করে। গ্রন্থকারের পক্ষে সুদীর্ঘকাল অন্য কোন জ্ঞান-গবেষণাগত বিষয়ে হাত দেওয়া সম্ভব হয়নি। এরূপ ঐকান্তিক সাধনা ও চিন্তার ফলশ্রুতিতে একটি প্রবন্ধ প্রণীত হয়। এটি হচ্ছে উক্ত বক্তৃতামালার শেষ প্রবন্ধ এবং এই কিতাবের সর্বশেষ লেখা। প্রকৃত অর্থে এর মাধ্যমেই কিতাবটি পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। সর্বশেষ প্রবন্ধ দু'টিকে কিতাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার প্রেক্ষাপটে বক্তৃতারই ভাষা ও শিরোনাম গ্রহণ করা হয়েছে। মূলত এগুলো ছিলো প্রবন্ধাকারে তৈরী।

আমার স্নেহের সম্মানিত গ্রন্থকার দারুল উলূম নুদওয়াতুল উলামার শিক্ষক মৌলভী নূরে আযীয নদবীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, তিনিই সেসব ভাষণের অনুবাদ আরম্ভ করেন। প্রথমত এগুলো প্রবন্ধাকারে দারভাঙ্গার 'আল্-হুদা' সাময়িকীর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

দুঃখের বিষয়, মওলানা তাঁর অধ্যাপনা ও লেখা নিয়ে ব্যস্ততার দরুন এই কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন নি। 'মজলিশে তাহ্কীকাত ও নশরীয়াতে ইসলাম'-এর সদস্য আমার প্রিয় সুধী শামছে তিবরীয খান অবশ্যই উর্দু ভাষাভাষীদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। তিনিই এ কিতাবটির গুরুত্ব ও উপকারিতা সর্বপ্রথম অনুভব করেন। তিনি আমার কাছ হতে কিতাবের অবশিষ্টাংশের অনুবাদ সম্পন্ন করার অনুমতি গ্রহণ করেন। বস্তুত আমি সন্দিহান ছিলাম যে, ভাষান্তর হওয়ার পরও কিতাবটির আসল রস ও আকর্ষণ অক্ষুণ্ন থাকবে কিনা। অবশ্য সুধীদ্বয় এ ব্যাপারে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

এখন এই কিতাব উপমহাদেশের শিক্ষিত মুসলিম সমাজের সামনে পেশ করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য, তাঁরা গ্রন্থখানা পাঠ করে নিজেদের চিন্তা ও সাধনার পুরোপুরি মূল্যায়ন করবেন। তাঁরা তাঁদের চিন্তা ও কর্ম আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং তাঁদের নেতা, সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর আদর্শ মুতাবিক না হলে তা নিকটতর করার চেষ্টা সাধনা করবেন। আর কেবল সে পথই আল্লাহ পাকের কাছে সমাদৃত এবং সত্যিকার সফলতার নিশ্চয়তা বিধায়ক।

আবুল হাসান আলী
ইদারায়ে শাহ্ ইলমুল্লাহ
রায়বেরিলী
৩ এপ্রিল, ১৯৭৫

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম ভাষণ ঃ নবুয়ত ঃ মানবতার উৎকর্ষ সাধনে এর প্রয়োজনীয়তা এবং সভ্যতায় নবুয়তের অবদান ১৭-৫০

স্থানের উপযোগিতা ১৭
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক দায়িত্ব ১৮
এ যুগে আলোচ্য বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা ১৯
কুরআন শরীফের আলোকে নবুয়ত ও আম্বিয়া-ই-কিরাম ২০
অনুপ্রেরণাদায়ক ও প্রিয় আলোচ্য বিষয় ২০
নির্বাচিত সৃষ্টি এবং মানবতার নিষ্কলুষ আদর্শ ২২
কুদরতী প্রশ্ন ২৫
সাফা পাহাড়ের উপকণ্ঠে ২৭
নবুয়তের দর্শনগত রূপ ২৯
হিদায়াতের একমাত্র মাধ্যম ৩২
গ্রীক দর্শনের ব্যর্থতার কারণ ৩৬
ইসলামী যুগের দর্শনের ত্রুটি ৩৯
আম্বিয়া-ই-কিরামের স্বাতন্ত্র্য ৩৯
আম্বিয়া-ই-কিরামের জ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞানের মাঝে আপেক্ষিক নিরীক্ষণ ৪১
রাসূলের আবির্ভাবের পর কারো অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের অবকাশ নেই ৪৩
ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর মহাবিপর্যয়ের আশংকা ৪৪
জ্ঞানী, তথ্যবিদ এবং আম্বিয়া-ই-কিরামের স্বরূপ নিরূপণে একটা উদাহরণ ৪৪
শহরে নবীগণের দায়িত্ব কি হবে ৪৬
সর্বাপেক্ষা পবিত্র দায়িত্ব ৪৭
মানবতার কল্যাণ ও বরকত এবং সভ্যতার অগ্রগতির আসল উপাদান ৪৮

দ্বিতীয় ভাষণ ঃ আম্বিয়া-ই-কিরামের বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও আদর্শ ৫১-৯৭

নবুয়তের মাহাত্ম্য অনুধাবন করার পথে মনগড়া পরিভাষার সীমালংঘন ৫১
একনিষ্ঠতা ও একাগ্রচিত্ততার সাথে কুরআন গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ৫২
নবী (আ)গণ এবং অপরাপর পথ-প্রদর্শকের মাঝখানে মৌলিক পার্থক্য ৫৩
নবীগণের দাওয়াতে বিচক্ষণতা ও সরলতা ৫৮
আম্বিয়ায়ে কিরামের দাওয়াতের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় স্তম্ভ ৬১
আদিকাল হতে অদ্যাবধি ৬৭
সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টিতে কুরআনী পরিভাষাসমূহ ৬৯
দীনি দাওয়াত ও তৎপরতার বুনিয়াদী স্তম্ভ কি হওয়া বাঞ্ছনীয় ৬৯
নৌজোয়ান দাওয়াতদাতা এবং সাহিত্যিকদের প্রতি ৭০
আম্বিয়ায়ে কিরামের দাওয়াতে আখিরাতের আকীদার গুরুত্ব ৭৬
নসীহত ও উপদেশের আসল চালিকাশক্তি ৭৮
আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুসারীদের উপর আখিরাতের আকীদার প্রভাব ৭৯
আপন কর্মের পরিণাম আখিরাতে শাস্তি কিংবা শাস্তি ৮১

www.pathagar.com

নবীগণ এবং তাদের পদাংকানুসারীদের জীবনচরিতে আখিরাতের গুরুত্ব ৮২
আম্বিয়ায়ে কিরামের দাওয়াত এবং অপরাপর সংস্কারকের দাওয়াতের মাঝখানে পার্থক্য ৮৪
অদৃশ্যে ঈমান আনার প্রয়োজনীয়তা ৮৪
অদৃশ্যে ঈমান আনা এবং দৃশ্যে ঈমান আনার মাঝখানে পার্থক্য ৮৮
লৌকিকতার পরিহার—শালীনতার নির্ভরতা ৯৩

তৃতীয় ভাষণ ঃ হিদায়াতের দিকদিশারী মানবতার পথিকৃৎ ৯৮-১১৮

মানবতার সাথে কৃত্রিম নেতৃবর্গের কৌতুক ৯৮
ভুলত্রুটিমুক্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা ৯৯
আমানত ও ইখলাস ৯৯
উম্মতের দীন ঈমান-এর যিম্মাদার ১০২
আম্বিয়ায়ে কিরামের নিষ্পাপ হওয়ার রহস্য ১০৩
আম্বিয়ায়ে কিরাম আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী হন ১০৪
দয়া-দাক্ষিণ্যের বাহক ১০৫
কতিপয় বিশেষ আচার-আচরণের ফযিলতের রহস্য—আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের তত্ত্বকথা ১০৬
আম্বিয়া (আ) এক অনুপম তাহযীব এবং জীবন বিধানের প্রতিষ্ঠাতা ১০৮
ইবরাহিমী-মুহাম্মদী তাহযীব ১০৮
এই তাহযীবের বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনাবলী ১০৯
নবীগণের অনুকরণ ও অনুসরণের প্রতি কুরআনের বলিষ্ঠ তাকীদ ১১১
নবী (আ)-গণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার গুরুত্ব ১১২
ভালোবাসার আবেগের প্রভাব এবং রাসূল (সা)-এর অনুসরণে সাহাবায়ে কিরামের
জীবন বিসর্জনের রহস্য ১১৪
ইসলামী বিশ্বে মহব্বতের অনুপস্থিতির প্রতিক্রিয়া এবং জীবনের উপর এর প্রভাব ১১৬
নবীর অনুগত এবং মহব্বতেই জাতির অগ্রগতি নিহিত ১১৭
ইসলামী বিশ্ব বিশেষ করে আরব রাষ্ট্রসমূহের ঘটনাপ্রবাহ এবং এর কারণ ১১৭

চতুর্থ ভাষণ ঃ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং বৈষয়িক উপরণাদি ১১৯-১৪০

বৈষয়িক উপকরণাদি সম্পর্কে আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) এবং
তাঁদের বিরোধীদের মাঝখানে পার্থক্য ১১৯
নির্ধারিত ও উদ্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় ১২০
পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং আল্লাহ্‌র রহমতের দিকে অনুপ্রেরণা ১২১
নবীকুলের সাথে আল্লাহ পাকের শাশ্বত আচরণ ১২৩
জড়বস্তুর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ খোদাপ্রদত্ত প্রকৃতির বিরুদ্ধে
উপকরণাদির চরম দ্রোহিতা ১২৫
বস্তুবাদের সীমিত ও সংকীর্ণ মানসিকতার মুকাবিলায়
হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনাটি চ্যালেঞ্জ ১২৯
হযরত ইউসুফ (আ)-এর কিসসা এবং প্রচলিত নিয়ম-নীতি থেকে
তাঁর দূরীভূত থাকা ১৩১
ইউসুফ (আ)-এর কিসসার সাথে মহানবী (সা)-র জীবনচরিতের সাদৃশ্য ১৩২
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি অদৃশ্য সাহায্য এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুসংবাদ ১৩৩

www.pathagar.com

নবীগণের সফলতা মূলত উম্মতেরই সফলতা ১৩৪
দাওয়াতদাতা এবং ঈমানদার ও পুণ্যবানদের জন্য শক্তি ও আস্থা অর্জনের উৎস ১৩৫
আম্বিয়া (আ)-এর দাওয়াতে ঈমান আনয়নে ব্যর্থতায় ধ্বংস অনিবার্য ১৩৭
শুধু ব্যক্তিগত এবং জাতিগত স্বার্থসিদ্ধির কোন মূল্য নেই ১৩৮
সর্বব্যাপী বহুল প্রচারিত একটি ভ্রান্ত ধারণা ১৩৮
ঈমান ও তাবেদারীই ঈমানদারের হাতিয়ার এবং সফলতার চাবিকাঠি ১৩৯
মুসলিম উম্মাহ্‌র ভবিষ্যৎ নবীগণের জীবনচরিতের সাথে সম্পৃক্ত ১৪০

পঞ্চম ভাষণ ঃ মুহাম্মদী রিসালাতের মাহাত্ম্য ১৪১-১৫৩

বর্বরতার যুগের ট্রাজেডি ১৪১
সঠিক ইল্‌মের অভাব ১৪১
সুঠাম ও সঠিক মনোবৃত্তির অভাবে ১৪২
ন্যায়ের সহযোগী ও সংরক্ষক দলের অনুপস্থিতি ১৪২
একটি দীপ্ত সূর্যের প্রতীক্ষায় ১৪৩
ঈমানকে দুর্বল ও মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ফালসাফা ও শিরকের কারসাজি ১৪৩
নবীর আনীত বিশ্বজনীন ঈমানী দাওয়াতের মাধ্যমেই জাহিলি পরিবেশে পরিবর্তন আনা সম্ভব ১৪৫
স্থায়ী সংস্কারক এবং অধ্যবসায়ী জামায়াতের প্রয়োজনীয়তা ১৪৭
রসূলের আবির্ভাবের বৈপ্লবিক প্রভাব ১৪৮
এক নতুন দুনিয়ার আত্মপ্রকাশ ১৪৮
বর্বরতার যুগের খতিয়ান ১৪৯
বিশ্বে অভিনব আকর্ষণ ১৫১
উম্মতে মুহাম্মদী-ই মহানবী (সা)-র শ্রেষ্ঠতম মু'জিযা ১৫২

ষষ্ঠ ভাষণ ঃ মুহাম্মদী নবুয়তের কৃতিত্ব ১৫৪-১৭৩

মানুষের মর্যাদা ১৫৪
মানব প্রকৃতিতে গুপ্ত তথ্য ও রহস্যাবলী ১৫৫
মানুষের তুল্য অন্য কিছুর মূল্য হতে পারে না ১৫৬
মুহাম্মদী নবুয়তের কৃতিত্ব ১৫৭
আসল বাস্তবটি ধারণাতীত চিত্তাকর্ষক ১৫৭
জীবনের বিভিন্ন ধাপে ও বিভিন্ন ময়দানে নিষ্ঠাবান মনীষা ১৫৮
যেসব বুনিয়াদী জিনিস দিয়ে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করল ১৫৯
পরীক্ষা এবং অভিজ্ঞতার যাচাইয়ে নিষ্ঠাবানদের সফলকামিতা ১৫৯
শাসকদের দুনিয়া সম্পর্কে অনীহা ভাব এবং তাঁদের সারল্য ১৬০
মানবতার আদর্শ নমুনা ১৬২
প্রথম ইসলামী সমাজ ১৬৪
পরবর্তী বংশধরগণের উপর মুহাম্মদী রিসালাতের প্রভাব ১৬৫
বিশ্বজনীন ও শাশ্বত মুহাম্মদী আদর্শ নিকেতনের কতিপয় খ্যাতিমান শিষ্য এবং তাঁদের সুমধুর চরিত্র ও জীবনের কিছু দৃষ্টান্ত ১৫৬
সে শাশ্বত ও মুবারক শিক্ষা নিকেতনের কৃতিত্ব সর্বজনীন ও সর্বকালীন ১৭১

www.pathagar.com

সপ্তম ভাষণ ঃ খাতমে নবুয়ত-১ ১৭৪-২১৫

দীনের পরিপূর্ণতা এবং নবীগণের প্রতিনিধিত্বে উম্মত ১৭৪
নবুয়তের ধারাবাহিকতা মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত সমাপ্ত, তারপর
এ ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা ১৭৫
এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যা সর্বকালীন ও সর্বশেষ নবীর জন্যই শুধু হতে পারে ১৭৯
কিয়ামত পর্যন্ত মানবকুলের জন্য মুহাম্মদ (সা)-এর সীরাত ও হায়াত অনুসরণীয় নমুনা ও বরণীয় আদর্শ এবং এর জন্য গায়বী ব্যবস্থাপনা ১৮১
পূর্বেকার আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন চরিতগুলোর তুলনামূলক পর্যালোচনা ১৮৫
মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে উম্মতের অকৃত্রিম ও সনাতন প্রীতিবন্ধন ১৮৬
মুহাম্মদী আবির্ভাবের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যা নতুন নবী আগমনের অবকাশকে রহিত করে দেয় ১৮৮
সব জাতি এবং সব উম্মতের জন্য মুহাম্মদী রিসালতের বিস্তৃতি, যাবতীয় সংশোধনী, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের উর্ধ্বে এই দীন ১৯১
জ্ঞান ও ইতিহাসের নিরিখে পূর্বেকার আসমানী সহিফা ও কুরআন ১৯৭
কোন নতুন নবীর আগমন সম্পর্কে কুরআন নীরব ২০৯
খাতমে নবুয়ত সম্পর্কে স্পষ্ট , সহীহ এবং স্বতঃসিদ্ধ হাদীসসমূহ ২১৩
মুহাম্মদ (সা)-এর পর সাহাবায়ে কিরাম তথা সমস্ত মুসলিমের খাতমে নবুয়ত-এর আকীদায় ঐকমত্য পোষণ ঃ নতুন নবুয়তের দাবির প্রতি তাঁদের চরম অস্বীকৃতি ২১৩

অষ্টম ভাষণ ঃ খাতমে নবুয়ত-২ ২১৬-২৪৪

মানবতার প্রতি সম্মান ও রহমত ঃ খাতমে নবুয়ত ২১৬
পূর্বেকার ধর্মসমূহে নবুয়তের দাবিদারদের সংখ্যাধিক্য আকীদার হিফাযত এবং দীনের ঐক্যের পথে মারাত্মক হুমকি ২১৯
পূর্ণাঙ্গ দীনের অনিবার্য ফসল ঃ খাতমে নবুয়ত ২২৫
ইসলামের প্রাণশক্তি ও সজীবতায় রয়েছে মানব গড়ার উপযোগিতা ২২৬
ইসলামের ইতিহাসে শুদ্ধিকরণ ও তাজদীদের আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ও রহস্য ২২৯
দায়িত্ববোধ এবং বাতিলের মুকাবিলার নিমিত্ত দৃঢ়তা ও শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে নবুয়ত স্থায়িত্বের আকীদার প্রভাব ২৩০
খাতমে নবুয়ত দীন ইসলামের জন্য আল্লাহ্র রহমত, দয়া ও অনুগ্রহ ২৩১
নৈতিক অরাজকতা থেকে নিষ্কৃতি প্রদানে খাতমে নবুয়ত ২৩২
সংস্কৃতির উপর খাতমে নবুয়তের আকীদার অবদান ২৩৩
নবুয়তের দাবিদারদের মারাত্মক ফিতনা ২৩৪
দুনিয়ায় আল্লাহ্র সাথে কথোপকথন, সম্বোধন এবং দর্শন লাভের ফিতনা ২৩৪
ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণকামিতায় সমষ্টিগত ইলহাম ও দলগত হিদায়াত ২৩৮
মুসলমানদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি ২৪১
ইসলামের নিকৃষ্টতর শত্রু ২৪৩

www.pathagar.com

প্রথম ভাষণ

নবুয়ত ঃ মানবতার উৎকর্ষ সাধনে এর প্রয়োজনীতা এবং সভ্যতায় নবুয়তের অবদান

স্থানের উপযোগিতা

সুধী! আমরা ও আপনারা এখন যে স্থানে সমবেত হয়েছি, এখানে সবচেয়ে কল্যাণকর আলোচনা, মানবতার বিকাশে নবুয়তের প্রয়োজনীয়তা এবং সভ্যতায় এর অপরিসীম অবদান সম্পর্কে আলোচনা রাখার জন্য উৎকৃষ্টতম স্থান। এখানে আলোচনা করা হবে বিশেষ বিশেষ আম্বিয়া-ই-কিরাম সম্পর্কে, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নবুয়তের সম্মানে অলংকৃত করেছেন। আলোচনা করা হবে আল্লাহ্র কাছে তাঁদের স্বীকৃতি, তাঁদের মর্যাদা ও সম্মান, সৃষ্টির উপর তাঁদের অতুলনীয় অবদান এবং জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাঁদের গভীর প্রভাব সম্পর্কে। অবশেষে ইমামুল মুরসালীন খাতামুন্নাবিয়্যীন (সা) সম্পর্কে কল্যাণকর আলোচনা হবে, আল্লাহ্ তা'আলা যাঁকে সর্বশেষ রিসালত এবং সর্বকালীন ও বিশ্বজনীন নবুয়তের সম্মানে অনন্য করেছেন, যাঁকে দান করা হয়েছে স্থায়ী কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব, সনাতন ও সার্বজনীন শরীয়ত এবং সুরক্ষিত ও চির অম্লান কিতাব। আর মানবকুলের সৌভাগ্য ও মুক্তি (শ্রেণীগত ও ভাষাগত তারতম্য সত্ত্বেও) তাঁর উপর ঈমান আনয়ন ও তাঁর পদাংকানুসরণের উপর নির্ভরশীল করা হয়েছে। যাঁর হিজরত ও সর্বশেষ বাসস্থানের জন্য এমন এক পূত ও পবিত্র নগরীকে চয়ন করা হয়েছে, যেখানে ওহী ও রিসালতের মাধ্যমে আসমানের সাথে যমীনের শেষবারের মত মিলন ঘটে।

সুতরাং এ মুবারক জায়গায় কিছু বক্তব্য রাখার যাঁর সুযোগ হবে এবং যিনি এ সম্মান লাভ করবেন, তাঁকে এ মহান ও নাজুক দায়িত্বের প্রতি পুরোপুরি সচেতন হতে হবে যে, তিনি কেমন স্থান থেকে বক্তব্য রাখতে চলেছেন। এই 'মাকামে মাহ্মূদ' বা প্রশংসনীয় জায়গার সাথে সংশ্লিষ্ট দিকগুলো এড়িয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য অন্য কোন আলোচ্য বিষয় স্থির করা কি তার জন্য সঙ্গত হবে ? এটা ঈমান ও বিবেক এবং ইহ্সানেরও দাবি। আরব কবি সম্ভবত এর প্রেক্ষাপটেই বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

و لما نزلنا منزلا مله الندى -
اتيقا ولبستانا من النور جاليا -
اجدلنا طيب المكان و حسنه -
منى فت مئنه فكنت الا مانيا -

এবং আমরা যখন এক শিশির সজীব ও নয়ন জুড়ানো স্থান এবং ফুলের কুঁড়িতে সুশোভিত বাগানে অবতরণ করি, তখন স্থানের সৌন্দর্য ও পবিত্রতা জাগিয়ে দেয় আমাদের মনে একগুচ্ছ আশা। আমাদের সেসব আশার প্রাণ ছিল পক্ষান্তরে তুমি-ই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক দায়িত্ব

মুসলিম বিশ্বের যেকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তা স্বয়ং রাসূলে করীম (সা)-এর পবিত্র নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, তার প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে, নবুয়তের নিয়ামত যথাযথ অনুধাবনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। আল্লাহ্ পাক এই নিয়ামতের চেয়ে বড় কোন নিয়ামত আর একটি নাযিল করেন নি। আর সে নিয়ামতের সকৃতজ্ঞ মূল্যায়ন তার সক্রিয় সমর্থক ও আহবায়কদের মধ্যে হবে এবং জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে যেখানে অজ্ঞতা, আল্লাহ্দ্রোহিতা এবং বিপ্লবের পতাকা চতুর্দিকে পতপত করছে, সেখানে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুহাম্মদী পতাকা ও তাঁর আদর্শ শিবিরের সুশীতল ছায়ায় সমবেত হবে এবং জীবনের প্রতিটি স্তরে ইসলামকে সমৃদ্ধিশালী করার জন্য নিজেকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করে দেবে। হোক তা গবেষণা ও বিশ্বাস্য বিষয়ক অথবা কর্ম, শৃঙ্খলা, চরিত্র ও সামাজিক বিষয় কিংবা কৃষ্টি-কালচার ও রাজনৈতিক বিষয়ক।

যেকোন ইসলামী জ্ঞান-গবেষণাগারের শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং অনুরাগীদের সার্বক্ষণিক আচার-অনুষ্ঠান এবং তাঁদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু থাকতে হবে নবুয়ত, নবুয়তের কর্মধারাকে অন্য সব চিন্তা ও দর্শন, মত ও পথ, ধ্যান-ধারণার যাবতীয় ঢং, জীবনের সমস্ত রং এবং মানবতা ও সভ্যতার হরেক অভিপ্রায়ের উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দেওয়া।

আজকালকার ইসলামী গবেষণাগার এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেসব ইল্মী কর্মসূচীর দিকে মনোনিবেশ করে চলেছে এবং যেসব বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনের দাবিদার হচ্ছে—ঐ মৌলিক দায়িত্বটা এসব থেকে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রগণ্য। কেননা যদি কোন বিরামহীন এবং সত্যিকার ফায়সালা দানকারী সংঘাত নামে কিছু থাকে তবে সেটা হচ্ছে নবুয়ত ও জাহিলিয়াতের বা অজ্ঞতার সংঘাত। এ জাহিলিয়াতের

www.pathagar.com

নেতৃত্ব দিচ্ছে পাশ্চাত্য জগত। আর সে ইসলাম (সত্য ধর্ম) যার পতাকাবাহী হবে একমাত্র মুসলমান অবশিষ্ট রয়েছে। এ সংঘাত ছাড়া বাকী সব সংঘাত হচ্ছে কৃত্রিম ও গৃহযুদ্ধ। যে যুদ্ধে একই গোত্রের লোক সাধারণ বস্তু নিয়েও ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিংবা স্বল্প বুদ্ধির দরুন শিশুদের ন্যায় ঝগড়ায় মেতে ওঠে। কিন্তু চিন্তা ও গবেষণার দ্বন্দ্ব আবহমানকাল ধরে জাহিলিয়াত ও নবুয়তের মধ্যেই বিরাজ করছে।

এসব দিকের আলোকে ও এখানকার মহতী অধিবেশনের সূচনা (যেগুলোর আজ প্রথম দিন) উল্লিখিত দিকধারা অনুপাতে হওয়া যথোচিত হবে, যেহেতু এটা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র শহর, ইসলামের সূতিকাগার, ঈমানের প্রাণকেন্দ্র এবং ওহী নাযিল হওয়ার স্থান আর নবুয়তের সুদীর্ঘ সফর ও বিরাট ইতিহাসের শেষ গন্তব্যস্থল।

এ যুগে আলোচ্য বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা

আজ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রতিটি বড় বড় বিজ্ঞানাগার, ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, ইল্‌মী সমিতিগুলো, জাতিসংঘ ও এর বিশ্ব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো তথা সর্বত্রই এই আলোচ্য বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কারণ সৌভাগ্য, শান্তি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যাবতীয় উপকরণ থাকা সত্ত্বেও মানবতার আজ চরম দুর্গতি দেখা দিয়েছে এবং আধুনিক সভ্যতার দুর্ভাগ্য এই যে, এ সভ্যতার যারা ধারক ও বাহক তারা নবুয়ত এবং নবীদের (আ) শিক্ষার চরম বিদ্রোহী সেজেছে। তারা জীবন ও সভ্যতার নীলনকশা নবুয়তের আদর্শের বহির্ভূত পথে পরিচালিত করতে চাচ্ছে। আর পোষণ করছে আল্লাহ্‌র অবদানের প্রতি অহংকার ও অনীহা, যা প্রদত্ত হয়েছিল উম্মী নবীকে, ভাব-ভঙ্গিতে তারা অতীত বর্বর সমাজগুলোর সে অহংকারাত্মক উক্তিটারই পুনরাবৃত্তি করছে, যা কুরআনে পাকের ভাষায় বিবৃত হয়েছে ঃ أَبَشَرٌ يَهْدُوْنَنَا "আমাদেরই মত মানুষ কি আমাদেরকে হিদায়াত দিতে চলেছে ?" এমন একজন উম্মী আমাদেরকে কি জ্ঞান শেখাবে ? এরূপ একজন নিঃস্ব ফকীর আমাদেরকে কি সুখী স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলবে? আমাদেরকে কি সুসভ্য করে গড়ে ওঠাবে মরুভূমির এ যাযাবরটি ?

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিংবা প্রতিকূল অবস্থার প্রেক্ষিতে যদি আমরা এসব জিনিস ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়ার ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তুলে ধরতে সক্ষম না-ই হই, তাহলে কি কখনো সম্ভব হবে না—কমপক্ষে মদীনার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটিকে আলোচ্য বিষয়ে পরিণত করা ? আর কেনই বা হবে না! এতো সেই মদীনা মুনাওয়ারা, যা সব সময়ে আধ্যাত্মিকতার ও নেহায়েত সুদক্ষদের বীজ বপনের উর্বর ক্ষেত্র এবং মুবারক সংরক্ষিত ভূমি যা তাদের জন্য যুগে যুগে সুফলা সাব্যস্ত হয়ে এসেছে। যে নগরী আল্লাহ্‌পাকের নিম্নোক্ত বাণীরই সত্যিকার বাস্তবায়ন ঃ

www.pathagar.com

وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ –

এবং (লক্ষ্য কর) যমীন খুবই উর্বরা, এ এর প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে উত্তম ফলনই দিচ্ছে। —সূরা আ'রাফ ঃ ৫৮

এখানে যা আলোচিত হয়েছে সারা বিশ্বে তার প্রতিধ্বনি শোনা গেছে।

কুরআন শরীফের আলোকে নবুয়ত ও আম্বিয়া-ই-কিরাম

মুতাকাল্লিম বা কালাম শাস্ত্রবিদগণের আত্মা থেকে নিষ্কৃতি প্রার্থনার মাধ্যমে আমি এ মন্তব্যটুকু করতে বাধ্য হচ্ছি যে, মূলত 'ইলমে কালাম এবং 'আকাঈদের কিতাবাদী নবুয়ত এবং আম্বিয়া-ই-কিরামের ব্যাপারে নিতান্তই সংকীর্ণ ও সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছে। এ সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি নবুয়তকে একদিকে এমন গতিহীন ও প্রাচীরাবদ্ধ ভাবধারা হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যা আকাঈদের নির্দিষ্ট সীমারেখার বাইরে জীবনের অন্যান্য দিকের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না। অবশ্য কালামশাস্ত্রের তদানীন্তন বাধ্যবাধকতা এবং সীমিত পাঠ্য পদ্ধতি অবলম্বনে একটা সুনির্ধারিত পাঠ্য পরিক্রমার আবশ্যকতাও যে ছিল সেটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এ কারণেই আমরা নবুয়ত ও আম্বিয়া বিষয়দ্বয়কে কুরআনের আলোকে এবং কুরআনের দৃষ্টিতে দেখা বাঞ্ছনীয় মনে করি। এ প্রজ্ঞাময় কিতাবেরই নির্দেশিত লক্ষ্যে নবুয়তের সম্ভাব্যতা, নিগূঢ় তথ্য, এর সুপরিসর দিগন্ত ও গভীরতা সম্পর্কে ভেবে দেখা একান্ত প্রয়োজন মনে করি। আজ চিন্তা করার দরকার হয়ে পড়েছে জীবনের উপর নবুয়তের মাধ্যমে নাযিলকৃত মৌলিক বিষয়গুলো এবং হৃদয় ও দৃষ্টি, চরিত্র ও অভিরুচির উপর এটার প্রভাব ও প্রতিফলন নিয়ে। আজ গবেষণা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে সমাজ ও সভ্যতার একটা নীলনকশা নিয়ে, এমনকি এই কুরআনের গঠনমূলক অবস্থানগুলোকে নিয়ে বর্বরতার পাশাপাশি একটি অনুপম ও অনন্য সভ্যতার ভিত্তি রাখার উদ্দেশ্য।

অনুপ্রেরণাদায়ক ও প্রিয় আলোচ্য বিষয়

আমরা যখন যে উদ্দেশ্য নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করি, তখন সাহিত্য ও দর্শন, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এমন কিছু দৃশ্য এবং রাজকীয় রূপরেখা মানসপটে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যার সমতুল্য আকর্ষণীয় সৃষ্টি দ্বিতীয়টি নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। নবী (আ)-গণের আলোচনায় কুরআন গবেষণা করলে দেখা যায় তাঁদেরই জীবন প্রণালী, তাঁদেরই খুশি ও সুসংবাদ এবং তাদেরেই ভালবাসা দিয়ে এই কুরআন পরিপূর্ণ। মনে হয় যেন এই কুরআন প্রেমাস্পদের হৃদয়গ্রাহী ঘটনা এবং সুমধুর আলোচনা গ্রন্থ। এতে যত দীর্ঘ ও

www.pathagar.com

গাম্ভীর্যপূর্ণ আলোচনা হোক না কেন এবং যত রঙ-বেরঙ ও শাখা-প্রশাখাই টানা হোক না কেন খুবই কম মনে হয়।

لذيذ بود حكايت در از تر گفتم

যা উপস্থাপিত করেছি, আসল মূল ঘটনাটি তার চেয়ে অধিকতর দীর্ঘ ও চিত্তাকর্ষক ছিল।

আমার দৃঢ় প্রত্যয় যে, যিনি বিবেক, সঠিক রুচি এবং ভালবাসার ন্যূনতম অধিকারী হবেন, তিনি এ আলোচনায় প্রাণভরা আনন্দ পাবেন, অনুধাবন করবেন এক অপূর্ব তৃপ্তি।

এবারে শুনুন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আলোচনা কেমন ভালবাসা ও মাধুর্যের সাথে করা হচ্ছে ঃ

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيْفًا ط وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ . شَاكِرًا لِاَنْعُمِهٖ - اِجْتَبَاهُ وَ هَدَاهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ . وَاٰتَيْنَاهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ط وَ اِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ - ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ط وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

নিশ্চয়ই ইবরাহীম মানুষদের পথিকৃৎ এবং আল্লাহ্‌র অনুগত ছিলেন। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি আল্লাহ্ পাকের নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ ছিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে নবী হিসেবে মনোনীত করে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে। আমি তাঁকে যেমন ইহলোকে দান করেছি সৌন্দর্য তেমনি পরকালেও তিনি অন্তর্ভুক্ত থাকবেন সত্যবাদীদের। অতঃপর আমি আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করলাম যে, আপনি ইবরাহীমের নিখুঁত দীনের অনুসরণ করুন। ইবরাহীম মুশরিকদের কাতারভুক্ত নন। —সূরা নাহ্‌ল ঃ ১২০-১২৩

অনুরূপ আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদ পাঠ করুন ঃ

وَ تِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنٰهَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ط نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاءُ ط اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ . وَ وَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ ط كُلًّا هَدَيْنَا ح وَ نُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَ سُلَيْمَانَ وَ اَيُّوْبَ وَ يُوْسُفَ وَ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ط وَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ . وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيٰى وَ عِيْسٰى وَ اِلْيَاسَ ط كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ . وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُوْنُسَ وَ لُوْطًا ط وَ

www.pathagar.com

كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ . وَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ اِخْوَانِهِمْ ط وَ
وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَ هَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ . ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِى بِهٖ مَنْ
يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط وَ لَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ . اُولٰئِكَ
الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ . فَاِنْ يَّكْفُرْبِهَا هٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا
بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ .

এবং এটা আমার যুক্তি, যা দিয়েছিলাম ইবরাহীমকে তাঁর সমাজের মুকাবিলায়। আমি যাকে চাই উন্নত মর্যাদা দান করি। অবশ্যই তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। এবং তাঁকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব। তাদের সবাইকে সঠিক পথে পরিচালিত করলাম এবং এর পূর্বে নূহকেও সঠিক পথে চালিয়েছিলাম। এবং তার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ মূসা ও হারূনকেও। অনুরূপই আমি নিষ্ঠাবানদেরকে তাদের কর্মের সুফল দিয়ে থাকি। এবং যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও। তাঁরা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত এবং ইসমাঈল, আল-ইসয়া, ইউনুস এবং নূহকেও। তাঁদের প্রত্যেককেই আমি নিখিল বিশ্বের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। এবং তাদের কতিপয়ের পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতৃবৃন্দকেও দিয়েছি সে শ্রেষ্ঠত্ব। তাদেরকে নবী হিসেবে মনোনীত করে সঠিক ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করেছি। এটাই মহান আল্লাহ্র প্রদর্শিত পথ। তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে চান এর মাধ্যমে হিদায়াত দান করেন। যদি তারা শির্ক করতো তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান বরবাদ হতো। এঁরাই তাঁরা যাঁদেরকে প্রদান করেছি আসমানী কিতাব, কর্তৃত্ব এবং নবুয়ত। সুতরাং মক্কাবাসিগণ যদি এগুলোর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, আমি সেক্ষেত্রে এমন এক সম্প্রদায়কে নিযুক্ত করেছি যারা এগুলোকে অস্বীকৃত জ্ঞাপন করে না।

—সূরা আল-আন'আম ঃ ৮৩-৮৯

নির্বাচিত সৃষ্টি এবং মানবতার নিষ্কলুষ আদর্শ

কুরআন মজীদ আম্বিয়া-ই-কিরামকে কখনো কখনো স্মরণ করেছে ইস্তিফা (মনোনয়ন), ইজতিবা (চয়ন), মহব্বত ও সন্তুষ্টির শব্দ দ্বারা, আবার কখনো কখনো তাঁদেরকে উন্নত প্রশংসাবলী, যৌক্তিক, চারিত্রিক এবং আমালী যোগ্যতার যথাযথ বাহক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এসব দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, নবীগণই সৃষ্টির নির্যাস, মানবতার নিষ্কলংক আদর্শ এবং আল্লাহ্ পাকের বার্তা বহন ও দীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বাধিক যোগ্য ও নৈপুণ্যের অধিকারী ব্যক্তিবর্গই হয়ে থাকেন।

www.pathagar.com

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ .

রিসালতের দায়িত্ব কোথায় রাখা যায়, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞানী।

—সূরা আল-আন'আম ঃ ১২৪

হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّابِهٖ عٰلِمِيْنَ –

আমি তো এর পূর্বে ইবরাহীমকে সৎ পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম ও আমি তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত। —সূরা আম্বিয়া ঃ ৫১

আরো বলা হয়েছে ঃ وَ اتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً –

এবং আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীমকে বন্ধু করে নিয়েছিলেন।

—সূরা আন-নিসা ঃ ১২৫

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ . سَلٰمٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ . كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ . اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ .

এবং আমি পরবর্তীদের মাঝে ইবরাহীম-এর পুণ্য স্মৃতি টিকিয়ে রেখেছি যে, 'ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' পুণ্যবানদেরকে আমি এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি। তিনি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরই একজন ছিলেন।

—সূরা আস-সাফফাত ঃ ১০৮-১১১

এবং হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ .

অবশ্যই ইবরাহীম নিতান্ত ধৈর্যশীল, কোমল-প্রাণ এবং আল্লাহ্ অভিমুখী ছিলেন।

—সূরা হুদ ঃ ৭৫

এদিকে হযরত ইস্মাঈল (আ)-এর স্মরণে বলা হয়েছে ঃ

وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا .

তিনি তাঁর প্রতিপালকের কাছে অতীব প্রিয় ছিলেন। —সূরা মারইয়াম ঃ ৫৫

হযরত মূসা (আ)-এর স্মরণে বলা হয়েছে ঃ

وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِىْ –

আর আমি তোমাকে আমার কাজের জন্য তৈরী করেছি। —সূরা তাহা ঃ ৪১

www.pathagar.com

আরো বলা হয়েছে ঃ

وَ اَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ . وَ لِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ .

এবং মূসা! আমি আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালবাসা সঞ্চারিত করেছি। (তোমার সাথে মানুষ সদাচরণের জন্য) যেন তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও। —সূরা তাহা ঃ ৩৯

তাঁর সম্পর্কে আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَ بِكَلَامِىْ .

আমি তোমাকে আমার বাণী ও বাক্যালাপ দ্বারা লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। —সূরা আ'রাফ ঃ ১৪৪

হযরত দাউদ (আ)-এর স্মরণে বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ – اِنَّهٗ اَوَّابٌ .

এবং আমার বান্দাহ শক্তিধর দাউদকে স্মরণ করুন। অবশ্যই তিনি (আল্লাহর দিকে) প্রত্যাবর্তনকারীদেরই একজন ছিলেন। —সূরা সাদ ঃ ১৭

তারই যোগ্য উত্তরসুরি সন্তান হযরত সুলায়মান (আ)-এর স্মরণে বলা হয়েছে ঃ

نِعْمَ الْعَبْدُ ط اِنَّهٗ اَوَّابٌ .

সুলায়মান নেহায়েত উত্তম বান্দা ছিলেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যাবর্তনকারীদের একজন ছিলেন। —সূরা সাদ ঃ ৩০

অনুরূপ হযরত আইয়ুব (আ) এবং মর্যাদাসম্পন্ন এক জামাত নবী (আ)-এর প্রতি ভালবাসা, সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদের উচ্চাঙ্গের গুণাবলী বিশেষ ভঙ্গিতে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَ الْاَبْصَارِ .
اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ . وَ اِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ
الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ .

এবং আমার কতিপয় ক্ষমতা ও বিচক্ষণ বান্দা যেমন ইবরাহীম এবং ইসহাক, ইয়াকুবকে স্মরণ করুন। আমি তাঁদেরকে পরপারের ইয়াদের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণ দিয়ে অলংকৃত করেছি। এবং তাঁরা আমার নিকট মনোনীত এবং নিষ্ঠাবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। —সূরা সাদ ঃ ৪৫-৪৭

www.pathagar.com

এ অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও যে আপনারা কুরআন পাকের তাত্ত্বিক গবেষণা করে থাকেন এবং আমার আলোচনা আপনাদের কাছে অভিনব কিংবা নতুন কিছু যে উপস্থাপন করবে এমন কিছু নয়, তথাপি এ মনোরম ও আনন্দদায়ক আলোচনা মঞ্চে আমার বক্তব্যটা দীর্ঘায়িত করার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ পাকের কাছে নবী (আ)-দের সম্মান ও মর্যাদা এবং তাঁদের সম্পর্কে কুরআনের ভাষায় উচ্চারিত উচ্চাঙ্গের প্রশংসাবলী ও গুণাবলী আপনাদের হৃদয় সমীপে তুলে ধরা। কুরআন তাঁদেরকে আদর্শ চরিত্র, উত্তম ও উন্নত গুণাবলীর দিশারী বলে ঘোষণা করেছে।

কুদরতী প্রশ্ন

এ পার্থিব জীবনে জ্ঞান অর্জন এবং উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তার চাহিদা মোচন একমাত্র ইন্দ্রিয়রাজি এবং বুদ্ধিগত যোগ্যতার উপরই নির্ভরশীল অর্থাৎ এ ইন্দ্রিয়শক্তির নির্দেশানুযায়ীই মানবজীবন অতিবাহিত হয়ে থাকে। এ জাগতিক জীবনে ইন্দ্রিয়রাজির নিরিখে একটা প্রশ্ন—নবুয়তের সিলসিলা ও আম্বিয়া-ই-কিরামের মহত্ত্ব কতটুকু ? অপরাপর সুধী ও বুদ্ধিজীবী থেকে কি বৈশিষ্ট্য দ্বারা নবীগণ শ্রেষ্ঠত্ব পেয়ে থাকেন ? কেনই বা তাঁদের এ অধিকার যে, তাঁরা কিছু তত্ত্ব নিয়ে পর্যালোচনা করবেন, আর এমন এমন সংবাদ দেবেন, যা সূক্ষ্ম অনুভূতির নাগালেও আসে না, না সেখানে মেধাতিমেধাসম্পন্ন বিবেকের আরোহণ সম্ভব? অথচ সবাই একই সমাজে লালিত? একই ভূখণ্ডে জীবনাতিপাত করে চলেছে। এর কারণ কি যে, এঁরা অবলোকন করে ফেলবেন এমন অদৃশ্য কিছু যা তাঁদেরই সমসাময়িক অন্যান্য বিজ্ঞানী এবং মহামনীষী পর্যন্ত পারবেন না ? অথচ সে অদৃশ্য জিনিসসমূহ প্রভাতের আলোর ন্যায় প্রদীপ্ত হয় আর তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু বাস্তবে পরিণত হয় ?

বস্তুত এটি একটি প্রাকৃতিক ও কুদ্‌রতী প্রশ্ন। যা আবহমানকাল ধরে নতুন নবীর আবির্ভাবের সাথে সাথে জনমনে পয়দা হয়ে আসছে। মনমস্তিষ্ককে প্রভাবান্বিত করেছে। বিশ্বনবী (সা) নবুয়তের সম্মানে বিভূষিত হয়ে তাব্‌লীগ ও শুদ্ধিকরণের দায়িত্বে যখন নিয়োজিত হন, তখন তাঁকেও সে প্রশ্নের একান্তই মুখোমুখি হওয়ার কথা। নবী (সা) সে পরিবেশে যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, যে দূরদর্শিতার সাথে উক্ত সমস্যাটির সমাধান দিয়েছিলেন, তা তাঁর অনন্য মু'জিযাসমূহের অন্যতম বৈ কিছু নয়।

আরব সমাজ বিশেষ করে মক্কা-মরুতে বসবাসকারিগণ দীর্ঘকাল যাবত সূক্ষ্ম মাসআলা, ইল্‌মী পরিভাষা এবং দর্শন ইত্যাদি থেকে হাত গুটিয়ে জীবন কাটিয়ে আসছিল। তবে আবার মন-মানসিকতার তীক্ষ্ণতা, সুষ্ঠু বিবেচনা, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং ন্যায়ের সামনে শির অবনত করার জন্য তারা ছিল তখন বিশ্বসেরা। এ

www.pathagar.com

পার্থিব জীবনে নবীগণের মর্যাদা কতটুকু ? অপরাপর যারা বাহ্যিক ইন্দ্রিয়রাজি বিনে জ্ঞান হাসিলের অন্য মাধ্যম হতে বিমুখ, এদের মাঝে একমাত্র নবীগণেরই অদেখা তত্ত্বাবলী প্রকাশ করার অধিকার থাকে কিভাবে ? নবী (সা) উপরোক্ত জিজ্ঞাসাটার এমন ফায়সালা প্রদান করেছেন, যেখানে আরববাসীদের সে বিশেষ গুণটির পুরোপুরি মিল লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সে প্রজ্ঞাজনিত প্রকাশভংগী প্রতিপক্ষ ভাষাবিদ এবং দর্শনশাস্ত্র-বিশারদদের সহস্র যুক্তির চেয়ে অধিকতর সক্রিয় এবং হৃদয়গ্রাহী ছিল। এর জন্য তাঁর গৃহীত কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি শ্রোতৃমণ্ডলীদের সুষ্ঠু মানসিকতা, জ্ঞান-বুদ্ধির পরিধি এবং স্থান ও পাত্রের পুরো সামঞ্জস্য বজায় রেখে সন্নিবেশিত হয়েছিল। আম্বিয়া-ই-কিরামদের সবার অবস্থা মূলত এমনই ছিল। তাঁরা স্বীয় নবুয়তের সত্যতা প্রমাণে বানোয়াট লৌকিকতা এবং অলংকার জ্ঞান ও ইশারা-ইঙ্গিতের ধার ধারতেন না। বরঞ্চ তাঁরা ছোট এবং সাধারণ বিষয় দ্বারা বহু মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল বের করে দেখিয়ে দিতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে একে তো ছিল না সাংবাদিকতা, ছিল না বেতারযন্ত্রের ব্যবস্থাপনা, এমনকি ছিল না স্বরকে একটু উচ্চ করা বা ছড়ানোর মেশিনটিও। এমন একটি যুগে মক্কা মরুর সমস্ত বাসিন্দাকে এক জায়গায় এক সুনির্দিষ্ট সময় একত্রিত করার কি ব্যবস্থা হতে পারে ? কিভাবে তাদের মন-মস্তিষ্কে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হবে, যদ্দ্বারা তারা স্বীয় অভিরুচির মোহ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে সবাই এক হয়ে নবী (সা)-এর দিকে (ত্রাণের জন্য) ছুটে আসবে ?

রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন আরব সমাজেই প্রতিপালিত একজন সদস্য। পূর্ব থেকেই তাদের আচরণাদি, প্রথা ও রীতিনীতির সাথে তাঁর বেশ সম্পৃক্ততা ছিল। এমনকি তিনি ওসব রীতিনীতির মোহ তাদের মানসিকতা ও সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কতটুকু শিকড় গেড়ে বসেছিল, সে সম্পর্কেও ওয়াকিফ ছিলেন। সে সুকঠিন এবং সূক্ষ্ম কাজে মহানবী (সা) তাঁর অভিজ্ঞতাকে পুরো সদ্ব্যবহার করেছিলেন। আরবদের চিরাচরিত প্রচলন ছিল—তাদের কেউ কোন বিপদ আঁচ করলে, যেমন শত্রুর আকস্মিক আক্রমণের আশংকা অথবা শত্রুপক্ষের সুযোগ তল্লাশী ইত্যাদি, সাথে সাথে ছোট পাহাড়ের চূড়া কিংবা গুহায় আরোহণ করত এবং উচ্চৈঃস্বরে এই বলে চিৎকার করে উঠতো ঃ "ইয়া সাবাহ" (ধ্বংস ধ্বংস), "ইয়া সাবাহ" (শত্রু শত্রু)। এই বিকট ধ্বনি শুনামাত্রই সমাজের লোকজন আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ত, হাতিয়ার গুছিয়ে নিত এবং বিপদ বা শত্রু প্রতিহত করার নিমিত্তে এগিয়ে আসত। সে ভয়ংকর বস্তুটি কি ছিল, যা একসঙ্গে তাদের সবাইকে বিষাদাচ্ছন্ন করে তুলত এবং তাদের শান্তি ও নিরাপত্তায় কুঠারাঘাত হানত? তা একটাই ছিল—শত্রু। যার লশকরগণ এক বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছিল। ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে নিচ্ছিল। উট এবং

www.pathagar.com

অন্যান্য জীবজন্তুকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সার্বিক ক্ষতি সাধনের অপচেষ্টা করছিল তাদের। আরব উপজাতি ও মরুবাসিগণ এই একটিমাত্র বিপদের সাথেই জীবনে পরিচিত হয়ে আসছিল আবহমানকাল ধরে। সুতরাং তারা যখনি ওসব শব্দগুলো শুন্‌ত, সেই একটি অর্থই তারা ধরে নিত।

ওসব পার্থিব অসুবিধা এবং ভয়াবহতার গুরুত্ব যে অনস্বীকার্য তা স্বীকৃত বটে; কিন্তু নবীগণের দূরদৃষ্টির সামনে তা তুচ্ছ। কারণ তাঁরা বিশ্বস্রষ্টা ও নিয়ন্তার অস্তিত্ব ও গুণাবলী এবং তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতার ভয়াবহ পরিণতি সংক্রান্ত বিষয়ে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে থাকেন। সজাগ থাকেন তাঁরা বর্বরতাচ্ছন্ন বিষাক্ত যিন্দেগী সম্বন্ধেও, যার মধ্য দিয়ে তদানীন্তন মক্কাবাসিগণ কালাতিপাত করছিল। তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতেন আরবের বর্বরতাক্লিষ্ট সমাজে অনুপ্রবিষ্ট অনাচার ও দুশ্চরিত্রতা সম্পর্কেও। "তারা প্রতিমা পূজা করত, মৃত জীব খেত, অশ্লীলতায় মত্ত থাকত দিব্বি এবং আত্মীয়দের সূত্রবন্ধন ছিন্ন করত অহরহ। জ্বালাতন করত প্রতিবেশীদেরকে। বিত্তশালিরা প্রায়ই দুর্বলদেরকে শোষণ করে বেড়াত।"[১]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপলব্ধি করলেন—দুশমন তো মূলত বাইরে নয়। বরঞ্চ তা আসন জুড়ে আছে জনগণের মন-মস্তিষ্কে, আকাঈদ ও চরিত্রে। যত বহিঃশত্রু আছে তদপেক্ষা এ দুশমন অধিকতর ধ্বংসাত্মক ও মারাত্মক। অনিষ্টের এ স্রোতধারা প্রবহমান তাদেরই সত্তা এবং তাদেরই অভ্যন্তর থেকে। যা বাহ্যিক ক্ষতি সাধনকারী কার্যকলাপ থেকে প্রকট, যেগুলির উদাহরণ তারা বর্বরতার দীর্ঘ কালে স্থাপন করে আসছিল। অথবা আরবীয় গোত্রীয় জীবনে অহরহ যেগুলোয় তাদের আক্রান্ত হতে হয়েছিল। তাদের প্রবৃত্তিজনিত আত্মদ্রোহিতা প্রতিটি শত্রু গোত্র অথবা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শত্রু ছাউনী অপেক্ষা বহু ক্ষতিকর ছিল। তাদের এ অভিশপ্ত জীবন-প্রণালী মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র ক্রোধানলকে তীব্র করে তুলছিল। কারণ তিনি তাঁর বান্দাদের নাস্তিকতাকে আদৌ অনুমোদন করেন না। বসুন্ধরায় কিঞ্চিত কোলাহল সৃষ্টি হোক, তাও তিনি চান না।

সাফা পাহাড়ের উপকণ্ঠে

একদা রাসূলুল্লাহ (সা) উষালগ্নে সাফা পাহাড়ে তশরীফ আনলেন। এটি মক্কারই সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। এখানে আগমন করে তিনি উচ্চস্বরে আওয়ায দিলেন "ইয়া সাবাহাহ্" "ইয়া সাবাহাহ্"। মরুবাসীদের মনে একথা চিরন্তন সত্য হিসেবে গাঁথা

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাবের সময়ের জাহিলী যুগের এই চিত্রটি যথাযথভাবে তুলে ধরেছিলেন হযরত জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর সমীপে তাঁর পরিবেশিত ভাষণের কিয়দংশ পেশ করা হল।

www.pathagar.com

ছিল যে, এই আওয়ায উচ্চারিত হয় যথাস্থলে এবং বিপদসংকুল পরিবেশে। আর সাধারণত এতে মিথ্যা, প্রতারণা অথবা হাসি-তামাশার লেশটুকুও থাকে না। মক্কাবাসীদের এ সুবিদিত আওয়ায এমন এক ব্যক্তিত্বের কণ্ঠ থেকে আজ বের হচ্ছিল, যিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী। তাঁকে তারা সাদিক (সত্যবাদী) এবং বিশ্বস্ত উপাধিতে বিভূষিত করেছিলেন পূর্বেই। সে আওয়ায়ের রহস্য তারা খুবই জানত। কারণ অভিজ্ঞতা ও ঘটনা-প্রবাহের একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস তাদেরই সামনে উপস্থিত ছিল। তারা সে আওয়াযের দিকে অগ্রসর হতে একটুও কুণ্ঠাবোধ না করে সমবেত হয়ে গেল। কেউ নিজেই এল আবার কেউ প্রতিনিধি প্রেরণ করল।[২]

সবাই একত্রিত হলে রাসূল (সা) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "হে বনী 'আব্দুল মুত্তালিব! হে বনী ফিহ্‌র! হে বনী কা'ব! তোমাদের অভিপ্রায় কি? আমি তোমাদের সামনে যদি এই ঘোষণা দেই, এই পাহাড়ের পাদদেশে একদল অশ্বারোহী সেনা লুক্কায়িত আছে এবং তোমাদের অজান্তে তারা তোমাদের উপর আক্রমণের প্রহর গুণছে, তোমরা আমার এ ঘোষণায় আস্থা রাখবে কি? রাসূলে আরবী (সা) যাদেরকে সম্বোধন করেছিলেন এবং যাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তারা 'অশিক্ষিত' এবং 'অনুন্নত' ছিল। তারা ফালসাফা ও তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করেনি এবং তারা কোন বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই করায় অভ্যস্ত ছিল না। বরঞ্চ (আমি পূর্বেই বলেছি) তারা ছিল বস্তুনিষ্ঠ এবং কর্মঠ। আল্লাহ্ পাক বিবেক ও মুক্তবুদ্ধি (Common sense)-এর এক বিরাট হিস্‌সা তাদেরকে দান করেছিলেন। তারা তাই অবস্থান ও পরিবেশটি পর্যবেক্ষণ করল। ভাষণদাতা যেই স্থানটিতে দণ্ডায়মান ছিলেন, সেটার প্রকৃতিগত অবস্থা অবলোকন করল।

তারা ভাবলো এমন একজন ব্যক্তিত্ব যাঁর সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, একনিষ্ঠতা এবং শুভকামিতা পরীক্ষিত হয়েছে একাধিকবার। এখন তিনি একটা ছোট পর্বতশৃঙ্গে উপবিষ্ট, তিনি সামনে তো দেখতে পাচ্ছেনই যে, তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলী রয়েছে, সাথে সাথে এ পর্বতের পাদদেশে সে প্রান্তটিও দেখতে পাচ্ছেন, এখানের শ্রোতাদের দৃষ্টি যেখানে পৌছতে অক্ষম। তারা তখন কোন প্রকার দ্বিধা-সংশয়ের পক্ষপাত না করে উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, যার পজিশন এমন হবে, তার অধিকার আছে পাহাড়ের পাদদেশে লুক্কায়িত শত্রু কিংবা বিপদ সম্পর্কে সতর্ক-সংকেত পেশ করার। আর যাদের সামনে পাহাড়টি প্রতিবন্ধক, তাদের এ অধিকার থাকতে পারে না বা তাঁকে মিথ্যে বলে আখ্যায়িত করার এবং তাঁর দেয়া খবরটি এ বলে প্রত্যাখ্যান করে দেওয়ার যে, তারা সংকেত-দাতার সাথে তা প্রত্যক্ষ

২ আল-বিদায়াহ ওয়ান্ নিহায়াহ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮।

www.pathagar.com

করায় শরীক রয়নি। প্রকারান্তরে মধ্যে বিরাজমান অন্তরায় সৃষ্টিকারী পাহাড়টিই তাদের অবস্থা এবং ভাষণদাতার অবস্থার মাঝখানে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছে। আর পাহাড়ের চূড়ায় দণ্ডায়মান ভাষণদাতাকে অন্যদিকে দৃষ্টি দান এবং সাক্ষ্য প্রদানের একক সুযোগ দিয়ে দিয়েছে।

আরববাসিগণ নিরপেক্ষমনা ছিল। তারা ছিল সুনিপুণ ও সত্যপ্রিয়। প্রতিউত্তরে তারা বলল, "হাঁ! আমরা এ জাতীয় ঘোষণা করতে পারি না। আমাদের তা মেনে নিতেই হবে।"

নবুয়তের দর্শনগত রূপ

নবী (সা) নবুয়তের এ বিরল আল্লাহ্ প্রদত্ত হিকমত এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অনন্য প্রতিভা দ্বারা নবীগণ এবং নবুয়তের অনুপম মাহাত্ম্য ও অতুলনীয় মর্যাদার রূপরেখা অংকন করে আরববাসীদের সামনে উপস্থাপন করলেন। নবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব তিনি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। এই তথ্যটির দিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন—নবীগণ অবলোকন করেন এমন এক জগৎ, যা তাদের সমসাময়িক আর কেউ পারে না। তাঁরা এমন ঘটনাবলী সম্পর্কে সংবাদ দিতে সক্ষম, অন্যান্য নায়ক ও সংস্কারকগণ যার স্বাক্ষর পেশ করতে পুরোপুরি ব্যর্থ। আর তা এই জন্য যে, তাঁরা নবুয়তের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে আছেন। মানুষ হিসেবে অনুভূতির পবিত্রতা ও স্বভাবগত শালীনতার কারণে দৃষ্ট বিশ্বকে তাঁরা সুস্থ বুদ্ধি ও সুষ্ঠু চিন্তার মানুষের মতই দেখে থাকেন। অধিকন্তু আল্লাহ্ প্রদত্ত নবুয়ত (আল্লাহ্র খুশি অনুযায়ী) যেহেতু অদৃশ্য জগতের সাথে সম্পর্ক রাখে তাই তাঁরা এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে নবুয়তের জগতের অদৃশ্য রহস্যাবলীও অবলোকন করার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ

বলুন, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, (তবে) আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। —সূরা কাহ্ফ ঃ ১১০

একজন মানুষ যত বড় মেধাসম্পন্ন বিজ্ঞ কিংবা বিশেষজ্ঞই হোক না কেন, তার জন্য এটা সম্ভব হবে না যে, নবীগণে মিথ্যারোপ করবে অথবা তাঁদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বিষয়াদিকে প্রত্যাখ্যান করবে। কেননা এরা নবীগণের পর্যবেক্ষণে অংশীদার ছিল না। যেসব জিনিস আম্বিয়া-ই-কিরাম দেখতে পান, এরা তা দেখে না। যেমনি পাহাড়ের নিম্নদেশে দণ্ডায়মান কারো জন্য কোন অবস্থাতেই সমীচীন হবে না পর্বতশৃঙ্গে আরোহীর উক্তিতে আপত্তি উত্থাপন করার এবং পর্বতের পেছনের খবরাদি এবং পর্বতের পাদদেশে সংঘটিত ঘটনাবলীকে উপেক্ষা করার।

www.pathagar.com

তাইতো বাহ্যিক ইন্দ্রিয়রাজির গোলক-ধাঁধায় আক্রান্ত কেউ যদি এঁদের বিরুদ্ধে মেতে উঠে এবং প্রমাণ পেশ করার পেছনে লেগে যায়, তখনি তাঁরা অবাকচিত্তে সার্বিক শক্তি ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলে ওঠেন ঃ

اَتُحَاجُّوْنِّىْ فِى اللّٰهِ وَ قَدْ هَدَانِىْ .

তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে ? তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। —সূরা আন'আম ঃ ৮০

নবুয়তের প্রথম যুগের সব নিরক্ষর আরববাসী সেসব দার্শনিক ও পণ্ডিতবর্গ অপেক্ষা অধিকতর বিচক্ষণ সাব্যস্ত হয়েছে, যারা আম্বিয়া ও রাসূলগণের খবরগুলো এবং অদৃশ্য তথ্যরাজি একমাত্র এইজন্যই উপেক্ষা করে দেওয়ার চেষ্টা করছে যে, তারা কেন তা দেখবে না ? সেসব জিনিস তাদের অজান্তে থাকবে কেন ?

بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَ لَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ .

আসল কথা হলো, যে বিষয়ের জ্ঞান তারা আয়ত্ত করেনি তা অস্বীকার করে এবং এখনও এর রহস্য তাদের নিকট অনুদঘাটিত। —সূরা য়ুনুস ঃ ৩৯

এ প্রকৃতিগত, যুক্তিগত এবং অনিবার্য স্তরগুলি অতিবাহিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) একান্ত নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তার সাথে সামনে অগ্রসর হলেন। সর্বশেষ স্তরে উপবিষ্ট হয়ে তিনি ঘোষণা দিলেন ঃ

فَانِّىْ اِنْ هُوَ اِلاَّ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ .

আমি তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।

মহানবী (সা) তাদেরকে সে বাস্তব এবং স্থায়ী বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করলেন, যা বিরাজমান ছিল তাদের দৈনিক কর্মপদ্ধতিতে, যার অনুসরণে কাটছিল তাদের জীবনধারা। তিনি তাদেরকে সতর্ক করলেন সেসব ভ্রান্ত ও অনর্থক ধ্যান-ধারণা সম্পর্কেও, যেগুলো তাদের মনমানসিকতায় বদ্ধমূল হয়ে বসেছিল। সেসব প্রতিমা সম্পর্কেও তাদেরকে সজাগ করলেন, যেগুলোর তারা অন্ধ ভক্ত হয়ে পড়েছিল। যেসব বিধ্বংসী চরিত্র ও রীতিনীতি তারা আঁকড়ে ধরেছিল, সেগুলো সম্পর্কেও তিনি দিলেন এক নতুন অনুভূতি। এককথায়--তারা তখন এক চরম মূর্খতার ভেতর দিয়ে কাল যাপন করে আসছিল। শিক্ষা ও ঈমান-বিমুখ ছিল তাদের মানসিকতা ও স্বভাব। ইনসাফ যে কি বা আল্লাহ্-ভীতি কাকে বলে, তা তো বুঝতই না তারা, যদ্দরুন সমাজ জীবনে বয়ে এসেছিল তখন ব্যাপক হাহাকার, সংকীর্ণতা, ব্যাকুলতা, মানসিক অস্থিরতা এবং অভ্যন্তরীণ ভয়াবহতা।

www.pathagar.com

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ .

মানুষের কৃতকর্মের দরুন সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে ; যার ফলে তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মফল তিনি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে। —সূরা রুম ঃ ৪১

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ .

গুরু শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব; যাতে তারা ফিরে আসে। —সূরা আস-সাজদাহ ঃ ২১

অথচ এই যিন্দেগানীর পর রয়েছে আর একটি শাস্তির যিন্দেগানী। সে শাস্তির তুলনায় ইহলৌকিক শাস্তি ও কষ্টদায়ক জিনিস একেবারেই তুচ্ছ ও সামান্য।

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ج

এবং পরকালের শাস্তি তো কঠোর ! —সূরা আর-রাদ ঃ ৩৪

وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَ اَبْقٰى .

পরকালের শাস্তি তো অবশ্যই কঠিনতর ও অধিকতর স্থায়ী।—সূরা তাহা ঃ ১২৭

وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى .

পরকালের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক।—সূরা হা-মীম-আস-সাজদা ঃ ১৬

সুধী ও বিজ্ঞ সমাজ ঐসব ক্রিয়া ও গুণ সম্বন্ধে জানতে প্রয়াস পেয়েছেন। বিভিন্ন বস্তুর স্বভাব ও গুপ্ত সম্পর্কে অবহিত হয়ে তারা পরিজ্ঞাত বিষয়াদির এক মূল্যবান কোষাগার রচনা করে দিয়েছেন। ফলে উত্তরসুরিদের এতে বহু উপকার হয়েছে। এ মহান কাজ যারা সম্পাদন করেছেন, তাঁদের পরিশ্রম, তাঁদের ত্যাগ ও সাধনা, সফলতা ও সম্মানের যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হয়। পরিশোধ করা হয় তাদের জয়ধ্বনির পাওনাটুকু। অথচ আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্ব, গুণাবলী, আদেশ-নিষেধ, তাঁর সন্তুষ্টি, আকীদা ও বিধি-নিষেধের বৈশিষ্ট্য ও শুদ্ধাশুদ্ধি, ভাল ও মন্দ চরিত্রের ফলাফলের দীক্ষা, আখিরাতের প্রতিদান, শান্তি ও অশান্তি এবং জান্নাত ও জাহান্নামের যথাযথ পরিচিতি প্রদানের জন্য নবীগণকে আল্লাহ্ পাক স্বীয় মরযী অনুযায়ী মনোনীত করেছেন। এই নশ্বর জীবনের পরের অবস্থানসমূহ এবং তখন যা ঘটবে, যেমন হাশর, নশর, পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান এবং সুফল ও প্রতিশোধের ইল্‌ম হাসিল করার জন্য আম্বিয়া-ই কিরামই হচ্ছেন একক মাধ্যম।

www.pathagar.com

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا ۔ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ۔

তিনিই অদৃশ্যের জ্ঞানাধার, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। —সূরা জ্বিন ঃ ২৬-২৭

আম্বিয়া-ই-কিরাম (দরূদ ও সালাম তাঁদের উপর) নবুয়তের পাহাড়ে আরোহণ করেন। তাঁরা দেখেন এই জগতকে। সাথে সাথে দেখে থাকেন অদেখা এক জগতকেও। আর মানবতা ও মানব সভ্যতা এবং সংস্কৃতির পথে অদূর ভবিষ্যতে কিংবা সুদূর ভবিষ্যতে গেরিলা হামলা সম্পর্কে সতর্ক সংকেত তাঁরাই দিয়ে থাকেন। ঢাকা পড়া ধ্বংসাত্মক পরমাণু ও ক্ষতিকর জিনিসগুলিকেও ধরিয়ে দেন তাঁরাই। ভীতি প্রদর্শন করেন তাঁরা আপন সমাজকে নেহায়েত হৃদ্যতা, প্রেম, দয়া ও একনিষ্ঠতার সাথে। এদিকে যখন কেউ তাদের এই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত অধিকার খর্ব করতে অপচেষ্টা করে এবং এহেন সুস্পষ্ট বিষয়টাতে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে এবং তাদের মাহাত্ম্য ও বিশ্বস্ততাকে চ্যালেঞ্জ করে বসে, তখন তাঁরা সৌহার্দ্য ও একনিষ্ঠতা নিয়ে পরিতাপ ও বেদনাদায়ক কণ্ঠে বলে ওঠেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ج اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَ فُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا قف مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ط اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ۔

বলুন, 'আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশে দু-দু'জন অথবা এক-একজন করে দাঁড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করে দেখ—তোমাদের সঙ্গী আদৌ উন্মাদ নন। তিনি তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র। —সূরা সাবা ঃ ৪৬

হিদায়াতের একমাত্র মাধ্যম

এরই প্রেক্ষাপটে কুরআন একাধিকবার তাগিদ দিচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং তাঁর মৌল গুণাবলীর যথাযথ চিহ্নিতকরণে মনোনীত হয়েছেন একমাত্র নবীগণ। আল্লাহ্‌র সঠিক মা'রিফাত, যা অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার নাগাল থেকে পূত-পবিত্র, ভুল ধারণা কিংবা সঙ্গতিহীন ব্যাখ্যা থেকে মুক্ত, আর তা অর্জনের একক মাধ্যম তাঁরা-ই। তাঁদের অনুসৃত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ বিনে অন্য কোন সূত্র দ্বারা সে মা'রিফাত লাভ করা সম্পূর্ণ দুরূহ। শুধু যুক্তি-জ্ঞান এর কিঞ্চিত দিশা দিতেও অপারক এবং ধী-শক্তি ও মেধা এক্ষেত্রে অচল। তা চারিত্রিক ভারসাম্যের ব্যবস্থাও হতে পারে না। বুদ্ধিমত্তার তীব্রতা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অকেজো। জ্ঞান ও বুদ্ধির অনুসন্ধান যেমনি সে পর্যন্ত

www.pathagar.com

পৌঁছতে ব্যর্থ, অভিজ্ঞতার কোষাগারও তেমনি সেক্ষেত্রে একেবারেই শূন্য। আল্লাহ্পাক জান্নাতবাসী কতিপয় সত্যবাদী অভিজ্ঞ মনীষীর ভাগ্য দ্বারা এ তথ্যটির বিশ্লেষণ দিচ্ছেন—যেখানে মিথ্যা বর্ণনা এবং অতিরঞ্জিত কিছুর কোন প্রকার স্থান নেই।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا تف وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ.

প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন। আমাদেরকে আল্লাহ্ পথ না দেখালে আমরা কখনো পথ পেতাম না। —সূরা আ'রাফ ঃ ৪৩

কুরআন সুস্পষ্টভাবে এ বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে যে, নবীগণই সঠিক মা'রিফাত অর্জনের একমাত্র মাধ্যম। এবং তাঁরাই আল্লাহ্র পরিচিতি লাভের দিশারী ছিলেন। সেই গন্তব্যস্থলে নিয়ে পৌঁছিয়ে দিতে অনেকটা সক্ষম তাঁরাই।

لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ .

আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্য বাণী এনেছিল।

—সূরা আ'রাফ ঃ ৪৩

এসব কথা দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, আম্বিয়া-ই-কিরামের আবির্ভাবের ফলেই এটি সহজ হতে পেরেছে। এজন্য আল্লাহ্র মা'রিফাত অর্জন করা, তাঁর সন্তুষ্টি এবং বিধি-বিধান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়া আর সে মুতাবিক নিজেদেরকে সুশোভিত করা সম্ভব হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে জান্নাতের প্রবেশপত্র নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

বুদ্ধি ও অনুভূতির উর্ধ্বের তথ্যাবলীর অনুসন্ধানে মানুষের বিবেক ও অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলি যে কতটুকু নিষ্ক্রিয়, ক্ষীণ, সীমিত এবং আস্থা স্থাপনের অনুপযোগী এ সম্পর্কে কতিপয় বাহ্যিক শীর্ষস্থানীয় ও আধ্যাত্মিক তথ্যবিশারদের উক্তি ও পর্যালোচনা পরিবেশন করা সমীচীন মনে করি।

হযরত শায়খ আহ্মদ সরহিন্দী–মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র) (মৃ. ১০৩৪ হিজরী) স্বীয় তত্ত্ববহুল মাকতুবাতে (রচনাবলী) এ প্রসঙ্গটি একাধিকবার টেনেছেন যে, মানুষের বুদ্ধি-বিবেক নবীগণ (আ)-এর সহযোগিতা ও পথ-প্রদর্শন ছাড়াও বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব নির্ণয় করতে পারে, তাঁর অস্তিত্ব যে একান্ত জরুরী ও আবশ্যক–এ অনুভূতিও যোগাতে পারে বটে; কিন্তু আল্লাহ্র অস্তিত্বের সাথে তাঁর মৌলিক গুণাবলীর সঠিক পরিচিতি, তাঁর পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা, নিখুঁত একত্ববাদ ইত্যাকার বিষয়ে অবগত হওয়া কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। মুজাদ্দিদ সাহেব তাঁর রচনালিপিতে বলেন ঃ

সারকথা—এই বুদ্ধিশক্তি সে অমূল্য দৌলতের দ্বারোদঘাটনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং মহান আম্বিয়া-ই-কিরামের হিদায়াত ছাড়া সে রত্নাগারের দিশা পেতে বুদ্ধিশক্তি

www.pathagar.com

একেবারেই অক্ষম।"[৩] পাশ্চাত্য দর্শন এবং ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাসও একথারই জলন্ত স্বাক্ষর বহন করে যে, শুধু বিবেক এবং যুক্তি-প্রমাণ কিংবা পাশ্চাত্য দর্শনের উপর নির্ভরশীলগণ আল্লাহ্‌র মা'রিফাত এবং তার মৌলিক গুণাবলী সাব্যস্তকরণ এবং উত্তম কর্মগুলো চিহ্নিত করতে গিয়ে কতই না হোঁচট খেয়েছে। আর লিপ্ত হয়েছে তারা অবর্ণনীয় গোমরাহী ও মূর্খতায়।[৪] মুজাদ্দিদ সাহেব স্বীয় মাকতূবে প্রমাণ করেছেন যে, যেমনিভাবে বুদ্ধির স্তর ইন্দ্রিয়রাজির উর্ধ্বে, তেমনিভাবে নবুয়তের স্তরও বিবেকের উর্ধ্বে। অথচ কোন জিনিস যুক্তির পরিপন্থী হওয়া এবং যুক্তির উর্ধ্বে হওয়া এক কথা নয় কিছুতেই। আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা সম্পর্কে ওয়াকিফ হওয়া নবুয়তের মধ্যে সীমিত এবং আম্বিয়াদের অবহিত এবং তা'লীম দানের উপর তা পুরোপুরি নির্ভরশীল। তাঁরা মা'রিফাতে ইলাহীর ক্ষেত্রে গ্রীক দার্শনিকদের মূর্খতার নিদর্শনগুলি চোখে আঙ্গুল দিয়ে চিহ্নিত করে দিয়েছেন—যদ্দরুন মানব বিবেক-শক্তি অনুশোচনা না করে পারে না। অনুরূপ তিনি পাশ্চাত্য দার্শনিক এবং তথাকথিত সংস্কারকগণের বিস্ময়কর অজ্ঞতার শিক্ষণীয় চিত্র তুলে ধরেছেন।[৫]

অনুরূপ তিনি খাজা বাকী বিল্লাহ্‌র দুজন গৌরবোজ্জ্বল সন্তান খাজা আবদুল্লাহ এবং খাজা 'উবায়দুল্লার নামে প্রেরিত অন্য আরেকটি মাকতূব তথা রচনালিপি ২৬৬/১-এর মধ্যে অত্যন্ত বিশ্লেষণের সাথে প্রমাণ করেছেন যে, নবীগণের আবির্ভাব আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, গুণাবলী এবং বিধি-নিষেধের যথোচিত পরিচিতি প্রদানের একক ও অনিবার্য উপায়। তিনি এও সাব্যস্ত করেছেন যে, বুদ্ধি ও কাশ্‌ফ্‌ উভয়টির নির্মলতা এবং নিষ্কলুষতা অসম্ভব। এ দু'টি জিনিস জড়দেহের প্রভাব, মনস্তাত্ত্বিকতা, চারিত্রিক কলুষতা এবং সৃষ্টিজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে সার্বিক মুক্ত ও স্বাধীন হতে পারে না। বিবেক-বুদ্ধি ও কাশফের মধ্যস্থতা এবং এগুলোর গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী ও বিধি-বিধান এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সেসব দুর্বলতার রঙে রঞ্জিত হয়ে এবং সেগুলোর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে প্রকাশ পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেসব সিদ্ধান্তই পরিচালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে, যা তাদের নিকট বিদিত হয়ে আসছে। যা বাহ্যিক অথচ তা একেবারেই বাস্তবতার পরিপন্থী এবং স্বীকৃত মাত্র। তাদের নিজস্ব সমর্থনের দরুন অনেকক্ষেত্রেই শুদ্ধ ও অশুদ্ধের মাঝখানে তারতম্য করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র)-এর রচনাবলী এ জাতীয় তত্ত্ব ও দর্শনে পরিপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে সেসব রচনা অধ্যয়ন করা একান্তই কর্তব্য এবং ঈমানের জ্যোতি বৃদ্ধিকারক।

---

৩. মাকতূবাত—৩/২৩।

৪. বিস্তারিত জানার জন্য গ্রন্থকারের প্রণীত কিতাব 'মাজহাব ও তামাদ্দুন' দ্রষ্টব্য।

৫. তাফসীরের জন্য তারই সুদীর্ঘ মাকতূব যা খাজা ইবরাহীম কাদিয়ানীর নামে প্রেরিত হয়েছিল দ্রষ্টব্য। মাকতূব নং-২৩/৩।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ পাক কুরআনের এক শানদার 'সূরা আস্-সাফফাত' (মুশরিকদের পথভ্রষ্টতাসমূহ, ভ্রান্ত ধারণা এবং আল্লাহ্র সঙ্গে অশোভনীয় ব্যাপারে সম্পৃক্ততা খণ্ডন করা হয়েছে সূরাটিতে)-কে এরই বর্ণনায় সমাপ্ত করেছেন ঃ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ط وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ .
وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

তারা যা আরোপ করে তা হতে মহান ও পবিত্র আপনার প্রতিপালক, শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি এবং প্রশংসা সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্রই জন্য। —সূরা সাফফাত ঃ ১৮০-১৮২

উপরোক্ত তিনটি আয়াত যেন সুসংবদ্ধ শিকলের কড়া, যা পরস্পর একত্রে গাঁথা। কেননা আল্লাহ্ পাক স্বীয় অস্তিত্বকে মুশরিকদের অবাঞ্ছিত ও অমার্জিত উক্তি থেকে পবিত্র ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হন নি শুধু, বরঞ্চ এর সাথে সাথে আম্বিয়া-ই-কিরাম সম্পর্কেও আলোচনা টেনেছেন। কারণ তাঁরা আল্লাহ্ পাকের পূর্ণ পবিত্রতা ও মহত্ত্বকে সঠিকভাবে অভিব্যক্ত করেছেন। বিবৃত করেছেন তারা তাঁর অনুপম বৈশিষ্ট্যাবলীকে একটা একটা করে। আল্লাহ্ পাক এই জন্য সপ্রশংস সালাম পাঠালেন তাঁদের উদ্দেশে। স্রষ্টার সঠিক পরিচিতি সৃষ্টি সমীপে উপস্থাপন এবং তাঁর মৌলিক গুণাবলী সমুজ্জ্বল করার অনিবার্য বাহনই হচ্ছে নবীগণের কণ্ঠ। তাদের আবির্ভাব বয়ে এনেছে সৃষ্টিকুলের জন্য অফুরন্ত কল্যাণ। বিশেষ করে তা হচ্ছে মানব জাতির অসীম ইহসান। এটি আল্লাহ্র রবূবিয়াত, রহমত এবং হিকমতেরও এক জ্বলন্ত নিদর্শন। এই জন্যই নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা তিনি ইতি টানলেন।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য শোভনীয়, যিনি সমস্ত জাহানের প্রতিপালক।
—সূরা সাফফাত ঃ ১৮২

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র) সে তত্ত্ব পরিব্যক্ত করতে গিয়ে তাঁর এক মাক্তূবে লিখেছেন, "আম্বিয়া-ই-কিরাম হচ্ছেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। তাঁদেরকে সোপর্দ করা হয়েছে এক মহাদৌলত। আউলিয়াদের বিচরণ যেখানে ক্ষান্ত, আম্বিয়া-ই-কিরামের বিচরণ সেখান থেকে মাত্র শুরু। এর ব্যতিক্রম নয় মোটেই। নবুয়তের অনুসরণে ফরযসমূহের দ্বারা নৈকট্য হাসিল হয়। সাগরের তুলনায় একটা ফোটার অস্তিত্ব যেমন, বিলায়াতের গুণাবলী নবুয়তের বৈশিষ্ট্যের তুলনায় তেমনও নয়।[৬] আম্বিয়া-ই-কিরাম ও নবুয়তের মর্যাদা সম্বন্ধে মুজাদ্দিদ সাহেবের ও তাঁর এক পূর্বসূরি প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন

৬. মাক্তূবাত ঃ প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮; প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৩।

www.pathagar.com

মাখদূমুল মালিক শায়খ শরফুদ্দীন য়াহ্‌য়া মুনীরী (র) তাঁদের মাকতূবাতে অতীব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্য ও তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। মুজাদ্দিদ সাহেব লিখেন, "ওয়ালীগণ তাঁদের লক্ষ্যস্থল সংকীর্ণ হওয়ার দরুন সৃষ্টির দিকে পুরোপুরি লক্ষ্য রাখতে পারেন না। (বিধায় নবীগণের মত তাদের দ্বারা সর্বব্যাপী খিদ্‌মত এবং হিদায়াতের কাজ নেওয়া যেতে পারে না)। নবুয়তের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। নবীগণ তাঁদের অন্তরের প্রসারতা ও দৃষ্টির উদারতার ফলে স্রষ্টার দিকে যখন লক্ষ্য রাখতে যান, সৃষ্টির দিকেও লক্ষ্য রাখতে কোন প্রকার বাধার সম্মুখীন হন না। তদ্রূপ তাঁদের আবার সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য করাতে গিয়ে স্রষ্টার ধ্যানে কোন কন্টক দেখা দেয় না।"[৭]

মাখ্‌দুম সাহেব বলেন, "আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ)-এর একটা নিশ্বাস মাত্র আউলিয়াগণের সমস্ত জীবনের চেয়েও উৎকৃষ্ট। আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ)-এর শুধু মাটির দেহটিও পবিত্রতা ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে আউলিয়া-ই-কিরামের অন্তর ভেদজ্ঞান এবং আরাধনার সমতুল্য। অন্যরা সাধনা করে যেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারে না, আম্বিয়া-ই-কিরামের মাটির দেহটি অনায়াসেই সেখানে পৌঁছে যায়।"[৮]

গ্রীক দর্শনের ব্যর্থতার কারণ

এরই ফলশ্রুতিতে যে কেউ আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ)-এর অনুসৃত আদর্শ বহির্ভূত অন্য কোন পন্থায় যখনি কেউ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, গুণাবলী এবং মহিমান্বিত নামসমূহের পরিচিতি হাসিল করতে চায় এবং এ ধরার সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্কের অবস্থা, আল্লাহ্‌র ক্ষমতা, তাঁর অনুশাসন এবং বিধি-বিধান সংক্রান্ত বিষয় সমাধানের অপচেষ্টা চালায় তার প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। ঠিক তেমনি ব্যর্থ হবে, সে যদি তার স্বীয় বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান, গবেষণা, প্রতিভা ও মেধা কিংবা কোন বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতার দ্বারা এ ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের অহমিকায় অবতীর্ণ হয়। পক্ষান্তরে তাতে তার অর্জন হবে ধৃষ্টতা আর পথভ্রষ্টতা। আল্লাহ্‌ পাকের নিম্নোক্ত বাণীতে তাদেরই আসল রূপ তুলে ধরা হয়েছে ঃ

هَاَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ - وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ٠

দেখ, যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে, তোমরাই ত সে বিষয়ে তর্ক করেছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ ? আল্লাহ্‌ জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা জ্ঞাত নও। —সূরা আলে-ইমরান ঃ ৬৬

---

৭ মাকতূবাত ঃ প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১২।

৮. মাকতূব ঃ বিংশতম খণ্ড।

www.pathagar.com

গ্রীকদের প্রাচীন স্রষ্টা-দর্শন এবং এর উদ্ভাবক ও বিশেষজ্ঞদের অকৃতকার্যতা ও ব্যর্থতার মূল কারণ এটাই। তাদের নজিরবিহীন মেধা ও প্রতিভা, ইল্‌ম ও সাহিত্যিক অগ্রযাত্রা, তাদের কৃতিত্বপূর্ণ কাব্যচর্চা, সমর-নৈপুণ্যের অমর কাহিনী, অংকশাস্ত্র, গণিত শাস্ত্র, জ্যামিতি, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও সৌর বিজ্ঞানের অব্যর্থ দক্ষতা নিক্ষেপ করেছে তাদেরকে মস্তবড় গোলকধাঁধায়। তাদের ধারণা, এভাবেই আত্মিক তত্ত্ব ও স্রষ্টা-দর্শনের বিষয়েও তাদের অগ্রণী ভূমিকা থাকবে। তাই তো তারা তাদের নিজস্ব সীমা ডিঙ্গিয়ে স্রষ্টা-দর্শনের বিভিন্ন দিক এবং আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তাঁর গুণাবলীর রহস্যোদঘাটনের দিকেও মনোনিবেশ করেছে।

কিন্তু এহেন সাধনার যে ফসল তারা দুনিয়াবাসীদের সামনে উপস্থাপন করেছে তা অত্যাশ্চর্যের এক দাস্তান, শিক্ষার নামে মূর্খতার ছড়াছড়ি এবং পারস্পরিক বিপরীত ধর্ম ও বিভিন্নমুখী উক্তি ও মতামত এবং কল্পনা ও দাবির জগাখিচুড়ি মাত্র।

হুজ্জাতুল ইস্‌লাম ইমাম গাযালী (র) এ বিষয়ে একটি তথ্যবহুল পর্যালোচনা রেখেছেন ঃ

"এতে রয়েছে ভাঁজে ভাঁজে অন্ধকার আর অন্ধকার। যদি কেউ এ জাতীয় কথাকে স্বপ্ন হিসেবেও বর্ণনা করতে যায়, তখন তাকে মস্তিষ্ক বিকৃত বলে আখ্যায়িত করা হবে।[৯]

অন্যত্র তিনি লিখেন ঃ

"আমার বুঝে আসে না, এ জাতীয় বিষয়াদি দ্বারা একটা পাগলও কি স্বস্তি লাভ করতে পারে? যারা কেবল বস্তুতত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খ করে বিশ্লেষণ করে বেড়ায় তারা আবার কিসের বুদ্ধিজীবী ও যুক্তিবিদ?"[১০]

এমনিভাবে শায়খুল ইসলাম ইব্‌ন তায়মিয়াহ (র) দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের উক্তি বারংবার নিরীক্ষণের পর বলেন ঃ

"বিবেকবানদের এবটু ভেবে দেখা দরকার সে সব ব্যক্তির উক্তিগুলো, যারা নিজেদের পেশকৃত উক্তি দ্বারা খুবই গর্ববোধ করছে এবং আম্বিয়া-ই-কিরামের নির্দেশিত আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে বলে তৃপ্তি লাভ করছে।" এদের দর্শনের উচ্চ পর্যায়েও পরিলক্ষিত হচ্ছে মাতালের উক্তির মত শত উক্তি। স্থিরীকৃত ও বিদিত সত্যকে স্বীয় কারচুপি ও প্রবঞ্চনা দিয়ে ধামাচাপা দেওয়ার অপচেষ্টা করে তারা। এদিকে স্পষ্ট ও অনস্বীকার্য বাতিলকে তারা আবার গ্রহণ করে নেয়।[১১]

৯. তহাফুতুল ফালাসিফা, পৃষ্ঠা ৩০।
১০. তহাফুতুল ফালাসিফা, পৃষ্ঠা ৩২।
১১. মাওয়াফিকাহ সারাইহুল মা'কূল।

www.pathagar.com

ইমাম ইব্ন তায়মিয়াহ (র) অন্য একখানে লিখেন ঃ

"ইলাহীয়াত দর্শনের প্রথম গুরু এরিস্টটলের উক্তি ও যুক্তিগুলোকে নিয়ে যখন চিন্তা করা হয়, পর্যবেক্ষণ করে যদি কোন একজন অক্ষর-জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ, তখন সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, গ্রীক দার্শনিকদের ন্যায় আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের মা'রিফাত-বিমুখ অন্য কেউ ছিল না। আশ্চর্যান্বিত হয়ে না সে পারবে না। কাউকে যখন দেখা যায় নবীগণের ইলম ও তা'লীমের সাথে গ্রীক দর্শনের দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, তখন বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। এ যেন একজন কামার ফেরেশ্তার সাথে কিংবা একজন গেঁয়ো জমিদার সম্রাটের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছে।[১২]

মুজাদ্দিদে আলফে সানী হযরত শায়খ আহমদ ফারুকী (র) এক রচনায় লিখেছেন ঃ

"যুক্তি-জ্ঞানই যদি এ বিষয়ে যথেষ্ট হত, তাহলে যুক্তিকেই পথ-প্রদর্শকরূপ গ্রহণকারী গ্রীক দার্শনিকগণ আর পথভ্রষ্টতার তমসাচ্ছন্ন পাথারে এভাবে হাবুডুবু খেতে থাকত না। অন্যদের অপেক্ষা আল্লাহ্ পাককে বেশি চিন্ত তারাই, অথচ আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্ব ও গুণাবলী সংক্রান্ত বিষয়টিতে সর্বাপেক্ষা অধিক বোকা ও অজ্ঞ এরাই। তারা কি মহান আল্লাহ্ পাককে নিষ্ক্রিয় ও বেকার জ্ঞান করে বসেছে।

"অতঃপর মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র) তাদের অনভিপ্রেত বিস্ময়কর উক্তিগুলো উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ

"আমি বিস্মিত হচ্ছি, এক সম্প্রদায় সেসব আহ্মকদের (গ্রীক দার্শনিকগণ)-কে দার্শনিক আখ্যা দিচ্ছে। দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভাবক নাকি তারা। অথচ এর (দর্শনের) সিংহভাগই অবান্তর ও ভিত্তিহীন সাব্যস্ত হয়েছে। বিশেষ করে ইলাহিয়াতের (যা তাদের এই বিষয়ের আসল লক্ষ্য) পর্বটি। প্রায় সবটুকুই এর কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী। অতএব, যাদের পুঁজি একমাত্র অজ্ঞতা তাদেরকে দার্শনিক আখ্যা দেয় কিভাবে? হ্যাঁ, দেওয়া যেতে পারে, যদি অবজ্ঞাভরে কিংবা ব্যঙ্গ করে হয়। যেমন একজন অন্ধকে পদ্মলোচন নাম দেওয়া হয়।"[১৩]

আল্লাহ্ পাকের নিম্নোক্ত বাণীর জ্বলন্ত নমুনা তারাই ঃ

أَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ط سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَ يُسْئَلُوْنَ .

এদের সৃষ্টি কি এরা প্রত্যক্ষ করেছিল? তাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তারা জিজ্ঞাসিত হবে। —সূরা আল-যুখরুফ ঃ ১৯

১২. 'আররদ্দ 'আলাল মানতিকীয়্যীন', পৃষ্ঠা ঃ ৩৯৫।

১৩. মাকতূব ঃ ২৩/৩

www.pathagar.com

مَا اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لَاخَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ص وَ مَاكُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا .

আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে ডাকিনি। এবং তাদের সৃজনকালেও নয়, আমি বিভ্রান্তকারীদের সাহায্য গ্রহণ করার নই।

—সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ৫১

ইসলামী যুগের দর্শনের ত্রুটি

পরিতাপের বিষয় আমাদের যে ইসলামী ফালসাফা (কালামশাস্ত্র) গ্রীকের নাস্তিকতাবাদ সমর্থিত ফালসাফার প্রতিযোগিতায় বাস্তবে এসেছিল, তাও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। তাতেও আলোচনা করা হয়েছে এই বিষয়টিতেও এমন এমন বহু কথা, যার মূলনীতি ও ফরমূলা মানুষের জ্ঞানবহির্ভূত ছিল। সঠিকভাবে এদের খবরও ছিল না এসব নীতিমালার। এতে অনুপ্রবেশ করেছে বল্গাহীনভাবে গ্রীক দর্শনের বিষক্রিয়া, যা সাধারণত স্বীয় গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে উদাসীন বিধায় সচরাচর সীমালংঘন করে থাকে। এই ইলমে কালামেও অনুরূপ মহান আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্বের আনুষঙ্গিক বিষয়াদি, নামসমূহ ও গুণাবলীর তথ্যানুসন্ধানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনাই পরিদৃষ্ট হচ্ছে। তারা সেসব বিষয়ে এমন বিস্তারিত আলোচনা করেছে, এমনভাবে খুঁটে খুঁটে বিশ্লেষণ করেছে, যেন তারা কোন বিজ্ঞান গবেষণাগার (Laboratory)-এ দণ্ডায়মান আছে আর সমস্ত অংশগুলিকে প্রত্যক্ষ করছে। تَعَالَى اللّٰهُ عَنْ ذٰلِكَ

মহান আল্লাহ্ পাক এর ঊর্ধ্বে।

আম্বিয়া-ই-কিরামের স্বাতন্ত্র্য

আম্বিয়া-ই-কিরাম (তাদের উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক)-এর প্রাণ সঞ্চারক ইলমের নেই কোন অংশীদার, নেই কোন সমকক্ষ। মানবকুলের সৌভাগ্য আনয়নের ক্ষেত্রে যার কোন বিকল্প নেই। যা এড়িয়ে গিয়ে নাজাতেরও কোন ব্যবস্থা নেই। এটি সেই মহতী ইল্ম, যার আলোকে মানুষ নিজের এবং সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টার সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারে। জানতে পারা যায় এর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের সুউচ্চ গুণাবলী এবং তাঁর ও বান্দার মাঝখানে বিরাজমান সম্পর্কের সম্যক পরিচয়। এই ইল্মের আলোকে মানুষ তার আদি অন্ত নিরূপণ করতে সক্ষম হয়। মানুষ যে আসলে কি, প্রতিপালকের মোকাবিলায় তার অবস্থানটি কেমন, তা চিহ্নিত করা যায়

www.pathagar.com

এই নববী ইল্‌ম দ্বারাই। কি কাজে আল্লাহ্‌ পাক সন্তুষ্ট হন, কিসে অসন্তুষ্ট হন, কি করলে আখিরাতে মানুষ সৌভাগ্যবান হবে, আর কি করলে দুর্ভাগা ও ব্যর্থ হবে এসবের খতিয়ান রয়েছে এই নববী ইলমেই।

অর্থাৎ এই ইলম্‌ দিক-নির্দেশনা দেয়, মানুষের কাজকর্ম, 'আকীদা, চরিত্র ও আচার-আচরণ কেমন হলে অনন্তকালের চরম শান্তি টেনে আনবে, আর কেমন হলে টেনে আসবে অফুরন্ত পরম শান্তি। তাই এ ইল্‌মকে 'ইলমুন্‌নাজাত' বা নাজাতের ইল্‌ম আখ্যা দেওয়া যথাযথ।

আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ) যদিও স্বীয় যুগের শ্রেষ্ঠতম যোগ্যতাসম্পন্ন, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও কোমলতার অধিকারী, সৃষ্টিগত মেধাবী ও ধীশক্তিধর হয়ে থাকেন, তবুও তাঁরা কালের প্রচলিত ও প্রবর্তিত জ্ঞান-বিজ্ঞানে অংশ নেন না। এইজন্য তাঁরা এসব বিষয়ে নিজেদেরকে ব্যুৎপত্তি হওয়ার আদৌ দাবিও করেন না। বরঞ্চ ওসব জিনিস থেকে পৃথক থেকে একমাত্র নবুয়তের দায়িত্ব আদায় এবং সে খিদমত পুরোপুরি আঞ্জাম দেওয়ায় তাঁরা নিমগ্ন থাকেন। তাঁদেরকে যে উদ্দেশ্যে আবির্ভূত করা হয়েছে, যে আদর্শের উজ্জীবনে তাঁরা আদিষ্ট, মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য যেসব জিনিসে নিহিত রয়েছে, আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ) একমাত্র সেগুলোর ইল্‌ম উম্মতের কাছে পৌছানোর জন্য সদা ব্যস্ত থাকেন।

পৃথিবীর সভ্য ও উন্নত জাতিগুলি যারা স্বীয় যুগে সভ্যতা, সংস্কৃতি, মনস্তাত্ত্বিকতা এবং জ্ঞান-গরিমার আবিষ্কারাদির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল, তাঁদেরও আম্বিয়া-ই-কিরামের পরিবেশিত অনুপম শিক্ষা এবং তাঁদের আদর্শমণ্ডিত ইল্‌মের এমন মুখাপেক্ষী হতে হয়েছিল, যেমন সাগরে ডুবন্ত মৃতপ্রায় ব্যক্তির নৌকার অথবা একজন নিরাশ রোগীর 'অকসীর' (দীর্ঘজীবনদাতা তথাকথিত দাওয়া)-এর মুখাপেক্ষী হতে হয়। ওসব উন্নত জাতির সদস্যবৃন্দ এ সুষমামণ্ডিত ইল্‌মের তুলনায় (অন্যসব জ্ঞান-বিজ্ঞান কিংবা সৃষ্টিকালচারে যতটুকুই অগ্রগামী থাকুক না কেন) যেন দুগ্ধপায়ী শিশু, অবুঝ ও বোকা, রিক্ত, সহায়হারা। তদুপরি তাদের আপন জ্ঞানগত সফলতা এবং সংস্কৃতিগত অগ্রগতির দরুন যখনি এই মহতী ইল্‌মকে উপেক্ষা করেছে, বিদ্রূপ করতে শুরু করেছে, তো তারা নিজের জন্য সমাজ ও জাতির জন্য ডেকে এনেছে চরম বিপর্যয় এবং ধ্বংস। বহু উন্নত ও সভ্য জাতি শিক্ষা ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদে ধন্য হয়েছিল, মেধা ও ধী-শক্তিতে যারা ছিল তদানীন্তন বিশ্বে উদাহরণযোগ্য—দাম্ভিকতা, ঔদ্ধত্য, আত্মগরিমা স্বীয় শিল্প-বিজ্ঞানে গর্বের শিকার হয়ে পড়েছিল। ফলে স্বীয় যমানার নবীর আনীত তা'লীমকে উপেক্ষা ও অবহেলার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে ও তাতে অনীহা প্রদর্শন করে। এই তা'লীমকে ভাবতে থাকে নিষ্প্রয়োজন ও মূল্যহীন। ফলে তারা অহংকারের

www.pathagar.com

নজরানায় পরিণত হয়। পরিণতিতে উচ্চতর ধী-শক্তির নামে অজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ও তত্ত্বজ্ঞানের নামে সংকীর্ণতা নিয়ে ধ্বংসের অতল তলে তারা নিমজ্জিত হয়েছে, ভোগ করেছে আপন কর্মের অসহনীয় প্রায়শ্চিত্ত।

আম্বিয়া-ই-কিরামের জ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞানের মাঝে আপেক্ষিক নিরীক্ষণ

আম্বিয়া-ই-কিরাম (তাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক)-এর জ্ঞান এবং অন্যান্য জ্ঞানী ও দার্শনিকদের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মাঝখানে তফাত কতটুকু ? তা সহজভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠবে শুধু একটা ঘটনার দিকে দৃষ্টি দিলেই। আপনারাও ঘটনাটি শুনেছেন হয়ত ; কিন্তু এ আলোচ্য বিষয়ের প্রেক্ষাপটে নাও চিন্তা করতে পারেন। ঘটনাটি যে খুব একটা সূক্ষ্ম তাও নয়। মাফ করবেন, এ ঘটনার অবতারণা কিন্তু আপনাদের ছাত্র সমাজকে নিয়েই।

"একজন সত্যবাদীর বর্ণনা—একদা কতিপয় ছাত্র চিত্তবিনোদনে নৌকা ভ্রমণে বেরিয়েছিল। তাদের মন ছিল তখন আবেগাপ্লুত, সময়টাও নেহায়েত মনোরম। আবহাওয়া মৃদু ও আনন্দদায়ক। এদিকে তাদের তখন কোন কাজও ছিল না। এ অবস্থায় কি তরুণ সমাজ নীরব থাকতে পারে ? সেই মুহূর্তে মূর্খ বোকা একজন নৌকার মাল্লা এদের মনোরঞ্জনের উত্তম আধার বৈকি। কেননা প্রতারণা হৈ-হুল্লোড় ও চিত্তবিনোদনের অভাব মোচনের ক্ষেত্রে এমন একজন লোকই বেশি উপযোগী হয়। শুরু হল এদের মৌজের পাল্লা। তাই তো তাদের মধ্যে সুচতুর ও বাকপটু একটি বালক মাল্লাকে লক্ষ্য করে বলে ওঠেল ঃ

চাচা মিয়া! তুমি কি কি বিদ্যা শিখেছ ?

মাল্লা—মিয়া আমি তো কোন লেখাপড়াই করিনি।

বালকটি মৃদু কণ্ঠে বলল, "আরে চাচা, তুমি সাইন্স পড়নি ?"

মাল্লা—আমি তো এর নামও শুনিনি।

দ্বিতীয় বালক—চাচা! জ্যামিতি এবং এ্যালজাবরা অবশ্যিই পড়েছ, না?

মাল্লা—হুযুর! এই নামটাই আমার কাছে নতুন।

তখন তৃতীয় বালক টিপ্পনী কেটে বলল, "যাই হোক তুমি ভূগোল এবং ইতিহাসটুকু তো নিশ্চয়ই পড়েছ, চাচা মিয়া?

মাল্লা—মহাশয়! এটা কি কোন শহরের নাম, না মানুষের নাম? মাল্লার এই উত্তরটা শুনে বালকগণ তাদের হাসি আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। উচ্চ স্বরে তারা হাসতে থাকে। অতঃপর তারা জিজ্ঞেস করল ঃ চাচা মিয়া! তোমার বয়স কত হয়েছে ?

মাল্লা—এ-ই কত, চল্লিশ।

www.pathagar.com

তরুণগণ বলল ঃ অমনিতেই তো তুমি অর্ধেকটা জীবন নাশ করে দিলে অথচ লেখাপড়া শিখলে না।

মাল্লা বেচারা অবশেষে নীরবই রয়ে গেল।

কুদরতের লীলা দেখুন, নৌকাটা তেমন দূরে যেতে না যেতেই সমুদ্রে উঠল এমন সাইক্লোন যে, ঢেউ ক্রমশ প্রকাণ্ড হতে প্রকাণ্ডতর হতে শুরু করল। তদ্দরুন একবার নৌকাটি উঠছিল বহু উঁচুতে আবার নামছিল বহু নীচুতে। তখন মনে হচ্ছিল, নৌকাটি এ-ই বুঝি তলিয়ে গেল। তারা ছেলেবয়েসী হলেও সমুদ্র ভ্রমণের ভয়াবহতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল। তাই বিলুপ্ত হতে লাগল তাদের অহমিকা। চেহারায় দেখা দিয়েছে আতংকভাব। এবারে এল বোকা মাঝির পালা। সে নিতান্ত গাম্ভীর্যের সাথে জিজ্ঞেস করল, "ভায়া! তোমরা কি কি জ্ঞান হাসিল করেছ ?" নওজোয়ানরা জানত না, এ সাদাসিধে মাঝি যে কি উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করছে। বুঝতে না পেরে তারা মাদ্রাসা অথবা কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত বিষয়াদির এক দীর্ঘ ফিরিস্তি পেশ করতে শুরু করল। যখন আলোড়ন সৃষ্টিকারী সেসব আকর্ষণীয় বিষয়াদির ফিরিস্তি বর্ণনা শেষ হল, তখন মাঝি মৃদু হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, ভালো কথা, এসব বিষয়ে তোমরা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হাসিল করেছ। তবে পানিতে সাঁতার কাটার শিক্ষাটা নিয়েছ কি ? আল্লাহ্ না করুন, নৌকাটি কাত হয়ে গেলে তীরে পৌছতে পারবে তো ?

বালকদের কারো সাঁতার জানা ছিল না। বালকগণ ভগ্ন চিত্তে জানাল, "চাচাজী! এই একটি মাত্র বিষয়ই আমাদের অজানা রয়ে গিয়েছে, যা আমরা এখনো জানতে পারিনি।"

বালকদের এই উত্তর শুনে মাঝি হেসে উঠল খুবই বিকট স্বরে এবং বলল, "মিয়া! আমিতো অর্ধেকটা জীবন অমনিতেই বৃথায় নাকি কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু তোমাদের তো জীবন সারাটাই বৃথা। কারণ এই সাইক্লোনে তোমাদের এতদিনের অর্জিত বিদ্যা কোন কাজই দিচ্ছে না। আজ সাঁতারের তা'লীমটুকু-ই জীবন রক্ষার একমাত্র রক্ষাকবচ। অথচ তোমরা জানলে না সে তালীম।"

উন্নতির উচ্চ স্তর অতিক্রম করে কৃষ্টি ও সভ্যতার চূড়ান্ত সোপানে উপবিষ্ট আজ যেসব জাতি, তাদের আসল চেহারা হচ্ছে এটাই। তারা জ্ঞান-সাহিত্যের বিরাটকায় বিশ্বকোষ (ইন্সাইক্লোপেডিয়া)-ই কণ্ঠস্থ রাখুক না কেন অথবা হোক না তারা মানবিক যাবতীয় শিক্ষা, বিজ্ঞান আবিষ্কার এবং সুবিশাল পৃথিবীতে গুপ্ত খনিজদ্রব্যের অনুসন্ধানে নিখিল বিশ্বের পুরোধা, কিন্তু তারা আল্লাহ্র মা'রিফাত বা পরিচিতি লাভের সহায়ক ইল্ম থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ। অথচ স্রষ্টা পর্যন্ত পৌছা সম্ভব এই ইল্ম দিয়ে। উদ্দেশ্যের সৈকতে এই ইল্মকে মাধ্যম করে উপনীত হওয়া যায়। আর সাইক্লোন থেকেও নিষ্কৃতি লাভ হয়। স্বীয় আমলকে দুরস্ত রাখে এই ইল্ম। এই ইল্ম

www.pathagar.com

অনভিপ্রেত আসক্তিকেও সুনিয়ন্ত্রিত রাখে। চরিত্রকে মার্জিত এবং প্রবৃত্তিকে সুসংহত করে। মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং মঙ্গলের দিকে অনুপ্রাণিত করে। এই ইল্‌ম মনে আল্লাহ্‌র ভয়ের জোয়ার তোলে। এই ইল্‌ম বিনে কলুষহীন সমাজ গড়া যেমনি সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় তাহ্‌যীব-তামাদ্দুনের রক্ষণাবেক্ষণ। একমাত্র এ ইল্‌মেই রয়েছে পরিণাম ও পরিণতি এবং আখিরাতের প্রস্তুতির জন্য প্রবল উদ্দীপনা। আমিত্ব এবং আত্মপূজার অহমিকাকে বিদূরিত করে এই ইল্‌ম। দুনিয়ার এই তুচ্ছ বস্তুর লোভ-লিপ্‌সা থেকে মুক্ত থাকার এক স্বাধীন মানসিকতা সৃষ্টি করে দেয় এই ইল্‌ম। এই ইল্‌মে নববী সাবধানতা ও ভারসাম্যের দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকে। অনর্থক এবং নিষ্ফল চেষ্টায় অবাঞ্ছিত পথ পরিহার করাই এই ইল্‌মের বিশেষ আহবান।

সেসব জাতির বিভীষিকাময় কাহিনী মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল 'আলামীন পবিত্র কালামে বর্ণনা দিয়েছেন, যারা ছিল আত্মগৌরব ও অহংকারের কালো পাথারে নিমজ্জিত, যারা সমসাময়িক আম্বিয়া-ই-কিরামকে ভাবতো হীন ও তুচ্ছ। কারণ, আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ) যুগোপযোগী প্রচলিত শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য খ্যাতি রাখতেন না।

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ .

তাদের রাসূল যখন তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসত, তখন তারা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করত। তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাদেরকে তাই বেষ্টন করল। –সূরা মু'মিন ঃ ৮৩

রাসূলের আবির্ভাবের পর কারো অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের অবকাশ নেই

খাতামুন্‌ নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পরও গতানুগতিক ধারায়ই ওসব জাতি অনীহা প্রদর্শন করতে থাকে, যারা তদানীন্তন জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প ও কৃষ্টি-কালচারের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করেছিল। তাদের ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা এবং শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রগতি এবং সফলকামী সুদক্ষ সুধীবর্গের উপর অগাধ আস্থা ইত্যাদি তাদেরকে সরিয়ে রেখেছিল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক পরিবেশিত পরম উন্নত এবং অত্যাবশ্যকীয় অনুপম ইল্‌মের স্নিগ্ধ পরশ থেকে। তাদেরকে অনুমতি দেয়নি রাসূল (সা)-এর তরীকার পদাংকানুসরণ করে একটু সামনে এগুতে আর পরিত্রাণ লাভ করতে।

আমাদের এই যুগের অধুনা উন্নত জাতিগুলোর অবস্থা মোটেও তাদের ব্যতিক্রম নয়। তারা ইচ্ছা করলে কিয়ামত পর্যন্ত এ সনাতন দীনের ছায়াতলে এসে ধন্য হতে পারে। এই আলোকবর্তিকা হতে আলোকরশ্মি নিয়ে তারা নিজেদেরকে প্রদীপ্ত করতে

www.pathagar.com

সচেষ্ট হতে পারে। অনতিবিলম্বে সেসব জাতির এ গর্ব-অহংকার এবং নিস্পৃহতায় ভয়াবহ পরিণতি দেখা দেবে। অসহনীয় হয়ে উঠছে নিখিল বসুন্ধরা তাদের অস্তগামী তথাকথিত সভ্যতার মৃতদেহের দুর্গন্ধে। সেই দিন অত্যাসন্ন, যখন তাদের সভ্যতার প্রাচীর চৌচির হয়ে ভূ-লুণ্ঠিত হবে।

ইসলাম রাষ্ট্রগুলোর মহাবিপর্যয়ের আশংকা

ইসলামী রাষ্ট্রগুলো বিশেষ করে 'আরব' রাষ্ট্রসমূহের অবস্থান আরেক বিস্ময়কর দৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা এ মহামূল্যবান প্রাণ সঞ্চারক 'ইল্‌ম' থেকে এদিক-ওদিক ছিট্‌কে পড়েছে। এই 'ইল্‌মে নববী' দ্বারা উপকৃত না হয়ে তারা বহিঃপথে ছুটাছুটি করছে। গ্রহণ করছে এর স্থলে পাশ্চাত্য সভ্যতা, জড়বস্তুর ক্ষমতা ও বর্বরতার জীবন সম্বলিত দর্শন। এই অবাঞ্ছিত বিরাগের প্রতিক্রিয়ায় জর্জরিত হয়ে চলেছে তারা চরম দুর্গতির দিকে, যার আদৌ প্রতিকার নেই। এই 'ইল্‌মে নববীর' প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের দরুন আজ দেখা দিয়েছে তাঁদের মাঝে শত মতান্তর ও মতভেদ। বর্তমান দ্বন্দ্ব ও অনাগত দিনের বিপ্লব-কলহ তাদেরকে অবর্ণনীয় ধ্বংসের কবলে আক্রান্ত করতে চলেছে। পারস্পরিক বৈরী ভাব ও বিদ্বেষের মত জঘন্য সংক্রামক ব্যাধি আসন লাভ করে চলছে তাদের জাতীয় জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। যদ্দরুন পারস্পরিক সৌহার্দ্যে লেগেছে কুঠারাঘাত। তারা তাই পরস্পরের হাতে লাঞ্ছনা ও পদদলনের শিকার।

জ্ঞানী, তথ্যবিদ এবং আম্বিয়া-ই কিরামের স্বরূপ নিরূপণে একটা উদাহরণ

আম্বিয়া-ই-কিরাম 'আলায়হিমুস্‌সালাত ওয়াস্‌ সালাম-এর তুলনায় অন্যান্য বিজ্ঞানী, তত্ত্ববিদ, গুণী ও সুধীদের স্বরূপ উন্মোচন হবে নিম্নোক্ত উদাহরণ থেকে। যেমন একটা সুবৃহৎ উন্নত পরিপাটি নগরী। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষিত ও জ্ঞানীবর্গের গমানাগমন এই নগরীতে। এলো একটি দল সেই নগরীতে। তাদের মনের আকর্ষণ ইতিহাস বিষয়টির সাথে। এই নগরী সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা—এই প্রাচীন নগরীটির সংস্কারক কে? প্রতিষ্ঠাতা কে? কখন থেকে নগরীটির উন্নতি সাধিত হতে থাকে ? উন্নতির পথে এর বাধাগুলি কি কি ছিল? কোন সরকার কখন অতীত হয়েছে এতে ?

অপর একটি জামাতের আগমন ঘটে সেই শহরে। তাদের অন্বেষণ হচ্ছে প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান। প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নের কি আছে কোথায় কোথায়, তারা সেই খোঁজে নিবেদিত। শহরের ঐতিহ্যবাহী এলাকাকে খনন করে উদঘাটিত বস্তু এবং লেখাগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে তারা চায় এগুলির সময়কাল নির্ধারণ করতে। তা থেকে তারা অতীতের সভ্যতা এবং প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হতে প্রয়াসী হবে।

www.pathagar.com

সেই শহরে কতিপয় এমন মানুষেরও আবির্ভাব, যাদের গবেষণা ও অধ্যবসায় ভূগোলকেন্দ্রিক। তারা নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখে শুধু ভূগোল চর্চায়। তারা চিন্তা করবে—এই শহরটির চতুঃসীমা কি? এর পরিধি ও আয়তন কতটুকু? শহরটির ভৌগোলিক বা চৌহদ্দীগত অবস্থান কেমন? এর চতুষ্পার্শ্বের অবস্থানরত পর্বতমালা এবং ছায়াদাতা শৃংগরাজির অবস্থানটা-ই বা কি? শহরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট পয়ঃপ্রণালীগুলো কি কি? আবার সেগুলোর উৎস কোথায়?

আবার এমন একটা দল আগমন করল সেই নগরীতে, কাব্য ও সাহিত্যই যাদের সার্বক্ষণিক গবেষণার বিষয়বস্তু। নয়নাভিরাম সুশৃঙ্খল নগরীর মনোহর চাকচিক্য, তার হৃদয়গ্রাহী দৃশ্যাবলী, সকাল-সাঁঝে মন মাতানো মৃদু বাতাস এবং রকমারি ফুলে প্রস্ফুটিত পুষ্পোদ্যানের শ্যামল মায়ার আকর্ষণে তারা সব সময় বিমোহিত। তাঁদের লালিত মানস মুকুল তখন বিকশিত হয়ে ওঠে। তাঁদের প্রতিভা ও হৃদয়াপ্লুত প্রয়াস তখন রচনা করে দেয় ভাবের জোয়ারে প্রাণবন্ত অথচ সাহিত্য সুষমামণ্ডিত চরণমালার এক সুবিশাল কাব্য গ্রন্থ।

এদিকে সেই নগরীটি এমন একটি জামাতের গমনকেন্দ্রও হল, যাদের অভিরুচি ভাষা এবং ভাষাদর্শন। নগরীতে অবস্থানরত বাসিন্দাদের ভাষা-ই তাদের আলোচ্য বিষয়। তারা পর্যবেক্ষণ চালায় ভাষার উৎস, ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতির স্তরসমূহ এবং অপরাপর সব ভাষার সাথে এ নগরীর ভাষার সম্বন্ধ সম্পর্কে। এভাবে তারা ভাষাটির মূল ইতিহাস উন্মোচিত করতে চায়। সাথে সাথে কালের প্রবাহে অবলুপ্ত ক্রমবিবর্তনের ধারাসমূহও সংগ্রহ করে নেয় তারা। একত্র করে শব্দকোষ। গুছিয়ে নেয় সুবিন্যস্ততার সাথে ভাষার সাথে সম্পৃক্ত ব্যাকরণও। লিখন পদ্ধতি ও বর্ণমালার বিশেষ রীতিনীতিগুলো আবিষ্কার করে সে সম্পর্কে উদঘাটিত সব তত্ত্ব বাস্তবে উপস্থাপন করে তারা।

জ্ঞানী ও গুণী সম্প্রদায়ের এসব দলের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। তারা শ্রদ্ধারও দাবিদার। এদেরকে কটাক্ষ কিংবা তাচ্ছিল্য করা যায় না। বস্তুত প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব প্রেরণা, চেতনা এবং সাধনার বিষয় থাকে। তদনুযায়ী তার প্রক্রিয়াসমূহ কাজ করে চলে।

কিন্তু এসব জামাত স্বীয় মর্যাদা ও মূল্য এবং গুরুত্ব অনুধাবন করার পর ততক্ষণ শংকামুক্ত হবে না, যতক্ষণ এ নগরী সম্পর্কে কিছু অত্যাবশ্যকীয় এবং অনিবার্য বিষয় সম্পর্কে অবগত না হবে। যেমন এ নগরীটির শাসনকর্তা কে? নগরীটির প্রশাসনিক কাঠামো কি? সেসব সাধারণ আইনগুলিই বা কি, যা সকলকেই (নেশা ও পেশায় বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও) বাধ্যতামূলকভাবে মেনে নিতে হয়? এ নগর কিংবা দেশের নাগরিকত্ব হাসিলের বিহিত কি? এখানকার বাসিন্দাদের করের

www.pathagar.com

হার কত ? বসতি স্থাপনের নির্ধারিত নীতিমালা-ই বা কি? এখানকার আইনে কি কি জিনিস বৈধ, আর কি কি জিনিস অবৈধ? কিসেই বা লিপ্ত হলে আইনত দণ্ডনীয় হতে হয়। এতদ্ভিন্ন তাকে জেনে নিতে হবে—এমন এমন কিছু বিষয়ও, যা এই সুসভ্য ও উন্নত শহরে সসম্মানে ও নিরাপদে জীবন যাপনের লক্ষ্যে একান্ত অপরিহার্য হয়।

শহরে নবীগণের দায়িত্ব কি হবে

উন্নত শহরে অনুরূপ আর একটি এমন দলের আগমন হয়, যারা অতুলনীয় যোগ্যতার অধিকারী, সঠিক অথচ লাভজনক প্রয়াসের ধারক। তারা ধী-শক্তির অধিকারী, তিক্ষ্ণ ও পূত অভিরুচিসম্পন্ন। মানবিক গুণে তাঁরা সঠিকভাবে গুণী। কিন্তু তাঁদের কর্মপ্রক্রিয়া ও তৎপরতা একেবারেই ভিন্ন। তাঁদের দাওয়াত, কর্মধারা অন্যদের কর্মপদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁরা সে সুসংহত শহরে প্রবেশ করে এর প্রাণকেন্দ্র এবং জীবন-শৃংখলার মূল চাবিকাঠি যেখানে, সেখানে পর্যন্ত সরাসরি পৌঁছে যায়। বরং শহরের আসল মালিক (আল্লাহ্) সে দলটির হাত ধরে উৎসমূলের দিকে নিয়ে যান। মনীষীদের এই দলটি সরাসরি সেই কেন্দ্র থেকে প্রকৃত আইন ও ফরমানসমূহ হাসিল করেন। অতঃপর ওসব আইন ও ফরমান সমস্ত মানুষের কাছে প্রচার করেন। পরিশেষে তাঁরাই সে শহরের গঠনমূলক শক্তি কিংবা গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান এবং শহরবাসীর পারস্পরিক সম্পর্কের মূল শৃংখলে পরিণত হন।

এতে দ্বিধার লেশমাত্র অবকাশ নেই যে, শহরের সমস্ত মানুষ, জ্ঞানী ও সুধী সম্প্রদায় নিজের জীবনের প্রতিটি স্তরে নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে জ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় নিমগ্ন থাকার জন্য এমন একটা নিষ্কলুষ দলের অবশ্যিই মুখাপেক্ষী। কেননা সেসব জ্ঞান-বিজ্ঞান সেই ইল্‌মে নববীর স্নিগ্ধ পরশেই লালিত হয়ে ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির সিঁড়িগুলি অতিক্রম করছে। এই দলটি দ্বারা-ই আঞ্জাম পাচ্ছে সে শিক্ষা। আর এই দলটি সেই জ্ঞান ও শিক্ষার প্রচারের দায়িত্বে সর্ব মুহূর্তেই নিবেদিত থাকেন। এই 'ইল্‌ম' যদি নাই থাকল, আর যদি না-ই রইল ঐ দলটি, তখন সমস্ত দল মূর্খতা ও অজ্ঞতার শিকার হবে কোন সন্দেহ নেই। হ্যাঁ, তাঁদের থেকে প্রচলিত আইন-বহির্ভূত কাজ সংঘটিত হতে পারে। তাদেরকে আটক করে বন্দীশালায়ও প্রেরণ করা হয়। তবে কথিত ক্ষমতাধরদের যত সব জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং যাবতীয় মেহ্‌নত ও অনুসন্ধান এবং অভিযান বিন্দুমাত্রও কাজে আসবে না। পক্ষান্তরে ওসব জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং নিয়ম-শৃংখলার (বিদ্যমান সমন্বিত ক্ষমতা) ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্‌র মা'রিফাত লাভ। কারণ এ সুবিশাল ও সুপরিসর নগরীর শৃংখলা রক্ষা তাঁরই কুদরতে আন্‌জাম পাচ্ছে। পরিচিতি লাভ করতে হবে সে প্রাণকেন্দ্রেরও, যার চতুর্দিকে এই শহর

www.pathagar.com

প্রদক্ষিণ করছে। এটি-ই সে মা'রিফাত, যার জন্য আম্বিয়া-ই-কিরামকে নিয়োজিত করা হয়েছে।

وَ كَذَالِكَ نُرِى اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ .

এভাবে ইবরাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বিস্ময়কর ব্যবস্থাগুলো দেখাই আর যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। —সূরা আন'আম ঃ ৭৫

সর্বাপেক্ষা পবিত্র দায়িত্ব

এই খোদায়ী মা'রিফাতের গুরুত্ব অত্যাধিক। আমার বক্তব্যে উল্লিখিত উদাহরণটি শহরের নিছক একজন প্রশাসক কিংবা নিয়ন্ত্রকের ব্যাপার নয়। বরং তিনি শহরের সৃষ্টিকর্তাও। তিনিই তার অস্তিত্ব দান করলেন। এতে জীবন সঞ্চারও করলেন। জীবন যাপনের সর্ববিধ উপাদান সহজ সুলভে যুগিয়ে দিলেন। তিনি রুযীদাতা। তিনি বিনয়ী, দয়ালু, ক্ষমতাবান। সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ যতটুকু, সৃষ্টির সাথে তাঁর সম্পর্ক এর চেয়েও ঘনিষ্ঠতর। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলি দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক তাঁর সৃষ্টিকূলের সাথে যে কতটুকু সুপরিসর, গভীর এবং প্রগাঢ়। এর সাথে সাথে আল্লাহ্ পাকের কয়েকটি সুন্দর সুন্দর নামের পরিচিতি পাওয়া যাবে, যার মহিমায় ধরার প্রতিটি অনুপরমাণু প্রদীপ্ত।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ج عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ج هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ . هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ . هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

তিনিই আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; তিনি অদৃশ্য দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত; তারা যাকে শরীক স্থির করে, আল্লাহ্ তা হতে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশমণ্ডলী ও

www.pathagar.com

পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। —সূরা হাশর ঃ ২২-২৪

সুতরাং মানুষ তার প্রদত্ত বুদ্ধির সার্বিক প্রয়াসের সদ্ব্যবহার করে আল্লাহ্‌র মা'রিফাত ও পরিচিতি হাসিল করে তা রাখতে হবে অন্তরের অন্তস্থলে। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে প্রমাণ দেখাতে হবে তার প্রতি ঐকান্তিকতার। তাঁর তাবেদারী, সন্তুষ্টি, নৈকট্য এবং কৃপা দৃষ্টি অর্জনে অক্লান্ত সংযম সাধনা করাই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম কাজ এবং পরম দায়িত্ব। মানবতা ও ভদ্রতার দাবিও এইটি। সুবুদ্ধি এবং নিষ্ঠা প্রকৃতিরও এটাই চাহিদা।

মানুষের স্তর বিভিন্ন। তাদের সক্রিয়তা ও তৎপরতা এবং দাওয়াতের পাশে রয়েছে আম্বিয়া-ই-কিরামের তৎপরতা। বুলন্দ মর্যাদার অধিকারী এই পবিত্র দলটির প্রয়োজনীয়তা অপরাপরদের জন্য কতটুকু? শরীরের জন্য আত্মার, কর্মের ক্ষেত্রে বুদ্ধির এবং মানব জাতির জন্য দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন চোখ দু'টির প্রয়োজনীয়তা যতটুকু।

তাঁদের উপস্থিতি ছাড়া জগত (যদিও এতে সমস্ত জ্ঞান, সাহিত্য-ভাণ্ডার, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্প ও পেশা থাকুক না কেন) অন্ধকার আর অন্ধকার। যেন ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন এক সাগর।

ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ط اِذَا اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا - وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا - فَمَالَهٗ مِنْ نُّوْرٍ -

পুঞ্জীভূত অন্ধকার, স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না। আল্লাহ্ যাকে জ্যোতি দান করেন না, তার জন্য কোন জ্যোতিই নেই। —সূরা নূর ঃ ৪০

মানবতার কল্যাণ ও বরকত এবং সভ্যতার অগ্রগতির আসল উপাদান

আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ) শুধু আল্লাহ্‌র বিশুদ্ধ মা'রিফাত এবং নিশ্চিত ইল্‌মেরই প্রাণকেন্দ্র ও উৎস নন বরং এর সাথে সাথে তাঁরা মানব সমাজকে দান করেন আরো এক অমূল্য সম্পদ। মানবতার কল্যাণ ও বরকত আনয়ন এবং সভ্যতা ও উন্নতির প্রতিষ্ঠা সাধন এই সম্পদের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। সে মহামূল্যবান উপাদান হচ্ছে ঃ ভালোর প্রতি অনুরাগ এবং মন্দের প্রতি বিরাগমনা হওয়ার পবিত্র প্রেরণা সৃষ্টি করা, শিরকের শক্তি ও ঘাঁটিগুলি ধূলিসাৎ করা, মঙ্গলের পথ উন্মুক্ত করা এবং উন্নতি লাভের নিমিত্ত নিজকে উৎসর্গ করার দৃঢ় মনোবৃত্তি। মানুষের সর্বপ্রকার উন্নতি ও অগ্রগতি এবং অটুট কৃতিত্বের মৌলিক ও আসল কারণই হচ্ছে এই পবিত্র চেতনা এবং সুদৃঢ়তা।

www.pathagar.com

কারণ সমস্ত উপায়-উপকরণ, সাজ-সরঞ্জামাদি আর অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একমাত্র মানুষেরই দৃঢ়তা ও সংকল্পেরই অধীন। সমস্ত কৃতিত্বের মূল ভিত্ হচ্ছে, মানুষের ইচ্ছাবৃত্তি। উপরোক্ত কল্যাণমণ্ডিত বিষয়টির আসল চয়নক্ষেত্র ও উৎস আম্বিয়া-ই-কিরামের তা'লীমে আবহমানকাল ধরে বিদ্যমান রয়েছে। তাঁরা নবী হিসেবে আবির্ভূত হয়েই নিজেদের কওম ও উম্মত তথা সমস্ত সমাজে ভালো কাজের প্রতি অনুপ্রেরণা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার মানসিকতা সৃষ্টির দিকটি অক্ষুণ্ন রেখেছেন। ন্যায়ের সাহায্য করা এবং অন্যায়ের সাথে বিরোধিতা করার আদর্শকে সমাজের মানুষের মন-মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। মানবেতিহাসের এ সুদীর্ঘকালব্যাপী যখনি এ মনোবৃত্তিটি দুর্বল হয়ে পড়েছে, মানুষের প্রকৃতিতে ও চালচলনে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, প্রকাশ পেয়েছে তাদের মধ্যে তখন হিংস্রতা ও পাশবিক কার্যকলাপ। যেমন আমরা কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন জাতির মর্মান্তিক অবস্থা অবলোকন করেছি। আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ) তখনই তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। নিষ্ঠুরতা ও পশুত্বকে তাঁরা করুণা, বদান্যতা, ভদ্রতা এবং মানবতার দ্বারা পাল্টিয়ে দেন। তাঁরা তাঁদের উচ্চ তা'লীমের প্রচলন ঘটান। তাঁদের উপর্যুপরি চেষ্টা ও সাধনা বলবৎ রাখেন। তাঁরা আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের দিকে মোটেই লক্ষ্য করেন নি। নিজের ইয্যত-সম্মানের খেয়াল করার সুযোগ তাঁদের কোথায়? এমনকি স্বীয় জীবন ও দেহের কথাটুকুও ভাবতে সুযোগ পান নি তাঁরা। সে অব্যাহত ও জীবনপণ প্রচেষ্টা ও মেহ্নতের বদৌলতে মানবতা বিবর্জিত হিংস্র জন্তুদের মাঝে জন্ম নিল এমন সব পবিত্রাত্মা, যাদের সুঘ্রাণে সারাটি দুনিয়া বিমোহিত হয়ে উঠল। যাদের জ্যোতি ও শোভা মানবতার ইতিহাসে বয়ে এনেছে এক অপূর্ব আকর্ষণ ও স্নিগ্ধতা। সম্মান ও মর্যাদায় যাঁরা ফেরেশতা হতে অগ্রগামী হয়ে গেলেন। আর এসব অনুপম আদর্শের অধিকারী অনুসরণীয় পথিকৃৎদের বরকতে ধ্বংসপ্রাপ্ত নিমজ্জিত মানবতার ভাগ্যে ফিরে এলো নতুন জীবন। এলো ন্যায় ও নিষ্ঠার শাসনকাল। সবলদের থেকে দুর্বল নিজেদের দাবি আদায়ের সুযোগ পেল। ছাগলের রক্ষক হয়ে চলল চিরশত্রু চিতাবাঘ। মরুতে প্রবাহিত হল দয়া-দাক্ষিণ্যের শীতল হাওয়া। ছড়িয়ে পড়ল মায়া-মমতায় হৃদয়গ্রাহী সুগন্ধ। সৌভাগ্যের বিতান জমজমাট হয়ে ওঠল। জান্নাতের সরঞ্জামে দুনিয়ার বাজারের দোকান সুসজ্জিত হতে থাকে, প্রবাহিত হয় ঈমান ও ইয়াকীনের মন-মাতানো বায়ু। মানবাত্মাগুলোও লোভ-লালসার বেড়াজাল থেকে আযাদ হয়ে কল্যাণের দিকে এভাবে আকৃষ্ট হতে থাকে, লৌহখণ্ড যেভাবে হয়ে থাকে চুম্বকের দিকে।

মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং উন্নতি ও অগ্রগতির পথে সে মহান সম্প্রদায়টির যতটুকু অবদান রয়েছে, অন্য কারো দ্বারা তা আদৌ হয়নি। করুণা ও কৃপার সুমধুর

www.pathagar.com

হাওয়া, মানুষের সম্মান ও ভদ্রতা, সাম্য ও সামঞ্জস্য ইত্যাদি তো তাঁদেরই থেকে পেয়েছে সারা মানবকুল, যা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ)-এর সে দয়া ও বদান্যতায় মানব জীবনের স্থায়িত্ব সম্ভব হয়েছে। আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ)-এর আবির্ভাবই যদি না হতো, ইন্সানীয়াতের নৌকা তার ইল্‌ম, দর্শন, প্রজ্ঞা এবং কৃষ্টি-কালচার নিয়ে তুফানের শিকার হয়ে সাগরের অতল তলে তলিয়ে যেত। মানুষের স্থলে এ বসুন্ধরায় তখন বন্য পশু এবং হিংস্র প্রাণীদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাত-পা সঞ্চালন করতে দেখা যেত। তারা নিজের স্রষ্টা ও প্রতিপালককে তখন চিনত না, সম্পর্ক রাখত না ধর্ম ও চরিত্রের সাথে। বিনয়, ভালবাসা কি, তা তো বুঝতই না। সারকথা, তখন নামধারী এই মানব জাতির পানাহার কিংবা কিছু শাক-পাতা ছাড়া আর কিছুই চিনত না।

আজকের বিশ্বে যা কিছু সুউচ্চ মানবিক নেতৃত্ব, তীক্ষ্ণ অনুভূতি, উত্তম মানের চরিত্র প্রশিক্ষণ, বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে যত সোচ্চার ধ্বনি শ্রুত হচ্ছে, এসবের ঐতিহাসিক সূত্র অর্থাৎ জড়িত রয়েছে আসমানী ওহীর পদতলে অর্থাৎ নবীকুলের তা'লীম, তাঁদের দাওয়াত, তাঁদের তাবলীগের কাছে। এসব একমাত্র নবীগণের বিরামহীন সাধনা এবং তাঁদের সহচরবৃন্দের একনিষ্ঠতারই ফসল বৈ নয়। এবং দুনিয়া (আদি থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত) তাঁদেরই দস্তরখানের নিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্ট কুড়াতে বাধ্য। তাঁদেরই ছড়ানো জ্যোতিতে আজ দুনিয়াবাসী সামনের দিকে এগুতে প্রয়াস পাচ্ছে। মাথাটুকু গুঁজে থাকে এদেরই প্রতিষ্ঠিত মজবুত অট্টালিকার ছায়াতলে। এভাবেই তা জীবন কাটাচ্ছে, আরো কাটাবে। সেসব ধন্য ও বরেণ্য মহামনীষীর উপর বর্ষিত হোক লাখো সালাম।

بہار اپ جو دینا میں انی ہوئی ہے -

یہ سب بود را نہیں کی لگائی ہوئی ہے -

এখন যে ঋতুরাজ বসন্ত এল বসুন্ধরায়,
উদীয়মান সব চারা গাছগুলি, এসেছে এরই কৃপায়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ভাষণ

আম্বিয়া-ই-কিরামের বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও আদর্শ

সুধী! আমার প্রথম ভাষণের আলোচন্য বিষয় ছিল 'নবুয়তের প্রয়োজনীয়তা এবং এর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা'। অর্থাৎ মানব বিশ্বে এ নবুয়তের আবশ্যকতা কতটুকু ? কৃষ্টি-কালচারে এর অবদানই বা কি ? আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ)-এর তৎপরতার ধরন কেমন ছিল? জগতবাসীর সামনে এ নবুয়ত কি দাবি রাখে ? ইত্যাদি। আজ আলোচনা রাখবো—এ মহতী মঞ্চে—নবুয়তের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, এর বিশেষ গতিবিধি, আম্বিয়া-ই-কিরামের অনুপম গুণাবলী এবং তাঁদের অতুলনীয়তা সম্পর্কে। সাথে সাথে আমি আম্বিয়া-ই-কিরাম কি কি বিষয়ে মানবকুলের অপরাপর চিন্তাবিদ এবং সংস্কারকদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব পান, তাও পরিবেশন করবো।

নবুয়তের মাহাত্ম্য অনুধাবন করার পথে মনগড়া পরিভাষার সীমালংঘন

পক্ষান্তরে পরিকল্পিত এবং মনগড়া আচরণ ও রীতিনীতি, রাজনৈতিক ভাবধারাজনিত নেতৃত্ব ও সংগঠন, অভিনব শিক্ষা-দীক্ষা পদ্ধতি নবুয়তের মর্যাদা অনুধাবনের ক্ষেত্রে খুবই সীমালংঘন করেছে, এসব মানসিকতা ও কর্মপদ্ধতি স্ব স্ব স্থলে অবশ্য প্রশংসার উপযোগী। তারা অশিক্ষিতদের মাঝে শিক্ষার চর্চা, জীবন প্রণালীর মান প্রবৃদ্ধি, অনাচার ও গ্লানির প্রতিরোধ এবং পরাধীন রাষ্ট্রগুলোকে স্বাধীনতার দৌলত বিতরণে বর্ণনাতীত খেদ্‌মতের পরিচয় দিয়েছে সন্দেহ নেই। এইগুলো সবই ধন্যবাদার্হ। কিন্তু এ বিশেষ নীতিধারা এবং মানসিকতা মানুষের মন-মস্তিষ্কে এভাবে অনুপ্রবেশ করে চলেছে, এদের প্রকৃতি, এদের চরিত্র ও কর্মে এ পরিমাণ শিকড় গেঁড়ে বসেছে যে, তারা সে ধাঁচ ছাড়া নবুয়ত এবং আম্বিয়া (আ)-এর প্রকৃত মর্যাদাটুকু জ্ঞান করতেই পারছে না। পারছে না এইজন্যও যে, তাদের দৃঢ়তা, অভিপ্রায় ক্ষমতা ও শক্তির উৎস, কর্ম, শ্রম ও সাধনার প্রক্রিয়াগুলি, চিন্তা ও ধ্যান, জয় ও সফলতা ইত্যাদিতে নিজস্ব ধরনটুকুই প্রয়োগ করতে চাচ্ছে। যদ্দরুন আজ তারা সে চশমা ছাড়া নবুয়তের মর্যাদাকে অবলোকন করতে যেন অপারক। এই যুগে কতিপয় ইসলামী ভাবাপন্ন লেখক, নবজাগরণের অগ্রসেনানী ও নিশানবরদার সে মনোবৃত্তি ও প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁরা আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ)-এর দাওয়াত,

www.pathagar.com

এঁদের সীরাতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে অধুনা রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিভাষার ব্যবহার করতে শুরু করেছেন, যা এ যুগের মানুষদের নবুয়তের আসল মাকাম আম্বিয়া-ই-কিরামের ভাবধারা, তাঁদের দাওয়াতের মাহাত্ম্য এবং তাদের 'আমলের প্রকৃত রং ও রূপ অনুধাবনের পথে অবর্ণনীয় কন্টক সৃষ্টি করছে। আজ তাঁদের অনুসরণ এবং মর্যাদা ও মহত্ত্বকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানসিক গতিকে বক্র করে ফেলেছে এমন পথে, যা নবুয়তের আসল রং ও রূপের সাথে কোন প্রকার সম্পৃক্ততাই রাখে না।

রাজনৈতিক ভাবধারা, অধুনা রাজনৈতিক পরিভাষা, আজকালকার পৌরবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতির গুরুত্ব মানুষের মানসিকতা, গবেষণা, ব্যবহার-নীতি, বক্তৃতা ও লেখনীতে এমনভাবে প্রবেশ করে চলেছে যে, ইসলামী দাওয়াতের জনৈক পুরোধা ও শীর্ষস্থানীয় লেখকও স্বীয় লেখালেখিতে নির্দ্বিধায় সেসব রাজনৈতিক পরিভাষা এবং বিশ্লেষণ ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছেন। অথচ ওগুলোর সাথে খাস একটা অর্থ ও ভাব জড়িত রয়েছে, যা স্মরণ করিয়ে দেয় আর এক ইতিহাস। সম্পৃক্ত রয়েছে ওগুলোর সাথে অবিস্মরণীয় এক পটভূমিও। এতদ্ভিন্ন এগুলো নেহায়েতই সাময়িক ও সীমিত। আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ)-এর দাওয়াতের রস ও রংগের যথোচিত ব্যাখ্যা প্রদানে যে এগুলো কষ্ট সৃষ্টি করে তা-ই নয়, পরন্তু বিভিন্ন ধরনের ভুল বোঝাবুঝি, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টিরও কারণ হয়। যেমন 'ইনকিলাব' (বিপ্লব), 'বাগাওয়াত' (বিদ্রোহ), 'ইশ্‌তিরাকিয়াত' (সমাজতন্ত্র), 'জমহুরীয়াত' (প্রজাতন্ত্র), 'নেযাম' (বিধান) ইত্যাকার পরিভাষা প্রত্যেকটারই একটা সুনির্ধারিত ভাবার্থ রয়েছে। যা বিশেষ অবস্থা, পরিবেশ ঘটনা প্রবাহ এবং হালচালের ছত্রছায়ায় লালিত হয়ে আসছে এবং অতিক্রম করে এসেছে অনেক বিবর্তনের সোপান। এসব এক ঐতিহাসিক বিশেষ অভিজ্ঞতা ও ফলশ্রুতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তা থেকে এগুলো ছিন্ন করা আদৌ সহজ নয়।

মোদ্দা কথা, নবুয়তের আবির্ভাবের প্রক্রিয়া ও বারাকাত সংক্রান্ত বর্ণনা পেশ করতে হলে ইসলামী দাওয়াতের যে তরীকা কুরআন শরীয়ত ও দীন নির্ধারণ করেছে, সেটিকেই আঁকড়ে ধরা সঙ্গত হবে। কেননা এই তরীকা-ই সার্বিক ভুল বোঝাবুঝি এবং অপরিণামদর্শিতা থেকে মুক্ত। এরই মাধ্যমে দীনের অন্তরাত্মা ও ভাবধারার সাথে পরিচিতি লাভ সম্ভব।

একনিষ্ঠতা ও একাগ্রচিত্ততার সাথে কুরআন গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

বস্তুত, এমন একনিষ্ঠতা ও একাগ্রচিত্ততার সাথে কুরআন গবেষণা করা একান্ত অপরিহার্য, যা সর্বতোভাবে পারিপার্শ্বিক প্রভাব এবং "অন্যদের" চিন্তাধারা থেকে মুক্ত থাকবে। অনুরূপ এ গবেষণাকে ব্যক্তিগত অভিরুচি ও কুপ্রবৃত্তির অপমিশ্রণ থেকেও

www.pathagar.com

পবিত্র রাখতে হবে। কেননা আমাদের অভিরুচি কলুষমুক্ত থাকা যদিও সম্ভব, কিন্তু এটাও একান্ত অনিবার্য কিছু নয় যে, প্রতিটি ভালো সিদ্ধান্তই এই অভিরুচি দ্বারা উদ্‌ঘাটিত ও উদ্ভাবিত হবে আর তা দলীল ও সনদ হিসেবে বিবেচিত হতে পারবে কিংবা আম্বিয়া-ই কিরামের মহান সীরাত কল্যাণময় দাওয়াত এবং চেষ্টা সাধনার সর্বক্ষেত্রে সহায়তা করতে থাকবে, এমনও নয়। কুরআনিক সাধনা ও গবেষণাকে কালের সীমিত গণ্ডির নিরিখে প্রাচীরাবদ্ধ করা সঙ্গত নয়। কারণ কাল তো কালই। আসছে আর যাচ্ছে। চিন্তা ও গবেষণার রীতিতে পরিবর্তন পরিবর্ধন অহরহ ঘটছে। বস্তুর মান-মর্যাদায় নেই স্থিতিলীতা বরং দিব্বি উঠানামা করছে। একালের গৃহীত চিন্তাধারা অথবা পরিভাষাকে অতীত কালের পরিবেশের ঘাড়ে জবরদস্তি খাপ-খাওয়ানোর চেষ্টা অবান্তর। কুরআন একটা আসমানী মহাগ্রন্থ। এর রয়েছে একটা স্থির লক্ষ্য। একক ও অটুট স্বকীয়তার অধিকারী। মানবিক জ্ঞানের কোষাগার এবং এর সমস্ত দৃষ্টিকোণ বালুকারাশির টলটলায়মান একটা পর্বতশৃঙ্গের মত। যা একবার বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, আবার ছড়িয়ে পড়ে। কখনও আঁকড়েও থাকে আবার উঁচু হয়েও উঠে। এর উপর কোন কিছুর ভিত্ রাখা অযৌক্তিক। সুতরাং এই কুরআন তার স্বকীয়তা এবং আসমানী মর্যাদা, আপন স্বনির্ভরতা, অবিচলতা ও সনাতন ভিত্তিটি ছেড়ে নিম্নে পতিত হয়ে কিভাবে এ অস্থায়ী বালুকারাশির শৃঙ্গের সাথে তাল মিলিয়ে যোগসূত্র রক্ষা করতে পারে ?

নবী (আ)গণ এবং অপরাপর পথ-প্রদর্শকের মাঝখানে মৌলিক পার্থক্য

সর্বপ্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য যদ্দ্বারা আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ) অপরাপর পথ-প্রদর্শকের থেকে প্রাধান্য লাভ করেন তা হচ্ছে, তাঁরা এমন ইল্‌ম মানুষের মধ্যে প্রচার ও বিস্তার করতে থাকে,এমন আকীদার দিকে মানুষদেরকে দাওয়াত দেয়, তাদেরকে ন্যস্ত করা হয় এমন এক বার্তা প্রচারের দায়িত্বে, যেগুলো একে তো তাঁদের মানসিকতাসৃষ্ট ফসল নয় ; দ্বিতীয়ত এগুলো বাতিল ও কষ্টকল্পিত পরিস্থিতির সাময়িক পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যেও গতানুগতিক কোন কর্মপন্থা নয়। এমনকি সেগুলো তাঁদের সূক্ষ্ম ধী-শক্তি ও তীক্ষ্ণ অবগতি কিংবা তাঁর মেধা ও অনুভূতিশীল হৃদয়ের দ্বারা তৈরী করা পরিকল্পিত কিছুও নয় এবং দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞাগত অভিজ্ঞতার যে নির্যাস, তাও নয়। বরং তাঁদের দাওয়াতের মূল ইস্যু ও উৎস আস্‌মানী ওহী এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত বার্তাসমূহ। এঁদেরকে সেরূপ গুরুত্ববহ দায়িত্বে মনোনীত করা হয়েছে, দেওয়া হয়েছে অতুলনীয় মর্যাদা। অতএব, অপরাপর প্রজ্ঞাবান নেতা, সংস্কারক এবং নেতৃস্থানীয় মনীষীদের সাথে আম্বিয়া-ই-কিরামকে কস্মিনকালেও তুলনীয় বলে চিন্তা করা যায় না। এটা মানবতা, সংস্কার এবং দৃঢ়তার সুদীর্ঘ ইতিহাস শতবার পরীক্ষা করে দেখেছে। অন্যদের আহবান কখনো সমাজ থেকে জন্ম নিয়েছে, কখনো স্বীয় প্রজ্ঞা ও

www.pathagar.com

প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ হয়ে দেখা দিয়েছে। পরিবেশের প্রতিধ্বনি কিংবা বিরাজমান পারিপার্শ্বিক সংকট, অশান্তির মুকাবিলায় একটি নেতিবাচক প্রতিরোধের স্লোগান হিসেবে কখনো তা চিহ্নিত হয়েছে যা দূরবীন যন্ত্র বিনে ধরা পড়ে না। এই ব্যাধিটি ইসলামিক চিন্তাধারার অনেক লেখক এবং নেতৃবর্গের রচনাবলীতেও বেশি বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। অধুনা জড়-দর্শন, প্রাচ্য রাজনীতিও নেতৃত্বের কামিয়াবী এবং স্বদেশের মুসলমানদের অসংঘবদ্ধ অথবা পরাধীনতামূলক মানসিকতা তাঁদেরকে সেদিকে তাড়িত করছে, যার ফলশ্রুতিতে তাঁরা বিরাজমান পরিস্থিতির নিরসন, আধুনিক দর্শন ও জীবন বিধানের আলোকে ইসলামী দর্শন ও জীবন প্রণালীকে উপস্থাপন করার দিকে অত্যধিক ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

তাঁদের রচনাবলী, বাচনভঙ্গি ও দৃষ্টিকোণ সে "নেতিবাচক প্রতিরোধনীতিরই" প্রতিবিম্ব এবং প্রতিচ্ছায়া হিসাবে ধরা পড়ে। তাও ধরা পড়বে তাদেরই দৃষ্টিতে, পরিবেশের ধরা-ছোঁয়া থেকে গা বাঁচিয়ে যারা কুরআন হাদীসের উপর সরাসরি গবেষণা করার সুযোগ অর্জন করেছে। অতঃপর পরিজ্ঞাত হয়েছে অধুনা দর্শন এবং জীবন প্রণালীর লৌহ-কার্বন বেড়াজাল সম্পর্কেও। অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে যাঁরা ওসবের বিষক্রিয়া সম্পর্কে।

আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ)-এর খাঁটি উত্তরসুরি মুজাদ্দিদ ও মুসলিহ যাঁরা ইল্‌মী ও দীনী ব্যুৎপত্তি অর্জনকারী কিংবা ঈমানী সুহ্‌বত ও তারবীয়াত লাভকারী, তাঁদের দাওয়াত এবং ওসব আধুনিক ইসলামী চিন্তানায়কদের দাওয়াতের মাঝখানের পার্থক্য একটি মৌলিক ইস্যুতে ধরা পড়ে। তা হচ্ছে কর্ম ও লক্ষ্যের পরিচালিকা শক্তি। আধুনিক ভাবধারায় প্রভাবান্বিত ইসলামী চিন্তানায়কদেরকে তাদের চেষ্টা-সাধনার দিকে উৎসাহী করে তুলেছে রাজকীয় ক্ষমতা লাভ, বিজয় ও সম্মান, ইসলামী শাসন কায়েম, মানুষের জীবন যাপনের নীতিমালা প্রণয়ন এবং নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি। এদিকে অপর জামাতটিকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন, আখিরাতে কামিয়াবী ঈমান ও ইখ্‌লাসের প্রেরণা, নবী (আ)-এর তাবেদারী এবং আল্লাহ্‌র দীনের ঝাণ্ডা উড্ডয়নের অনুপ্রেরণা ইত্যাদি আত্মোৎসর্গের দিকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছে। এই জামাতটিকে স্মরণ করেই পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَ لَافَسَادًا - وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ .

এ আখিরাতের সে আবাস, যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য। —সূরা কাসাস ঃ ৮৩

www.pathagar.com

এই প্রেক্ষিতে কুরআনের বাণী-ই একমাত্র সুস্পষ্ট মীমাংসাদাতা, যা রাসূলকুল শিরোমণি মুহাম্মদ (সা)-এর ভাষ্যেও উচ্চারিত হয়েছে ঃ

قُلْ لَّوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَ لَاَدْرٰكُمْ بِهٖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ .

বল, আল্লাহ্‌র সেরূপ অতিপ্রায় হলে আমিও তোমাদের নিকট তা পাঠ করতাম না এবং তিনিও তোমাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করতেন না। আমি তো এর আগে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করেছি ; তবুও কি তোমরা বুঝতে পার না? —সূরা য়ূনুস ঃ ১৬

অনুরূপ আল্লাহ্‌পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَ كَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ط مَاكُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَ لَا الْاِيْمَانُ وَ لٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَ اِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

এভাবে আমি আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; আপনি তো জানতেন না কিতাব কি এবং ঈমান কি? পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো। তদ্দ্বারা আমি ও বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করি: আপনি অবশ্যই সরল পথ প্রদর্শন করেন। —সূরা শুরা ঃ ৫২

আল্লাহ্‌পাক আরো ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ يُّلْقٰى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَاتَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ .

আপনি আশা করেননি যে, আপনার নিকট কিতাব অবতীর্ণ হবে। এতো কেবল আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং আপনি কখনও কাফিরদের সহায়ক হবেন না। —সূরা কাসাস ঃ ৮৬

তদ্রূপ মহানবী (সা) এমন কিছু ঘটনা এবং অবস্থা সম্পর্কে তাঁর কওমের নিকট আলোচনা করলেন, যেগুলি এমন এমন স্থানে সংঘঠিত হয়েছিল, যেখানে তিনি উপস্থিত ছিলেন না, অথচ কুরআন সেটিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ঃ

وَ مَاكُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَ لٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ .

www.pathagar.com

আমি যখন মূসাকে ডেকেছিলাম তখন আপনি তূর পর্বতপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন না। বস্তুত এ আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে দয়াস্বরূপ, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

—সূরা কাসাস ঃ ৪৬

কুরআন রিসালাত ও নবুয়তের প্রকৃতি, নীতিমালা এবং আসল উৎস ও কেন্দ্রবিন্দুকে চিহ্নিত করে ঘোষণা দিচ্ছে ঃ

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ - اَنْ اَنْذِرُوْا اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْنِ .

তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা নির্দেশ সম্বলিত ওহীসহ ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করেন এ মর্মে সতর্ক করার জন্য যে, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; সুতরাং আমাকে ভয় কর। —সূরা আন-নাহল ঃ ২

এইজন্যই রাসূলগণ অভ্যন্তরীণ কুপ্রবৃত্তির পূজারী ক্ষমতাসীনের সামনে নত হন না। নত হন না তাঁরা সাময়িক কোন বাহ্যিক চমকপ্রদ ঘটনার সামনে। সমাজ, পরিবেশ ও অবস্থার গতি যেদিকে ছুটে চলেছে, তাঁরা আদৌ স্বীয় রিসালাতের গতিকে সেইদিকে চালিয়ে দেননি।

এরই আলোকে কুরআন পাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى . اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى .

এবং তিনি মনগড়া কথা বলেন না; এতো প্রত্যাদেশ, যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়।

—সূরা আন-নাজম ঃ ৩-৪

ঠিক তেমনিভাবে রাসূল (সা) এমন ক্ষমতাও রাখেন না যে, তিনি পয়গাম এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীতে কিঞ্চিত পরিবর্তন কিংবা রদবদল আনবেন অথবা একটু কমিয়ে বা বৃদ্ধি করে দেবেন। তাইতো স্বয়ং আল্লাহ্‌পাক তাঁর রাসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে বলেন ঃ

قُلْ مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَاءِىْ نَفْسِىْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَىَّ ج اِنِّىْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ -

বলুন, নিজ হাতে বদলানো আমার কাজ নয়। আমার প্রতি যা ওহী হয় আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলে আমি আশংকা করি—মহাদিবসের শাস্তি। —সূরা য়ূনুস ঃ ১৫

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌পাক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শিথিল হওয়া এবং অবাঞ্ছিত আপস করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছেন। আর তা থেকে আল্লাহ্‌পাক তাঁকে হিফাযতও করেছিলেন। এদিকেই কুরআন পাকের নিম্নোক্ত ইরশাদ ঃ

وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ·

তাঁরা চায় যে, আপনি নমনীয় হন, তাহলে তারাও নমনীয় হবে।

—সূরা কালাম ঃ ৯

এমনকি রাসূল (সা)-কে পীড়াদায়ক, অবমাননাকর শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছে, যদি তিনি আল্লাহ্ পাকের সাথে কোন অবান্তর কথা সম্পৃক্ত করেন বা এমন বার্তা বর্ণনা করেন, যা আল্লাহ্ পাক বলেননি কিংবা ওহী ও পয়গামে হ্রাস বা বৃদ্ধি করেন। তাই তিনি ইরশাদ করেন ঃ

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ . وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ . لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ . فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ .

এটি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। তিনি যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতেন, আমি অবশ্যই তাঁর দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তাঁর শাহরগ। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তাকে রক্ষা করতে পারে। —সূরা আল-হাক্কাহ ঃ ৪৩-৪৭

এবং শব্দ ও অর্থ উভয়দিকই যথাযথ বহাল রেখে তাবলীগ করার জন্য নবী (সা) আদিষ্ট হয়েছিলেন। তাই তো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَ اللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ -

হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন। যদি তা না করেন তবে তো আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না। আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন। আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। —সূরা আল-মায়িদা ঃ ৬৭

এইটুকু হচ্ছে, নবী (আ)-গণ এবং অপরাপর সংস্কারকগণের মাঝখানে পার্থক্য এবং ব্যবধান সৃষ্টিকারী মৌলিক ইস্যু। অপরাপর পথ-প্রদর্শক বলতে আমি তাদের বুঝিয়েছি, যাদের বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা নিজেদের পরিবেশ, কৃষ্টি, অনুভূতি ও অবগতি থেকে সৃষ্ট। অর্থাৎ সমস্ত পরিবেশ কিংবা সচেতন মানসিকতায় ছড়ানো অশান্তি ও অস্বস্তির প্রতিকার-ভাবনা থেকে যাদের সার্বিক প্রয়াস উদ্ভূত। এসব

www.pathagar.com

নেতৃবর্গ সর্ব মুহূর্তে সুবিধা ও সময়োপযোগিতার সন্ধানী হয়। অধিকাংশ আত্মসমর্পণ করে থাকে বিরাজমান পরিস্থিতির সামনে, যদ্দরুন তাদেরকে ছাড়তে হয় বহু অত্যাবশ্যকীয় দীনি মূলনীতিও। এমনকি কখনো কখনো অন্য দল ও গ্রুপের সাথে মোয়ামেলা রত হতে হয় এদেরকে। গতানুগতিক 'কাজ কারবার'-এর নীতি অবলম্বন করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের নিম্নোক্ত পংক্তিটিকে অনুসরণ করতে দেখা যায় ঃ

چلوتم ادھر کو ھوا ھو جدھر کی

চলো সেদিকে, বাতাস চলে যেদিকে।

নবীগণের দাওয়াতে বিচক্ষণতা ও সরলতা

আমার উপরোক্ত বক্তব্যের অর্থ এই যে, নবী (আ)-গণ তাঁদের দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে দূরদর্শিতা ও কৌশলের দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখতেন না এবং তাঁরা উম্মতের মন-মেজাজ এবং অবস্থার দিকে দৃষ্টিই দিতেন না। তেমনি স্থান-কাল-পাত্রের তারতম্যের বিচার-বিবেচনার ধার ধারতেন না। বস্তুত তা নয়। এমনও নয় যে, তাঁরা দাওয়াতের ক্ষেত্রে সহজ সাবলীলতা ও ধীরস্থিরতা অবলম্বন করতেন না। বরং দীনকে সহজ ও সরল করা তো আল্লাহ্পাকের চিরাচরিত প্রজ্ঞাময় মেহেরবানীর বহিঃপ্রকাশ এবং নবীগণের দূরদর্শিতার ফসল। তাঁর সমর্থনে রয়েছে দলীল-প্রমাণাদির নীরব কণ্ঠ; রয়েছে অগণিত ঘটনাপ্রবাহের জবানবন্দী আর দাওয়াত ও তাবলীগের দীর্ঘ ইতিহাস। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র জীবন চরিত এসব দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ।

কুরআনের ভাষ্য ঃ

وَ قُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّ نَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا -

আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খণ্ড খণ্ডভাবে, যাতে আপনি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পারেন। ক্রমে ক্রমে এবং আমি তা ধাপে ধাপে অবতীর্ণ করেছি।

—সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১০৬

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ -

আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর, তা চান না। —সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৫

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ج كَذٰلِكَ خ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا -

www.pathagar.com

কাফিররা বলে, সমগ্র কুরআন তাঁর নিকট একবারে অবতীর্ণ হল না কেন? আমি এভাবেই অবতীর্ণ করেছি, আপনার হৃদয়কে তদ্দ্বারা মযবুত করার জন্য এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি। —সূরা ফুরকান ঃ ৩২

وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط

তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নি।

—সূরা আল-হজ্জ ঃ ৭৮

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সরলতা অবলম্বন এবং সুসংবাদ শোনানোর জন্য সাহাবাগণকে (আল্লাহ্র চিরসন্তুষ্টি তাঁদের উপর) নির্দেশ দিতেন। তাই তো নবী (সা) হযরত মা'আয ইব্ন জাবাল (রা) এবং আবূ মূসা আশ্'আরী (রা)-কে ইয়েমেনে প্রেরণকালে ইরশাদ করলেন ঃ

لِسِرًا وَ لاَ تَعْسِرًا، لِبُشْرًا وَ لاَ تَنْفُرًا -

দীনকে সহজ করে পেশ করবে, কঠোর করে নয়। মানুষকে দেবে সুসংবাদ, অপ্রিয় কথা নয়। —বুখারী শরীফ ঃ ৬২২

অনুরূপ সাহাবাবৃন্দকে সম্বোধন করে রাসূল (সা) ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّمَا بُعِثْتُمْ مَسِيْرِيْنَ وَ لَمْ تَبْعَثُوْا مُعْسِرِيْنَ -

তোমরা সরলতা অবলম্বনকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছ, কঠোরতা প্রদর্শনকারী হয়ে নয়। —বুখারী শরীফ, প্রথম খণ্ড ঃ ৩৫ পৃ.

এমনকি নবী (সা) কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ ও সামষ্টিক সুবিধার্থে ক্ষুদ্র সুবিধাজনিত কাজকে পিছিয়ে দিতেন। যেমন একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলিম জননী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-কে বলেন ঃ

لَوْ لاَ حَدَاثَةُ قَوْمُكَ بِالْكُفْرِ لِقَمْتِ الْبَيْتِ ثُمَّ لِبَنَيْتَه عَلَى اَسَاسُ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ -

যদি তোমার সমাজ (মক্কাবাসী) সবেমাত্র কুফরী থেকে না আসত, তাহলে আমি কা'বা ঘরকে ভেঙ্গে পুনরায় হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তির ওপরে ভিত্তি রাখতাম। —বুখারী শরীফ, প্রথম খণ্ড ঃ ২১৫

হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্উদ (রা) বলেন, আমাদের অধৈর্যের আশংকায় নবী করীম (সা) কোন কোন দিন ওয়াজ করা থেকে বিরত থাকতেন।—বুখারী শরীফ

হযরত জাবির (রা) বলেন, মা'আয ইব্ন জাবাল (রা) নবী করীম (সা)-এর সাথে নামায পড়তেন। অতঃপর তিনি চলে যেতেন তাঁর নিজের মহল্লায়। সেখানে

www.pathagar.com

তাঁকে ইমামতি করতে হত। একদিন ইশার নামাযের ইমামতিতে তিনি সূরায়ে বাকারা পড়লে একজন মুক্তাদী তার থেকে পৃথক হয়ে যায়। হযরত মা'আয (রা) এইজন্য তার উপর অসন্তুষ্ট থাকেন। বিষয়টিকে নবী (সা)-এর কাছে পৌঁছানো হলে তিনি হযরত মা'আয (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

فَتَّان، فَتَّان، فَتَّان

তুমি অধিক ফিত্না সৃষ্টিকারী, অধিত ফিত্না সৃষ্টিকারী, অধিক ফিত্না সৃষ্টিকারী। —বুখারী শরীফ

হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্'উদ (রা) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি নবী (সা)-এর সমীপে এসে আবেদন জানাল, 'আমি ফজরের জামাতে শরীক হতে এইজন্য পিছিয়ে থাকি, অমুক সাহেব নামাযটি নিতান্ত দীর্ঘ করে দেন।" এই সংবাদ শুনে নবী (সা) খুবই অসন্তুষ্ট হন। হাদীস বর্ণনাকারী ইব্ন মাস্'উদ (রা) বলেন,"আমি নবী (সা)-কে এর চেয়ে রাগান্বিত আর কোনও কাজে দেখিনি।"

নবী (সা) ইরশাদ করলেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ - فَمَنْ اَمَّ مِنْكُمُ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ - فَاِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيْفَ وَ الْكَبِيْرَ وَ ذَا الْحَاجَةِ -

মানুষ সকল! তোমাদের কেউ কেউ লোকদেরকে দীন থেকে দূরীভূত করে দেয়। তোমাদের যারা মানুষদের ইমামত করবে, সে যেন নামায সংক্ষিপ্ত করে। কেননা তার পেছনে দুর্বল, বৃদ্ধ এবং কর্মব্যস্ত মুক্তাদী থাকা একান্তই স্বাভাবিক।

—বুখারী শরীফ

এ জাতীয় দলীল-প্রমাণাদি অগণিত। রাসূলে করীম (সা)-এর সীরাতে পাকে বর্ণিত এসব হাদীস মাশহুর ও মুতাওয়াতির। এই আদর্শ পূর্ববর্তী নবীগণের বেলায়ও অক্ষুণ্ন ছিল। কারণ আল্লাহ্পাক তাঁদের সবাইকে হিকমত দান করেছিলেন। اٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ -

আমি তাঁকে (দাউদ আ.-কে) কৌশল ও বিচারবুদ্ধি দান করেছি।

—সূরা সাদ ঃ ২০ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ج

ওরা তাঁরা—যাদেরকে আমি কিতাব, কৌশল এবং নবুয়ত দান করেছি।

—সূরা আন'আম ঃ ৮৯

www.pathagar.com

তবে এসব নমনীয়তা প্রদর্শন, বিলম্বীকরণ, কৌশল ও সময়োপযোগিতার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধকরণ, প্রস্তুতির দিকে লক্ষ্য রাখা ইত্যাদি অবলম্বন করা হত একমাত্র তা'লীম, তারবীয়াত, আনুষঙ্গিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে, যেগুলোর কোন সম্পর্ক ছিল না 'আকিদা কিংবা দীনের মূলনীতির সাথে। কিন্তু যেসব বিষয়ের সম্পর্ক 'আকিদা ও বুনিয়াদি নীতিমালার স্পষ্ট নির্দেশাবলীর সাথে জড়িত ছিল কিংবা কুফর ও ঈমান এবং তাওহীদ ও শিরকের মধ্যে তারতম্য সৃষ্টিকারী অথবা যেগুলো ইসলামী শে'আর (বৈশিষ্ট্যময় রীতিনীতি) এবং আল্লাহ্‌র হুদূদ (আইনসীমা) -এর সাথে সংশ্লিষ্ট, সেসব বিষয়ে আম্বিয়ায়ে কিরাম আবহমানকাল ধরে ইস্পাতের চেয়ে কঠিন এবং পাহাড়ের চেয়ে অটল ও অনড় ছিলেন। সেগুলোতে এসে তাঁরা দুর্বলতা দেখাতে পারতেন না, নমনীয় হতে পারতেন না। কোন প্রকার বিনিময় কিংবা সন্ধিতে জড়িয়েও যেতেন না।

আম্বিয়ায়ে কিরামের দাওয়াতের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় স্তম্ভ

আম্বিয়ায়ে কিরামের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য একত্ববাদের দাওয়াত। আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে নিখুঁত 'আকীদা পোষণ, প্রভু-ভৃত্য ও ভৃত্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক চিহ্নিতকরণ, শুধু এক সত্তার বন্দেগীর আহবান, নবী (আ)-গণ সর্বযুগে সর্বাবস্থায় অব্যাহত রেখে আসছেন। এটি-ই ছিল তাঁদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সবচাইতে বড় কর্মসূচী। তাঁদের তা'লীমের এ দিকটাই ছিল যে, লাভ-লোকসানের চাবি-কাঠি একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে। 'ইবাদত, দোয়া, লক্ষ্য এবং কুরবানীর যথোপযোগী একমাত্র তিনিই। তাঁদের উপর্যুপরি আঘাত হানা অব্যাহত রয়েছে শির্‌ক তথা বহুত্ববাদের ঘাঁটিতে। যা পরিদৃষ্ট হত প্রতিমা এবং জীবন্ত ও মৃত পুণ্যাত্মাদের পূজার আকৃতিতে। যেগুলো সম্পর্কে বর্বর যুগের মানুষদের এই 'আকীদা ছিল যে, আল্লাহ্ পাক এগুলোকে ইয্যত ও মহত্ত্ব দিয়ে 'ইবাদতের উপযোগিতার সম্মানে বিভূষিত করেছেন। এমনকি সেগুলির বিশেষ বিশেষ বিষয়ে হস্তক্ষেপেরও নাকি তিনি ক্ষমতা প্রদান করেছেন। এমনকি মানবজাতির জন্য এগুলোকে নিঃশর্ত সুপারিশ করারও নাকি সার্বভৌম ক্ষমতা দিয়েছেন তিনি, যেমন ক্ষমতা দিয়ে থাকেন সম্রাট তাঁর প্রাদেশিক গভর্নরদেরকে এবং (কিছু গুরুত্ব এবং বিশেষ বিষয় ছাড়া) এক অঞ্চলের সার্বিক দায়িত্ব তাঁদেরই উপর তিনি ন্যস্ত করে দেন।

অতীত সমস্ত আসমানী কিতাবের সমন্বয় সাধনকারী কুরআনের সাথে যাদের সামান্যতম সম্পর্ক আছে, তার নিশ্চিতভাবে এ কথাটুকু জানার বাকী নেই যে, শিরক ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করা এবং মানুষদেরকে ওগুলোর সর্বনাশা খপ্পর থেকে মুক্তি দেওয়া নবুয়তের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল। এটাই ছিল আম্বিয়ায়ে

www.pathagar.com

কিরামের আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য, তাদের দাওয়াতের বুনিয়াদ, 'আমলের লক্ষ্যবিন্দু ও তাঁদের চেষ্টা সাধনার চূড়ান্ত কথা।

আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর দাওয়াত ও যিন্দেগীর আসল মারিফাত এটাই ছিল। এরই চতুষ্পার্শ্বে তাঁদের যাবতীয় তৎপরতা প্রদক্ষিণ করত। তাঁদের সমস্ত অভিযানের সূচনা ছিল এই বিন্দুটি। অভিযান ক্ষান্ত করতেন তাঁরা আবার এ বিন্দুতেই এসে।

কুরআন কখনো তাঁদের সম্পর্কে সামষ্টিক ভাষ্য রাখে ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا - فَاعْبُدُوْنِ .

আমি তোমার পূর্বে যত রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদের প্রতিও এ ওহী পাঠিয়েছি যে, আমি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই; সুতরাং আমারই 'ইবাদত কর।

—সূরা আম্বিয়া ঃ ২৫

আবার কখনো এক এক করে নবীগণকে উল্লেখ করে তাঁদের দাওয়াতের সূচনা যে একত্ববাদ দ্বারা হয়েছে, তা বিবৃত করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ . اَنْ لاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اللّٰهَ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ .

আমি তো নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, 'আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী।' যেন তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কিছুর 'ইবাদত না কর; তোমাদের জন্য আমি এক মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির আশংকা করি। —সূরা হুদ ঃ ২৫-২৬

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ مُفْتَرُوْنَ .

'আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে পাঠালাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র 'ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নেই। তোমরা তো শুধু মিথ্যা রচনাকারী। —সূরা হূদ ঃ ৫০

وَ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا ط قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ هُوَ اَنْشَاكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّىْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ -

www.pathagar.com

সামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালিহকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে এবং এতেই তোমাদেরকে তিনি বসবাস করিয়েছেন। সুতরাং তাঁর কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন কর। আমার প্রতিপালক নিকটে-ই, তিনিই আহবানে সাড়াদাতা। —সূরা হূদ ঃ ৬১

وَ اِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ وْ اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ وَ لَا تَنْقُصُوْا الْمِكْيَالَ وَ الْمِيْزَانَ اِنِّى اَرٰكُمْ بِخَيْرٍ وَّ اِنِّى اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ .

মাদ্‌য়ানবাসীদের নিকট তাদের ভাই শু'আয়বকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নেই, মাপেও কম করো না। আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধিশালী দেখছি। অথচ আমি তোমদের জন্য আশংকা করছি এক সর্বগ্রাসী দিবসের শাস্তি। —সূরা হূদ ঃ ৮

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একত্ববাদের দাওয়াত এবং বহুত্ববাদ, মূর্তিপূজা ও প্রতিমা পূজা থেকে মুক্ত থাকার আহবান খুবই সুস্পষ্ট এবং দীপ্ত।

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ . اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهٖ مَاهٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِى اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ . قَالُوْا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ . قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَ اٰبَائُكُمْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ .

আমি তো এর পূর্বে ইব্‌রাহীমকে সৎ পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তাঁর সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলাম। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, এই মূর্তিগুলো কি বস্তু, যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ? তারা বলল, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এগুলির পূজা করতে দেখেছি। সে বলল, তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণ নিমজ্জিত সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে।

—সূরা আম্বিয়া ঃ ৫১-৫৪

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ . اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهٖ مَاتَعْبُدُوْنَ . قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ . قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ اَوْ

www.pathagar.com

يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ . قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ . قَالَ
اَفَرَاَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ . اَنْتُمْ وَ اٰبَاءُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ . فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْ
اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ . الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ . وَ الَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ
وَ يَسْقِيْنِ . وَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ . وَ الَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ .
وَ الَّذِيْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلِيْ خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ .

এদের কাছে ইব্‌রাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। সে যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল—তোমরা কিসের 'ইবাদত কর ? তারা উত্তর দিল আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সাথে এগুলোর পূজায় নিরত থাকব। সে বলল, তোমরা প্রার্থনা করলে এগুলো কি শুনতে পায় অথবা এগুলো কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করতে পারে? তারা জওয়াব দিল ঃ না, তবে আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে এরূপ করতে দেখেছি। সে বলল ঃ যার পূজা করছ, তোমরা কি তার সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? তোমরা এবং তোমাদের অতীত পিতৃপুরুষগণ—এরা সবাই আমার দুশমন। জগতসমূহের প্রতিপালক ব্যতীত। তিনিই আমাকে সৃষ্টি করে হিদায়াত দান করেছেন। তিনি আমাকে পানাহার করান এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন এব তিনিই আমাকে মৃত্যুর পর জিন্দা করবেন এবং আশা করি তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করে দেবেন। —সূরা আশ্‌-শু'আরা ঃ ৬৯-৮২

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا . اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰاَبَتِ لِمَ
تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَ لَا يُبْصِرُ وَ لَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْئًا -

স্মরণ করো, এই কিতাবে উল্লিখিত ইব্‌রাহীমের কথা; সে ছিল সত্যনিষ্ঠ নবী। যখন সে তার পিতাকে বলল, 'হে আমার পিতা! তুমি কেন 'ইবাদত কর এমন জিনিসে, যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজেই আসে না?

—সূরা মারয়াম ঃ ৪১-৪২

وَ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اتَّقُوْهُ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ . اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّ تَخْلُقُوْنَ اِفْكًا اِنَّ الَّذِيْنَ
تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ
وَ اعْبُدُوْهُ وَاشْ ... يْهِ تُرْجَعُوْنَ .

www.pathagar.com

স্মরণ করো ইবরাহীমের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর, এটিই শ্রেয় তোমাদের জন্য, যদি তোমরা তা জানতে। তোমরা তো আল্লাহ্ ব্যতীত কেবল মূর্তিপূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যার পূজা করছ, তারা তোমাদের জীবনোপকরণের মালিক নয়। সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লাহ্‌র কাছে এবং তাঁর 'ইবাদত কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। —সূরা 'আন্‌কাবূত ঃ ১৬-১৭

وَ قَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَّ مَاْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ النّٰصِرِيْنَ .

ইব্‌রাহীম বলল, তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে, পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দেবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। —সূরা আনকাবূত ঃ ২৫

অনুরূপ হযরত য়ূসুফ (আ)-এর দাওয়াতেও পরিলক্ষিত হয় তাওহীদের দিকে অত্যধিক গুরুত্বের দিকটি। তাই কারাবরণকালে তিনি যে উচ্চাঙ্গের কলা-কৌশলমণ্ডিত উপদেশ প্রদান করতেন, তা কুরআনের ভাষায় এভাবে পরিব্যক্ত হয় ঃ

قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖۤ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ اِنِّىْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ . وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ مَا كَانَ لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ ط ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ .

يٰصَاحِبَىِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ . مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا

www.pathagar.com

مِنْ سُلْطَانٍ ط اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ اَمَرَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ -

য়ূসুফ বলল, তোমাদেরকে যে খাদ্য দেওয়া হয়, তা আসার পূর্বে আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের তাৎপর্য জানিয়ে দেব। আমি তোমাদেরকে যা বলব, তা আমার প্রতিপালক আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা হতে বলব। যে সম্প্রদায় আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে না ও পরলোকে অবিশ্বাসী, আমি তাদের মতবাদ বর্জন করেছি। আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুবের মতবাদ অনসুরণ করি। আল্লাহ্‌র সাথে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের জন্য সমীচীন নয়। এটি আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। হে কারা সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্ ? তাঁকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতগুলি নামের 'ইবাদত করছ। যে নাম তোমরা এবং পিতৃপুরুষরাই রেখেছ। অথচ এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌পাক কোন প্রমাণ পাঠান নি। বিধান দেবার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই। তিনি আদেশ দিয়েছেন অন্য কারো 'ইবাদত না করতে; কেবল তাঁর ব্যতীত। এটি-ই সরল দীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটি জানে না।

—সূরা য়ূসুফ ঃ ৩৭-৪০

আর ফিরাউনের প্রতি হযরত মূসা (আ)-এর আহবান এটা-ই ছিল। যে ফিরাউনের দাবি ছিল, সে হল (মিসরবাসীদের পূর্বেকার 'আকীদানুসারে) তাদের শ্রেষ্ঠ উপাস্য সূর্যেরই প্রতীক। তাই তার ভাষ্য হল ঃ

اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى

আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।

মূসা (আ) যখন তার কাছে তাওহীদের আহ্‌বান জানালেন, তখন ফিরাউন প্রতিউত্তরে বলল ঃ

يٰاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ -

হে পারিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বুদ আছে বলে জানি না।

—সূরা কাসাস ঃ ৩৮

এর সাথে সাথে ফিরাউন হযরত মূসা (আ)-কে হুমকিও প্রদান করল ঃ

لَاِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ .

www.pathagar.com

তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে মা'বুদরূপে গ্রহণ কর, আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব। —সূরা শু'আরা ঃ ২৯

কুরআনের ভাষায় 'পৌত্তলিকতা'কে 'শিরক্-ই আকবর' (সবচেয়ে বড় শির্ক) "পংকিলতা" এবং "মিথ্যাচার" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কুরআন খুব কঠোরভাবে এর দোষগুলা বিবৃত করেছে। তাই তো সূরায়ে হজ্জে বিঘোষিত হচ্ছে ঃ

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ . حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ط وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ .

এটি-ই বিধান এবং কেউ আল্লাহ্র শি'আরগুলির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলে, তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটি-ই উত্তম। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু, সেগুলি ছাড়া যা তোমাদেরকে শোনানো হবে। সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন থেকে একমাত্র আল্লাহ্মুখী হয়ে ও তাঁর সাথে কোন শরীক না করে। এবং যে কেউ আল্লাহ্র শরীক করে, সে যেন আকাশ হতে পড়ল, অতঃপর পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।

—সূরা হজ্জ ঃ ৩০-৩১

আদিকাল হতে অদ্যাবধি

এই পৌত্তলিকতা এবং শির্ক (আল্লাহ্কে ছাড়া অন্যদেরকে মা'বুদ বানানো, ওগুলোর সামনে অসহায়তা ও মিনতি প্রকাশ, সিজদা করা, প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া, ভেট-শিরনি মানত করা ইত্যাদি) একটি বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন মূর্খতা। মানবজাতির সবচেয়ে প্রাচীনতম দুর্বলতা এ শির্ক। বহু পুরানো ব্যাধি এটি। এই শির্ক মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, তাদের বিবর্তন ও সংগ্রামের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে থাকে। উত্তপ্ত করে তোলে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও ক্রোধানলকে। বান্দাদের আত্মিক, চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পথে সৃষ্টি করে কন্টক। ফলে জাতিকে নিক্ষেপ করে অধঃপতনের আঁস্তাকুড়ে।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ . ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ .

www.pathagar.com

আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে, অতঃপর আমি তাকে নিপতিত হতে দিই নিম্নতম স্তরে। —সূরা তীন ঃ ৪-৫

আর এই শির্কের মূর্খতাই মানুষদেরকে ফেরেশতাকুলের সিজদা প্রাপ্তির মহান আসন থেকে টেনে এনে দুর্বল সৃষ্টি এবং লাঞ্ছিত ও ভিত্তিহীন বস্তুর সামনে আনত করে দেয়। আর গলা টিপে নিঃশেষ করে দেয় তাদের সার্বিক শক্তি ও প্রয়াস। তাদের যাবতীয় যোগ্যতা চিরতরে নিপাত করে দেয়। মূলোৎপাটন করে দেয় আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল, আত্মনির্ভরশীলতা এবং আত্মোপলব্ধির। এই শির্ক চিরশ্রবণকারী ও দ্রষ্টা, শক্তি ও কলমের অধিকারী, দান ও বদান্যতার ধারক, ক্ষমা ও ভালবাসার বাহক মহান আল্লাহ্ তা'আলার সুরক্ষিত আশ্রয় থেকে বহিষ্কার করে, তাঁর অসীম গুণরাজি এবং অটুট ধনভাণ্ডারের উপকারিতা থেকে বিমুখ করে দিয়ে এমন দুর্বল, দুস্থ, হীন ও তুচ্ছ সৃষ্টির ছত্রছায়ায় ধরনা নিতে বাধ্য করে, যাদের থলি একেবারেই শূন্য।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ لا وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ صلے كُلٌ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط وَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ . اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ ج وَ لَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ط وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ط وَ لَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ . يٰاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ ج وَ اللّٰهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ .

তিনি রাত্রিকে দিনে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে। এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়ন্ত্রিত; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত ; তিনিই আল্লাহ্। তোমাদের প্রতিপালক। সার্বভৌমত্ব তাঁরই। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক, তারা তো খর্জুর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়। তোমরা তাদেরকে আহবান করলে, তারা তোমাদের আহবান শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের আহবানে সাড়া দেবে না। তোমরা তাদেরকে যে শরীক করেছ, তা তারা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞের ন্যায় কেউ তোমাকে অবহিত করতে পারে না। হে মানুষ ! তোমরা তো আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী। কিন্তু আল্লাহ্ অভাবমুক্ত প্রশংসার্হ। —সূরা ফাতির ঃ ১৩-১৫

www.pathagar.com

সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টিতে কুরআনী পরিভাষাসমূহ

এই শির্ক ও পৌত্তলিকতাই (বাস্তব দৃষ্ট) সর্বকালে, সর্বক্ষেত্রে, সর্ব-সমাজে আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর জিহাদের মূল ইস্যু ছিল। কোথাও এই শির্ক স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট ধরন নিয়ে বাস্তবে এসেছে। এই শির্কই জাহিলদের জাহিলিয়াতের অগ্নিকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল। এই শির্ক আম্বিয়ায়ে কিরামের একত্ববাদের বিরুদ্ধে চিৎকার করে উঠেছিল।

اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ج اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ . وَ انْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰى اٰلِهَتِكُمْ ج اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ . مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ج اِنْ هٰذَا اِلَّا اخْتِلَاقٌ .

সে কি বহু মা'বুদের পরিবর্তে এক মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে ? এটি এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। এদের প্রবীণগণ সরে পড়ে এই বলে, 'তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতাগুলির পূজায় তোমরা অবিচলিত থাক। নিশ্চয় এই ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক।' আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনিনি। এটি এক মনগড়া উক্তি মাত্র। —সূরা সাদ ঃ ৫-৭

বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন যে কেউ নবীযুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করবে এবং সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবে, তার কাছে দিবালোকের ন্যায় দীপ্ত হয়ে ওঠবে যে, আমাদের পরিবেশিত আয়াতসমূহ থেকে সাহাবায়ে কিরাম যা অনুধাবন করতেন, তা হচ্ছে–উলঙ্গ মূর্তি ও প্রতিমার অবাধ পূজা, অতীত কিংবা বর্তমান ব্যক্তিত্বের অসীম শ্রদ্ধা নিবেদন করে চরণে মাথা নত করা, ভেট-শিরনির নজর ও নওয়ায, ওদের নামে কসম খাওয়া, ওদের উপাসনার মাধ্যমে আল্লাহ্-তুষ্টি, ওদের সুপারিশের নিশ্চিত বিশ্বাস, ওদের সামনে লাভ-ক্ষতি, বিপদ-আপদ-এর দরখাস্ত করা ইত্যাদি। তদ্রূপ সাহাবায়ে কিরাম 'ইলাহ', 'রব', 'ইবাদত', 'দীন' থেকেও শুধু দীনী অর্থ অনুধাবন করেছিলেন। তাঁদের বাচনভঙ্গি ও ভাব ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে এই অর্থই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এতে কারোই কোন প্রকার মতান্তর পরিলক্ষিত হয়নি।

দীনী দাওয়াত ও তৎপরতার বুনিয়াদী স্তম্ভ কি হওয়া বাঞ্ছনীয় ?

এই শিরকের প্রতিবাদই কিয়ামত পর্যন্তের জন্য দীনী দাওয়াত এবং সংস্কার তৎপরতার মৌলিক স্তম্ভ এবং নবুয়তের শাশ্বত উত্তরাধিকার।

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِى عَقِبِهٖ ط لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ .

www.pathagar.com

এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণীরূপে রেখে গিয়েছে তার পরবর্তীদের জন্য, যেন তারা প্রত্যাবর্তন করে। —সূরা যুখরুফ ঃ ২৮

এবং এটিই সমস্ত সংস্কারক, মুজাদ্দিদ এবং আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াতদাতাদের নিরুপম বৈশিষ্ট্য হয়ে আসছে। তাছাড়া অন্য মোর্চাগুলি যেমন গায়রুল্লাহ্ তথা সৃষ্টিকুলের তাবেদারী সেগুলির প্রশাসনিক আনুগত্য, খোদাদ্রোহী আইন-কানুনের দাসত্ব, স্বীকৃতি প্রদান, সেগুলির বিধিমালার কাছে নতজানু নীতি প্রদর্শন—যা ইলাহী হুকুমত বিবর্জিত, এসবই পৌত্তলিকতা ও শিরকের দোসর বৈ কি। শিরকের পরই এগুলির স্থান। এটি কস্মিমকালেও সমীচীন হবে না পূর্বোক্ত শির্ক-ই জানী তথা সুস্পষ্ট শিরকের প্রতি নমনীয় দৃষ্টি পোষণ করে দাওয়াত ও তাবলীগের বুনিয়াদী নীতিমালায় একে পরোক্ষ এবং আনুষঙ্গিক বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া বা রাজনৈতিক আনুগত্য অনুশাসন এবং শিরকে একই শ্রেণীর দুটোর ব্যাপারে একই ব্যবস্থা অনুসরণ করা অথবা শির্ককে পুরানো বর্বর যুগের কর্মসূচী বলে জ্ঞান করা এবং মনে করাকে, বর্তমানে এইটি নিয়ে প্রতিবাদ করার আদৌ প্রয়োজন নেই, কারণ এখন আর সেই অবস্থা অবশিষ্ট রয়নি, ইত্যাদি। এরূপ করা হলে আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর দাওয়াত, চেষ্টা ও সাধনার প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করা হবে। কুরআন (যা আখিরী সনাতন কিতাব)-এর চিরন্তনতম দ্বিধা ও সংশয়ের নামান্তর হবে। অধিকন্তু আম্বিয়ায়ে কিরামের আদর্শ যে উত্তম ও উৎকৃষ্ট, তাতে অনাস্থা পোষণ করা হবে। অথচ একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর আদর্শই আল্লাহ পাকের কাছে সর্বাধিক প্রিয় ও পছন্দনীয়, যার ফলশ্রুতিতে তাদের জন্য আল্লাহ্ পাক নির্ধারণ করেছেন এমন সাহায্য ও সহানুভূতি, কামিয়াবী ও সফলতা, যা অপরাপর সংস্কারকদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

নৌজোয়ান দাওয়াতদাতা এবং সাহিত্যিকদের প্রতি

প্রিয় যুব সমাজ ! তোমরা তো তোমাদের শিক্ষা পাদপীঠ হতে ইন্‌শাআল্লাহ্ দীনের দাওয়াতদাতা, সংস্কারক, প্রবন্ধকার, গ্রন্থকার, নেতা ও জাতির দিশারীরূপে বের হতে চলেছ। আমি চাচ্ছি তোমাদেরকে এ মিলনায়তনে এমন একটা উপদেশ প্রদান করতে, যা আমার দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণের নির্যাস এবং অতীত তিক্ত অভিজ্ঞতার নিংড়ানো নির্যাস। এখন তোমরা এর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান এবং মূল্যায়ন করে উঠতে পারবে না—দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বিনে।

সাবধান ! তোমাদের লেখনী দ্বারা ইসলাম এবং এর তাত্ত্বিকতা ও মৌলনীতি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পাঠককে এ অনুভূতি সৃষ্টি হতে দেবে না যে, "মুসলমানগণ এক দীর্ঘকাল ব্যাপী মূর্খতা ও অজ্ঞতার তিমিরাচ্ছন্ন গহবরে কালাতিপাত করে আসছিল।

www.pathagar.com

তারা এই ইসলামকে যথোচিত উপলব্ধি করতে ব্যর্থ। অথচ সর্বযুগের সর্বজনের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এই দীন। অনুরূপ তারা কুরআনের বুনিয়াদী পরিভাষাসমূহ এবং এর আসল ভাব ঠিক ঠিক মত বুঝতে অপারক ছিল।" কেননা এ তাচ্ছিল্য দৃষ্টি প্রদর্শন দ্বারা প্রতীয়মান হবে–এতদিন যাবত এই কুরআন অবহেলা ও অজ্ঞতার মধ্যে আচ্ছন্ন ছিল। এযাবত এর আসল রহস্য বুঝি উদ্‌ঘাটিত হয়নি ? এই কুরআন অবতরণের সাথে সাথেই এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। এই ধারণা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতখানির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ط وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ .

আমি-ই অবতীর্ণ করেছি এ উপদেশ-লিপি অর্থাৎ আল-কুরআন, অবশ্যই আমি এই কুরআনের রক্ষণাবেক্ষণকারী।

কেননা এই আয়াত সম্পৃক্ত আল্লাহ্ পাকের অফুরন্ত ইহ্‌সান ও অনুগ্রহের সাথে। সুতরাং এই প্রেক্ষিতে হিফাযতের প্রতিশ্রুতির আওতায় কুরআনের যথোচিত ভাব অনুধাবন, বিশ্লেষণ, শিক্ষা মুতাবিক 'আমল ও জীবনের স্তরে স্তরে একে সামঞ্জস্য করার বিষয়গুলি অমনি-ই তো এসে যায়। এক দীর্ঘকালব্যাপী যেই কিতাব অকেজো হয়ে পড়ে থাকবে, তা যে কি তাও বুঝে আসেনি এবং সে অনুযায়ী 'আমল করাও সম্ভব হয়নি–এমন একটি কিতাবের আবার কি মর্যাদা প্রদর্শন করা হবে ? এতদ্ভিন্ন আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهٗ . فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ . ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ

এটি সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং আমি যখন এটি পাঠ করি, আপনি তখন সে পাঠের অনুসরণ করুন। অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই। —সূরা কিয়ামা ঃ ১৭-১৯

অধুনা যেসব চিন্তানায়ক এবং লেখকের এহেন চিন্তা ও গবেষণা দেখা যায় তা মূলত সনাতন ও বৈপ্লবিক চেনতামণ্ডিত উম্মতদের প্রতিকূলে দীর্ঘ মেয়াদী চিন্তাগত দুর্ভিক্ষ এবং জ্ঞানগত নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ আনার অপর নাম। যে বৃক্ষ তার জীবনের সুবর্ণ সময় পল্লব ও ফল দিতে ব্যর্থ রইল, অনর্থক ও নিষ্প্রয়োজনীয় থেকে গেল, তার উপকারিতা এবং প্রাকৃতিক গুণাগুণ সম্পর্কে স্বভাবত সন্দিহান না হয়ে পারা যায় না। এর দ্বারা ভবিষ্যতে শুভ কিছু আকাঙ্ক্ষা করা আকাশ কুসুম।[১]

১. দৃষ্টান্তস্বরূপ এ প্রেক্ষিতে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সায়্যিদ আবুল 'আলা মওদূদী সাহেব লিখিত গ্রন্থ 'কুরআন কি চার বুনিয়াদী ইস্তিলাহাত'-এর কিছু সারসংক্ষেপ প্রণিধানযোগ্য।

www.pathagar.com

পাঠকের বের করা এই ফল যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তেমন বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর অনুমিত হয় না, কিন্তু এর প্রভাব মন-মস্তিষ্ক এবং চিন্তাধারায় অত্যন্ত গভীর এবং সুদূরপ্রসারী। কেননা এ উক্তি উম্মতে মুহাম্মদীর শাশ্বত উপযোগিতার মূলে দ্বিধা সংশয়ের কুঠারাঘাত হানে। অথচ তাঁরা শুধু যে কেবল দীন ও পয়গামের ধারকই, তা নয় বরং এই দীনকে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে প্রচার-প্রসার এবং সংরক্ষণের অনিবার্য দায়িত্বে অবিচল দায়িত্বপ্রাপ্তও। উক্ত বিশ্বাসের দরুন এই উম্মতে মুহাম্মদীর অতীত স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস, মুজাদ্দিদ, সংস্কারক ও গবেষকদের 'ইলমী ও 'আমলী সফলকামিতায় সন্দেহ সৃষ্টি না হয়ে পারে না। তাদের মর্যাদার প্রতি হেয় দৃষ্টি প্রদর্শন হবে। ভবিষ্যতের পথ নির্দেশনার জন্য মূল কথা ছিল যা বলা হয়েছে এবং বোঝা

গ্রন্থকার ইলাহ, রব, দীন, ইবাদত-এর যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা একটু পরেই আমি উপস্থাপন করছি। এর পূর্বে তিনি কুরআনী কলেমা এবং ইসলামী পরিভাষা সম্পর্কে আলোকপাত করছিলেন। তিনি একথা প্রথমে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, কুরআন অবতরণকালে আরবী ভাষাভাষী প্রতিটি শ্রোতা-ই উপরোক্ত চারটি পরিভাষার সাথে পরিচিত ছিল। তাঁরা বুঝতেন ওসব শব্দের আসল অর্থ ও ভাবার্থ কি ? অতঃপর গ্রন্থকার লিখেন ঃ

"কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে এসে ওসব শব্দের সে অর্থ, যা কুরআন অবতরণকালে বোঝা যাচ্ছিল, তা পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এমন কি প্রত্যেকটি শব্দ তার স্বীয় পরিমণ্ডল থেকে কোণঠাসা হয়ে নিতান্ত সংকীর্ণ এমন কি সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে।

(কুরআন কি চার বুনিয়াদী ইসতিলাহী, পৃষ্ঠা ৪)

অতঃপর মওদূদী সাহেব পরিবর্তনের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করতে যেয়ে লিখেন ঃ

"যদ্দরুন কুরআনের আসল আহবান যে কি তা অনুধাবন করা দুষ্কর হয়ে পড়ল।"

(পৃষ্ঠা ৫)

তারপর তিনি সে ভুল অর্থ বোঝার পরিণতির বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ

"সুতরাং এটি বাস্তব সত্য যে, একমাত্র ঐ চারটি মৌলিক পরিভাষার উপর আবরণ পড়ে যাওয়ার কারণেই কুরআনের তিন-চতুর্থাংশের থেকেও বেশী তা'লীমের আসল আত্মা দৃষ্টিপথ থেকে লুক্কায়িত হয়ে যায়। ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও মানুষের আকীদা ও আমলে যে এতটা গোচরীভূত হয়ে চলছে, এর প্রধান কারণ এটা-ই। (পৃষ্ঠা ৬)

যেসব পাঠকের গভীর এবং সুপ্রশস্ত গবেষণা নেই এবং যার এ তথ্যটিও জানা নেই যে, আল্লাহ পাক এই উম্মতকে স্থান ও কাল নির্বিশেষে সর্বব্যাপী পথভ্রষ্টতা থেকে চিরমুক্ত রাখবেন, সেই মওদূদী সাহেবের উপরোক্ত ভাষ্য শুনে অনায়াসে এই ফলটুকু-ই বের করবে যে, পবিত্র কুরআনের আসল রূপ এই দীর্ঘকাল ধরে সমস্ত উম্মতের (সতর্কতা অবলম্বনার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠের) দৃষ্টি থেকে লুপ্ত রয়ে গিয়েছে। উম্মতগণ সামগ্রিকভাবেই ওসব বুনিয়াদী পরিভাষার আসল অর্থ অনুধাবন থেকে অজ্ঞ রয়েছে। অথচ এই চারটি মৌলিক পরিভাষাকে কেন্দ্রবিন্দু মেনে সমস্ত কুরআন শরীফের বিধি-বিধান প্রদক্ষিণ করছে। দাওয়াত ও তা'লীমের সৌধ এগুলির উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত। (পাঠকের মনে এই ভাবও জন্মাবে) দীর্ঘদিন পর চলতি শতাব্দীর মাঝখানে সেই আচরণ বিদূরিত হল মাত্র।

www.pathagar.com

গিয়েছে, তা পরিশুদ্ধ। সুতরাং একে কেন্দ্র করে যা বলা এবং বোঝা যাবে, তাও হবে বিশুদ্ধ। উপরোক্ত ধারণার প্রেক্ষাপটে তাতেও সৃষ্টি হবে দ্বিধা। আর এই সুযোগে 'জাহির', 'বাতিন', মগ্য ও ছিলকার দুর্বোধ্য দর্শন অনুপ্রবিষ্ট হবে। দীনী হাকীকত অনুধাবনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। যদ্দারা বাতিনীদের বিভিন্ন ফেরকা বিভিন্ন যুগে ফায়দা লুটেছে।

এ ধারণাটি মূলত 'ইলমী হাকীকত এবং 'আকীদারও পরিপন্থী, কারণ, এই দীন বর্তমান বংশধরদের কাছে কিতাবের আকৃতিতে আসেনি; এসেছে বংশপরম্পরায়। শব্দ, অর্থ এবং আমলসহ এসেছে এভাবে। উত্তরাধিকারিত্বের এই গতানুগতিকতা শব্দ ও অর্থ উভয়টিতে অক্ষুণ্ন রয়েছে। অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এই কুরআনকে একাধিক জায়গায় 'আল-কিতাবুম মুবীন' (স্পষ্ট কিতাব), 'আরাবিয়্যুম মুবীন' (স্পষ্ট 'আরবী) এর খেতাবে স্মরণ করেছেন।[২] কুরআনের অন্য এক জায়গায় আয়াতগুলিকে অকাট্য ও সবিশ্লেষিত বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত এসব সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও একথা-ই প্রমাণ করে যে, কুরআনের কিছু সংখ্যক বুনিয়াদী তথ্য দীর্ঘকাল ধরে লুপ্ত ও গুপ্ত থাকায় ধারণাটি অমূলক।

উপরে উল্লিখিত ভাবধারা ও বাচনভঙ্গি থেকে আনুষঙ্গিকভাবে এ ফলও বের হচ্ছে যে, উম্মতদের উপর এমন এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, যখন উম্মতগণ কুরআন মজীদের কয়েকটি বুনিয়াদী পরিভাষার সঠিক ভাব এবং গুপ্ত তত্ত্বের সাথে অপরিচিত ছিল। অথচ সেসব পরিভাষার অনুধাবনের উপর তাদের সঠিক চিন্তা ও আমল নির্ভরশীল ছিল। আর এটাকে সুস্পষ্ট অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য বরং একটু বেড়ে পথভ্রষ্টতা বলে অভিহিত করা যায়। অথচ কুরআন, সুন্নাহ এবং হাদীসের ভাণ্ডার পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয়, সামষ্টিক এবং নীতিগতভাবে এই উম্মাতে মুহাম্মদী পূর্বেকার উম্মতদের বিপরীতে গিয়ে কখনো সামষ্টিকভাবে পথভ্রষ্টতার উপরে একমত হবে না। ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন মুহাদ্দিস এবং 'আলিমগণ নিম্নোক্ত হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন ঃ "শব্দ ও সূত্রগত দিক দিয়ে হাদীসটি বিশুদ্ধ না হলেও ভাবগত দিক গিয়ে পরিশুদ্ধ।

لاَ تَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلاَلَة –

আমার উম্মতগণ সামগ্রিকভাবে পথভ্রষ্টতায় একত্রিত হবে না। —আল-হাদীস

প্রখ্যাত স্পেনীয় হাদীসবিশারদ ও নিরীক্ষক আবূ মুহাম্মদ 'আলী ইব্ন হাজম (মৃ. ৪৫৬ হি.) তাঁর কিতাব-আল-আহ্কাম ফী উসূলিল আহ্কাম'-এ লিখেছেন ঃ

---

২ দ্রষ্টব্য ঃ সূরায়ে য়ূসুফ ১-২; সূরা আশ-শু'আরা ঃ ১৯২-১৯৫।

৩. সূরা হূদ ঃ ১।

www.pathagar.com

"মুহাদ্দিসগণের অভিমত একথা অনস্বীকার্য যে, উম্মাতে মুহাম্মদী (সা) কস্মিনকালেও অন্যায়ে একমত হতে পারে না। কেননা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মতদের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, 'তাঁর উম্মতগণ হতে এক জামাত সবসময় হকের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখায় নিয়োজিত থাকবে।' এ কথাটিকে আরো পরিষ্কার করা হয়েছে নবী (সা)-এর নিম্নোক্ত ইরশাদ দ্বারা ঃ

لَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلٰى ضَلَالَةٍ -

আমার উম্মত গোমরাহীতে একমত হবে না।

যদিও হাদীসটি শব্দ ও সূত্রগত দিক দিয়ে পরিশুদ্ধতার কাতারে পড়েনি।[৪] কিন্তু দ্বিতীয় হাদীস 'কিয়ামত পর্যন্ত এক জামাত হকের উপর অটল থাকবে'-এর আলোকে বলা যেতে পারে–হাদীসটি পরিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য।[৫]

হাফিযে হাদীস ইব্নে কায়্যিম (র) বলেন, আল্লাহ্র শোকর–উম্মত কখনো একটা সুন্নতের উপর 'আমল করা থেকে বিরত থাকার উপর ঐক্যবদ্ধ হয়নি। হ্যাঁ, মান্সূখের বিষয়টি ভিন্ন।[৬]

হাফিয ইব্নে কাসীর (র) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে সূরায়ে নিসার

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ .

যে রাসূল (সা)-এর বিরোধিতা করবে তার কাছে হিদায়াত সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এবং ঈমানদারদের পথ ছেড়ে অন্যপথ অনুসরণ করবে।—আয়াতের ব্যাখায় লিখেন, "উক্ত আয়াতে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল যে, এই উম্মত কোন প্রকার ভ্রান্তির উপর একমত হয়ে যাওয়া থেকে সংরক্ষিত থাকবে।"[৭]

শায়খুল ইসলাম ইব্ন তায়মিয়াহ্ (র) 'ইজমা' (ঐকমত্য)-র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এক জায়গায় উল্লেখ করেন ঃ

"উম্মতের 'ইজ্মা' তথা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি যুক্তিযুক্ত। কেননা আল্লাহ্র শোকর–উম্মত কোন পথভ্রষ্টতার উপর সামগ্রিকভাবে একমত হতে পারে না। কারণ কুরআন-হাদীসে উম্মতের প্রশংসায় নিম্নোক্ত বক্তব্যসমূহ পরিব্যক্ত হয়েছে ঃ

---

৪. হাদীসখানার বিশ্লেষণে উপরোক্ত মন্তব্যটিও ইবনে হাজমের। অন্যথায় সুপ্রসিদ্ধ, নিরীক্ষক মুহাদ্দিস 'আল্লামা সাখাবীর অভিমত হচ্ছে–এর মূল কথা মশহূর, সানাদ একাধিক, সমার্থক হাদীস বহু রয়েছে। (আল মাকাসিহুল হাসানাহ)

৫. আল-আহকাম, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩১, প্রথম মুদ্রণ, সা'দাহ, কায়রো।

৬. ই'লামুল মূ'কিয়ীন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২০।

৭. তফসীরে ইব্নে কাসীর, ২য় খণ্ড, দারুল উন্দুলুস সংস্করণ।

www.pathagar.com

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ ... ... وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ .

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস কর।

اَلَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَ الْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰى هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ -

যা তারা পায় লিপিবদ্ধ তাদের কাছে তাওরাত এবং ইন্‌জীলে। তা হচ্ছে–তারা হুকুম করবে সৎ কাজে এবং নিষেধ করবে অসৎ কাজে।

اَلْمُؤْمِنُوْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

ঈমানদারগণ একে অপরের বন্ধু। তারা নির্দেশ করবে সৎ কাজের, নিষেধ করবে অসৎ কাজে।

এসব আয়াতে কুরআনী আলোকে এ সত্যটি দীপ্ত হয়ে উঠলো যে, উম্মতগণ দীন সম্পর্কে পথভ্রষ্টতার অনুসারী হলে তারা "আমর বিল মা'রূফ" (সত্যের প্রতি আহ্বান), "নাহ্‌ই আনিল মুন্‌কার" (অন্যায়ে বাধা প্রদান)-এর দায়িত্ব আদায় করল না।

অনুরূপ ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا .

এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি। যেন তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী স্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হবে।[৮]

এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে, সেই অভিনব চিন্তাধারাটির অত্যধিক গুরুত্বারোপ পরিলক্ষিত হচ্ছে আমাদের বর্তমানকার রাজনৈতিক শক্তি, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনগুলিতে। অবশ্য ইসলামী শাসন জারি করা, ইলাহী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য স্ব-স্ব স্থলে পরিশুদ্ধ ও প্রয়োজনীয়। সেখানে দ্বিমত পোষণের কোন অবকাশ নেই। ইসলামী চিন্তাবিদ এবং সাহিত্যিকদের জন্য একান্ত অপরিহার্য,

৮. ফাতাওয়া ইব্‌ন তায়মিয়া, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৬।

www.pathagar.com

স্বীয় সামর্থ্য ও যোগ্যতা এ অভীষ্ট লক্ষ্যটি অর্জনে প্রয়োগ করা। কিন্তু এই উদ্দেশ্য হাসিল করতে যেয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াত ও পরিভাষাগুলি জবরদস্তিমূলকভাবে আপন দাবির স্বপক্ষে দাঁড় করানো এবং সমস্ত কুরআনের ভাবমূর্তিকে সে রঙে খাপ খাওয়ানোর তো আদৌ প্রয়োজন নেই। অমনিই তো সে উদ্দীপনা, গুরুত্ব, আবশ্যকতা ও মাহাত্ম্যকে সাব্যস্ত করার জন্য কুরআন-হাদীসের ভাণ্ডারে ভূরি ভূরি প্রমাণ মওজুদ রয়েছে। (যেগুলির দিশানুসারে পথ চলে প্রতিটি যুগের বিবেকসম্পন্ন দৃঢ়মনা সংস্কারক ও আহবায়ক মুসলিম মনীষীগণ আপন চেষ্টা অক্ষুণ্ন রেখেছেন) সুতরাং এতসব মওজুদ থাকা সত্ত্বেও ওসব কসরৎ নিষ্প্রয়োজন।[৯]

আম্বিয়ায়ে কিরামের দাওয়াতে আখিরাতের 'আকীদার গুরুত্ব

নবুয়তের সঠিক রূপ ও রঙকে প্রস্ফুটিত করে তোলে যেসব গুণ এবং বৈশিষ্ট্য তন্মধ্যে আখিরাতের আকীদার উপর গুরুত্বারোপের বিষয়টি অন্যতম। সেটির প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগের প্রকাশ্য এবং এর প্রচার-প্রসারের প্রতি লক্ষ্য করলে মনে যেন আম্বিয়ায়ে কিরামের দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এটি-ই। যারা নবীগণের বাণীসমূহ ও জীবন-চরিত গবেষণায় জীবন কাটাত এবং তাঁদের বাণীসমূহ অনুধাবন করার মত সুরুচিও রাখবে তাদের কাছে এটুকু অবশ্যই প্রতিভাত হবে যে, তাঁদের সামনে যেন অহরহ আখিরাতটিই বিরাজমান ছিল। মুহূর্তের জন্যও যেন তাঁদের দৃষ্টির আড়াল হয়নি আখিরাতের সুখ-দুঃখ, কৃতকার্যতা ও অকৃতকার্যতার প্রকৃত ছবি। জান্নাতের অশেষ প্রত্যাশা, জাহান্নামের কঠিন ভীতির জগতেই সর্বদা কালাতিপাত করতেন যেন তাঁরা। এটি তাঁদের জন্য ছিল স্বাভাবিক এবং প্রত্যক্ষ ব্যাপার তাঁদের জ্ঞান, অনুভূতি, স্নায়ু এবং চিন্তাশক্তির উপর এই আখিরাতের প্রভাব প্রাধান্য বিস্তার করে নিয়েছিল। আমরা হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বর্ণিত কুরআনের বাণীটি নিয়ে একটু পর্যালোচনা করলে তা অনুধাবন করা সহজ হবে। হযরত ইবরাহীম (আ) আখিরাতের আলোচনা করলেন। সে আখিরাতের ভয়-ভীতির একটা বাস্তব রূপ তাঁর মানসপটে তখন ভেসে উঠেছিল। আবেগ ও প্রেরণার প্লাবন মনে প্রবাহিত হলে তিনি বলতে থাকেন ঃ

---

৯. সম্প্রতি একজন মুসলিম সুধীর একটা প্রতিবেদন আমার শোনার সুযোগ হয়। উক্ত প্রতিবেদনে তিনি এটুকু সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করেছেন যে, পবিত্র কুরআনের যেখানে যেখানে 'সালাত' পদটি এসেছে, সেখানে নাকি ইসলামী হুকুমত ও প্রশাসন উদ্দেশ্য। বিশ্লেষণে তিনি বলেছেন ঃ শুধু সালাত যেখানে কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে প্রাদেশিক শাসন উদ্দেশ্য। আর যেখানে 'সালাতুল উস্‌তা' এসেছে সেখানে কেন্দ্রীয় শাসন উদ্দেশ্য। এটিই হচ্ছে কোন একটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণকে সামনে রেখে পবিত্র কুরআন তথা দীনভাণ্ডারকে স্বীয় মতের অনুকূলে অপব্যাখ্যার এবং নিজের দাবিটুকু সাব্যস্ত করার অপচেষ্টার নিদর্শন।

www.pathagar.com

وَالَّذِيْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلِيْ خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ . رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ . وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ . وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ . وَاغْفِرْ لِاَبِيْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّالِّيْنَ . وَ لَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ . يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُوْنَ . اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ . وَ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ . وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغَاوِيْنَ .

এবং আশা করি তিনি কিয়ামতের দিনে আমার অপরাধসমূহ মাফ করে দেবেন। হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং নিষ্ঠাবানদের সাথে শামিল কর। আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী কর এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। এবং আমার পিতাকে ক্ষমা কর। তিনি তো পথভ্রষ্টদের শামিল ছিলেন। এবং আমাকে লাঞ্ছিত করো না পুনরুত্থানের দিনে। যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আসবে আল্লাহ্‌র কাছে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে। এবং মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে জান্নাতকে এবং পথভ্রষ্টদের জন্য উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম। —সূরা শু'আরা ঃ ৮২-৯১

তদ্রূপ মিসরের গভর্নর হযরত ইউসুফ (আ)-ও আখিরাতকে সে দৃষ্টিকোণ নিয়েই দেখেছিলেন। অথচ তিনি তখন ছিলেন প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শৌর্য-বীর্যের উচ্চ শিখরে। তাঁরই করতলে ছিল তদানীন্তন বিশ্বের সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা মিসর রাষ্ট্র। প্রচলিত ছিল সেখানে তাঁরই মুদ্রা। বৃদ্ধ পিতা এবং আপন বংশধরদের সাথে পুনর্মিলনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ পাক তাঁর নয়নযুগলকে শীতল এবং অন্তরকে প্রশান্ত করে দিয়েছিলেন। এদিকে তাঁর অতুলনীয় মর্যাদা ও মহত্ত্ব অবলোকন করে তাঁর ঘনিষ্ঠতমদের হৃদয় প্রফুল্লতা ও আনন্দে স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল। বস্তুত আল্লাহ্ পাকের অবদান ও করুণা, যা তাঁর প্রতি প্রদর্শিত হয়েছিল, যে কোন একজন উচ্চাভিলাষী উদারপ্রাণ ব্যক্তিত্বের জন্য পরিতোষের ব্যাপার ছিল। তথাপি হযরত ইউসুফ (আ)-এর মন-মস্তিষ্ককে আখিরাত ও পরিণাম চিন্তায় ব্যস্ত রেখে দিয়েছিল। ফলে তাঁর দৃষ্টিতে সেসব শান-শওকত একেবারেই তুচ্ছ ঠেকছিল। সে সবের এতটুকু গুরুত্ব তাঁর কাছে ছিল না। তাই তো তিনি একদিকে শোকর, দোয়া, তুষ্টি ও ভীতির সংমিশ্রণে সৃষ্ট হৃদয়কে নিয়ে বলছেন ঃ

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ج فَاطِرِ

www.pathagar.com

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ قف اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ج تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ .

হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছ। হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা ! তুমি-ই দুনিয়া ও আখিরাতে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর। —সূরা ইউসুফ ঃ ১০১

নসীহত ও উপদেশের আসল চালিকা-শক্তি

আখিরাতের উপর ঈমান এবং তথাকার প্রত্যাশিত অনন্ত সৌভাগ্য, অব্যাহত দুর্গতি এবং সে সব পুরস্কার (যা আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাদের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত করে রেখে দিয়েছেন) এবং শাস্তির (খোদাদ্রোহী কাফিরদের জন্য যা প্রস্তুত করে রেখেছেন) মানসপটে উপস্থিত-ই আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর দাওয়াত এবং তাঁদের উপদেশ ও নসীহতের আসল চালিকা-শক্তি ছিল। অস্থির থাকতেন তাঁরা দিবা-নিশি শুধু আখিরাতের চিন্তায়। এ চিন্তা-ই তাঁদের চোখ থেকে ঘুমকে বিদূরিত করে দিয়েছিল। আরাম-আয়েশের জীবনকে এ চিন্তাটি-ই বিপন্ন করে তুলত। যদ্দরুন তাঁরা কোন অবস্থাতেই পেয়ে উঠতেন না একটু বিশ্রাম। কোন দিক থেকেই আসত না খানিক স্বস্তি। কলুষতাসর্বস্ব সমাজ, অন্যায়মুখর পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক অনাচারের বিভীষিকার চিন্তার চেয়ে আখিরাতের চিন্তা তাদেরকে বেশি আক্রান্ত করে রাখত। আম্বিয়ায়ে কিরাম সেই আখিরাতের চিন্তাকেই তাঁদের দাওয়াত ও তাবলীগের, ভীতি ও অস্বস্তির আসল উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেন। হযরত নূহ (আ) (সর্বপ্রথম রাসূল, কুরআনে তাঁর সম্পর্কীয় বহু বর্ণনা রয়েছে)-এর সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ . اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ .

আমি তো নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, তোমাদের জন্য আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী, যেন তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কিছুর ইবাদত না কর। আমি তোমাদের জন্য এক মর্মন্তুদ দিনের শাস্তি আশংকা করি। —সূরা হূদ ঃ ২৫-২৬

অনুরূপ প্রাচীনতম নবীগণের অন্যতম হযরত হূদ (আ) আবির্ভূত হয়েছিলেন এমন এক সমাজে, যাদের জীবন যাপনের যাবতীয় বিলাস-সামগ্রী এবং প্রাচুর্য করায়ত্ত

www.pathagar.com

ছিল, বিচরণকেন্দ্র ছিল তাদের সুপরিসর, নিতান্তই আরামে তারা কালাতিপাত করছিল। তাঁর উক্তি কুরআনের মধ্যে অনুরূপ বিবৃত হয়েছে ঃ

وَاتَّقُوا الَّذِيْ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ . اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ . وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ . اِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ .

ভয় করো তাকে, যিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সমুদয়, যা তোমরা জান। দিয়েছেন তোমাদিগকে জন্তু এবং সন্তান-সন্ততি, উদ্যান ও প্রস্রবণ। আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি মহাদিনের শাস্তি। —সূরা শু'আরা ঃ ১৩২-১৩৫

হযরত শু'আয়ব (আ) সম্পর্কেও কুরআনে এভাবে বলা হয়। তাঁকে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয় এমন একটি জাতির কাছে, যাদের জীবন আনন্দ ও মহিমায় ভরপুর ছিল। মুখরিত ছিল তাদের আবাসভূমি শ্যামল মায়ার সজীবতায়।

اِنِّيْ اَرٰكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ .

আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধশালী দেখছি। আমি তোমাদের জন্য আশংকা করছি এক সর্বগ্রাসী দিনের শাস্তি। —সূরা হূদ ঃ ৮৪

আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুসারীদের উপর আখিরাতের আকীদার প্রভাব

আখিরাতের আকীদার প্রতি এমন গুরুত্বারোপ যে শুধু আম্বিয়ায়ে কিরাম পর্যন্তই সীমিত ছিল, তা নয়। পরন্তু তাঁদের সংস্পর্শ ও সান্নিধ্যের মহিমায় তাঁদের আদর্শের অনুসারী এবং তাঁদের প্রতি আস্থা স্থাপনকারীদের মানসিকতায়ও তা প্রতিফলিত হয়েছিল। আস্থা স্থাপনকারিগণের মনেও ঠিক তেমনি এ পার্থিব জীবনের প্রতি নিস্পৃহ ভাব, এর অসারতা ও অস্থিতিশীলতার ও পারলৌকিক স্থায়িত্ব ও চিরন্তনত্বের প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরিশেষে তাঁরা এ কথাই সর্বান্তকরণে মেনে নিয়েছিল যে, আখিরাতই হচ্ছে সেই গুরুত্ববাহী বিশাল বাস্তব, যাতে সফলকামিতার উদ্দেশ্যে মুজাহিদবৃন্দকে জিহাদে অবতীর্ণ হতে হয়, কাজ করার লোক কাজে এগিয়ে যায় এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকণ্ঠীগণ পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সচেষ্ট হতে হয়। এরই প্রেক্ষাপটে ফিরাউনের বংশীয় একজন ঈমানদারের ভাষ্য কুরআনে বর্ণিত হচ্ছে ঃ

يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ . مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰى اِلَّا مِثْلَهَا ج وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ .

www.pathagar.com

হে আমার জাতি ! এ পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। কেউ মন্দ কাজ করলে সে কেবল তার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাবে। এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মু'মিন হয়ে সৎকর্ম করে, তারা দাখিল হবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে দেওয়া হবে অপরিমিত জীবনোপকরণ। —সূরা আল-মু'মিন ঃ ৩৯-৪০

আর ফিরাউন তার জাদুকরদের মূসা (আ)-এর উপর ঈমান আনার কারণে কঠোর শাস্তি প্রদানের হুমকি দিলে তাদের ভাষ্যেও সেই আখিরাতের অনুরাগ পরিব্যক্ত হয়েছিল। অথচ আপনাদের জানা আছে যে, স্বৈরাচারী ফিরাউনের শাস্তি কেমন ছিল ? জাদুকরদের জন্য এ শাস্তি নির্ধারিত হয়েছিল যে, তাদের হাত এবং পায়ের পাতা উল্টো করে কেটে দেওয়া (ডান হাত ও বাম পায়ের পাতা কিংবা বাম হাত ও ডান পায়ের পাতা)। এবং বৃক্ষ শাখায় শূলী দেয়। কিন্তু তারা বিচলিত না হয়ে যে উত্তর দিয়েছিল ঃ

قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِىْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ ط اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا . اِنَّا اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلَنَا خَطٰيٰنَا وَمَا اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ط وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى . اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ط لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى . وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى . جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ جَزَاؤُ مَنْ تَزَكّٰى .

তারা বলল, আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে, তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দেব না। সুতরাং তুমি কর, যা করতে চাও। তুমি তো কেবল পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার। আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, যেন তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ, তা থেকেও। আর আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী। যে তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য তো আছে জাহান্নাম। সেখানে সে জীবন্মৃত অবস্থায় কাটাবে। এবং যারা তাঁর নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন অবস্থায় সৎ কাজ করে, তাদের জন্য সুউচ্চ মর্যাদা আর স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী

www.pathagar.com

প্রবাহিত, সেখানের তারা স্থায়ী বাসিন্দা হবে। এবং এই পুরস্কার তাদেরই, যারা পবিত্র। --সূরা ত্বাহা ঃ ৭২-৭৬

আপন কর্মের পরিণাম আখিরাতে শাস্তি কিংবা শাস্তি

আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) থেকে এটি অনভিপ্রেত এমনকি অসম্ভব যে, তাঁরা (নাউযুবিল্লাহ) তাঁদের উম্মত এবং অনুসারীবর্গকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কিংবা জাগতিক সুবিধার দিকে আকৃষ্ট করবেন। এবং সেসব সুযোগ-সুবিধা তাঁদের বিশ্বাস আনয়নের মূল্য এবং দাওয়াত কবুল করার বিনিময় হিসেবে নির্ধারিত করবেন। বরং ব্যাপার অনেকটা এর ব্যতিক্রমধর্মী। আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) পদলোভ, ব্যক্তি কিংবা সামাজিক অগ্রগতি এবং প্রসারতার নামে দাম্ভিকতা এবং মানুষের উপর জবরদস্তিমূলক প্রভাব বিস্তার ও জবরদখলের তীব্র বিরোধিতা করেন। তাই তো কুরআন বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করছে ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لاَ يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلاَ فَسَادًا ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ .

এটি আখিরাতের সেই আবাস, যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য, যারা পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য। --সূরা কাসাস ঃ ৮৩

আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) তাঁদের অনুসারীদের মাঝে আল্লাহ্‌র রহমতের আশা ও প্রত্যাশা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্‌র 'আযাব থেকে তাঁরা ভীতি প্রদর্শন করেন। আপন কর্মের সম্পৃক্ততা যে পরকালের শাস্তি কিংবা শাস্তির সাথে রয়েছে, সে অনুভূতি তাঁরা জন্মিয়ে দেন। এ কথাও তাঁরা অনুসারীবৃন্দকে বুঝিয়ে দেন যে–ঈমান, তাবেদারী, ইস্তিগফার আল্লাহ্‌র রহমতকে পরিবৃদ্ধি করে। এর দ্বারাই রুযী বাড়ে, বারিপাতও হয়। দুর্ভিক্ষ ও যাতনা থেকে এগুলি নিষ্কৃতি দেয়। হযরত নূহ (আ) আল্লাহ্ পাকের সমীপে নিজের সমাজের নির্মম পরিহাস ও দুর্গতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ط اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا . يُّرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا . وَّ يُمْدِدْ كُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ يَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا .

আমি বলেছি, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো মহা ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা। --সূরা নূহ ঃ ১০-১২

www.pathagar.com

অনুরূপ হযরত হূদ (আ) তাঁর সমাজকে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা লাভের প্রয়োজনীয়তা এবং এর উপকারিতা সম্পর্কে বর্ণনাকালে বলেন ঃ

يٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّ يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ .

হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁর দিকেই ফিরে আস। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বারি বর্ষাবেন। তিনি তোমাদেরকে আরো শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন এবং তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না। --সূরা হূদ ঃ ৫২

বস্তুত ঈমান ও ইস্তিগ্ফার-এর স্বভাব প্রকৃতিগত গুণ এটি-ই আর তা অবিচ্ছেদ্য। যেমনি সাধারণত অন্য সব বস্তুর প্রকৃতি বস্তু থেকে পৃথক হয় না। ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া বিলুপ্ত হয় না। স্বভাবত প্রাকৃতিক বিধি-বিধান আপন অবস্থান থেকে দূরীভূত হয় না।

নবীগণ এবং তাঁদের পদাঙ্কানুসারীদের জীবনচরিতে আখিরাতের গুরুত্ব

আখিরাতের গুরুত্ব, দুনিয়ার উপর আখিরাতের প্রাধ্যান্য, দুনিয়া এবং দুনিয়ার ধন-দৌলতকে তুচ্ছ ভাবার দাওয়াত নবীগণের মৌখিক কথাই ছিল না, আর এটি যে কেবল তারা উম্মতদেরকে উদ্দীপ্ত করার জন্য প্রচার করতেন তাও না। বরং এই আখিরাতের দাওয়াতই তাঁদের কল্যাণময় জীবনের বুনিয়াদী নীতিমালা এবং তাদের সার্বক্ষণিক কর্মপদ্ধতি ছিল। আখিরাতের উপর সর্বাগ্রে তাঁরাই ঈমান আনতেন। তারপর তাঁরা সঙ্গী-সাথী এবং বংশীয়দের নিয়ে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সে পথে বিরামহীন সাধনা অব্যাহত রাখতেন। নবীকুলের সামষ্টিক নীতি–হযরত শু'আইব (আ)-এর উক্তিতে কুরআনে তা যথাযথ পরিব্যক্ত হয়েছে ঃ

وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ط

আমি তোমাদেরকে যা হতে বিরত থাকতে বলি, তা করার ইচ্ছা করি না।

--সূরা হূদ ঃ ৮৮

নবীগণ (আ) এবং তাঁদের অনুসারীগণ দুনিয়ার মোহ থেকে নিস্পৃহ এবং আখিরাতের প্রতি ঐকান্তিকতার সাথে আকৃষ্ট থাকতেন। তাঁরা উচ্চ মর্যাদা এবং শান-শওকতের দিকে একটুও তাকাতেন না। আপন দাওয়াতের পথে তাঁরা নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন বিধায় পার্থিব "সুবর্ণ সুযোগ" উপেক্ষা করে চলতেন। অথচ তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন এমন—যাঁদের জাগতিক ভবিষ্যত ছিল উজ্জ্বল ও দীপ্যমান। তাঁরা তাঁদের প্রতিভা, মেধা, ধী-শক্তি, বংশীয় মর্যাদা, আভিজাত্য এবং

www.pathagar.com

রাজবংশ কিংবা রাজদরবারের সাথে ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদি রাখার বিষয়ে নিজস্ব সমাজে "শীর্ষস্থানীয়" এবং "দেশবরেণ্য মনীষীদের" কাতারে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত সালেহ্ (আ)-এর কওম সালেহ (আ)-কে সেদিকেই ইঙ্গিত দিয়ে বলেছিল ঃ

يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا –

হে সালেহ ! এর পূর্বে তুমি ছিলে আমাদের আশার স্থল। --সূরা হূদ ঃ ৬২

আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর পরিবার ও বংশধরও সে আদর্শই গ্রহণ করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ পেশ করা যেতে পারে সায়্যিদুল মুর্সালীন (সা) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ইরশাদ ঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً . وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا .

হে নবী ! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও এর ভূষণ কামনা কর, তবে তোমরা এসো। আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও আখিরাত কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ্ তাঁদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।

–সূরা আহযাব ঃ ২৮-২৯

অথচ মহানবী (সা)-এর সুহ্বাতের প্রভাব তাঁর পত্নীগণের উপর এ পরিমাণ ছিল যে, সব পত্নীই (আল্লাহ্ পাক তাঁদের উপর চিরসন্তুষ্ট থাকুন) আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূল (সা)-কে প্রাধান্য দিলেন। অন্যত্র গিয়ে আরাম, আয়েশ এবং ভোগ-বিলাসে কালাতিপাত করাকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁরা রাসূল (সা)-এর সঙ্গিনী হয়ে দারিদ্র এবং স্বল্পে তুষ্টির জীবনকে সাদরে গ্রহণ করলেন। নবী করীম (সা)-এর জীবন প্রণালীর মান এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের জীবন ধারণের অবস্থা সম্পর্কে অনবগত কেউ নেই। বাস্তবিকই তা হচ্ছে সীরাত ও ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। তা ছিল যেন জাদুর মতই আকর্ষণীয় ও বিস্ময়কর। অন্তর্জগত তার মহানত্বের প্রভাবে শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে ওঠে। নবুয়তের অনুসারী ও দীনের আহবায়কদের চলার পথেও তা আলোকবর্তিকা। সে নবুয়ত-দীপ্ত অনুসারীদের জীবনের মন্ত্র এটাই ছিল ঃ

اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشَ الْاٰخِرَةِ

হে আল্লাহ্ ! পরকালের শান্তি ছাড়া আর কোন শান্তি চাই না। --বুখারী শরীফ

www.pathagar.com

তাদের প্রিয় দুয়া ছিল ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا

আয় আল্লাহ্ ! মুহাম্মদ (সা)-এর পরিবারকে শুধু এতটুকু রিযিক দাও, যেন তারা কোন মতে জীবন কাটাতে পারে। --বুখারী শরীফ

আম্বিয়ায়ে কিরামের দাওয়াত এবং অপরাপর সংস্কারকদের দাওয়াতের মাঝখানে পার্থক্য

আম্বিয়ায়ে কিরামের আখিরাতের উপর বিশ্বাস ও গুরুত্বারোপের প্রচার প্রসার শুধুমাত্র নৈতিক শুদ্ধিকরণের প্রয়োজনীয়তার নিমিত্তই ছিল না। মূলত এ ছাড়া ইসলামী সমাজ নয় কেবল, বরং যেকোন সমাজ কিংবা সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করা দুরূহ। এ নিষ্কলুষ সমাজে সভ্যতার তো এটাই ভিত্তিমূল, এ ধরনের ভাবনাও প্রশংসনীয়। তবে এ ধরনের ভাবনার অনুসারী সংস্কারকদের কার্যবিধি আর আম্বিয়ায়ে কিরামের জীবনচরিত ও কর্মপদ্ধতি এবং তাঁদের খলীফাগণের জীবনচরিত ও কর্মপদ্ধতি থেকে তা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। এ দুটি জামাতের মাঝখানে পার্থক্য নিম্নরূপ। প্রথমত আম্বিয়ায়ে কিরামের কর্মপদ্ধতি ঈমান, উপলব্ধি, আন্তরিক প্রেরণা ও অনুভূতি এবং এমন বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, মানবিক অনুভূতি ধারণা, চিন্তা এবং কর্মের উপর তা পরিপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। এদিকে অপরাপর সংস্কারকগণের পদ্ধতিতে পরিদৃষ্ট হচ্ছে একমাত্র অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি এবং নীতিমালার রূপ। আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) আখিরাত বিষয়ক আলোচনা যখন করেন, তখন তাঁরা ব্যথাতুর অন্তর, অকৃত্রিম জ্বালা এবং স্বর্গীয় প্রেরণা নিয়ে আলোচনা করেন। আখিরাতের দাওয়াত দেন তাঁরা অনুপ্রেরণা ও আত্মবিশ্বাসের দ্বারা। দ্বিতীয় জামাতটি আখিরাতের যখন আলোচনা করেন, তখন তাঁরা সামাজিক কিংবা চারিত্রিক প্রান্তে যেয়ে ক্ষান্ত হয়ে যান। অর্থাৎ তাঁরা আলোচনা করেন সংশোধন কিংবা চরিত্র গঠনের নিমিত্ত। সারকথা–অন্তরে সৃষ্ট প্রেরণা ও উপলব্ধির ডাক এবং সামাজিক রীতি নীতি সংস্কারের ডাকের মাঝখানে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

অদৃশ্যে ঈমান আনার প্রয়োজনীয়তা

আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর দাওয়াত, তাঁদের কিতাবসমূহের বিশেষত্ব, নবুয়তের মাহাত্ম্য ও সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যের একটি দিক হচ্ছে, তাঁরা ঈমান বিল-গায়ব তথা অদেখা জগতটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দিকে গুরুত্বারোপ করতেন অত্যধিক। পূর্বসূরি হিদায়তপ্রাপ্তদের বিশেষ নীতিমালা এবং নিষ্ঠাবান আল্লাহ্ভীরুদের যথাযথ পরিচিতি লাভকে দীনের থেকে ফায়দা হাসিলের পূর্বশর্ত হিসেবে তাঁরা চিহ্নিত করে থাকতেন।

www.pathagar.com

নিতান্তই বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়তার সাথে তাঁরা এদিকে আহ্বান জানাতেন। পবিত্র কুরআনে এ তথ্যটি নিম্নোক্ত আয়াতগুলির আলোকে দীপ্ত হয়ে ওঠে ঃ

الٓمٓ . ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ج هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ . الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ . وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ . أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ .

আলিফ্-লাম-মীম, এটি সে কিতাব, যেটিতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এটি পথ-নির্দেশ, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। আর তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে যারা বিশ্বাস করে এবং পরকালে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী, তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম। –সূরা বাকারা ঃ ১-৫

যারা আল্লাহ্‌র উপর এবং ইসলাম (যা সমস্ত নবীগণের দীন)-এর উপর ঈমান আনে তাঁদের প্রতি আম্বিয়ায়ে কিরাম জোর আবেদন রাখেন––আল্লাহ্ পাকের উচ্চতর এবং মহান গুণাবলী, অসীম ক্ষমতা, অচিন্তনীয় পরাক্রমশালিতা অন্তকরণে যেন বিশ্বাস রাখে, যা অনেক সময় অপক্ব অভিজ্ঞতা, সীমিত জ্ঞান এবং দুর্বল বুদ্ধিবৃত্তিকে চ্যালেঞ্জ করে থাকে। নবীগণ (আ) এই আবেদনও তাদের প্রতি রাখেন, যেন তারা রাসূলগণের আনীত এবং প্রেরিত কিতাবে আলোচ্য বিষয়াদিকে সর্বান্তকরণে মেনে নেয়। বিশ্বাস রাখতে বলেন তাঁরা সে সব তত্ত্বের উপরও, যা মানুষ না পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছে কোনদিন, না বাহ্যিক ইন্দ্রিয় দিয়ে তার সত্যতা উপলব্ধি করেছে, না জ্ঞান বুদ্ধি তা মেনে নিয়েছে। আস্থা স্থাপন করার জন্য বলেন, তাঁরা একমাত্র রাসূলগণের খবর, তাঁদের বর্ণনা এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত বিষয়াবলীকে। আর তা এ হিসেবে যেহেতু আল্লাহ্ পাক যা চান তিনি পরাক্রমশালী হিসেবে তা করতে পারেন। যা চান তিনি সৃষ্টি করতে পারেন, যেহেতু তিনি স্রষ্টা। অভূতপূর্ব বস্তু সৃষ্টিকারী তিনি। তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তিনি স্বাধীন, তাঁর সৃষ্ট উপাদানের কোন প্রয়োজন তাঁর হয় না। এমনকি তাঁর স্বনির্ধারিত ব্যবস্থাপনার অনুসরণেরও দরকার হয় না। বরং তিনি শাশ্বত স্রষ্টা ও মালিক। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে যখন চান, নিরংকুশ তসররফ করার অধিকার রাখেন। কেননা এসবের প্রকৃত প্রশাসক তিনি-ই। সৃষ্টিকুলের বল্গা ক্ষণিকের জন্যও তাঁর কুদরতের হাত থেকে ছিন্ন হয় না। আর সৃষ্টিকুল স্বীয় অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় আযাদ ও স্বনির্ভর হতেও পারে না।

www.pathagar.com

অনুরূপ তাঁর অনুশাসন কোন প্রকার পূর্বশর্ত, মাধ্যম এবং উপাদানের আদৌ তোয়াক্কা রাখে না।

اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ .

তাঁর ব্যাপার শুধু এই তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে বলেন হও, ফলে তা হয়ে যায়। —সূরা ইয়াসিন ঃ ৮২

পবিত্র কুরআন এবং অন্যান্য আস্‌মানী কিতাব আল্লাহ্ পাকের এমন সব কলা-কৌশল, অলৌকিকতা এবং অপ্রাকৃত ক্রিয়াকলাপে পরিপূর্ণ যে, গায়বে বিশ্বাস স্থাপন, আল্লাহ্‌র অতুলনীয় ক্ষমতা ও পরাক্রমশীলতায় সার্বিক আস্থা স্থাপন ছাড়া তা উপলব্ধি করা অসম্ভব হবে। এর সাথে সাথে পূর্ববর্তী কিতাব এবং রাসূলগণের উপর (যাঁদের উপর কিতাবগুলি অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাঁরা উম্মতগণকেও অবগত করেছেন) পরিপূর্ণ বিশ্বাস জন্মাতে হবে। সে আস্থা তখন আল্লাহ্ পাকের সে কুদরতলীলা অনুধাবনের পথে সহায়ক হবে। কিন্তু যে ঈমানের ভিত্তি-অনুভূত বিষয়াদি জানাশোনা ঘটনাবলী, বাহ্যিক বুদ্ধিবৃত্তি স্বীকৃত কিংবা পুঁথিগত শিক্ষার ছায়ায় লালিত, সে ঈমান হয়ত প্রথমেই সে সব জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করে দেবে, নয়ত বা সেগুলো মেনে নিতে কুণ্ঠাবোধের শিকার হবে ও হোঁচট খেয়ে যাবে অথবা ইন্দ্রিয় ও যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ দ্বারা সেগুলো স্বীয় মতের অনুকূলে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে।

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ قف بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا قف بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ .

বরং আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান হয়রান হয়ে হোঁচট খেয়েছে। তারা তো এ বিষয়ে সন্দিহান, বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ। --সূরা নামল ঃ ৬৬

পবিত্র কুরআন উপরোক্ত দু'টি জামাতের মাঝখানে বিরাজমান পার্থক্য স্পষ্টভাবে ধরিয়ে দিয়েছে। আম্বিয়ায়ে কিরামের জামাতটিকে আল্লাহ্ পাক পূর্ণ ঈমান দিয়ে বিভূষিত করেছেন। তাঁদের বক্ষকে ইসলামের মহত্ত্ব অনুধাবনের জন্য সুপ্রশস্ত করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় জামাতটির অন্তর ও বুদ্ধিকে আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত অধিকাংশ জিনিস অনুধাবনে ব্যর্থ হওয়ার জন্য তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক সে পার্থক্যটি উত্তম নকশা চিত্রিত করে তিনি বলেন ঃ

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ج وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَاءِ ط كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ .

www.pathagar.com

আল্লাহ্ কাউকেও সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার হৃদয় ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন এবং কাউকেও বিপথগামী হতে দিলে তিনি তার হৃদয় অতি সংকীর্ণ করে দেন। তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ্ তাদেরকে এরূপে লাঞ্ছিত করেন। --সূরা আন'আম ঃ ১২৫

পাক কুরআনে আল্লাহ্ পাকের এমন এমন গুণ ও ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোয় বিশ্বাস আনা এবং অঙ্গীকার করা গায়বে ঈমান আনা ছাড়া সম্ভব নয় কিছুতেই। অনুরূপ কুরআনে এমন কিছু বিভীষিকাময় কর্মকাণ্ড, ঘটনাপ্রবাহ, আল্লাহ্র অতুলনীয় অনুগ্রহ ও শাস্তি, রাসূলের অবস্থা, তাঁদের কর্তৃক প্রকাশিত অলৌকিকতা সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে আলোচিত হয়েছে যা পরিপূর্ণভাবে ইয়াকীন করা অদৃশ্যে ঈমান আনা ব্যতীত সম্ভব নয় মোটেই। অন্য কোন শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ দ্বারাও তা সম্ভব নয়। আর বিভিন্ন হাস্যাস্পদ কসরৎ, আরবী ভাষা, রীতিনীতির শ্রাদ্ধ করা, ভাষা ও ভাষা-ভাষীদের উপর উৎপাত, আল্লাহ্ পাকের ব্যাপারে সীমালংঘন ও চরম নির্লজ্জতা ছাড়া উপরোক্ত বিষয়াদির যৌক্তিক সমাধান পেশ করা কল্পনাতীত। অর্থাৎ প্রাকৃতিক রীতির অনুকূলে সেগুলিকে সামঞ্জস্য করার কোন ব্যবস্থাই নেই। উপমাস্বরূপ বলা যায়, হযরত মূসা (আ)-এর আসার আঘাতে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া, পাহাড় ছাউনি হয়ে বনি ইস্রাঈলের মাথার উপর আসা, এদের একটি জামাত মরণোত্তর পুনর্জীবিত হওয়া, তাদের আবার কতিপয় লোকের মুখাকৃতি বিকৃত বানরের মত হয়ে যাওয়া, যবেহকৃত গাভীর একটা অংশের স্পর্শের কারণে নিহতের পুনঃজীবিত হয়ে হত্যাকারী সনাক্ত করা ইত্যাদি। তেমনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহযোগিতায় প্রয়োজনমত আগুনে শীতলতা আসা, হযরত সুলায়মান (আ)-এর সাথে পোষ্য পাখীর কথোপকথন, তাঁর পিপীলিকার ভাষা অনুধাবন, বাতাসের উপর ভর করে তাঁর সকাল সাঁঝে এক মাসের পথ অতিক্রম করা, পলকের মধ্যে সাবা রানীর সিংহাসন স্থানান্তরিত হওয়া, হযরত ইউনুস (আ)-এর মাছ সংক্রান্ত ঘটনা, মাছের পেট থেকে তাঁর জীবিত বের হয়ে আসা ইত্যাদি। তেমনি চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করে হযরত 'ঈসা (আ)-এর জন্ম হওয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড দ্বারা গজারোহী বাহিনীর বিধ্বস্ত হওয়া, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বায়তুল্লাহ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং সেখান থেকে আসমানে পরিভ্রমণ ইত্যাকার ঘটনাবলী পেশ করা যেতে পারে। এ জাতীয় দুর্বোধ্য শত শত ঘটনা দ্বারা কুরআন শরীফ ও অন্যান্য আসমানী কিতাব ভরপুর। এগুলিকে যথাযথ আঁচ করার পূর্বশর্ত ঈমান বিল-গায়ব তথা অদৃশ্যে বিশ্বাস করা।

এগুলো বিশ্বাসের জন্য এমন এক মহান আল্লাহ্ পাকের উপর পূর্ণ ঈমান আনতে হয়, যাঁর কুদ্রত লীলা সৃষ্টিরাজিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

www.pathagar.com

অদৃশ্যে ঈমান আনা এবং দৃশ্যে ঈমান আনার মাঝখানে পার্থক্য

কেননা অনুভূত বিষয়াদির উপর প্রতিষ্ঠিত, বোধগম্য জিনিসের উপর দণ্ডায়মান ঈমান যা জাগতিক, প্রাকৃতিক এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ছায়াতলে লালিত, তা অবশ্যই সীমিত ও শর্তহীন ঈমান। তা আদৌ নির্ভরযোগ্য ঈমান নয়, সে ঈমান যেমনি দীনের সহায়তায় আসে না, তেমনি আসে না সে ঈমান নবীগণের দাওয়াত, তাদের লক্ষ্যবস্তুতে বিশ্বাস স্থাপন, অটুট আস্থা, সার্বিক অনুকরণ, অনুশীলন এবং জিহাদ ও কুরবানীর পথে নিজেকে উৎসর্গ করে দেওয়ার কাজে। পক্ষান্তরে এ জাতীয় ঈমানকে ঈমান আখ্যা দেওয়া-ই অসমীচীন। একে শুধু জ্ঞান ও তথ্য বলা যেতে পারে। ঈমানের নামে মান্তিক তথা লজিক্যাল নীতিমালার সামনে আত্মসমর্পণ বৈ কিছু নয়। তা ইন্দ্রিয়রাজি এবং অভিজ্ঞতার বল্গাহীন অনুশীলন মাত্র। এতে নেই কোন প্রকার বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের লেশ। দীনের সাথে এর সম্পর্ক বলতে কিছু নেই। কারণ প্রতিটি জ্ঞানী মানুষই তার জীবনের নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে ফলাফল বের করে অনুভূতি ও যুক্তির ইঙ্গিতের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে।

সেসব "প্রাকৃতিক" কিংবা "মান্তিকী" (লজিক্যাল) ঈমানধারীদের আসমানী কিতাবসমূহ এবং খোদায়ী দীনের ব্যাপারে প্রতিটি পদক্ষেপে বিভিন্ন বাধা এবং জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। দীনের আসল প্রাণ এবং এর গূঢ় রহস্যাদির বিষয়ে তাদের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়। তাই তো এক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন আল্লাহ্ওয়ালা বলেন ঃ

پائے استدلالیاں چوبیں بود

پائے چوبیں سخت بے تمکین بود

যুক্তিবাদীদের চলার পা যেন কাঠের,
কাঠের পায়ে চলা নিতান্তই কষ্টকর।

কাঠের পায়ে দ্রুত চলা, ইচ্ছে মতো সামনে বাড়া কিংবা এদিকে সেদিকে নড়াচড়া করার ক্ষেত্রে সাধারণত সহায়ক হয় না। এই মন মানসিকতার মানুষ যারা, তারা রাসূলগণের আনীত এবং আসমানী কিতাবের তথ্যাবলী এবং আধুনিক জ্ঞান, নিশ্চিত অনুভূত বিষয়, জড় বস্তু ও সীমিত জ্ঞানের নীতিমালা এই দুইয়ের মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান বিদ্যমান বিধায় যুক্তিবাদীগণকে তাহ্রীফ তথা মূলভাবে মনগড়া হস্তক্ষেপে এবং অমার্জিত অপব্যাখ্যা আবার কখনো খোদাদ্রোহিতায় লিপ্ত হতে দেখা যায়।

بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهٗ .

www.pathagar.com

বরং তারা যে বিষয়ে জ্ঞান আয়ত্ত করেনি, তা অস্বীকার করে এবং এখনও এর রহস্য তাদের সামনে উদঘাটিত হয়নি। --সূরা ইউনুস ঃ ৩৯

অথচ ঈমান বিল-গায়ব-এর দ্বারা যারা সৌভাগ্যশালী হতে পেরেছে, আল্লাহ্ পাকের অবর্ণনীয় কুদ্‌রত এবং তার আযাদ ও সর্বময় ক্ষমতার উপর নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাতে সক্ষম হয়েছে, রাসূলগণের আনীত, বর্ণিত ও আল্লাহ্ পাকের সম্পর্কে তাঁদের শেখানো জিনিসের উপর ইয়াকীন স্থাপন করেছে, তাদের কখনো অপব্যাখ্যা কিংবা কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার শিকার হতে হয় না। বরং তারা শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করে। দীনের অন্তরাত্মা এবং খবরাখবরের সাথে তাদের এক ধরনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। তারা একটু মেহনত করে, একটু চিন্তা করেই—হাসিল করে নেয় অপূর্ব প্রশান্তি। তারা চিন্তা করেছে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা সম্পর্কে, রাসূলগণের সত্যতা সম্পর্কে, তাঁদের নির্দেশিত বিষয়াদি নিয়ে আর তাঁদের সুরক্ষিত থাকা সম্পর্কে।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى . اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى .

আর সে মনগড়া কথাও বলে না। হ্যাঁ, সে যা প্রত্যাদিষ্ট হয় তাই বলে।

--সূরা নাজম ঃ ৩-৪

অতঃপর তারা ঈমান এনে প্রশান্ত হয়ে যায়। এখন তারা আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) কর্তৃক বিষয়াদি যা বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে সেগুলি একান্ত সহজ ও সরলভাবে নিশ্চিত প্রত্যয়ে মেনে নিচ্ছে। কারণ সেগুলির সাথে তাদের পূর্বেরই পরিচিতি ছিল।

স্বয়ং আল্লাহ্ পাক উপরোক্ত দু'টি মনোবৃত্তির পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেছেন। একদলের মনোবৃত্তি হচ্ছে রাসূল (সা)-এর থেকে প্রমাণিত ও শুদ্ধভাবে বর্ণিত জিনিসের সামনে মাথা নত করে দেওয়া। দ্বিতীয় দলের মনোবৃত্তি হচ্ছে, কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ও আলোচিত বিষয়সমূহকে নিজের দুর্বল বুদ্ধি ও সীমিত জ্ঞানের আওতায় এমন করে বোঝা ও বোঝানোর ব্যর্থ চেষ্টা চালানো আর স্বীয় মনগড়া অহেতুক ব্যাখ্যা চাপিয়ে দেওয়া। কুরআন এই চিত্রটি এভাবে তুলে ধরেছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ط فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهٖ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗ اِلاَّ اللّٰهُ م وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ لا كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ج وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُولُوا الْاَلْبَابُ .

www.pathagar.com

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ج اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ .

তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ; এগুলো কিতাবের মূল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। যাদের অন্তরে সত্য লংঘনের প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, আমরা এটা বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আগত, এবং বোধশক্তিসম্পন্নরা ছাড়া অন্য কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। হে আমাদের প্রতিপালক ! সরলপথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তর সত্যবিমুখ করে দিও না এবং তোমার নিকট হতে আমাদেরকে করুণা দাও ; তুমিই মহাদাতা। —সূরা ইমরান ঃ ৭-৮

অনুরূপ পবিত্র কুরআন যে ব্যক্তিকে যথোচিত চিহ্নিত করে দিয়েছে, যার মনোবৃত্তি তার কুপ্রবৃত্তির অনুসারী আর স্থূল দৃষ্টিতে যুক্তির স্বপক্ষে যা পায় তাই গ্রহণ করতে প্রস্তুত। ঈমান আনতে চায় শুধু সেই সম্পর্কটিকে ফেলে ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ج فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ نِ اطْمَاَنَّ بِهٖ ج وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ نِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ج خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ط ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ .

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্র ইবাদত করে দ্বিধার সাথে, তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়া এবং আখিরাতে; এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।

--সূরা হজ্জ ঃ ১১

পরিতাপের বিষয়, আমাদের ইসলামী সাহিত্য এবং দীনের দাওয়াত ও ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ঐকান্তিকতার সাথে 'ঈমান বিল গায়ব'-এর দিকে মানুষকে আহবান জানাতে কুণ্ঠাবোধ করছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে সুদৃঢ় করার নিমিত্ত সাহিত্য সৃষ্টি এবং গবেষণাধর্মী রসদ প্রস্তুত করতে এবং এর দিকে তাকীদ প্রদানে নিতান্তই নমনীয়তা প্রদর্শন করছে। আমাদের সমসাময়িক জনৈক সাহিত্যিক (ইসলামের সৌন্দর্যকে তুলে ধরা এবং আধুনিক ভাবধারার সাথে তার সামঞ্জস্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর পদক্ষেপ প্রশংসনীয়) দীনকে অধুনা যৌক্তিক ধাঁচে দাঁড় করানোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। দীনের এমন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন, যা প্রচলিত জ্ঞান এবং বর্তমান যুক্তির

www.pathagar.com

সাথে মিল রাখে। তবে তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক পর্যায়ে 'ঈমান বিল-গায়ব'-এর মৌলিকতা ও আত্মায় কুঠারাঘাত হেনেছেন। যদ্দরুন অধুনা শিক্ষিত মুসলিম যুবকগণ তাঁর যুক্তিরই পথে আকৃষ্ট হতে চলেছে। যুক্তিগ্রাহ্য জিনিসকেই তারা আজ গ্রহণ করতে শিখেছে। যা নির্ধারিত নীতিমালার অনুকূলে এবং প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক হয় তা-ই শুধু গ্রহণ করছে। কিন্তু যেসব ব্যাপার সেসব নীতিমালা থেকে ভিন্ন কিংবা ব্যতিক্রমধর্মী হয়, যা মেনে নিতে গেলে গভীর ইয়াকীন ও ঈমানের প্রয়োজন হয়, সেগুলোর সংবাদদাতার প্রতি অগাধ আস্থা রাখা দরকার হয়, সেগুলো তারা গ্রহণ করতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়। সেসব বিষয়ে তাদেরকে তেমন স্পৃহা দেখাতে দেখা যায় না, সেগুলোকে 'খোশ আমদেদ'ও জানায় না। যুক্তির ঊর্ধ্বের ওসব বিষয়কে মেনে নিতে তাদের গড়িমসি করতে দেখা যাওয়ার মূল কারণটি কি ? তাদের ঈমান--তাদের অহরহ শ্রুত ও স্বীকৃত বাণী "ইসলাম যুক্তিসম্মত এবং বিজ্ঞান সমর্থিত দীন"-এর পরিপন্থী হওয়া। এতে কিঞ্চিত দ্বিধা রাখার অবকাশ নেই যে, ইসলামের এই সংজ্ঞাটিও নির্ভুল। নির্ভুল এইটিও যে, 'আক্‌ল তথা যুক্তি এবং নাক্‌ল তথা কুরআন হাদীসের মাঝখানেও কোন সংঘাত নেই।

শায়খুল ইস্‌লাম ইব্‌ন তায়মিয়াহ (র) বলেন, "মানবিক বুদ্ধির পর্যায় ও মাপকাঠি ভিন্ন ভিন্ন হয়। আমাদের যুগের বড় বড় শহর এবং রাষ্ট্রের কেন্দ্রে বিদ্যমান অভিনব এবং বৈচিত্র্যময় শিল্প-কারখানা এবং সভ্যতার সরঞ্জামাদি একজন গেঁয়ো লোকের জন্য দুর্বোধ্য ও অকল্পনীয়। তদ্রূপ একজন সাধারণ মানুষের বিবেক-বুদ্ধি অপারক হয় আধুনিক যুগে আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত বিষয়াদি অনুধাবনে, যেমন পারমাণবিক শক্তি, চন্দ্রাভিযান সংক্রান্ত ব্যাপার ইত্যাদি। অতঃপর কেউ যুক্তি ও বুদ্ধিতে যত বড় বিশেষজ্ঞই হোক না কেন, তার একটা সীমারেখা অবশ্যই থাকবে। সে সীমায় সে প্রদক্ষিণ করবে। সেখান পর্যন্ত গিয়ে তার বিচরণ শেষ হয়ে যাবে। মূলত বিবেক-শক্তি ও তার প্রয়াস মুতাবিক তার উপর দায়িত্ব বর্তানো হবে। তার সাধ্যের বাইরে কিছুর জন্য সে আদিষ্ট হবে না।

এই প্রেক্ষিতে ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ইতিহাস দর্শন এবং সমাজ বিজ্ঞানের পুরোধা 'আল্লামা আবদুর রাহমান ইব্‌ন খাল্‌দুন-এর একটি উক্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার উপযোগী। তিনি বলেন ঃ

"তোমরা 'চিন্তা'র এ খামখেয়ালীর উপর কখনো নির্ভর করো না যে, এ চিন্তাশক্তি সৃষ্টি এবং এর কার্যকারণগুলো আয়ত্তে আনতে সক্ষম। আর সৃষ্টির অস্তিত্বকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাপারের জ্ঞান এ চিন্তা রাখে। এই ব্যাপারে চিন্তার এ এক-তরফা ফায়সালাকে তোমরা বোকামি-সর্বস্ব জেনে রাখবে। এটুকুও তোমরা জেনে

www.pathagar.com

রাখবে, প্রত্যেক দার্শনিক প্রথমে মনে করে সৃষ্টিকুল তার জ্ঞান-বুদ্ধির আওতায় এসে গিয়েছে। বুদ্ধি-বহির্ভূত কিছুই রয়নি। বাস্তব কিন্তু এর পুরো বিপরীত। তোমরা বধিরকে দেখতে পাচ্ছ, তার কাছে সমস্ত সৃষ্টি কেবল অবশিষ্ট চারটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সীমিত। শ্রুত বিষয়াদির ধরনটি যে কেমন হয় তা তার অনুভূতি-বহির্ভূত থাকে। অনুরূপ অন্ধ তার অনুভূতির আওতা থেকে দৃশ্য বস্তুর ধরনটা বাইরে রয়ে যায়। যদি সে অননুভূত জিনিসের ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক কিংবা অন্যদের দ্বারা হাসিলকৃত অনুসরণীয় জ্ঞান গ্রহণযোগ্য না ভাবে, তাহলে তা অস্বীকৃত হবে। অথচ অনুভূতির বাইরের ওসব জিনিসের সাব্যস্তিকরণে তাকে সাধারণ মানুষদের অনুসরণ করতে দেখা যায়। এগুলোকে সে গ্রহণ করছে, তবে স্বীয় প্রকৃতি ও অনুধাবনশক্তি দিয়ে নয়। যদি বোবারা কথা বলতে শুরু করে আর তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন আমরা তাদের যুক্তির অস্বীকারকারীই পাব। যুক্তির কোষাগার তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য। এই কথাটি সুস্পষ্ট হলে বলা যেতে পারে—জগতে সম্ভবত এমনও উপলব্ধি-ক্ষমতা রয়েছে, যা আমাদের উপলব্ধির বাইরে। কেননা আমাদের উপলব্ধি-ক্ষমতা সৃষ্ট এবং কৃত্রিম। মানব জ্ঞানের পরিধির তুলনায় আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টিরাজি অত্যধিক। আর এটি চিরন্তন সত্য যে, সৃষ্টির সীমাবদ্ধকরণ অসম্ভব। ওগুলোর পরিধি নিতান্তই সুপরিসর ও একমাত্র আল্লাহ্ পাকের আয়ত্তে। সুতরাং সৃষ্টিরাজিকে আয়ত্তে আনার বিষয়ে স্বীয় উপলব্ধি ক্ষমতার সিদ্ধান্তকে পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। নবী করীম (সা) অনুসৃত 'আমল ও বিশ্বাসে অনড় থাক। কেননা তোমাদের জন্য তিনিই প্রকৃত শুভকামী। তোমাদের জন্য কি কি জিনিস উপকারী তা তোমাদের অপেক্ষা তিনি ভাল জানেন। তোমাদের উপলব্ধি-শক্তির চেয়ে তাঁর উপলব্ধি-ক্ষমতা বহু উর্ধ্বে। তোমাদের বুদ্ধির পরিধি থেকে তাঁর বুদ্ধির পরিধি অনেক সুপরিসর।

আর এটি বুদ্ধি এবং উপলব্ধি-ক্ষমতার জন্য দূষণীয় কিছু নয়। বুদ্ধি ও বিবেক হচ্ছে একটি সঠিক নিক্তির তুল্য। এর ফলাফল অকাট্য হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। একটুও অবকাশ থাকে না এতে ভুল কিংবা মিথ্যার। কিন্তু এ আশা তোমাদের কখনো বাঞ্ছিত হবে না যে, সে নিক্তিটা দ্বারা একত্ববাদ, আখিরাত, আল্লাহ্ পাকের বিশেষ গুণাবলীর রহস্য পরিমাপ দেবে। যেহেতু সেটি হবে তখন আকাশকুসুম ভাবনা। এ অবান্তর আশার একটা দৃষ্টান্ত—একজন মানুষ স্বর্ণ মাপ দেওয়ার একখানা নিক্তি দ্বারা পাহাড় মাপ দেওয়ার আশা করল। তবে তখন এ অভিযোগ আনাও ঠিক হবে না যে, নিক্তিখানা মাপে ঠিক কাজ দেয় না। অনুরূপ বুদ্ধিশক্তিরও একটা সীমারেখা আছে। যেখানে গিয়ে এর নেমে যেতে হয়। ক্ষান্ত থাকতেই হয়। এটুকু সামনে বাড়তে পারবে না যে, আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্ব এবং গুণাবলীকে স্বীয় গণ্ডির মধ্যে নিয়ে আসবে। বরং এ

www.pathagar.com

'আক্‌ল বা বুদ্ধি হচ্ছে আল্লাহ্ পাকের অগণিত সৃষ্টিরাজির অণু-পরমাণুগুলোতে একটা নগণ্য পরমাণু বিশেষ।"[১০]

লৌকিকতার পরিহার—শালীনতায় নির্ভরতা

আম্বিয়ায়ে কিরাম 'আলায়হিমুস্‌সালাম-এর বৈশিষ্ট্যাবলী এবং গুণাবলী হতে এও একটি ছিল যে, তাঁরা কৃত্রিম আচরণ এবং লৌকিকতা থেকে সাধারণত সারা জীবনেই বিশেষ করে দাওয়াত ও প্রমাণাদির বেলায় নিতান্তই সংযমী থাকেন। খাতামুন্নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর ভাষ্য কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ . اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ .

বল, আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই, এটা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র।

—সূরা সাদ ঃ ৮৬-৮৭

মহানবী (সা)-এর উপরোক্ত ভাষ্যটি মূলত পূর্ববর্তী সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের অবস্থার একটা প্রতিচ্ছবি। তাঁরা সবাই সবসময় মার্জিতভাবে সাধারণ বিবেকের কাছে সহজ ও সরলভাবে কথা রাখতেন। যা অনুধাবন করা অতি মেধাসম্পন্ন হওয়ার উপরও নির্ভরশীল নয়, আর উচ্চ জ্ঞানের উপরও নয়। বিভিন্নমুখী জ্ঞান-বিজ্ঞানে গভীর অভিজ্ঞতার যেমন দরকার হয় না, তেমনি শিক্ষণীয় নানাবিধ পরিভাষার তোয়াক্কাও করতে হয় না। লজিক, গণিতশাস্ত্র, দর্শন, সৌর বিজ্ঞান, বৃহত্তর বিজ্ঞানের পেছনেও দৌড়াতে হয় না তাঁদের দাওয়াত বুঝতে। নবীগণের সে সরল দাওয়াতের দিকে বিশেষ শ্রেণী ও সাধারণ শ্রেণী সমভাবে আকৃষ্ট হয়। তাদের এ সহজ দাওয়াত দ্বারা শিক্ষিত ও সুধী সমাজকে যেভাবে উপকৃত হতে দেখা যায়, ঠিক তাদের পাশাপাশি স্বল্প শিক্ষিত সাধারণ সমাজেরও উপকৃত হতে কোন বাধা সৃষ্টি হয় না। মোদ্দা কথা, তাঁদের দাওয়াতের পয়গাম দ্বারা সর্বস্তরের লোকজন স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে ফায়দা ওঠাতে সচেষ্ট হয়ে থাকে।

আম্বিয়ায়ে কিরামের শিক্ষাপদ্ধতি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপনকারী সমাজের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, আবার উচ্চ কৃষ্টি-কালচারধারী সমাজেরও অনুকূলে হয়। সূক্ষ্ম বিষয়াদিকে সাধারণত তাঁরা উম্মতের সামনে উঠান না। দরকারও মনে করেন না তাঁরা এসব। তাদের বাণী মিষ্ট। যেন তৃপ্তিদায়ক পানি। প্রত্যেকেই তা ব্যবহার করে। এর দিকে মুখাপেক্ষীও থাকতে হয়। হাকীমুল ইসলাম শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলবী

১০. মুকাদ্দামায়ে ইব্‌ন খালদুন, ইলমে কালাম।

www.pathagar.com

(র) তাঁর অতুলনীয় গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'য় সে তথ্যটি তুলে ধরতে গিয়ে বড়ই সুন্দর বক্তব্য রেখেছেন—"আম্বিয়ায়ে কিরামের আদর্শাবলী হতে এটিও একটি যে, মানুষের জন্মগত অর্জিত বুদ্ধিমত্তা এবং হাসিলকৃত ইল্‌ম অনুপাতে তাঁরা বাণী প্রদান করেন। কারণ মানুষ যেখানেরই হোক না কেন, আসল প্রকৃতিতে তার উপলব্ধি ও অনুভূতির একটা সীমারেখা ও পরিমাপ অবশ্যই থাকবে। যা তাকে সাধারণত অবশিষ্ট প্রাণী হতে ভিন্ন করে দেয়। অবশ্য যার মানবিক মৌল উপদানের ত্রুটি রয়েছে তার কথা ভিন্ন। কিছু কিছু 'ইল্‌ম এমনও আছে, অলৌকিক শক্তি ছাড়া যা হাসিল করা সম্ভব নয়। যেমন আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং আওলিয়াগণের ঐশী ইল্‌ম। কখনও কখনও তা হাসিল হয় অন্তিম সাধনা এবং রিয়াযতের মাধ্যমে, যা স্বীয় নাফ্‌সকে সাধ্যের বাইরের ইল্‌ম অর্জনের উপযোগী করে তোলে। কখনো সেসব 'ইল্‌ম দীর্ঘদিন দর্শন, উসূলে ফিক্‌হ ইত্যাদিতে সাধনা ও গবেষণার দরুনও অর্জিত হয়।

নবীগণ (আ) উম্মতদেরকে তাদের সাদাসিধে চিন্তাধারা অনুযায়ী হিদায়াত দিতেন যা প্রকৃতিগতভাবে তাদের ভেতরে সঞ্চিত থাকে। দুর্লভ এবং অসাধারণ বিষয়াদির দিকে তাঁরা মনোনিবেশ করতেন না। এ কারণেই তাঁরা উম্মতদেরকে তাজাল্লী ও মুশাহাদাহ্ দিয়ে আল্লাহ্ পাকের মারিফাত হাসিলের জন্য জরুরী নির্দেশ দিতেন না। আর তাঁরা দলীল ও কিয়াস দ্বারা তাঁর পরিচিতি লাভের জন্যও হুকুম করতেন না। একথাও বলতেন না—তোমরা আল্লাহ্ পাকের সত্তাকে দিক ও প্রান্তমুক্ত জান। কেননা এ শেষোক্ত কথটি কেউ প্রযুক্তিবিদ্যায় দক্ষতা রাখে শুধু এজন্যই বুঝে নিতে সক্ষম হবে না। যাবত সে তর্কশাস্ত্র ও দর্শনে কোন পারদর্শীর সান্নিধ্য হাসিল না করবে আর তিনি তাকে প্রমাণ সাব্যস্তিকরণ, দুর্বোধ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নীতিমালা সাজিয়ে স্বপ্রকৃতি ও সাদৃশ্যের মাঝখানে পার্থক্য চয়ন করার পদ্ধতি শিখিয়ে না দেবেন কিংবা যতক্ষণ তার মন-মস্তিষ্কে সেসব বিধিকে ঠিক ঠিক বসিয়ে না দেবে, যদ্দ্বারা যুক্তিবাদীগণ হাদীস বিশারদদের চেয়েও নিজেদেরকে মহাজ্ঞানী মনে করে চলে।

আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর একটি অভ্যাস ছিল, তাঁরা এমন কোন জিনিসেও জড়িত হতেন না, যা সাধারণ জাতির ব্যক্তি-জীবন কিংবা রাজনৈতিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না। যেমন পারিবেশিক অবস্থাদির কারণ বর্ণনা করা অর্থাৎ বৃষ্টিপাত, চন্দ্রগ্রহণ, চন্দ্রের পরিমণ্ডল, বৈচিত্র্যময় জীবজন্তু, উদ্ভিদ, চন্দ্র-সূর্যের প্রদক্ষিণ ইত্যাদি। এমনিভাবে তাঁরা দৈনন্দিনের ঘটনা প্রবাহ, পূর্ববর্তী নবীগণ, বিভিন্ন বাদশাহ এবং শহর-এর বর্ণনা ছাড়াও আল্লাহ্ পাকের মরজী অনুযায়ী তাঁদের পূর্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে আলোচনা করে থাকেন। আর তাও তাঁরা আলোচনা করে থাকেন আল্লাহ্ পাকের করুণা ও পাকড়াও-এর পরিণাম স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্তভাবে। জাতীয় আলোচনায় সাহিত্য মাধুরী ও ভাষা অলংকার প্রয়োগও যথোচিত হয়।

www.pathagar.com

এরই প্রেক্ষাপটে লোকজন নবী (সা)-এর খেদমতে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহ্ পাক সে প্রশ্নের তাত্ত্বিক উত্তর প্রদান এড়িয়ে গিয়ে মাসের গুণাগুণ পেশ করলেন। তাই তো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ -

লোকে তোমাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বল, 'তা ইবাদতের সময় নির্দেশিকা।' —সূরা বাকারা ঃ ১৮৯

তোমরা অনেককে দেখছ, এসব বিষয় ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের সাথে জড়িত থাকার কারণে তাদের অভিরুচি বিকৃত হয়ে গিয়েছে, যদ্দরুন আল্লাহ্র রাসূলগণের বাণীকে যথাস্থানে ব্যবহার না করে তার অপব্যবহার করছে। মহান আল্লাহ্ পাকই মহাজ্ঞানী।[১১]

উক্ত গ্রন্থেই দীনের সহজ ও সরলতা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র) লিখছেন ঃ

"সেসব বিষয় থেকে একটি হচ্ছে, প্রকৃতিগতভাবে মানুষকে প্রদত্ত অনুধাবনের মাপকাঠি—বিবেক শক্তি অনুযায়ী নবী (সা) তাদের সাথে সম্বোধন করেন। যা দর্শন, কালামশাস্ত্র এবং নীতিজ্ঞান হাসিল ছাড়াই বোধগম্য। সহজভাবে শরীয়তকে পেশ করার মৌলিক আদর্শকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক তাঁর জন্য প্রান্ত ও দিক সাব্যস্ত করে ইরশাদ করেন ঃ

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى .

আল্লাহ্ পাক তাঁর 'আরশে উপবিষ্ট আছেন।

এই জন্যই নবী (সা) একদা জনৈকা হাবশী মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহ্ পাক কোথায়? মহিলা আসমানের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে দেখালে নবী (সা) সিদ্ধান্ত দিলেন—সে ঈমানদার। অনুরূপ কা'বা শরীফের দিক, নামায এবং দুই ঈদের সময় নির্ধারণের প্রয়োজনে নবী (সা) সৌরবিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যা হাসিলে উম্মতকে বাধ্য করেন নি। নিতান্ত সহজ ভাষায় এই কথাটুকু উম্মতকে তা'লীম দিলেন ঃ

اَلْقِبْلَةُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ -

পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থানে কিবলা অবস্থিত।

اَلْحَجُّ يَوْمَ تَجْمَعُوْنَ وَالْفِطْرِ يَوْمَ تَفْطَرُوْنَ -

---

১১. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ৮৫ পৃষ্ঠা, ১ম খণ্ড, মিসর সংস্করণ।

www.pathagar.com

যেদিন তোমরা সমবেত হও সেদিন হজ্জ। যেদিন তোমরা রোযা ছাড়, সেদিন ঈদ।

মহান আল্লাহ্ পাকই যথার্থতা সম্পর্কে বেশি ওয়াকিফ।[১২]

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র)-এরও পূর্বেকার মনীষী হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (র) (মৃ. ৫০৫ হি.) কালামশাস্ত্রের প্রামাণ্য ভঙ্গির চেয়ে কুরআনে গৃহীত ভঙ্গির শ্রেষ্ঠত্ব এবং দুটির আপেক্ষিক পার্থক্য তুলে ধরে লিখেন ঃ

"কুরআনে বিবৃত প্রমাণাদি যেন আহার্য বস্তু। প্রত্যেকেই এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। কালামশাস্ত্রবিদদের প্রমাণাদি যেন ঔষধ। গুটিকয়েক লোক এর দ্বারা উপকৃত হলেও অধিকাংশকেই প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হতে হয়। পক্ষান্তরে কুরআনের প্রমাণাদিকে সাবলীল পানির সাথে উপমা দেওয়া যেতে পারে। কচি দুগ্ধপায়ী শিশুটিও এর দ্বারা উপকার পায় ; শক্তিশালীরাও পায়। এরূপ ক্ষেত্রে অপরাপর প্রমাণাদিকে খাদ্যের সাথে তুলনা করা যায়। যদ্দ্বারা সুস্থতা কখনো ফায়দা লাভ করে আবার কখনো অসুস্থ হয়ে পড়ে। শিশুদের তো ফায়দার প্রশ্নই ওঠে না।[১৩]

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র) (মৃ. ৬০৬ হি.) বলেন, (শায়খুল ইসলাম 'আল্লামা ইব্ন তায়মিয়াহ তাঁর গ্রন্থাবলীতে যা একাধিকবার উল্লেখ করেছেন) "আমি কালামশাস্ত্র এবং ফালসাফার নীতিমালাগুলো নিয়ে বহু ভেবেছি। কিন্তু এমন কিছু সেখানে দেখিনি, যদ্দ্বারা কোন পীড়াগ্রস্ত রোগীকে কিঞ্চিত আরোগ্য দিতে পারে, কিংবা পিপাসা-কাতরের পিপাসাকে নিবৃত্ত করতে পারে। অথচ মানবিক মন-মানসিকতার খুবই ঘনিষ্ঠ পেলাম আল-কুরআনকে।

"যে কেউ আমার ন্যায় নিরীক্ষা করবে, তার কাছে এ তথ্যটি উদ্ভাসিত হবে একান্তই।"

নবুয়তের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী, তাঁদের দাওয়াত, তাবলীগ, ব্যক্তিজীবন, সামাজিক জীবন, তাঁদের আদর্শ ও সীরাত ইত্যাদি সম্পর্কে সাম্প্রতিককালের মানুষদের বিবেক ও স্বভাবের নিস্পৃহভাব এবং অজ্ঞতার কারণে আমি নিবন্ধটি দীর্ঘায়িত করেছি। আমি এ তত্ত্বটি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি যে, অধুনা উদ্ভাবিত কালাম পদ্ধতি, প্রমাণাদি উপস্থাপনের নিয়মনীতি, দাওয়াত ও সংগঠনের অভিনব বিধি-বিধান একান্তই বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। যদ্দরুন মানবকুল আজ নবীগণের অনুসৃত নীতি এবং জীবনাদর্শ থেকে গাফিল হয়ে গিয়েছে। বরং তাঁদের মহানত্বকে হেয় করেছে বলা যায়। এর ফলে কুরআনের আসল এবং সঠিক মর্ম অনুধাবনের পথে

---

১২. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, পৃ. ১২২।

১৩. ইনজামুল আওয়াম আল-ইলমিল কালাম, পৃষ্ঠা ২০।

www.pathagar.com

অন্তরায় এবং জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এইহেতু কুরআনের প্রজ্ঞাময়ী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা মহিমান্বিত হওয়ার প্রয়াসটুকু মানবজাতি হারিয়ে বসেছে। শুরু করেছে তাই তারা আজ বিভিন্নমুখী কৃত্রিমতা এবং বাহানার পক্ষপাতী হতে। অথচ আজ পর্যন্ত দাওয়াত ও তাবলীগে আম্বিয়ায়ে কিরামের জীবনচরিতই বরণীয় অনুপম আদর্শ এবং কুরআনের গৃহীত বাচনভঙ্গিই প্রকৃতিগত, সাহিত্যগত এবং প্রজ্ঞামণ্ডিত ভঙ্গি, যদ্দ্বারা বিবেক মাত্রই স্বস্তি হাসিল করে প্রতিটি যুগে। হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার এতে উন্মুক্ত হয়। সর্বস্তরের মানুষ পায় তাতে যথেষ্ট প্রসারতা ও প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক। কারণ ঃ

تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ·

প্রজ্ঞাবান এবং প্রশংসনীয় সত্তার পক্ষ থেকে এ কুরআন অবতীর্ণ।

www.pathagar.com

তৃতীয় ভাষণ

হিদায়াতের দিকদিশারী মানবতার পথিকৃৎ

মানবতার সাথে কৃত্রিম নেতৃবর্গের কৌতুক

আবহমানকাল ধরে এই মানবজাতি তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে কৃত্রিম নেতৃবর্গ এবং ক্ষমতাশালীদের হাতের নিত্য-নৈমিত্তিক খেলনা ও কৌতুকের বস্তু হয়ে আসছে। আইন রচয়িতা এবং দার্শনিকদের স্বীয় অভিজ্ঞতা হাসিলের প্রয়োগ-ক্ষেত্র হয়ে আসছে এই জাতি। এরা তাদেরই আপন জাতি। মানবগোষ্ঠীর সাথে এমন আচরণ দেখিয়েছে, যা দেখিয়ে থাকে একটি অবুঝ শিশু একটি কাগজ কোথাও পেলে। কাগজখানা একবার গুটিয়ে নেয়, একবার ছড়িয়ে দেয়, কখনো খোলে, আবার কখনো বন্ধ করে। মন চাইলে ছিঁড়ে ফেলে, মন চাইলে পুড়িয়েও দেয়।

এসব নেতৃবর্গের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার প্রশ্নে মানবিক জীবনযাত্রা, তাদের সমৃদ্ধির সম্ভাব্য উপকরণাদি এবং তাদের অন্তর্নিহিত গভীর প্রতিভারাজির যেন কোন দামই নেই। মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ পাক আনুগত্য ও অনুশীলনের যে উপযোগিতা দান করেছেন, নেতৃবর্গের উপর বিশ্বস্ততা এবং তাদের জন্য আত্মোৎসর্গের যে গুণ দিয়েছেন, এর যথাযথ সদ্ব্যবহার আল্লাহ্ভীতির সাথে করেনি ওসব সমাজপতি। আর আদায় করেনি তারা ন্যূনতম হক ও ন্যায়পরায়ণতার দাবিসমূহ। সম্পৃক্ততা এবং দায়িত্বপরায়ণতার দিকে একটু লক্ষ্যও দেয়নি তারা। তাঁরা এ সুযোগকে স্বীয় কুপ্রবৃত্তি, হীন স্বার্থ, নেতৃত্ব ও প্রাধান্য অর্জনের মোক্ষম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে। সেসব নেতার অদূরদর্শিতা, ভ্রান্তি, বিপথগামিতা, ভুল চিন্তা, অবান্তর বর্ণনা, স্বার্থপরতা, লিপ্সা, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক দাম্ভিকতা, জাতীয় ও আঞ্চলিক গোঁড়ামি হতভাগা আপামর মানবজাতির মাথায় চাপিয়ে দিয়েছে বিপর্যয় এবং দুর্দশার স্তূপরাশি। এরা একনিষ্ঠতা, দূরদৃষ্টি, সৃষ্টিপ্রীতি, মানবতার মর্যাদা সম্পর্কে চরম সংশয় সৃষ্টি করে দিয়েছে। এসব নেতার ছত্রছায়ায় মানবতার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব বলে নিশ্চয়তা প্রদানের কোন জো নেই। মানবতার ইতিহাস এ জাতীয় ট্রাজেডী, অশালীনতা, কৌতূহল ও কান্নার

www.pathagar.com

বিভীষিকাময় ঘটনাপ্রবাহে ভরপুর। পূর্ব ও পশ্চিমে আজও এমন বহু জাতি রয়েছে, যাদেরকে সদ্য উদীয়মান প্রভাবশালী মহলের নির্যাতন নিপীড়নের যাঁতাকলে কাল যাপন করতে হচ্ছে। নেতৃবর্গের দয়া-দাক্ষিণ্যের আর কৃপা-দৃষ্টির উপর তোয়াক্কা করে দিন কাটাতে হচ্ছে তাদেরকে। নিরীহ মানবকুলকে তাদের হাতের বলের ন্যায় সুযোগমত এদিক থেকে সেদিকে ছুঁড়ছে। স্বীয় চাতুর্যও প্রমাণ দিচ্ছে এদেরকে দিয়ে। এসব স্বঘোষিত নেতৃকে কখনো কখনো আবার আপন অপকর্ম স্বীকার করতেও দেখা যায়। কখনো ক্ষমতা দখল করার প্রয়োজনে অপর নেতা পূর্ববর্তী নেতাকে তিরস্কার করতে দেখা যায়। একে অপরের গোমর ফাঁস করে। কখনো তাদের অপকীর্তি ইতিহাস সংরক্ষিত করে রাখে। পরবর্তী বংশধর তার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়।

ভুলত্রুটিমুক্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা

উপরোক্ত ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা এবং অশুভ পরিণতি মানুষের আকায়িদ ও ঈমানের মূলে যে কুঠারাঘাত হেনেছে, এতে সন্দেহ নেই একটুও। অথচ এ আকায়িদ ও ঈমানের উপরই মানবজাতির শুভ আন্‌জাম, দুনিয়ার সফলকামিতা এবং আখিরাতের নাজাত পুরোপুরি নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে এ ঈমান-আকায়িদই সুচরিত্র, সুসংস্কার, আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার জোড় সৃষ্টিকারী ইবাদত এবং শরীয়তের নক্‌শা অংকন ও পরিপূর্ণতা সাধন করার নিয়ামক। আর এটি এমন সূক্ষ্ম ও জটিল জিনিস, যাতে কোন প্রকার ত্রুটি বা ভ্রান্তি হলে এর সংশোধন দুষ্করই নয়, বরং অসম্ভব। এরই প্রেক্ষিতে এমন কতিপয় মহামনীষীর অভ্যুদয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যারা আমানতদার তো হবেনই, পরন্তু হবেন তারা ভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তি থেকে পূত-পবিত্র। তাঁরা যাবতীয় লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা এবং বৈষয়িক ভোগলিপ্সার কুপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত থাকবেন। স্বীয় প্রবৃত্তির সামনে নতজানু হবেন তো না-ই, সাথে সাথে তাঁরা ভাবাবেগের দ্বারা প্রভাবান্বিতও হবেন না এতটুকু। অর্থাৎ তাঁরা খেয়ালখুশী, অনভিজ্ঞতা, খুঁতজ্ঞান এবং স্বার্থপরতাকে সামনে রেখে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন না। এদের থেকে অজ্ঞাতসারে কোন ইজ্‌তিহাদী ভ্রান্তি প্রকাশ হয়েও যায়, আল্লাহ্ পাকের সতর্কীকরণের পর তারা সে ভ্রান্তিতে অনড় ও স্থির থাকেন না।

আমানত ও ইখ্‌লাস

সুতরাং আপনারা একটু লক্ষ্য করুন, আবির্ভূত প্রত্যেক নবীই নিজের সম্পর্কে প্রথমে উম্মতদেরকে আমানত ইখলাস এবং নিঃস্বার্থপরায়ণতার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। সূরায়ে শু'আরায় নবীদের যে পৃথক পৃথক ভাষ্য বর্ণিত হয়েছে, তা একটু পড়ুন ঃ

www.pathagar.com

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ . اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْح لاَ تَتَّقُوْنَ . اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْل اُمِيْنٌ . فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ . وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

নূহের সম্প্রদায় রাসূলগণের নীতির প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলল, তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এর বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো জগতসমূহের প্রতিপালকের কাছেই আছে। —সূরা শু'আরা ঃ ১০৫-১০৯

كَذَّبَتْ عَادُ نِ الْمُرْسَلِيْنَ . اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌا اَلاَ تَتَّقُوْنَ . اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْل اُمِيْنٌ . فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ . وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

আদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল। যখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বলল, তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো জগতসমূহের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। —সূরা শু'আরা ঃ ১২৩-১২৭

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ . اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلاَ تَتَّقُوْنَ . اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْل اَمِيْنٌ . فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ . وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

সামূদ সম্প্রদায় রসূলগণকে অস্বীকার করেছিল। যখন তাদের ভাই সালেহ তদেরকে বলল, তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো জগতসমূহের প্রতিপালকের কাছেই আছে। —সূরা শু'আরা ঃ ১৪১-১৪৫

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ . اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْط اَلاَ تَتَّقُوْنَ . اِنِّىْ

www.pathagar.com

لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ . فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ . وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ج
إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

লূতের সম্প্রদায় রাসূলগণের নীতিকে অস্বীকার করেছিল, যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলল, তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো জগতসমূহের প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে। —সূরা শু'আরা ঃ ১৬০-১৬৪

كَذَّبَتْ أَصْحٰبُ الْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ . إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلاَ تَتَّقُوْنَ . إِنِّيْ
لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ . فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ . وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ج
إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

আয়কাবাসীরা রাসূলগণের নীতিকে অস্বীকার করেছিল, যখন শু'আয়েব তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের কাছেই আছে। —সূরা শু'আরা ঃ ১৭৬-১৮০

আম্বিয়ায়ে কিরামগণের (আ) মাঝখানে স্থান ও কালগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও কিন্তু তাঁরা উদ্দেশ্যগত দিকটিতে সবাই ছিলেন অভিন্ন। মৌলিক আদর্শ সবার এক ও যৌথ। তন্মধ্যে 'আমানত' শব্দটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বহু গভীর অর্থের বাহক এ শব্দটি। আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) এই বৈশিষ্ট্যটির অধিকারী হওয়ার অর্থ হচ্ছে ইলাহী ওয়াহীর সত্যতাকে সঠিকভাবে গ্রহণ করা এবং যথাযথভাবে তা উম্মতের কাছে পৌঁছানো। এই 'আমানত' তথা 'বিশ্বস্ততা' শব্দটি রিসালত ও নবুয়তের নীতি-নির্ধারণীর মৌল স্তম্ভ। আরবী ভাষায় এই উদ্দেশ্যের জন্য এর চেয়ে ব্যাপক অর্থবহ ও আলংকারিক শব্দ আর একটিও নেই।

আল্লাহ্‌র এটি প্রজ্ঞাময়ী মহিমা বৈ কিছু নয় যে, নবী হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বেই রাসূলে আরবী (সা) এই 'আমানত'-এর উপাধিতে বিভূষিত হয়েছিলেন। নিরক্ষর মক্কাবাসীদের মনে তখন এ ভাব এসে গিয়েছিল যে, তারা মহানবী (সা)-কে 'সাদিক' ও 'আমীন' (সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত)-এর মর্যাদাপূর্ণ উপাধিতে ডাকবে।

অনুরূপ একনিষ্ঠতা, নিঃস্বার্থপরতা, লোভ পরিহার করা, স্বজনপ্রীতির মোহ থেকে মুক্ত থাকা নবীকুলের শি'আর তথা অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। আর এ জাতীয় নিঃস্বার্থ

www.pathagar.com

শুভাকাঙ্ক্ষী দাওয়াতদাতাদের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রাখা মার্জিত স্বভাব এবং সুবুদ্ধির জোর দাবি। এ জন্যই হযরত সালেহ (আ) অনুতপ্ত ও অবাকচিত্তে বলেছিলেন ঃ

يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لاَّ تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ .

হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে সৎ উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা তো হিতাকাঙ্ক্ষীদেরকে পসন্দ কর না। —সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৭৯

শহরের প্রান্ত থেকে তাবলীগের ছুটে আসা ব্যক্তিটি বলেছিল ঃ

يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ . اتَّبِعُوْا مَنْ لاَّ يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ .

হে আমার সম্প্রদায়! রাসূলগণের অনুসরণ কর। অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চায় না এবং যারা সৎপথ প্রাপ্ত।

—সূরা ইয়াসীন ঃ ২০-২১

এই ভাবটিই হযরত মূসা (আ) সবিস্তারে ফিরাউনের সামনে ব্যক্ত করেছিলেন ঃ

وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ . حَقِيْقٌ عَلٰى اَنْ لاَّ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلاَّ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ .

মূসা বলল, হে ফিরাউন! আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত। এটা নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া বলি না, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে স্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের নিকট এনেছি। সুতরাং বনী ইসরাইলীদের আমার সাথে যেতে দাও। —সূরা আ'রাফ ঃ ১০৪-১০৫

উম্মতের দীন ঈমান-এর যিম্মাদার

নবীগণ (আ) নিষ্পাপ, বিশ্বস্ত এবং নিষ্কলংক হওয়া মূলত তাঁদের অনুসারী উম্মতদের দীন ও 'আকীদার হিফাযত ও সংরক্ষণের যিম্মাদার সাব্যস্ত হলো। এর সাথে সাথে বিধর্মীদের চাপিয়ে দেয়া ফিতনা-ফাসাদের মুকাবিলায় তাঁদের আদর্শ উম্মতের আশ্রয় প্রমাণিত হলো। যার ফলে উম্মতগণ দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের কৃতিত্ব ও নিপুণতায় সংশয় প্রদর্শন থেকে নিষ্কৃতি পেলো।

www.pathagar.com

আম্বিয়ায়ে কিরামের নিষ্পাপ হওয়ার রহস্য

হাকীমুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলবী (মৃ. ১১৭৬ হি.) তাঁর অতুলনীয় গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'-এর মধ্যে হাদীয়ানে তরীকত, বানীয়ানে মিল্লাত আম্বিয়ায়ে কিরামের বিশেষ বিশেষ গুণ আলোচনায় লিখেন ঃ

"অতঃপর এ দুনিয়ায় আবির্ভূত নবীর জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি অবশ্যই থাকবে যে, আপামর জনসাধারণের সামনে এটুকু প্রমাণিত করায় তিনি নবুয়তের গূঢ় মাহাত্ম্যের সাথে একান্ত ঘনিষ্ঠ। তাঁর প্রদত্ত তালীমে মিথ্যা কিংবা বিপথগামিতার বিন্দুমাত্র আপস নেই। তাঁর তালীম এ ত্রুটি থেকেও মুক্ত যে, তিনি কিছুতে সংস্কারমূলক ভূমিকা রেখে কিছু ছাঁটাই করে দেবেন। তা দু'টি অবস্থায় বিভক্ত। এ নবী তাঁর পূর্ববর্তী সর্বজনমান্য কোন নবীর শুধু বর্ণনাকারী ও অনুসারী হবেন। বর্ণনাসমূহ আবার সে সমাজে সংরক্ষিতও আছে। তখন এ আবির্ভূত নবী সমাজের লোকদেরকে ভ্রান্ত 'আকীদার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন, প্রমাণাদিও পেশ করতে পারবেন, এমনকি তাদেরকে নিরুত্তর করে দেওয়ারও অধিকার রাখবেন। যেহেতু তিনি সর্বজনস্বীকৃত নবীর বর্ণনাকারী তাই এসব করতে পারবেন। সারকথা হচ্ছে, মানুষের হিতার্থে একজন এমন নিষ্পাপ পথিকৃৎ নবীর প্রয়োজন যিনি সর্বজনমান্য হবেন। উম্মতের মাঝে তিনি স্বয়ং বিদ্যমান থাকুন অথবা তাঁর বর্ণনা সংরক্ষিত থাকুক। ঈমান ও আনুগত্যের বিভিন্ন দিক ও তার উপকারিতা এবং পাপ ও পাপের অপকারিতা ইত্যাদির দলীল প্রমাণ জাগতিক বুদ্ধিবৃত্তি (মানবিক জীবনে যদ্দ্বারা কাজ নেওয়া হয়) এবং ইন্দ্রিয়রাজি দ্বারা সম্ভব নয়। বরং সেসব জিনিসের হাকীকত উন্মোচিত হয় আলোকদীপ্ত আত্মার তথা আত্মিক শক্তির অধিকারী ব্যক্তিত্বের কাছে। উপলব্ধি-শক্তি দ্বারা যেমনিভাবে দলীল-প্রমাণ ছাড়াই ক্ষুধা, পিপাসা, গরম কিংবা ঠাণ্ডা এবং ঔষধের ক্রিয়া ইত্যাদির অনুভূতি হয়ে থাকে, তেমনি আত্মার অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়গুলোর জ্ঞান ও মার্জিত অভিরুচি দ্বারা হাসিল হয়।

আর আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর নিষ্পাপ থাকাটি মূলত তাঁদেরকে আল্লাহ্ প্রদত্ত আবিশ্যক জ্ঞান ও ইয়াকীনেরই ফলশ্রুতি। এই হেতু নবী মনে করে থাকেন—তিনি যা পাচ্ছেন আর বুঝছেন, তা বাস্তবতার পুরো অনুকূলে। তখন তাঁর এমন নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে যে, যেন কেউ কোন বাস্তব বিষয়কে স্বচক্ষে এমনভাবে প্রত্যক্ষ করছে যে, তার চোখ দুটিকে মিথ্যারোপ করার কোন উপায় নেই।

নবীর 'ইল্মকে একজন ভাষাবিদের কোন একটি শব্দে নির্ধারিত অর্থ বোঝার সাথে উপমা দেওয়া যেতে পারে। একজন 'আরববাসীর কখনো "ماء" শব্দের অর্থ যে পানি, ارض শব্দের অর্থ যে যমীন, এতে সন্দেহ হবে না। অথচ এ বিষয়ে তার কাছে কোন দলীল-প্রমাণ থাকার প্রয়োজন হয় না। আর শব্দ ও অর্থের মাঝখানে

www.pathagar.com

কোন যৌক্তিক সম্বন্ধও থাকে না। তা সত্ত্বেও তার কাছে এই জ্ঞান অনিবার্যভাবে হাসিল থাকে। অধিকাংশ তথ্য সম্পর্কে নবীর আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রাকৃতিক প্রতিভা হাসিল থাকে। এর দ্বারা নবীর সব সময়ই সঠিকভাবে 'বিজ্‌দানী ইল্‌ম' তথা আল্লাহ্ প্রদত্ত আত্মিক 'ইল্‌ম অর্জিত হয়। আর নবীর এই আল্লাহ্ প্রদত্ত 'ইল্‌মের যে যাথার্থ্য, বাস্তব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অহরহ দেখেন তিনি নিজেই।

নবীর নিষ্পাপ হওয়ার নিশ্চয়তা মানুষের মধ্যে আসে তাঁর ধ্যান-ধারণা এবং দাওয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে। তখন স্বাভাবিকভাবেই এই অভিমত এসে যায়, তাঁর দাওয়াত নির্ভুল, তাঁর জীবন নিতান্তই পূত-পবিত্র। সেখানে মিথ্যার অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা নেই। আবার কখনো তাঁর দোয়া কবূল, মু'জিযা ইত্যাদির দ্বারা আল্লাহ্‌র ঘনিষ্ঠ হওয়ার বিষয়টি প্রতীয়মান হয়ে যায়। এর এমন হওয়ার কারণ নবীর মহান দাওয়াতের গুরুত্ব উম্মতের সামনে উদ্ভাসিত হওয়া। উম্মতগণ তখন জেনে নেবে যে, ফেরেশ্‌তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী পুণ্যাত্মাদের তিনি একজন। তখন তাঁরা এই সিদ্ধান্ত দেবেন যে, এমন মহানুভবতার অধিকারী সত্তা কিছুতেই মিথ্যে সৃষ্টি করতে পারেন না। তিনি কোন গুনাহ্ করতেও পারেন না। আস্তে আস্তে নবীর আরো কিছু কার্যকলাপ দেখে উম্মতের মধ্যে বিশ্বস্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতঃপর এই বিশ্বস্ততা তাদের কাছে নবীকে আরো ঘনিষ্ঠতর করে দেয়। পরিশেষে নবীকে তাদের ধন-সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততি এবং তৃষ্ণা নিবারক পানির চেয়েও প্রিয়তম করে তোলে। এগুলো হচ্ছে এমন কিছু কথা, যা ছাড়া কোন উম্মত কোন নবীর বিশেষ ও অনুপম রঙে নিজকে রঞ্জিত করতে পারে না। সুতরাং এই পথের সাধকগণ সম্পর্ক স্থাপন করে থাকেন তাঁদের সাথেই, যাদের কাছে এমন ব্যাপার পাওয়া যায়।[১]

আম্বিয়ায়ে কিরাম্ আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী হন

আম্বিয়ায়ে কিরামের সেই মহান জামাতটি, যাঁদের পাপমুক্ততা, পরিশুদ্ধ জ্ঞানের অবস্থা আর তাঁদের আমানত ও ইখলাস এবং নিঃস্বার্থপরতার অবস্থা হলো বৈধ এবং তাঁদের আল্লাহ্ পাক ভারসাম্য এবং সুমার্জিত আচরণের উৎকৃষ্ট কাঠামোয় গড়ে তুলেছেন, বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন তিনি তাঁদের তালীম ও তারবীয়াতের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপনার, তাঁরা স্বভাবতই আনুগত্য লাভের অধিকারী হবে। স্বয়ং আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ

তাহলে তোমাকে আমারই সামনে গড়ে তোলা হবে। —সূরা তাহা ঃ ৩৯

১. 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' বাবুল হাজাহ ইলা হুদাতিস্‌মুবুল ও মুকীমিল মিলাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৩-৮৪।

www.pathagar.com

اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ . وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ .

অবশ্যই আমি তাদেরকে তাদের স্বীয় আবাসগৃহের স্মরণ করার জন্য নির্বাচিত করেছি। এবং নিশ্চয় তারা আমার কাছে নির্বাচিত, সমাদৃত বান্দাদের থেকে।

—সূরা সাদ ঃ ৪৬-৪৭

সুতরাং যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের ঘোষণা হবে এমনটি, তাঁরা অবশ্যই বুদ্ধি, রুচি ও যুক্তিতর্কের আলোকে অনুসরণ, অনুকরণ, আনুগত্য পাওয়ার উপযোগী। যেহেতু আম্বিয়ায়ে কিরাম বরণীয় ব্যক্তিত্ব হন, তাই আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে যোগ্যতা, হিদায়াত, দুনিয়াদারদের উপর প্রাধান্য, আসমানী কিতাব, রাজত্ব, নবুয়ত প্রদান করে ইরশাদ করছেন ঃ

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ -

তাদেরকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তুমি তাদের পথের অনুসরণ কর। —সূরা আল-আন'আম ঃ ৯০

দয়া-দাক্ষিণ্যের বাহক

পয়গম্বরগণ (আ) হয়ে থাকেন খোদায়ী মেহেরবানীর অবতরণ কেন্দ্র। আল্লাহ্ পাকের দয়া ও মহিমা দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু। তাঁদের চরিত্র-মাধুরী, বসন-ভূষণ, জীবন প্রণালী সবই আল্লাহ্র কাছে আদৃত। জীবন ধারণের যত নীতিমালা আছে, যত ধরনের চরিত্র রয়েছে দুনিয়ায়, যত রকমের আচার-আচরণ আছে, তার ভেতরে আম্বিয়ায়ে কিরামের গৃহীত একমাত্র জীবন প্রণালী, চরিত্র এবং আচরণই আল্লাহ্র কাছে প্রিয়ভাজন হয়ে যায়।

অর্থাৎ একাধিক রাস্তা একটি গন্তব্যস্থলেই এসে মিলিত হয়েছে বটে ; কিন্তু আম্বিয়া (আ) রাস্তা যেটি ধরবেন, আল্লাহ্ পাকের কাছে রাস্তা সেটিই একমাত্র বরণীয় ও অনুসরণীয় হয়ে যায়। অন্য রাস্তাগুলি হয়ে যায় বর্জনীয়। এর কারণ মাত্র একটি—নবীর মুবারক কদম এই রাস্তায় লেগেছে বিধায় রাস্তাটি মহিমান্বিত ও সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে।[২] পয়গম্বরগণের সমস্ত প্রিয় জিনিস, শিআর ও বিশেষত্ব, আনুষঙ্গিক

২. জনৈক কবি আলোচিত ভাবটিকে মহানবী (সা)-র শানে খুবই সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত করেছেন ঃ

سر سبز سبزہ ہو جو ترا پائمال ہو

ٹھہرے تو جس شجر کے تلے وہ نہال ہو

আপনার পদদলনে শ্যামলতা শ্যামল হয়—
বৃক্ষতলে আপনার অবস্থানে—কচিও সজীব হয়—

www.pathagar.com

বিষয়াদির সাথে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা সম্পৃক্ত হয়ে যায়। তখন তাঁদের মতে জীবন গড়া, তাঁদের পথে পথ চলাটা আল্লাহ্‌র মহব্বত হাসিলের সর্বোত্তম পন্থা হয়ে দাঁড়ায়। এইজন্য তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলী ও গুণাবলীকে আত্মস্থ করতে আর তাঁদের চরিত্রে চরিত্রবান হতে পারলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন সহজ ও আসান হয়ে যায়। মূলত নবীগণ (আ)-কে যারা অনুসরণ করবে এবং তাঁদের রঙে রঞ্জিত হবে—তারা যে শুধু আল্লাহ্‌র প্রেমিকদের কাতারে থাকবে তা নয়; বরং তারা হবে তাঁর মাহবুব ও প্রেমাস্পদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এটি চিরন্তন সত্য, বন্ধুর বন্ধু যে, সে বন্ধুই হয়, তেমনি দুশমনের বন্ধু যে, তাকে দুশমনই ধরা হয়। এটি আল্লাহ্ পাকেরই সনাতন বিধান, যা সাধারণত স্থান ও কালের বিবর্তনে বিবর্তনশীল হয় না। এ সত্যটিকেই খাতামুন্নাবিয়্যীন (সা)-এর ভাষ্যে পবিত্র কুরআনে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

তুমি বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে চাও, তাহলে আমাকে ভালবাস, আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধগুলো মার্জনা করবেন। আর আল্লাহ্ অশেষ ক্ষমাশীল ও অপার করুণাময়।

—সূরা আল-ইমরান ঃ ৩১

আম্বিয়ায়ে কিরামের উপরোক্ত নন্দিত রাস্তার বাইরে রয়েছে অপর একটি নিন্দিত রাস্তা। সেই রাস্তা হলো জালিম ও কাফিরদের দিকে ধাবিত হওয়া, তাদের চাল-চলনকে প্রাধান্য দেওয়া, আর বেশ-ভূষায় তাদের সাদৃশ্য হওয়া, যারা আল্লাহ্ পাকের ঈর্ষানলকে বৃদ্ধি করে। তাই তা বর্জন করার জন্য পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে ঃ

وَلَا تَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ لا وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ .

আর জালিমদের আদৌ পক্ষপাতী হয়ো না, তাহলে তোমাদের আমি পাকড়াও করব। আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন বন্ধু নেই। অতঃপর কারও সাহায্য পাবে না।

—সূরা হূদ ঃ ১১৩

কতিপয় বিশেষ আচার-আচরণের ফযিলতের রহস্য—
আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের তত্ত্বকথা

পয়গম্বরগণ (আ)-এর বিশেষ বিশেষ 'আদত ও চালচলনের নাম শরীয়তের

www.pathagar.com

পরিভাষায় 'খিসালু ফিতরা' (প্রাকৃতিক অভ্যাসাদি) এবং সুনানুল হুদা (হিদায়াতের তরীকা)। এগুলি শরীয়ত সমর্থিত। মানুষদেরকে এগুলি আঁকড়ে রাখার জন্য শরীয়ত উৎসাহ যুগিয়ে থাকে। এসব স্বভাব ও আচরণ উম্মতকে নবীগণের রঙে রঞ্জিত করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের বাণী প্রণিধানযোগ্য ঃ

صِبْغَةَ اللّٰهِ ج وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ز وَّ نَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ .

(আমরা গ্রহণ করলাম) আল্লাহ্র রঙ, রঙে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর এবং আমরা তারই ইবাদতকারী। —সূরা বাকারা ঃ ১৩৮

আল্লাহ্ পাক একটি আচরণকে আরেকটি আচরণের, একটি চরিত্রকে আরেকটি চরিত্রের, একটি বিধানকে আরেকটি বিধানের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন এ জন্যই। এ কারণেই ইসলামী শরীয়ত এগুলিকে ঈমানদারদের "শিআর তথা অনুপম বৈশিষ্ট্য"-এর দ্বারা আখ্যায়িত করে। শরীয়ত ফিতরাত বা প্রাকৃতিক রীতির অনুকূল অভ্যাস এগুলিকে ঘোষণা করে। সাথে সাথে এর ব্যতিক্রমগুলিকে ইনহিরাফ (বিকৃতি), বর্বরতা, নির্বুদ্ধি এবং কাফিরদের পরিচিতি হিসেবে চিহ্নিত করে। একটি হচ্ছে নবীগণ (আ) এবং তাঁদের পছন্দনীয় আচার-আচরণের অনুশীলন। অপরটি হচ্ছে খোদাদ্রোহী শয়তান এবং তাদের দোসরদের অনুকরণ।

উপরোক্ত মূলনীতিটির আওতায় এসে যায় পানাহার, বসন-ভূষণ, চলাফেরা এবং বহু সাংস্কৃতিক বিষয়। এটি হচ্ছে নবী করীম (সা)-এর সুন্নত ও ইসলামী ফিকহের এক বিশেষ গুরুত্ববহ অধ্যায়।

ডান হাতের মর্যাদা বাম হাতের চেয়ে বেশি কেন? ভাল কাজ যেমন—পানাহার, গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের লেন-দেন অর্থাৎ সম্মানের প্রতিটি কাজই কেন এই হাতের সাথে সম্পৃক্ত? কেনই বা বাম হাতটি খারাপ কাজ যেমন—ইস্তিঞ্জা ইত্যাদির জন্য নির্ধারিত? অথচ হাত উভয়টিই মানুষের। উভয়টিই আল্লাহ্রই সৃষ্টি, তাঁরই তৈরি। অসংখ্য মূর্খ জাতি রয়েছে, যারা নবীগণের আদর্শমণ্ডিত তালীম ও তারবীয়াত থেকে বঞ্চিত, তারা হাত দুটির মাঝখানে কোন প্রকার পার্থক্যই করছে না। তা মানতেও পারছে না। বরং একটা হাতকে অপরটির স্থলে দিব্যি ব্যবহার করে চলেছে।

এর কারণ মাত্র একটি—সমস্ত আম্বিয়া (আ) বিশেষ করে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ কাজ আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ কিংবা শালীন চরিত্রের তাঁবেদার করে থাকতেন, যা সাধারণত আল্লাহ্র পছন্দনীয়, প্রকৃতির অনুমোদিত এবং তাঁর সমর্থিত। ডান থেকে কাজ শুরু করা, ডানকে প্রাধান্য দেওয়া প্রশংসার উপযোগী, মার্জিত স্বভাবের অনুসরণও ইসলামী তাহ্যীবের বৈশিষ্ট্য কেন? জওয়াব সেটি-ই। যেহেতু নবীগণ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাত। তাই তো মুসলিম জননী হযরত

www.pathagar.com

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) যথাসম্ভব সমস্ত কাজ ডান থেকে শুরু করতে পছন্দ করতেন। উযূতে, পবিত্রতায়, চুল-দাড়ি আঁচড়াতে এবং জুতা পায়ে পরতেও।

كان النبى صلى الله عليه وسلم يحب ليتمن ما استطاع فى شانه كله - فى طهوره و ترجله وتنعله -

নবী করীম (সা) প্রতিটি কাজেই যথাসম্ভব ডানদিক থেকে শুরু করতে পছন্দ করতেন। পবিত্রতায়, চুল-দাঁড়ি আঁচড়ানোতে, জুতা পায়ে পরতে।

—সহীহ বুখারী শরীফ

পবিত্রতা সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাগুলো এবং হাদীসে বর্ণিত সায়্যিদুনা হযরত ইবরাহীম-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত প্রাকৃতিক অভ্যাসগুলিকে এ আলোকে বিচার করা যেতে পারে।

আম্বিয়া (আ) এক অনুপম তাহ্যীব এবং জীবন বিধানের প্রতিষ্ঠাতা

আম্বিয়া (আ) শুধু 'আকিদা, শরীয়ত এবং দীন-ইসলামের নতুন সংস্করণেরও দাওয়াত নিয়ে যে আসেন, তা-ই নয়, পরন্তু তাঁরা এক অনন্য তাহ্যীব-তামাদ্দুন এবং নতুন জীবন বিধানেরও উদ্যোক্তা হন। তাকে "রাব্বানী তাহ্যীব" (খোদায়ী কালচার) হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়। এ কালচারের রয়েছে কিছু সুনির্ধারিত নীতিমালা, বিশেষ স্তম্ভ, শি'আর ও নিদর্শন। এর সাহায্যে এই দীন অপরাপর কালচার এবং তামাদ্দুনের চাইতে আকর্ষণীয় ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে থাকে। তার এ অনুপমতা আত্মা এবং মৌলিকত্বের দিক দিয়ে তো থাকবেই, আনুষঙ্গিকতায়ও তা বিকশিত হবে।

ইবরাহিমী-মুহাম্মদী তাহ্যীব

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ) ছিলেন সেই ইলাহী তাহ্যীব বা সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা এবং পথিকৃৎ, যার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাওহীদ, ঈমান, আল্লাহ্র যিকির, সুদৃঢ় স্বভাব, শালীন হৃদয়, খোদা-প্রীতি ও ভীতি, মানবজাতির প্রতি ভালোবাসা ও মার্জিত অভিরুচির উপর।

সে তাহ্যীবের রগ-রেশায় সঞ্চারিত ইবরাহিমী স্বভাব ও জীবন প্রণালী। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ -

ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল হৃদয়, সতত আল্লাহ্ অভিমুখী।

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ . —সূরা হূদ ঃ ৭৫

www.pathagar.com

ইবরাহীম তো কোমল-হৃদয় ও সহনশীল। —সূরা আত-তওবা ঃ ১১৪

হযরত ইবরাহীম (আ) এই সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যিনি ইবরাহীম (আ)-এর বংশীয় উত্তরসুরি, তিনি হন সেই সভ্যতার সংস্কারক ও পরিপূরক। তিনিই এ সভ্যতার পুনঃজীবন দান করেন এবং এটিকে সর্বকালীন আদর্শের রঙে রঞ্জিত করেন। এর নীতিমালা এবং স্তম্ভগুলিকে এভাবে সুদৃঢ় করলেন যে, এটি চিরন্তন ও বিশ্বজনীনতার অপূর্ব রূপে সুষমামণ্ডিত হয়।

এই তাহ্যীবের বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনাবলী

এই ইবরাহিমী-মুহাম্মদী তাহ্যীব বা সভ্যতা শির্ক ও পৌত্তলিকতাকে কস্মিনকালেও স্বীকৃতি দেয় না। স্থান-কাল নির্বিশেষে এই শিরক্‌কে যেকোন আকৃতিতেই হোক না কেন এই তাহ্যীব আত্মস্থ করার জন্য তৈরী নয়। তাই তো হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া এবং প্রত্যাশা কুরআনে এভাবে বিবৃত হয় ঃ

وَاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ .

এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রেখো।

—সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৫

হযরত ইবরাহীম (আ) উম্মতদেরকে এই বিশেষ অসিয়্যত এবং আহবান জানিয়ে যান ঃ

فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ . حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ط

সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতাকে এবং মিথ্যা বলা থেকে দূরে থাক আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর কোন শরীক না করে।

—সূরা হাজ্জ ঃ ৩০-৩১

এটিই হচ্ছে সেই তাহযীব যা প্রশ্রয় দিতে জানে না কুপ্রবৃত্তির পূজা এবং খাহেশের মোহে প্রমত্ত হওয়াকে, জানে না পার্থিব মূল্যহীন তুচ্ছ উপকরণাদির জন্য বিগলিত হওয়াকে। তেমনি জড় বস্তুর লাশের লোভে কুকুরের মত টানাটানি আর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়াকেও অনুমতি দেয় না। পদমর্যাদা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াকেও এ তাহ্যীব স্বীকৃতি দেয় না কিছুতেই। এটিই হচ্ছে সে দাওয়াত, যার মৌল 'আকীদা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ .

www.pathagar.com

এটা আখিরাতের সে আবাস, যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য, যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না, শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য। —সূরা কাসাস ঃ ৮৩

ইবরাহিমী-মুহাম্মাদী এই তাহ্যীব মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করতে জানে না। বর্ণ, গোত্র ও আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টি করতেও আসেনি।

فَالنَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْ اٰدَمُ وَ اٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِى عَلَى عَجْمِى وَلاَ بِعَجْمِى عَلَى عَرَبِى اِلاَّ بِالتُّقٰى -

মানুষ মাত্রই হযরত আদম (আ) থেকে এবং আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয় মাটি হতে। কোন প্রাধান্য নেই অনারবীর উপর 'আরবীর, প্রাধান্য নেই 'আরবীর উপর অনারবীর। হ্যাঁ, পার্থক্য শুধু তাক্ওয়ার। —সীরাতে ইবনে হিশাম

اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا - اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ .

আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ এবং এক নারী থেকে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি এবং গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহ্র কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। —সূরা হুজুরাত ঃ ১৩

খাতামুল মুরসালীন (সা)-এর বাণী ঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اِلَى عَصَبِيَّةٌ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٌ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ -

সেই ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে অন্ধ সাম্প্রদায়িকতার দিকে উদ্বুদ্ধ করে। আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, সাম্প্রদায়িকতার সংঘাতে লিপ্ত হয়। সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে অন্ধ সাম্প্রদায়িকতার উপর মৃত্যুবরণ করে।—আবূ দাউদ শরীফ

এমনকি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনসার এবং মুহাজিরের দোহাই দিলে অসন্তুষ্ট হন এবং ইরশাদ করেন ঃ

دَعُوْهَا فَاِنَّهَا مُنْتَنَةٌ -

এসব পরিহার কর। কেননা এসব হচ্ছে দুর্গন্ধময় লাশের তুল্য। —বুখারী শরীফ

এই তাহ্যীবের প্রবর্তিত অনুপম মূলনীতি হচ্ছে ঃ 'আকীদার জগতে–একত্ববাদের সৃষ্টি এবং সমাজ জীবনে সাম্য ও মানবতাবোধ সৃষ্টি। চরিত্র সৃষ্টির ময়দানে

www.pathagar.com

আল্লাহ্-ভীতি ও আল্লাহ্-প্রীতি, লজ্জাশীলতা, তাওয়াজ্জু ও বিনয়ী ভাব, কর্মক্ষেত্রে আখিরাতের জন্য চেষ্টা-সাধনা এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের মনোবৃত্তি। এই তাহ্যীবের ডাক—যুদ্ধের অঙ্গনে দয়ার প্রেরণা এবং আল্লাহ্র অনুশাসনের অনুশীলন। রাষ্ট্রীয় ভাবধারা ও নীতিমালায় এই তাহযীব বৈষয়িক সুবিধার উপর দীনী অগ্রগতিকে বহু উর্ধ্বে স্থান দেয়। অর্থ আদায় ও আমদানির উপর প্রাধান্য দেয় হিদায়াতকে। নিজে লাভবান হওয়ার চেয়ে অন্য ভাইকে লাভবান এবং নিজে খিদমত গ্রহণের চেয়ে অন্য ভাইকে খিদমত করার নীতিমালার দিকে অত্যধিক অনুপ্রাণিত করে তোলে এই মুহাম্মাদী তাহ্যীব।

এই তাহ্যীব ইতিহাসের পাতায় মানবতাকে বর্বরতার খপ্পর এবং আল্লাহ্দ্রোহিতা ও পথভ্রষ্টতার অক্টোপাস থেকে নিষ্কৃতি প্রদান করে। স্বীয় একনিষ্ঠমণ্ডিত খেদ্মত, ধরাপৃষ্ঠে চিত্তাকর্ষী ঐতিহ্য এবং সর্বব্যাপী কল্যাণময়তা ও সফলতার জন্য অমর ও অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মহান আল্লাহ্র নামে, আর তাঁর যিকির যিকিরের উপকরণে গড়ে ওঠেছে এই তাহ্যীবের আদর্শ প্রাচীর। আল্লাহ্র রঙে রঞ্জিত এবং ঈমানের ভিতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এই তাহ্যীব। এর ফলে এ তাহ্যীবকে এর দীনী ধাঁচ থেকে পৃথক করা অসম্ভব। খোদায়ী রঙ ও ঈমানী ঢঙ এই তাহ্যীবের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

নবীগণের অনুকরণ ও অনুসরণের প্রতি কুরআনের বলিষ্ঠ তাকীদ

কুরআন মজীদ একাধিক জায়গায় নবীগণের অনুসরণ, তাঁদের আদর্শ চরিত আত্মস্থকরণ, তাঁদের মত ও পথে জীবনযাপন এবং যথাসম্ভব তাঁদেরই গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য তাকীদ দিয়ে ঘোষণা করছে ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا .

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ এবং আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

—সূরা আহ্যাব ঃ ২১

কুরআন সব সময় মানুষকে এ আহবান জানাচ্ছে যে, তারা যেন সবসময় নিম্নোক্ত দোয়াটি স্মরণ করে ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ . صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ . غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ .

www.pathagar.com

আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর, তাদের পথ যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ। যারা অভিশপ্ত নহে, পথভ্রষ্টও নহে। —সূরা ফাতিহা ঃ ৫-৭

এতে কারো দ্বিধা থাকার অবকাশ নেই যে, আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহে লালিত ও মহিমান্বিত বান্দাগণ হচ্ছেন নবী-রাসূলগণের জামাত। এজন্য উপরোক্ত দোয়াটি প্রতি নামাযে সন্নিবেশিত করা হয়। যখনি মানুষ এই দোয়ার নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে থাকবে, আল্লাহ্ পাকের ওপর প্রিয় বান্দাগণের আচার-আচরণের অনুসারী হবে, তখুনি তারা আল্লাহ্র সান্নিধ্যের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতর হতে সক্ষম হবে।

নবী (আ)-গণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার গুরুত্ব

কুরআন উম্মতের পক্ষ থেকে আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি এমন শ্রদ্ধা, সম্মান, মর্যাদা ও ভক্তি প্রদর্শন দাবি করে, যা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নির্গত ও উৎসারিত। কুরআন চায়–তাঁদের সাথে উম্মতের ঐকান্তিক সম্পর্ক এবং অকৃত্রিম ভালবাসা জুড়িয়ে দিতে। উম্মতের এমন অনুসরণের উপর কুরআন তুষ্ট হতে চায় না, যা আত্মিক জয্বা, মহব্বত ও শ্রদ্ধাশূন্য হয়। যেমনটি সংঘটিত হয়ে থাকে বাদশাহদের সাথে প্রজাদের, সামরিক ও রাজনৈতিক নেতাদের সাথে কর্মীদের। এ জন্যই তো ঈমানদারদের যাকাত ও সাদকা প্রদানেই কুরআন ক্ষান্ত থাকে না, যথেষ্টভাবে না কুরআন তাদের শুধু বাহ্যিক 'আমল করাটিকেই, বরং এর দাবি ঃ

لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ط

যেন তোমরা আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং রাসূলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর। —সূরা আল-ফাত্হ ঃ ৯

কিংবা

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ .

সুতরাং যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁকে সম্মান করে।

—সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৫৭

সুতরাং কুরআন এমন সব ব্যাপারে নির্দেশ দেয়, যাতে রয়েছে আম্বিয়ায়ে কিরামের 'ইয্যত এবং হুরমতের সংরক্ষণ। আর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে সেসব কাজে, যাতে প্রদর্শিত হবে সে মহান জামাতটির প্রতি অশ্রদ্ধা ও বেয়াদবী অর্থাৎ কুরআনের আলোকে আম্বিয়ায়ে কিরামের সম্মানে অবহেলা প্রদর্শন, মর্যাদার কিঞ্চিত লাঘব সাধন এবং মহানুভবতায় ক্ষুণ্নতা সৃষ্টি করে যে আচরণ, তা চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ

www.pathagar.com

بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ . اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ط لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ .

হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করিও না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল, তার সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না, কারণ এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতে। যারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করে দেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং মহা পুরস্কার। —সূরা হুজরাত ঃ ২-৩

এরই প্রেক্ষাপটে নবী (সা)-র ওফাতের পর তাঁর শ্রদ্ধেয় পত্নীগণকে উম্মতের জন্য হারাম করা হয়।

وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ اَبَدًا ط اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا .

তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দেওয়া বা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীদেরকে বিয়ে করা কখনও সংগত নয়। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ। —সূরা আহযাব ঃ ৫৩

এতদ্ভিন্ন কুরআন-হাদীসের বহু জায়গায় স্পষ্টভাবে রাসূলের প্রতি ঐকান্তিকতা প্রদর্শন এবং স্বীয় প্রাণ, সম্পত্তি এবং সন্তান-সন্ততির উপর তাদের প্রাধান্য দেওয়ার জন্য উম্মতকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফের একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য।

لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَ وَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -

নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, "ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং সমস্ত মানুষের তুলনায় অধিক প্রিয় হই।"—বুখারী, মুসলিম, তাব্‌রানী, মু'জামে কাবীর ও আওসাতে বর্ণিত হাদীসে من نفسه (প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়) সংযোজন হয়েছে।

www.pathagar.com

আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الاِيْمَانَ - مَنْ كَانَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ فِيْمَا سَوَاهِمَا الخ -

তিনটি জিনিস যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে এর দ্বারা ঈমানের স্বাদ আহরণ করবে। (তন্মধ্যে একটি জিনিস হচ্ছে)—তার নিকট আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূল অন্যসব থেকে তুলনামূলক বেশি ভালোবাসার পাত্র হওয়া।

ভালোবাসার আবেগের প্রভাব এবং রাসূল (সা)-এর অনুসরণে সাহাবায়ে কিরামের জীবন বিসর্জনের রহস্য

আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি মনের মণিকোঠায় যদি মন, মস্তিষ্ক এবং দৃষ্টির উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী ভালোবাসা জন্মানো সম্ভব না হয়, তাহলে তাঁর একনিষ্ঠ এবং সার্বিক ইতা'আত আদৌ সম্ভব হবে না। সম্ভব হবে না নবী চরিতকে আত্মস্থ করা, শরীয়তকে কুপ্রবৃত্তি, কুপ্রথা, রেওয়াজ, রসম ইত্যাদির উপর প্রাধান্য দেওয়া। ঠিক অনুরূপ সে ভালোবাসা ছাড়া অসম্ভব হবে ইসলামী দাওয়াতের পথে দৈহিক ও আর্থিক ত্যাগটুকু স্বীকার করা।

এ প্রসঙ্গে কুরআনের ইরশাদ ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاءُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ

বল, 'তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, তবে আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। —সূরা আত্তাওবা ঃ ২৪

এইহেতু সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূল (সা)-এর তাঁবেদারীর দিকে লালায়িত ছিলেন। সেদিকে তাঁরা সব সময় ক্ষিপ্রগামী থাকতেন এবং এতে তাঁরা আত্মিক তৃপ্তি লাভ করতেন। এজন্য সহ্য করতেন তাঁরা কত অসহনীয় ত্যাগ, যার ফলে তাঁরা এই

www.pathagar.com

অধ্যায়ে এক অতুলনীয় অগ্রণী ভূমিকা রেখে গিয়েছেন। তাঁদের মাঝে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মহান সত্তা তাঁর কাছে প্রাণাধিক প্রিয় ছিল। মহানবী (সা)-র স্বাস্থ্য-জীবন তাঁর নিজের জীবনের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিতেন। উদাহরণ হিসাবে একটি ঘটনা পেশ করছি ঃ একদা আল্লাহ্র দুশমন 'উৎবা ইব্ন রাবী'আ হযরত আবূ বকর (রা)-এর মুখাবয়বে ছেঁড়া জুতা দিয়ে ভীষণ প্রহার করেছিল, বক্ষস্থলে উঠে এমনভাবে তাঁকে আঘাত করেছিল যে, তাঁর মুখাকৃতি এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তারতম্য করা তখন কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাঁর গোত্র বনী তায়মের লোকজন সে অন্তিম অবস্থায় একটা কাপড়ের উপর তাঁকে উঠিয়ে রেখেছে। কেননা তখন তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে কারোরই দ্বিধা ছিল না। সূর্যাস্তের পর তাঁর হুঁশ ফিরে এলো। সর্বপ্রথম তাঁর জিজ্ঞাসা—রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিরাপদে আছেন কি? তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া হল। কিন্তু এতে তিনি শান্ত হলেন না। বলে উঠলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عَلَى اَنْ لاَّ اَذُوْقَ طَعَامًا وَلاَ شَرَبَ اَوْ اَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি—আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু খাচ্ছি না, পানও করছি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি আল্লাহ্র রাসূলের দর্শন লাভ করে চোখ জুড়াব। —আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা. ৩০

মহানবী (সা)-র এসব আত্মোৎসর্গী 'আশিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন সেই আন্সারী মহিলাটিও, উহূদের যুদ্ধে যাঁকে এ সংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁর নিকটতম আত্মীয়-স্বজন, বাপ-ভাই এবং স্বামী শাহাদাত বরণ করেছেন অথচ তখনও তিনি বিচলিত না হয়ে সবকিছু থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন—আল্লাহ্র রাসূল (সা) ভাল আছেন? লোকগণ মহিলাকে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিরাপত্তার সংবাদ দিল, তখন তিনি রাসূল (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে বললেন " كُلُّ مُصِيْبَةٍ بَعْدَ جَلَلٌ " ৩ "আপনার মহান সত্তার উপস্থিতিতে আমার যাবতীয় মুসীবত তুচ্ছ।"

এ ত্যাগ যাদের অবিস্মরণীয়, তাঁদের একজন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়। একদা তিনি তাঁর পিতা ইব্ন উবায়কে এ মন্তব্য করতে শুনলেন—মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে আমরা অভিজাতবৃন্দ ইতরজনদের তাড়িয়ে দেব।" 'আবদুল্লাহ্ পিতার এ ঘৃণ্য কটূক্তির পরিপ্রেক্ষিতে মদীনায় প্রবেশপথে পিতার বিরুদ্ধে তলোয়ার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন—তুমি কি এহেন উক্তি করেছো ? আমি আল্লাহ্র

৩. ইবনে ইসহাক ও বায়হাকী ।

www.pathagar.com

শপথ করে বলছি যে, এখনই প্রতীয়মান হবে আসলে অভিজাত কি তুমি না রাসূলুল্লাহ্ (সা) ? জেনে রেখো মদীনা মুনাওয়ারার ছায়াতলে আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর অনুমতি বিনে তোমার প্রবেশের অধিকার নেই। অবশেষে 'আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতা 'আবদুল্লাহ্ ইবনে উবায়কে রাসূল (সা)-এর অনুমতি ছাড়া প্রবেশের অধিকার দিলেনই না।[৪]

এসব ছিল সাহাবাগণের ঐকান্তিক রাসূল-প্রীতির ফলশ্রুতি, তারা তাই স্বীয় প্রাণ ও শির হাতের মুঠোয় করে একমাত্র দীনেরই জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন। জীবন ছিল তাঁদের অনেক কন্টাকাকীর্ণ, তবে প্রিয় ও সম্মানীয় ছিল। যার ফলে তাঁদের জন্য প্রিয় মাতৃভূমিকে ছেড়ে দেওয়া এবং শাহাদত বরণ করার ন্যায় কঠিন কাজটি করা মাধুরীময় হয়ে উঠেছিল। এই জন্যই তাঁরা বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে প্রশান্ত চিত্তে এ শপথ ব্যক্ত করতে পেরেছিলেন ঃ

اِنَّ اَمْرَنَا تَبْعَ لِاَ مْرِكَ فَوَاللّٰهُ لَئِنْ سَرَتْ حَتّٰى تَبْلُغَ الْبَرْكُ مِنْ غَمْدَانَ لَنَسِيْرِنَ مَعَكَ وَ اللّٰهُ لَئِنْ اَسْتَعْرَضْتُ بِنَا هٰذَا الْبَحْرُ خَضْنَاءُ مَعَكَ –

আমাদের বিষয় আপনার (রাসূলের) সিদ্ধান্তের অনুসারী। আমরা আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, আপনি যদি চলতে থাকেন বারক-ই গামদান পর্যন্ত, আমরাও আছি তখন আপনার সাথে। আল্লাহ্র শপথ—যদি আপনার ফরমান হয় এ সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য, ঝাঁপিয়ে পড়ব এতে অকুণ্ঠ চিত্তে।[৫]

ইসলামী বিশ্বে মহব্বতের অনুপস্থিতির প্রতিক্রিয়া এবং জীবনের উপর এর প্রভাব

ইসলামী বিশ্বে বর্তমানে শরীয়ত অনুযায়ী আমলের স্বল্পতা, ইবাদতে জড়তা, প্রবৃত্তির পরিপন্থী জিনিস থেকে পিছপা থাকা, নবী করীম (সা)-এর সুন্নাতের ব্যাপারে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের অনীহা প্রদর্শন ইত্যাদি সবই একমাত্র রাসূল (সা)-এর সুমহান মর্যাদার যথোচিত মূল্যবোধ না থাকার ফলশ্রুতি। অথচ এই দিকে কুরআন বারবার তাকীদ দিয়ে যাচ্ছে। এর সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ঐকান্তিক ভালোবাসা সৃষ্টিতে ত্রুটি থাকার বিষয়টি হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ। এটি সেই প্রেরণা ও চেতনা, যা অতীতে এবং বর্তমানেও অভূতপূর্ব শক্তির উৎস এবং ইতিহাসের পাতায় বিস্ময়কর কার্যাদি ও অলৌকিকতার জন্য খ্যাত হয়ে আসছে। শুধু এই অকৃত্রিম ঐকান্তিকতার অভাব হাজারো বুদ্ধিমত্তা, দৃঢ়তা,

৪. তফসীরে তাবারী, ২৮তম পর্ব।

৫. সাহাবী হযরত সা'দ ইবন মা'আযের উক্তি।

www.pathagar.com

নিয়ম-শৃঙখলা দ্বারা পূরণ হওয়ার নয়। অর্থাৎ এটি এমন একটি ঘাটতি, যার পরিপূরক আর একটিও নেই।

নবীর অনুগত এবং মহব্বতেই জাতির অগ্রগতি নিহিত

উম্মতের কাছে আবির্ভূত রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ, তাঁদেরই পতাকাতলে একীভূত হওয়া, তাঁদের আদর্শে আদর্শবান হয়ে উঠা আর জয় ও পরাজয় সর্বাবস্থায়ই তাঁদের সাথে আন্তরিক যোগাযোগ স্থাপনেই উম্মতের সৌভাগ্য ও অগ্রগতি নিহিত।

তাই তো কোন উম্মত তাদের সার্বিক প্রযুক্তি এবং উপকরণাদি নিয়ে যুগের সভ্যতা, দর্শন, অবস্থা ও হালচালের সর্বময় প্রগতির শিখরে আরোহণ করলেও প্রকৃত সফলকাম তারা হতে পারে না, যতক্ষণ তারা নবীর পদাংকানুসরণ, তাঁর প্রতি গভীর ভালবাসা, তাঁর আদর্শকে জাগিয়ে তোলার জন্য সাধনা ও অধ্যবসায়ের পথ না ধরবে। যেকোন উম্মত এ তরীকা থেকে একটু দূরীভূত হয়ে যদি পার্থিব সম্মান, নেতৃত্ব শক্তি ও ঐতিহ্য অর্জনে স্বীয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞা কিংবা পরাশক্তির তল্পীবাহক হওয়ার উপর ভরসা করতে যায়, তখন এর নিশ্চিত পরিণতি হবে শুধু অবমাননা, অকৃতকার্যতা, অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং অবধারিত লাঞ্ছনা।

ইসলামী বিশ্ব বিশেষ করে আরব রাষ্ট্রসমূহের ঘটনা প্রবাহ এবং এর কারণ

সাধারণভাবে ইসলামী বিশ্ব বিশেষ করে আরব দেশগুলি উপরোক্ত আলোচ্য বিষয়টির সর্বোত্তম সাক্ষ্য। এসব দেশে যখন থেকে উম্মী নবী (সা)-এর আদর্শের অনুসরণকে অসহনীয় ভাবা হয়, তাদের মনোবৃত্তিতে নবীর দাবির তুলনায় রাজনৈতিক পুরোধাদের দাবির প্রতি আসক্তি বেশি পরিলক্ষিত হতে থাকে, নবী (সা)-এর সাথে সম্পৃক্তি গড়ার চেয়ে নেতাদের গোলামিকে লাভজনক ভাবতে থাকে, তখন থেকেই সফলকাম হতে ব্যর্থ হতে থাকে। আজ তারা নবীর দীন, তাঁর বিধান এবং তাহযীব থেকে বিচ্যুত হয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতা, সমাজতন্ত্র এবং অন্যান্য নতুন দর্শনকে আঁকড়ে ধরতে শুরু করেছে। এজন্য এদের সাফল্য আসছে না। কোন সমস্যার সমাধানও হচ্ছে না। আমি অকুণ্ঠচিত্তে আরব দেশগুলির উপমা পেশ করছি। তারা নিজেদের ঐক্যকে টুক্‌রা টুকরা করে দিল। এ যাবত এরা ফিলিস্‌তিন সমস্যাটিরও একটা যথোচিত সমাধান খুঁজে পেল না, সক্ষম হল না এ পর্যন্ত ইসলাম কিংবা মানব জগতের সারিতে মর্যাদাশীল একটা আসন লাভ করতে। পক্ষান্তরে প্রত্যহ চাপছে তাদের মাথায় এক এক অভিনব জটিলতা ও চক্রান্তের বিভীষিকা।

www.pathagar.com

আমিরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) সিরিয়ায় অবস্থানকালে তাঁর সহচরদেরকে লক্ষ্য করে যে বাণীটি রেখেছিলেন, এর সত্যতাই আজ প্রত্যক্ষ করছি। (সহচরগণ ছিলেন, প্রধান প্রধান সাহাবায়ে কিরাম এবং ইসলামের বিজয়াভিযানের কর্ণধার। সহচরবৃন্দ তাঁকে একজন মহা সাম্রাজ্যের মহান সম্রাট হিসেবে বেশ-ভূষা নেওয়ার আবেদন জানালে তিনি এই ঐতিহাসিক উক্তিটি রাখেন।)

اِنَّكُمْ كُنْتُمْ اَذَلَّ النَّاسُ فَاَعَزَّ اللّٰهُ بِالاِسْلاَمِ - فَمَهْمَا تَطْلِبُوا الْعَزَّ بِغَيْرِهِ يَذْلِكُمُ اللّٰهُ -

তোমরা ছিলে বিশ্বের সবচেয়ে অধঃপতিত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই ইসলামেরই মহিমায় তোমাদেরকে সম্মানিত করলেন, তবে তোমরা যখনি সম্মানের প্রত্যাশী হবে ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে অধঃপতিত করবেন। —আল-বিদায়া ওয়ান্‌নিহায়া ঃ ৬০/৭

www.pathagar.com

চতুর্থ ভাষণ

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং বৈষয়িক উপকরণাদি

বৈষয়িক উপকরণাদি সম্পর্কে আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) এবং তাঁদের বিরোধীদের মাঝখানে পার্থক্য

কুরআন সেই অনুপম মহান গ্রন্থ, যা নবী (আ)-গণের সঠিক ইতিহাস, তাঁদের জীবন প্রণালী এবং নবুয়ত সংক্রান্ত বিষয়াদিকে যথাযথ সংরক্ষিত করে রেখেছে। এ কুরআন অধ্যয়নকারী একটানা অথচ সুস্পষ্টভাবে এ সত্যটি অবলোকন করতে প্রয়াস পাবে যে, আবহমানকাল ধরে নবীগণের আবির্ভাব কখন ঘটেছে? নেহায়েতই তমসাচ্ছন্ন প্রতিকূল পরিবেশে। বৈষয়িক আসবাবের দিক দিয়ে তাঁরা হতেন নিঃস্ব— সম্বলহারা। মানুষের প্রভাব-প্রতিপত্তির উপকরণাদি যেমন রাজত্ব ও দৌলত, বন্ধু ও সহচর এবং অন্যান্য জড় সামগ্রী ইত্যাদি ছিল তাদের দুশমনদেরই হাতে এবং তাদেরই করতলে। আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর পুঁজি ছিল দৃঢ় ঈমান, সেখানে দ্বিধা-সন্দেহের সামান্য লেশ নেই। তাঁদের পুঁজি ছিল ইখলাস, যাতে নেই লোভ-লালসা কিংবা মুনাফিকীর বিন্দুমাত্র মিশ্রণ। তাঁদের সম্বল ছিল আল্লাহ্ পাকের পবিত্র সত্তার উপর ভরসা আর তাঁর দিকে সর্বমুহূর্তে মনোনিবেশ, তাঁর দরওয়াজায় শিরাবনত করা, নেক 'আমল, আল্লাহ্-ভীতি, সুমার্জিত আচরণ ও প্রশংসনীয় আখলাক মাধুরী। উল্লিখিত গুণাবলীর সাথে সাথে তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল সেই সঠিক ঈমানী দাওয়াত, যার নিশ্চিত সফলতার দায়িত্বভার হাতে তুলে নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন।

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ .

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে এবং মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে। —সূরা মু'মিন ঃ ৫১

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ ط اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ .

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র এটা সিদ্ধান্ত যে, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব, নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান এবং পরাক্রমশীল। —সূরা মুজাদালা ঃ ২১

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ . اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ . وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ .

আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এ বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী।

—সূরা আস্-সাফফাত ঃ ১৭১-১৭৩

নির্ধারিত ও উদ্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়

কুরআন অধ্যয়নকারীবৃন্দের সামনে এ সত্যটুকুও প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে যে, আল্লাহ্‌পাক নবী-রাসূলগণের যত সব কাহিনী, দাওয়াতের খবরাদি এবং এ ব্যাপারের যত প্রতিবন্ধকতা, যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, সামষ্টিক শত্রুতা এবং সম্মিলিত অপচেষ্টার যে চিত্র ও তার ফলাফল বর্ণনা করেছে, এই কুরআনে, তাতে দেখা যাবে, আবহমানকাল ধরে একদিকে ছিলেন একজন অসহায় ও সম্বলহারা ব্যক্তি আর অপরদিকে ছিল একদল বিত্তশালী, প্রভাবশালী কিংবা স্বৈরাচারী বাদশাহ্। এতদসত্ত্বেও নবীর দাওয়াতের পতাকাবাহীদের শত দৈন্য ও দুর্বলতার মুকাবিলায় প্রতাপশালী ধনাঢ্য এবং স্বৈরাচারী বাদশাকে তার এত কিছু থাকা সত্ত্বেও যুগে যুগে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে অথবা নবীর দাওয়াতকে মেনে নিতে বাধ্য হতে হয়েছে পরিশেষে। আর এটিই উক্তি ও কাম্য বস্তু আর এটা একটা ধারাবাহিক ঘটনা, কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। এটাই আল্লাহ্‌র শাশ্বত ও চিরন্তন নীতি। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহ্ পাকের কুদ্‌রত আকস্মিক ঘটনা, ভাগ্যচক্র কিংবা অপ্রত্যাশিত কিছুর সাথে সম্পৃক্ত নয় আদৌ, যা সাধারণত মূর্খ ও অজ্ঞদের লজিক এবং সান্ত্বনার কারণ হয়ে থাকে।

পবিত্র কুরআনে যেসব ঘটনার বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, এর দ্বারা আল্লাহ্ পাকের অপরিসীম কুদ্‌রতের উপর বিশ্বাস আনয়নের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। তিনি সমস্ত উপকরণের স্রষ্টা। তিনি-ই এসবের প্রকৃত মালিক। তিনি যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা করেন, উপকরণাদিতে হস্তক্ষেপের অধিকারী। চাইলে এগুলি দ্বারা ক্রিয়া করতে পারেন, চাইলে আবার তিনি নিষ্ক্রিয়ও করে দিতে পারেন। এ কথা আমি পূর্বোক্ত ভাষণেও উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্‌পাক তাঁর কুদ্‌রত দিয়ে বৈষয়িক জিনিস তৈরী করে দিয়েছেন বলে তিনি নিজে এখন নিষ্ক্রিয় কিংবা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যান নি। স্বেচ্ছায় এসব কিছু দান করার পর নিজে বঞ্চিত ও রিক্ত হয়েও পড়েন নি। আবার সৃষ্টি, আবিষ্কার, বিজয় ও সফলতার জন্য সেসব বস্তুর তিনি মুখাপেক্ষীও নন।

www.pathagar.com

এসব ঘটনা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে– হক আসলে শক্তিশালী ও বিজয়ী। আর তা-ই স্থায়ী। বাতিল, দুর্বল এবং এর ভিত্ একেবারেই নড়বড়ে। এ সত্যনিষ্ঠ ঈমানের দিকেও দাওয়াত প্রদান করে থাকে।

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَيُعِيْدُ .

বল, সত্য এসেছে এবং অসত্য না এখন আবার আরম্ভ হবে, না প্রত্যাবর্তন করবে। —সূরা সাবা ঃ ৪৯

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ط وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ .

বরং আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর। ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে যায়। অথচ এ ব্যাপারে তোমরা যা বলছ, তা দুর্ভাগ্যজনক। —সূরা আম্বিয়া ঃ ১৮

فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ط وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ط كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ .

যা আবর্জনা তা' ফেলে দেওয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা' জমিতে থেকে যায়। এভাবেই আল্লাহ্ উপমা দিয়ে থাকেন। —সূরা রা'দ ঃ ১৭

পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং আল্লাহ্র রহমতের দিকে অনুপ্রেরণা

কুরআনের এ জাতীয় ঘটনাবলী আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র সাহায্যের উপর তাওয়াক্কুলের দিকেই (যমানার শত বিবর্তন সত্ত্বেও) আহবান জানায়। সার্বিক প্রতিকূলতা এবং বৈরী পরিবেশ ও আবহাওয়ায়ও দীনের দাওয়াত, সুন্দর আখলাক, নেক আমলের প্রতি আস্থা সৃষ্টি করে এসব কাহিনী। আল্লাহ্র সাহায্যের অলৌকিক কার্যাবলী, আর 'ইলাহী কুদরতের বিস্ময়কর ঘটনাবলীর আলোচনা বারবার আসছে কেন কুরআনে? যখন কোন নবীর আল্লাহ্র মদদ, নিরঙ্কুশ বিজয়, দোয়া কবুল এবং দুশমনের বিরুদ্ধে কামিয়াবি সম্পর্কে বিবৃত হয় এই কুরআনে, তখন সাথে সাথে আবার নবীর অনুসারীবৃন্দ এবং তাঁর দাওয়াতের সহযোগীদেরকে—পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে অভিজ্ঞতা গ্রহণের আহবান জানায়। আল্লাহ্র রহমতই যে সফলতার প্রকৃত নিয়ামক, সেদিকে উদ্দীপ্ত করে তোলে তাদেরকে। তাই তো হযরত আয়্যুব (আ)-এর উপর আল্লাহ্ পাকের করুণার উল্লেখের পর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ .

www.pathagar.com

আমার বিশেষ রহমতস্বরূপ এবং 'ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।

—সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৪

হযরত যূনুস (আ) সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ط وَ كَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ .

তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা থেকে এবং এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।

—সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৮

سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ . اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ .

মূসা এবং হারূনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। —সূরা আস-সাফফাত ঃ ১২০-১২১

سَلٰمٌ عَلٰى اِلْ يَاسِيْنَ . اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ .

ইল্‌য়াসের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। —সূরা আস-সাফ্‌ফাত ঃ ১৩০-১৩১

হযরত লূত (আ)-এর কিস্‌সা বর্ণনার পর ইরশাদ করা হয় ঃ

نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ط كَذٰلِكَ نَجْزِى مَنْ شَكَرَ .

এটা তো আমার বিশেষ অনুগ্রহস্বরূপ। কৃতজ্ঞদের এভাবেই আমি পুরস্কৃত করে থাকি। —সূরা আল-কামার ঃ ৩৫

এ কারণে কুরআনের এক বিরাট অংশে এ জাতীয় ঘটনাবলীই সন্নিবেশিত হয়েছে। আর তা নিছক আনন্দদায়ক কাহিনী বিশেষ কিংবা ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ মাত্র নয়; বরং তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার যিকির, নসীহত, অনুপ্রেরণা, দাওয়াত, সুপরামর্শ, সুপথ প্রদর্শন, শক্তি এবং নৈপুণ্য অর্জনের উৎস।

لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ط مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ .

তাদের ঘটনায় সুধী ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। এটা কোন মিথ্যা রচনা নয়। মূলত এতে রয়েছে নিজেদের পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ এবং ঈমানদারদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।

—সূরা য়ূসূফ ঃ ১১১

www.pathagar.com

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ج وَ جَاءَكَ فِىْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَّ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ .

রাসূলগণের যত সব বৃত্তান্ত তোমার কাছে বর্ণনা করছি, তদ্দ্বারা আমি তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি, আর এর মাধ্যমে তোমার নিকট এসেছে সত্য এবং মু'মিনদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সাবধানবাণী। —সূরা হূদ ঃ ১২০

নবীকুলের সাথে আল্লাহ্ পাকের শাশ্বত আচরণ

আল্লাহ্ তা'আলার এই শাশ্বত আচরণই সমস্ত নবীর সাথে অব্যাহত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ হযরত নূহ (আ)-এর কওমের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

قَالُوْا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ .

আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, যেক্ষেত্রে ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করছে? —সূরা শু'আরা ঃ ১১১

এই প্রেক্ষিতে হযরত নূহ (আ) আল্লাহ্ পাকের দরবারে সবিনয় স্বীয় দুর্বলতার শিফাআত করলেন ঃ

اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ .

আমি তো অসহায়, অতএব, তুমি মদদ কর। —সূরা কামার ঃ ১০

হযরত লূত (আ) তাঁর সমাজের লোকদেরকে বললেন ঃ

قَالَ لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ .

তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকত, অথবা যদি আমি নিতে পারতাম কোন শক্তিশালী আশ্রয়। —সূরা হূদ ঃ ৮০

হযরত শু'আয়ব (আ)-এর সমাজ তাঁকে বলল ঃ

مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَ اِنَّا لَنَرٰكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ج وَ لَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ وَ مَا اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ .

তুমি যা বল এর অনেক কথাই আমরা বুঝি না এবং আমরা তো আমাদের মাঝে তোমাকে দুর্বলই দেখছি। তোমার স্বজনবর্গ না থাকলে আমরা তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতাম। আমাদের উপর তুমি শক্তিশালী নও।

—সূরা হূদ ঃ ৯১

ফিরাউন তার এবং হযরত মূসা (আ)-র মাঝখানে আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট এবং নির্লজ্জভাবে যে উক্তি করেছিল ঃ

www.pathagar.com

وَ نَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَ هٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ ج اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ . اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ لا وَّ لَا يَكَادُ يُبِيْنُ . فَلَوْلَا اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلٰئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ .

ফিরাউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ঘোষণা করল, 'হে আমার সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নয়? এই নদীগুলো আমার পাদদেশে প্রবাহিত। তোমরা এটি কি দেখ না? আমি তো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি থেকে, যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলতেও অক্ষম। মূসাকে কেন দেওয়া হল না স্বর্ণ-বলয় বা তার সংগে কেন এলো না ফেরেশতারা দল বেধে। —সূরা যুখ্রুফ ঃ ৫১-৫৩

আম্বিয়া (আ) যেসব কওমে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তারা সাধারণত অত্যধিক শক্তি ও ক্ষমতাধর, অবর্ণনীয় উপকরণাদির অধিকারী এবং প্রাচুর্যশালী থাকত। হযরত হূদ (আ)-এর বাণী তাঁর কওম সম্পর্কে একটু পূর্বে আমি উল্লেখ করেছি।

وَاتَّقُوْا الَّذِىْ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ . اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّ بَنِيْنَ . وَجَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ .

ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সমুদয় বস্তু, যা তোমরা জান। তোমাদেরকে দিয়েছেন জীব-জন্তু, সন্তান-সন্ততি, উদ্যান ও প্রস্রবণ।

—সূরা আশ-শু'আরা ঃ ১৩২-১৩৪

হযরত সালিহ্ (আ) তাঁর উম্মতদেরকে এভাবে দাওয়াত দিলেন ঃ

فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ . وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ . اَتُتْرَكُوْنَ فِىْ مَا هٰهُنَا اٰمِنِيْنَ . فِىْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ . وَّ زُرُوْعٍ وَّ نَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ . وَ تَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ .

অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালকের নিকটই রয়েছে। তোমাদেরকে কি নিরাপদে ছেড়ে রাখা হবে, যা এখানে তোমাদের আছে তাসহ উদ্যানে-প্রস্রবণে ও শস্যক্ষেত্রে এবং সুকোমল গুচ্ছবিশিষ্ট খেজুর বাগানে। তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ। —সূরা আশ-শু'আরা ঃ ১৪৪-১৪৯

www.pathagar.com

এবং হযরত শু'আয়ব (আ) তাঁর কওমকে বলেন ঃ

اِنِّى اَرَاكُمْ بِخَيْرٍ

আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধিশালী দেখতে পাচ্ছি। —সূরা হূদ ঃ ৮৪

কিন্তু আল্লাহ্ প্রদত্ত সেসব আরাম-আয়েশের পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াল ? এর উত্তর কুরআনের ভাষায় শুনুন ঃ

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَ اَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ص وَّ جَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ .

তারা কি দেখে না যে তাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি ? তাদেরকে দুনিয়ায় এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেমনটি তোমাদেরকেও করিনি এবং তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম আর তাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করেছিলাম। অতঃপর তাদের গুনাহ্র দরুন তাদেরকে বিনাশ করেছি। এবং তাদের পরে অপর মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি।

—সূরা আল-আন'আম ঃ ৬

জড়বস্তুর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ খোদাপ্রদত্ত প্রকৃতির বিরুদ্ধে উপকরণাদির চরম দ্রোহিতা

কুরআনে বারবার বর্ণিত হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর ঘটনাই উপকরণাদির কার্যকারিতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তাঁর সম্পর্কিত ঘটনাবলী উপকরণ এবং উপকরণ-পূজারীদের শক্তিকে উপহাস করছে সেগুলির দুর্বলতার এবং নিষ্ফল প্রমাণিত হওয়ার জ্বলন্ত স্বাক্ষর। তা দেখে মনে হবে, হযরত ইব্রাহীম (আ) জড়বস্তু এবং তার পূর্বসূরিদের ঠাট্টা করার জন্যই বিশেষভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই জড় পদার্থকে যারা শ্রদ্ধা নিবেদন করত, এগুলির ওপর ঈমান আনত ও এগুলির উপর সার্বিক তোয়াক্কা করে চলত, তাদেরকে ঘৃণা করা, আল্লাহ্র মদদে তাদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করা, তাদেরকে হেয় মনে করাতে যেন এক ভিন্ন স্বাদ, মানসিক তৃপ্তি এবং অন্তরাত্মার শান্তি অর্জিত হত। হযরত ইব্রাহীম (আ) যেন ঈমান ও তওহীদের দীর্ঘ বরকতময় জীবন পর্বত-প্রমাণ জড়বস্তুকে পদদলন এবং আপন দৃঢ়তা দিয়ে এগুলিকে নাস্তানাবুদ করাকে অপরিহার্য ভাবার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তাই তিনি সংশয়ের উপর ঈমানের, জড় পদার্থের উপর রূহের, শিরকের উপর তওহীদের প্রভুত্ব কায়েম করায় সচেষ্ট হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

ইব্‌রাহীম (আ) তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে পারিপার্শ্বিক শক্তি ও রাজত্ব, জড়বস্তু ও উদর পূজা, ভিত্তিহীন উপাস্য, হুমকি সৃষ্টিকারী ক্ষমতার মুকাবিলায় সব সময় বিদ্রোহের আপসহীন ঝাণ্ডা উড্ডীন রেখেছেন। এর মূল কারণ তদানীন্তন বিশ্বটি ছিল জড়বস্তুর একনিষ্ঠ অনুসারী ও অশেষ আস্থাবান। এমনকি তারা জাগতিক উপকরণাদিকে স্বনির্ভর এবং স্বয়ং সক্রিয় ভাবত। আসল খোদার সাথে সেগুলিকে ভিন্ন খোদা হিসেবে চিহ্নিত করেছিল তারা। জড় পদার্থের এই অন্ধ অনুশীলন, দেবত্ব ও তোয়াক্কা তাদেরকে তাদের পূর্বানুকৃত ও আকণ্ঠ নিমজ্জিত পৌত্তলিকতার পাশাপাশি আর একটি নব পৌত্তলিকতায় ঠেলে দিয়েছিল, হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর পুণ্য জীবন একসাথে উভয় প্রকার পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য উৎসর্গ হয়। তাঁর যুদ্ধ ঘোষণা, নিষ্কলঙ্ক তওহীদের দাওয়াত, আল্লাহ্‌র একক ও সর্বব্যাপী কুদরতের দাবির সারকথা এই ছিল—আল্লাহ্ অনস্তিত্বকে অস্তিত্বে আনতে পারেন। তিনি সবকিছুর স্রষ্টা। বস্তুর ক্রিয়ার সর্বাত্মক ক্ষমতা তাঁরই হাতে। বস্তুকে তিনি নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারেন। বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতাকে নিয়ন্ত্রণ ও রহিত করতে পারেন তিনি এবং তিনি ভিন্ন ক্রিয়াও পয়দা করতে পারেন। বস্তুকে তিনি যার ইচ্ছা তার অনুসারী করে দিতে পারেন।

হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর বিরোধিগণ তাঁর সে বস্তুবাদ দ্রোহিতার অপরাধে তাঁকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আগুনের কুণ্ডলী তৈরী করল ঃ

حَرِّقُوْهُ وَ انْصُرُوْا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ -

তাকে জ্বালিয়ে দাও, সাহায্য করো তোমাদের মা'বুদবর্গের, যদি তোমরা তা করতে পার। —সূরা আম্বিয়া ঃ ৬৮

হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর পূর্ণ ইয়াকীন ছিল। আগুন আল্লাহ্ পাকের নির্দেশের অনুসারী এবং আগুনের জন্য জ্বালানো এমন একটা অনিবার্য গুণ বা বৈশিষ্ট্য নয়, যেটি আগুন থেকে পৃথক হতে পারে না। বরং আগুনের মধ্যে এ গুণটি আমানতস্বরূপ গচ্ছিত হয়েছে। এটি এমন এক বিশেষত্ব, যার বলগা রয়েছে মহা পরাক্রমশীল আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি চাইলে কখনো এর গতি মন্থর ও নমনীয় করে দিতে পারেন, আবার চাইলে সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নিয়ে শীতল ও আরামদায়ক করে দিতে পারেন, আবার চাইলে সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নিয়ে শীতল ও আরামদায়ক করে দিতে পারেন। তাই তো হযরত ইব্‌রাহীম (আ) নমরূদের "আগুনের কুণ্ডলীতে" একজন তওহীদবাদী হিসেবে প্রশান্ত চিত্তে নিতান্ত দৃঢ়তার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পরিণাম ঠিক তার য়াকীন অনুযায়ী-ই প্রকাশ পেল।

www.pathagar.com

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ . وَ اَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ .

আমি বললাম, হে আগুন! তুমি ইব্‌রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। তারা তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল কিন্তু আমি তাদেরকে করে দিলাম আরো ক্ষতিগ্রস্ত। —সূরা আম্বিয়া ঃ ৬৯-৭০

হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর সময়কার মানুষদের ধারণা ছিল—শস্য সজীবতা, সুখকর পরিবেশ ও পানির প্রাচুর্য বিনে জীবন ধারণ অসম্ভব। তাই তারা তাদের পরিবার-পরিজন এবং নিজের বসবাসের জন্য এমন উর্বর জমি নির্বাচন করত, যেখানে থাকত পানির প্রাচুর্য এবং সজীবতার ব্যবস্থাপনা। আর যেখানে শিল্প ও ব্যবসার সুবন্দোবস্ত থাকত। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) সে চিরাচরিত নিয়ম নীতি, প্রচলন ও রেওয়াজ এবং বৈষয়িক সম্পদের দিকে তোয়াক্কার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন, যার ফলে তাঁর একটা ছোট্ট পরিবারের জন্য (এক মাতা ও সন্তান বিশিষ্ট) পানি ও তৃণহীন উপত্যকা বসবাসের জন্য পছন্দ করলেন। সেখানে ফসল উৎপন্নের ব্যবস্থা যেমনি সুগম ছিল না, তেমনি ব্যবসায়-কারবারেরও ছিলনা কোন সুযোগ। এমনকি সে জায়গাটি বহির্জগত এবং ব্যবসায় কেন্দ্র হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ছিল। পুঁজি সরবরাহের কেন্দ্র থেকেও তা বহু দূরে ছিল।

হযরত ইব্‌রাহীম (আ) আল্লাহ্ পাকের নিকট রিযিকের প্রসারতার জন্য দোয়া করলেন। যেন মানুষের মন-মানসিকতাকে তিনি সেই উপত্যকার দিকে আকৃষ্ট করে দেন এবং ফল-ফলাদি প্রচলিত পন্থার ব্যতিক্রমে পৌঁছিয়ে দেন। তিনি বলেন ঃ

رَبَّنَا اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ .

হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কিছু সংখ্যককে বসবাসে রাখলাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট। হে আমাদের প্রতিপালক! যেন তারা নামায কায়েম করে। অতএব, তুমি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দ্বারা তাদের রিযিকের ব্যবস্থা কর, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

—সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ৩৭

www.pathagar.com

আল্লাহ্ পাক তাঁর দোয়া কবূল করলেন এবং সে জায়গাটিতে রিযিক, নিরাপত্তা, শান্তির জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেন। আর তাঁর নগরীকে রকমারি ফল-ফলাদি এবং মঙ্গল ও সমৃদ্ধির অফুরন্ত ভাণ্ডারে পরিণত করে দিলেন।

اَوَ لَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ .

আমি কি তাদেরকে এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত করিনি ? যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানি হয়, আমার দেয়া রিযিকস্বরূপ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। —সূরা কাসাস ঃ ৫৭

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ . الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ . وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ .

অনন্তর তারা 'ইবাদত করুক এ গৃহের রক্ষকের, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভয় হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন। —সূরা কুরায়শ ঃ ৩-৪

হযরত ইব্রাহীম (আ) তাঁর পরিবার-পরিজনকে এমন মরু প্রান্তরে রাখলেন– পিপাসা নিবৃত্ত করার কিংবা কণ্ঠনালীকে একটু তাজা করার মত পানি সেখানে ছিল না। সেখানে অবশেষে প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতির ব্যতিক্রমে বালুরাশি থেকে ঝর্ণাধারা সম্প্রসারিত হল। আর সেই ঝর্ণাধারাই তখন থেকে এখন পর্যন্ত এভাবে প্রবহমান রয়েছে যে, লোকজন প্রাণভরে অহরহ সেখান থেকে পানি পান করে চলছে। এমন কি তা সঙ্গে নিয়েও নিজ নিজ দেশে ফিরছে। হযরত ইব্রাহীম (আ) তাঁর পরিবারকে রেখে গেলেন জনমানবশূন্য সে ময়দানে। অথচ এ ময়দানই এককালে গিয়ে মানবকুলের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে রূপান্তরিত হল, যার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মানুষ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নিয়ে সফরের প্রহর গুণছে। বিশ্বের সুদূর আনাচ-কানাচ থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এর কাছে এসে পৌঁছেছে।

এমনিভাবে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর জীবনযাত্রা তাঁর যুগের বিস্তৃত এবং সীমাহীন পৌত্তলিকতা ও বস্তুপূজার বিরুদ্ধে এক উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ ছিল। তাঁর জীবনাদর্শ আল্লাহ্ পাক এবং পরাক্রমশীলতা এবং তাঁর চিরজয়ী অভিপ্রায়ের উপর ঈমান আনয়নের জন্য ছিল এক যিন্দা নিদর্শন। তাঁর সাথে আল্লাহ্ পাকের আচরণও এমন ছিল যে, তিনি ইব্রাহীম (আ)-এর সামনে বস্তুকে নত করে দিলেন এবং তাঁর উপর তিনি তাঁর বিস্ময়কর অনুগ্রহ অব্যাহত রাখলেন।[১]

১. গ্রন্থাকারের 'আল-মুসলিমুন'-এর ১৮০-১৮১ পৃষ্ঠা থেকে এই অংশটুকু চয়ন করা হয়েছে। সংখ্যা ৭/৮ ১৩৮১ হিজরী।

www.pathagar.com

বস্তুবাদের সীমিত ও সংকীর্ণ মানসিকতার মুকাবিলায় হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনাটি চ্যালেঞ্জ

হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর ঘটনার পর হযরত মূসা (আ)-র ঘটনাটিও সেই বস্তুবাদীদের বিরুদ্ধে জাজ্বল্যমান চ্যালেঞ্জ, যারা বস্তুকে স্বয়ংক্রিয়, সনাতন ও অটুট বিধিমালা ভাবছে তাদের ধারণা, বস্তু এমন পরাক্রমশালী শক্তি যে, তা শুধু শাসকই, কারো শাসিত নয়।

হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনাবলী যেসব ব্যক্তিকে নিতান্ত দুর্বিপাকে নিক্ষেপ করে, যাদের চিন্তা ও গবেষণা বস্তু ব্যতীত কিংবা বস্তুর উর্ধ্বে বিচরণ করে না। এ আলোচ্য বিষয়ে আমি আমার একটি অতীত নিবন্ধ থেকে সহায়তা নেব। সেখানে হযরত মূসা (আ) সম্বন্ধে কুরআনে আলোচিত ঘটনা এবং এর থেকে উপদেশ গ্রহণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

হযরত মূসা (আ)-এর জন্ম মিসরের এমন একটা ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন পরিবেশে, যা বনূ ইসরাঈলকে সার্বিকভাবে গ্রাস করে ফেলেছিল। অবরুদ্ধ করে দিয়েছিল তাদের নাজাতের সবকটি পথ। তাদের অবস্থা নৈরাশ্যজনক, ভবিষ্যত অন্ধকার, সংখ্যায় স্বল্পতা, সম্বলহারা, সামাজিক গ্লানি, দুশমন, শক্তিধর ক্ষমতাসীন, স্বৈরাচারী ইত্যাদি। তাই তাদের জীবনের পথ দুর্গম কন্টকাকীর্ণ। এগুলিকে তখন প্রতিরোধ করার মত বনূ ইসরাঈলের কেউ ছিল না। কেউ ছিল না তাদের মুক্তিদাতা। বনূ ইসরাঈল ছিল এমন একটা সম্প্রদায়, যাদের ভাগ্যে শুধু লাঞ্ছনা এবং বঞ্চনা বলে সকলের নিশ্চিত ধারণা হয়ে পড়েছিল। যেন তারা দুর্দশা ও সর্বনাশা পরিণতির শিকার হওয়ার জন্যই দুনিয়ায় এসেছিল। এমন বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে যখন তারা ভুগছিল, তখনি হযরত মূসা (আ)-এর আবির্ভাব। তাঁর ঐতিহাসিক জন্ম বৃত্তান্ত এবং জীবন প্রণালী পুরোটাই বস্তু-দর্শন এবং নিয়মনীতির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রতীয়মান হয়। ফিরাউনের অভিপ্রায়—মূসা ভূমিষ্ঠই না হোক। কিন্তু তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েই গেলেন। ফিরাউনের প্রত্যাশা—হযরত মূসা (আ) যিন্দা না থাকুক। অথচ তিনি যিন্দা রয়ে গেলেনই। যিন্দা রয়ে গেলেন তিনি কাঠের এক মুখবন্ধ সিন্দুকে মিসরের নীল নদের পানিতে, অলৌকিকভাবে।

হযরত মূসা (আ) দুশমনের কোলে লালিত হচ্ছেন। স্বীয় হত্যাকারীর তত্ত্বাবধানে থেকে তিনি ধীরে পাখা গজিয়ে বিচরণমুখী হতে চলেছেন। তিনি পলায়ন করেছেন; অথচ নাজাত পাচ্ছেন। এক বৃক্ষের ছায়াতলে বসছেন বিষণ্ন ও আশ্রয়হারা হয়ে ; অথচ এক মহতী আতিথেয়তা এবং সুখের পরিণয়বন্ধনে

www.pathagar.com

মহিমান্বিত হচ্ছেন। পরিবার ও আপনজন নিয়ে রওয়ানা হয়েছেন, পথিমধ্যে পথ হারিয়ে রাতের অন্ধকারে আটকে পড়েছেন। এদিকে তাঁর পত্নীর প্রসব বেদনা দেখা দেয়। এজন্য বের হতে হয় তাঁকে আগুনের তালাশে। অথচ পেয়ে যান তিনি এমন নূর, যার রশ্মিতে গোটা বনূ ইসরাঈলের ভাগ্যাকাশে নবদিগন্তের সৃষ্টি হল। একটি জাতি পথের দিশা পেল। নবী মূসা (আ) মাত্র একজন মহিলার প্রয়োজনীয়তা এবং তার সহানুভূতির উদ্দেশ্যে উপায় খুঁজছেন, অথচ হাসিল হয় তাঁর এমন এক আলোকবর্তিকা, যদ্দ্বারা সমস্ত মানবতার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এবং তাদের চাহিদা পাথেয় জুটে গেল। বিভূষিত হলেন তিনি নবুয়ত ও পয়গম্বরীর অমূল্য ভূষণে। গতকাল ছিল যার উপর হুলিয়া জারী, যিনি ফেরারী আসামি—আজ তিনিই রাজকর্মচারী ও অনুচরবর্গে বেষ্টিত—মিসর সম্রাট ফিরাউনের শাহী দরবারে প্রবেশ করার প্রয়াস পাচ্ছেন। জিহ্বায় জড়তা ছিল, মানসিক দিক থেকে ছিলেন তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অথচ আজ তিনি-ই ফিরাউন ও তার অনুচরবর্গকে স্বীয় দাওয়াত, ঈমান, যুক্তি ও বিবৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত করছেন। ফিরাউন তার যাদুকরদের সহযোগিতা নিয়ে হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযাকে প্রতিহত করতে সংকল্পবদ্ধ। তার ধারণা মূসা (আ)-এর এইটিও ভেল্কী ও যাদু। আল্লাহ্র মহিমা, তার যাদুকর ব্যর্থ হয়ে মূসা (আ)-এর অনুসারী হতে চলেছে এবং তারা মন্তব্য করছে ঃ

قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ . رَبِّ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ .

আমরা জগতসমূহের প্রতিপালকের উপর তথা মূসা ও হারূনের প্রভুর উপর ঈমান আনলাম। —সূরা আশ-শুআরা ঃ ৪৭-৪৮

বনূ ইসরাঈলকে তিনি রাতের অন্ধকারে, নির্যাতনের সে তিক্তভূমি মিসর ত্যাগ করে মুক্তির আবাসভূমির দিকে চলে যাওয়ার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আদিষ্ট হন। এদিকে ফিরাউন তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মূসা (আ)-এর পেছনে ধাওয়া করছে। ভোর ঘনিয়ে আসছে, হযরত মূসা (আ) সমুদ্রকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। এদিকে তার দৃষ্টি পড়ে পশ্চাদ্ধাবনকারী দুশমনের দিকে। তিনি সাগরে ঝাপ দিচ্ছেন—সাগর হয়ে পড়ে দ্বিখণ্ডিত। একএক খণ্ড সুবিশাল পাহাড়ের ন্যায়। হযরত মূসা (আ) এবং তাঁর অনুসারীবৃন্দ সাগর পাড়ি দিচ্ছে দেখে ফিরাউনও তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সাগরে অবতরণ করছে। আল্লাহ্র মহিমা—ফিরাউন ও তার সহচরবর্গ সবাই সর্বগ্রাসা সাগরের মুখের গ্রাস হয়ে যায়। এমনি করে ফিরাউন এবং তার অতুলনীয় ক্ষমতাধর দল ধ্বংসপ্রাপ্ত হল

www.pathagar.com

এবং নিঃস্ব ও দুর্বল বনূ ইস্‌রাঈল সম্প্রদায় তাদের স্থলাভিষিক্ত হতে সক্ষম হল।[২]

وَ اَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ط وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِى اِسْرَاعِيْلَ لا بِمَا صَبَرُوْا ط وَ دَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ وَ قَوْمُهٗ وَ مَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ .

আর আমি মজলুম সম্প্রদায়কে আমার বরকতময় দেশের পূর্ব ও পশ্চিমের সব এলাকার অধিকারী করে দিলাম। ফলে তোমার প্রভুর উত্তম প্রতিশ্রুতি বনূ ইস্‌রাঈলের জন্য পূর্ণত্ব লাভ করল। এটা তাদের ধৈর্যের প্রতিদান। এভাবে আমি ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের সকল কারুকার্য বিধ্বস্ত করলাম, যা তারা উঁচু উঁচু করে তৈরী করেছিল। —সূরা আল-আরাফ ঃ ১৩৭

হযরত ইউসুফ (আ)-এর কিস্‌সা এবং প্রচলিত নিয়ম-নীতি থেকে তাঁর দূরীভূত থাকা

হযরত ইউসুফ (আ)-এর কিস্‌সায়ও অনুরূপ প্রচলিত নিয়ম-নীতির ব্যতিক্রম ও বিস্ময়কর ব্যাপার সন্নিবেশিত হয়েছে। তাঁর কাহিনী প্রচলিত প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপ, কার্যকারণের রীতিনীতির পরিপন্থী এক জ্বলন্ত নিদর্শন। ভ্রাতাদের ঈর্ষা ও কারচুপি, কূপের তলায় এক দীর্ঘ সময়কাল তাঁর অবস্থান, যাত্রীদলের গোলামি ইত্যাদির তাঁকে সম্মুখীন হতে হয়েছে, যদ্দরুন তাঁর জীবন নাশ, যাতনা, অবমাননার শিকার হওয়ার তীব্র আশংকা ছিল। কিন্তু তিনি এসব থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও অক্ষত থেকেছেন এবং যিন্দা থাকছেন।

হযরত ইউসুফ (আ)-কে পবিত্রতা, সাধুতা, কৃতজ্ঞতা এবং ভদ্রতার এক অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হচ্ছে। অথচ তখন তিনি তীব্র প্ররোচনা ও উত্তেজনাকর সৌন্দর্য ও যৌবন জোয়ারে ভাসমান ছিলেন। পক্ষান্তরে ছিল প্রতিপক্ষের প্রবল চাপ ও জোর আহবান (যার হাতে ছিল ক্ষমতা, যার অবদান তার আপাদমস্তক বেষ্টিত ছিল)। পরিশেষে এক মারাত্মক অভিযোগে এবং চারিত্রিক কেলেংকারীর অপবাদে তাঁকে কারাগারে প্রবেশ করতে হয়। তখন ছিলেন তিনি অপরাধীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান। সেখানে কারারুদ্ধ করা হত সাধারণত এমন দুষ্কৃতিকারীদেরকে, যারা চরিত্রগত

২. গ্রন্থকারের 'আরবী নিবন্ধ 'সাওরাতুন ফিত্-তাকফীর' থেকে এটুকু সংগৃহীত। এটি তিনি তাঁর বিখ্যাত আরবী গ্রন্থ 'আল-মুসলিমুন'-এর উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন।

www.pathagar.com

কলুষে আক্রান্ত হত। এরূপ থেকে তো কিছু একটা অনুমান করে ধরে নিয়ে শহরে মজার মজার গুজব ছড়ানোর সুযোগ দেখা দেয়।

সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে হযরত ইউসুফ (আ) সম্পর্কে এতসব ঘটছে। তাঁর মাতৃভূমি থেকে সুদূরে অবস্থিত মিসর নগরীতে। মিসরীয়গণ প্রকৃতই এঁদেরকে ঘৃণা করত। ইসরাঈলী হওয়ার অর্থই ছিল সম্মান ও ক্ষমতার বণ্টনে এদের কোন হিস্সা নেই। হযরত ইউসুফ (আ) এহেন বংশের সন্তান বিধায় তাঁর দেহে তো অমনি-ই জন্মগত কালিমা রয়েছে, গোলামির সীলমোহর যাদের ভাগ্যে ছিল অবিচ্ছেদ্য। এত সব পারিপার্শ্বিকতা, দুর্নাম, কলংক, অসম্মান ও অবিশ্বস্ততার জন্য মিসরীয় সমাজের যে-কোন মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভের পক্ষে নিশ্চিত অন্তরায় ছিল। (এরূপ ক্ষেত্রে রাজকীয় মর্যাদা লাভ এবং উচ্চপদস্থ কোন দায়িত্বের কল্পনা করা মোটেই সম্ভব নয়।) এতদসত্ত্বেও তাঁর মিসরের গভর্নর হওয়া, প্রশাসন ভার হাতে আসা এবং জনসাধারণের উপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করা ইত্যাদি কল্পনাতীত। কিন্তু তবুও তো লোকজন হযরত ইউসুফ (আ)-কে মিসরের মর্যাদাকর পদে আসীন এবং শাসনভারকে নিয়ন্ত্রণ করার অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছে।

وَ كَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ج يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ط نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاءُ وَ لاَ نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ .

এভাবেই ইউসুফকে আমি সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। সে সেদেশে যথা ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি ; আমি সৎকর্মশীলদের প্রাপ্য নষ্ট করি না। —সূরা ইউসুফ ঃ ৫৬

ইউসুফ (আ)-এর কিস্সার সাথে মহানবী (সা)-র জীবনচরিতের সাদৃশ্য

খাতামুন্নাবিয়্যীন (সা), তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারী কুরায়শগণ এবং তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণকারী মু'মিনগণকেও অনুরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং বিপদসংকুল পরিস্থিতির কবলে পতিত হতে হয়েছিল। এদের সংখ্যালঘিষ্ঠতা, অবস্থানের দুর্বলতা, প্রয়োজনীয় সম্বলের অভাব, স্ববংশীয়দের তাচ্ছিল্য, কঠোর সামাজিক বিরোধিতা ও বয়কট, ঘেরাও, চাপ প্রয়োগ, আল্লাহ্র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, ঈমান গ্রহণের অপরাধে নির্যাতন (তাদের দৃষ্টিতে যারা ছিল বদ্দীন এবং আহাম্মক), রাসূল (সা)-কে হত্যার সালিশ এবং বিভিন্নমুখী ভয়-ভীতি প্রদর্শন তাঁদের নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় ছিল, যার সঠিক চিত্রটি কুরআনের চেয়ে সুন্দর ভাবগম্ভীর বাচনভঙ্গিতে অভিব্যক্ত করা অসম্ভব।

وَاذْكُرُوْا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ .

www.pathagar.com

স্মরণ কর, তোমরা ছিলে অল্প সংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে; তোমরা আশংকা করতে যে, লোকেরা তোমাদের হঠাৎ ধরে নিয়ে যাবে।

—সূরা আল-আনফাল ঃ ২৬

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি অদৃশ্য সাহায্য এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুসংবাদ

এমন ঘোর তমসাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে–যখন কোন আশার সঞ্চার হচ্ছিল না, ভবিষ্যতের কোন প্রকার শুভ সংবাদও পাওয়া যাচ্ছিল না এবং সেখানে দেখা দিচ্ছিল না আলোকরশ্মির কিঞ্চিত জ্যোতির আভাস–ঠিক এমনি মুহূর্তে আল্লাহ্ পাক হযরত সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সালাম-এর সামনে পরিবেশন করলেন হযরত ইউসুফ (আ)-এর কিসসা। আঁ হযরত (সা)-এর জীবন চরিত ইউসুফ (আ)-এর কিসসার সাথে সুসামঞ্জস্যশীল। কুরায়শ গোত্রের আচার-ব্যবহার হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণের আচার-ব্যবহারের সাথে পুরো মিল রাখে। নবী করীম (সা)-এর এখানেও ঈর্ষা এবং যুদ্ধ দিয়ে জীবনের সূত্রপাত হয় এবং এর ইতি টানা হয় ত্রুটি স্বীকার, সম্মান প্রদর্শন, অনুতাপের দ্বারা। নবী (সা)-এর ব্যাপারে এসেও শুরু হয় চরিত্রটি বিচ্ছেদ, সম্পর্কচ্ছেদ, নির্যাতন ও জুলুমের অধ্যায় দিয়ে। এর সমাপ্তি ঘটে আত্মসমর্পণ এবং অনুকম্পা প্রার্থনার করুণ দৃশ্য নিয়ে।

হযরত ইউসুফ (আ) সম্বন্ধে এসেছে কূপের অন্ধকারের কথা, এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে আসছে গারে 'ছাওর'-এর যন্ত্রণাময় অবস্থানের কথা। হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঐতিহাসিক জীবনে কারাগারে দিনাতিপাতের কঠিন অধ্যায় এবং নবী (সা)-এর জীবন সংগ্রামের "শি'আবে আবূ তালিব" (গুহাবন্দী)-এর বেদনাতুর কালো অধ্যায়। একটি অপরটির সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রাখে।

শত্রুদের পক্ষ থেকে পরীক্ষিত একই উক্তি উভয়ের বেলায় ব্যক্ত করা হয় ঃ

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَ اِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ .

আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ নিশ্চয় তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরা নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলাম। —সূরা ইউসুফ ঃ ৯১

তাঁরা উভয়ই স্বীয় সমাজকে একই ধরনে ভদ্রতা ও বিনয়মাখা উত্তর দিলেন ঃ

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ط يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ز وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ .

সে বলল, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

—সূরা ইউসুফ ঃ ৯২

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনে হযরত ইউসুফ (আ)-এর কিসসাটির প্রারম্ভিকতায় বলা হয় ঃ

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ صلے وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ .

আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি ওহীর মাধ্যমে এ কুরআন প্রেরণ করে, যদিও এর পূর্বে তুমি অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। —সূরা ইউসুফ ঃ ৩

এবং তাঁর সেই কিসসার সমাপনী ঘোষণা করা হয় নিম্নোক্ত বাণীটি দিয়ে ঃ

لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ط مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلَّ شَىْءٍ وَّ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ .

তাদের বৃত্তান্তে সুধী ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা, এটা এমন বাণী যা মিথ্যা রচনা নয়। কিন্তু মু'মিনদের জন্য এটা পূর্ব গ্রন্থে যা আছে, তার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়াত ও রহমত। —সূরা ইউসুফ ঃ ১১১

এই সূরায়ে ইউসুফই তখন মক্কার মূর্খতাসর্বস্ব বর্বর পরিবেশে অবতীর্ণ হয়ে নবী (সা)-এর জন্য এক অর্থবাহী ঐতিহ্যবহ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিচ্ছিল। ইউসুফ (আ)-এর ঘটনাটি যেন আসলে নবী (সা)-এরই ঘটনা। বৈরী পরিবেশে ইশারা ও সংকেতের মান সাহিত্যের পরিভাষায় কিন্তু স্পষ্টতার ঊর্ধ্বে।

নবীগণের সফলতা মূলত উম্মতেরই সফলতা

অতঃপর আল্লাহ্ পাক নবী করীম (সা)-কে হযরত মূসা (আ) এবং ফিরাউন ও তার অনুচরবর্গের ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। ঘটনা যতটুকু সূরায়ে 'কাসাস'-এর মধ্যে বিবৃত হয়েছে, তাতে আলোকপাত করা হয়েছে, হযরত মূসা (আ)-এর কামিয়াবী এবং ফিরাউনের ধূর্তামি সম্বন্ধে। বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে হযরত মূসা (আ)-এর নিরাপত্তা, রিসালাত, নবুয়ত, (স্বীয় পত্নীর জন্য আগুন তালাশের সময়) শত্রুপক্ষের নিপাত, বনূ ইসরাঈলের পরিত্রাণ সম্পর্কে। তাঁর ঘটনাটি হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনার সাথে এখানে প্রায়ই মিল পরিলক্ষিত হয়। হ্যাঁ, পার্থক্য এটুকু যে, মূসা (আ)-এর বিবরণীতে বনূ ইসরাঈলের মুক্তি, তাঁদের কৃতকার্যতা এবং নেতৃত্বের বিষয়টি বেশি বর্ণিত হয়েছে।

হযরত মূসা (আ) সম্পর্কিত এই সূরাটির প্রারম্ভ করা হয় এক বিভীষিকাত্মক ভূমিকা দ্বারা। কুরায়শ—দুশমনদের অন্তরকে কম্পিত করে তোলা এবং নিঃস্ব ঈমানদারগণের আসন্ন দীপ্ত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে প্রভাবান্বিত

www.pathagar.com

করার জন্য সূরাটি এমন এক উত্তম হাতিয়ার, যা কুরায়শগণ মোটেই বরদাশত করতে পারছিল না। বরং কিভাবে তারা ঈমানদারদের জামাতটিকে শেষ করে দিতে পারে, সেই পাঁয়তারা করছিল তারা।

طٰسٓمٓ . تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ . نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ . اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يُّسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحْىٖ نِسَاءَ هُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ . وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ . وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَ هُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ .

তা-সীন-মীম; এ আয়াতগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের, আমি তোমার নিকট মূসা ও ফিরাউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি মু'মিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। ফিরাউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের এক শ্রেণীকে সে হীনবল করছিল। তাদের পুত্রগণকে সে হত্যা করত এবং নারীদেরকে সে জীবিত রাখত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। আমি ইচ্ছে করলাম সেদেশে যাদের হীনবল করা হয়েছিল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে এবং দেশের অধিকারী করতে এবং তাদেরকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে। আর ফিরাউন, হামান এবং তাদের বাহিনীকে তা' দেখিয়ে দিতে, যা তাদের নিকট থেকে তারা আশংকা করত। —সূরা কাসাস ঃ ১-৬

দাওয়াতদাতা এবং ঈমানদার ও পুণ্যবানদের জন্য শক্তি ও আস্থা অর্জনের উৎস

এই হৃদয়গ্রাহী প্রভাব সৃষ্টিকারী কিস্‌সাসমূহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্তরে শক্তি ও সান্ত্বনা প্রদানের নিমিত্ত অবতীর্ণ হচ্ছিল। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ج وَجَاءَكَ فِىْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ .

www.pathagar.com

রাসূলদের ঐ সকল বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণনা করছি, যদ্দ্বারা আমি তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি, এর মাধ্যমে তোমার নিকট এসেছে সত্য এবং মু'মিনদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সাবধান বাণী। —সূরা হূদ ঃ ১২০

এসব সত্য ঘটনাই আল্লাহ্‌র পথের আহবায়ক নবুয়তের রাজপথের যাত্রী দল, ঈমান, নেক আমল এবং আল্লাহ-ভীতির দিকে অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী, বিপদে ধৈর্য ধারক ও ন্যায়ের স্বার্থে জিহাদে অবিচল-প্রাণদের জন্য নিজ নিজ কর্মপথে আত্মবিশ্বাস যোগানোর প্রাণকেন্দ্র ও উৎস ছিল।

আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনায় ইরশাদ করেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَائِيْلَ لا بِمَا صَبَرُوْا ط وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ .

এবং বনী ইসরাঈল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভ সংবাদ সত্যে পরিণত হলো যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল আর ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প সৌকর্যময় যেসব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তা ধ্বংস করেছি।

—সূরা আ'রাফ ঃ ১৩৭

এবং ইউসুফ (আ) আল্লাহ্ প্রদত্ত স্পষ্ট অনুগ্রহরাজির তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলেন ঃ

قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَا اَخِىْ ز قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ط اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ .

সে বলল–আমিই ইউসুফ এবং এ আমার ভাই, আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে ব্যক্তি মুত্তাকী এবং ধৈর্যশীল, আল্লাহ্ সেরূপ সৎকর্মশীলদের শ্রমের বিনিময় নষ্ট করেন না। —সূরা ইউসুফ ঃ ৯০

এটা জেনে রাখা একান্তই আবশ্যক যে, আল্লাহ্ পাকের এ চিরন্তন নীতিতে কখনো ব্যতিক্রম ঘটে না। নবী (আ)-গণের আদর্শ পথ ও মতে দাওয়াত এবং সাধনা, ঈমান এবং নেক 'আমল, সহনশীলতা ও অনুসরণ মহৎ চরিত্র এমন একটি সনাতন কল্যাণময়ী বৃক্ষ, যা আল্লাহ্‌র মহিমায় সর্বযুগে সর্বাবস্থায় চিরঞ্জীব ও সজীব রয়েছে এবং একজন সহায়-সম্বলহারা ব্যক্তিও এর উপর ভর করে শক্তিমান হয়ে উঠেছে। এর দ্বারা ক্ষমতা অর্জনে সচেষ্ট হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর।

আল্লাহ্‌র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে।

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ .

www.pathagar.com

এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। —সূরা বাকারা ঃ ২৪৯

وَ لاَ تَهِنُوْا وَ لاَ تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .

তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা ঈমানদার হও। —সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৩৯

কুরআনে বর্ণিত ওসব ঘটনা বংশপরম্পরা শক্তি এবং উপদেশ হাসিলের উৎস হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আসছে। এই জন্য এর ঈমানী আদর্শ যুগে যুগে এই শিক্ষাই দিয়ে আসছে যে, প্রকৃত কৃতকার্যতা ও সফলতা আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুসৃত দাওয়াতেই নিহিত থাকে এবং আল্লাহ্ পাকের অনুমোদিত চরিত ও গুণাবলীতেই রয়েছে নিশ্চিত উন্নতি ও অগ্রগতি। এই উন্নতি ও অগ্রগতির ধারক ও বাহকদের বাহ্যিক উপকরণ যতই প্রতিকূল থাকুক না কেন, হোক না তাদের বিরুদ্ধাচরণ-কারিগণ সুশিক্ষিত যোদ্ধা আর হোক তারা যতই নিঃস্ব ও দুর্বল, সাফল্য এদের অনিবার্য। স্বয়ং আল্লাহ্ বলেন ঃ

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ط فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ط وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ .

দু'টি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। একটি দল আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করছিল। অপর দলটি কাফির ছিল। তারা তাদেরকে চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।

—সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৩

আম্বিয়া (আ)-এর দাওয়াতে ঈমান আনয়নে ব্যর্থতায় ধ্বংস অনিবার্য

আম্বিয়ায়ে কিরামের জীবনচরিত–যা আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে কখনো সবিস্তারে আবার কখনো সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন ও একাধিকবার করেছেন, তা একত্রিত করলে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে যে সনাতন মূল ফরমূলাটির সন্ধান পাওয়া যায়, তা হচ্ছে—শত বাধাগ্রস্ত হওয়ার পরও কৃতকার্যতা তাঁদের সুনিশ্চিত। তাই এর দু'টি অবস্থা-ই হতে পারে। তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করে আম্বিয়ায়ে কিরামের একনিষ্ঠ ভক্তে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া, অন্যথায় হালাকী ও ধ্বংস অবধারিত।

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ط وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

www.pathagar.com

অতঃপর জালিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হল এবং প্রসংশা আল্লাহ্‌রই, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। —সূরা আল-আন'আম ঃ ৪৫

শুধু ব্যক্তিগত এবং জাতিগত স্বার্থসিদ্ধির কোন মূল্য নেই

যে দাওয়াতের উপর মানবতার সৌভাগ্য ও মুক্তি নির্ভরশীল মহান আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সে দাওয়াতের মূল্য হচ্ছে—এ দাওয়াতের স্বার্থে প্রকৃতি এবং কুদরতের নীতিতেও পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটে থাকে। এ দাওয়াতের খাতিরে এমন কিছু আয়োজিত হয়, যা কল্পনাতীত। এর পাশাপাশি ব্যক্তিক কিংবা সামষ্টিক স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত কিংবা নেতৃত্বের মোহ এবং অনর্থক ক্ষমতা লোভের দ্বারা ইসলাম ও মানবতার কোন ফায়দা হয় না। এসব জিনিসের সাথে মূলত অমঙ্গল, ফাসাদ, কুফর ও অনাসৃষ্টির কোন সংঘাতই নেই। তাদের সমস্ত সংগ্রাম ও পাঁয়তারার লক্ষ্য—পাপাচারিতার কর্মকাণ্ড যা হবে আর ঘটবে—সেসব যেন সংঘটিত হয় তাদেরই আওতাধীনে এবং ছত্রছায়ায়, সেগুলোর লভ্যাংশ যেন পৌঁছে তাদের হিস্‌সায়। ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত এ জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টার কোন মূল্যই নেই আল্লাহ্‌র কাছে। বলতে কি, তুচ্ছ মশার ডানার তুল্য মূল্যও নয় তাঁর কাছে। আল্লাহ পাকের সামান্যতম ভ্রুক্ষেপ নেই তাদের সম্পর্কে যে, কোন্ উপত্যকায় গিয়ে তারা প্রাণনাশ করছে আর দুশমন কর্তৃক পরাভূত হচ্ছে এবং কোথায় যেয়ে তারা ঠেকছে ও নিঃশেষ হচ্ছে ?

এহেন ভিত্তিহীন চেষ্টা সাধনার মুকাবিলায় আবার গজিয়ে উঠে স্বৈরাচারী নির্দয় জালিমের অভ্যুত্থান এবং মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এমন বৈষম্য ও সমস্যা, যার আদি অন্ত উন্মোচন করাটুকুও সম্ভব হয়ে উঠে না।

সর্বব্যাপী বহুল প্রচারিত একটি ভ্রান্ত ধারণা

মুসলিম সমাজ ও ইসলামী বিশ্বে একটি ধারণা আদৃত ও স্বীকৃত হয়ে গিয়েছে এবং এই ধারণায় সবাই বদ্ধপরিকর হয়ে বসেছে যে, বস্তুবাদী শক্তিই উন্নতি ও প্রগতির মানদণ্ড, মহৎ জীবন ও সচ্চরিত্র নয়। কতিপয় শীর্ষস্থানীয় দীনদার এমনকি দীনের দিকে দাওয়াতদাতারা পর্যন্ত এ স্লোগান—"সবচেয়ে আগে চাই পার্থিব শক্তি"। এটি-ই হচ্ছে ভ্রান্ত ধারণা যা আম্বিয়া (আ) এবং রাসূল (আ)-গণ প্রত্যাখ্যান করে গিয়েছেন। আর তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁদের জীবনচরিতে, নানাবিধ ঘটনা প্রবাহে, অলৌকিকতায়, আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ অনুগ্রহে এবং শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার প্রশ্নে।

এই প্রেক্ষিতে আমি আমার গ্রন্থ 'সাওরাতুন ফীত্-তাকফীর' থেকে একটু উদ্ধৃতি ধার নিচ্ছি ঃ

www.pathagar.com

দীর্ঘদিন যাবত আমরা স্বীয় সত্তা, মূল্য ও মর্যাদাকে (বিশ্ব মানচিত্রে) বৈষয়িক শক্তি, উপযোগিতা, জড় উপকরণ, প্রাকৃতিক বস্তু, রাষ্ট্রীয় উৎপাদন, জনসংখ্যাগত শক্তি, সামরিক পজিশন-এর নিরিখে পরিমাপ ও পরিসংখ্যানের পাল্লায় মাপতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। এতে কোন ক্ষেত্রে আমরা আমাদের পাল্লাকে ভারী পাচ্ছি, আবার কোন ক্ষেত্রে হালকা, কখনো প্রফুল্ল হয়ে উঠছি আবার কখনো বিষণ্ন।

দীর্ঘদিন আমরা পশ্চিমা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে আকৃষ্ট হয়ে আছি। তাদের নেতৃত্বকে আমরা এমন ভাবে মেনে ফেলেছি যে, আজ যেন তা আমাদের জন্য নিশ্চিত তকদীর, সনাতন ফয়সালা এবং অটুট বিধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের সামান্য অবকাশও যেন নেই। পুরানো সে প্রবাদটিরই যেন পুনরাবৃত্তি ঘটলো—"কেউ যদি তোমাকে এ খবর দেয়—তাতারীগণ কোথাও পরাস্ত হয়েছে, কখনো বিশ্বাস করো না।"

বর্তমানে আমরা পশ্চিমা নেতৃত্বে এবং পাশ্চাত্যের আগ্রাসী শক্তির প্রতিবাদ করার উপায় উদ্ভাবন নিয়ে কিঞ্চিত চিন্তা করছি না। তার যদিও কখনো 'ইলম ও তত্ত্ব থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে, সুবুদ্ধি ও সুচিন্তার পাশ কেটে একটু ভাবতে বসি—তখন আমরা আমাদের উপসর্গ ও সম্ভাব্য প্রয়াস, সামরিক শক্তি, অস্ত্র সরবরাহ এবং পারমাণবিক অবস্থান নিয়ে পর্যালোচনা করতে ভগ্ন মনোরথ হয়ে পড়ি। দুর্ভাগ্যের সকরুণ পরিহাস যেন তখন আমাদের চারদিক ঘিরে ফেলে। আমাদের জন্য তখন একটি বিকল্পহীন পথই যেন উন্মুক্ত থাকে—আমরা অন্যদের দ্বারা শাসিত, আমরা পরাধীন। স্বাধীনতা থেকে বঞ্চনা, পশ্চিমাদের কৃপা দৃষ্টি প্রার্থনা এবং বৃহৎ শক্তিদ্বয়ের যেকোন একটির সাথে অভিসার রচনার নিমিত্তই যেন আমরা দুনিয়াতে এসেছি।[৩]

ঈমান ও তাবেদারীই ঈমানদারের হাতিয়ার এবং সফলতার চাবিকাঠি

অথচ আল্লাহ্ পাক কুরআনে করীমে নবীগণ (আ)-এর যে জীবনচরিত এবং তাদের শত্রুদের যে ভয়াবহ পরিণতির বর্ণনা দিয়েছেন, সেগুলির স্পষ্টকরণে আমি আমার নিবন্ধে কতগুলি প্রকাশ্য উপমাও পরিবেশন করেছি, তদ্দ্বারা অধুনা ধ্যান-ধারণার মূলে কুঠারাঘাত না হেনে পারে না। ওসব জিনিস আমাদেরকে এটা স্পষ্ট করে বলে দেয় যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের সফলতার মোক্ষম হাতিয়ার এবং শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করার আসল অস্ত্র হচ্ছে ঈমান, তাবেদারী এবং আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত। এর দ্বারাই তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য ও উপকরণে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও সফলকাম

৩. সাওরাতুন ফীত-তাক্ফীর ঃ ২-৩।

www.pathagar.com

হয়েছেন। অর্জন করেছেন তাঁরা নেতৃত্ব। হিদায়াতের দায়িত্বের সুমহান আসনে এর দ্বারাই তাঁরা আসীন হয়েছিলেন।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ط وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ .

এবং আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশানুসারে পথপ্রদর্শন করত। যখন তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল, তখন তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী। —সূরা সাজদা ঃ ২৪

وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ .

আমি মূসা এবং তার ভাইকে ওহী প্রেরণ করলাম। মিসরে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য গৃহ স্থাপন করো এবং তোমাদের গৃহগুলিকে 'ইবাদতগৃহ করো। নামায কায়েম করো এবং মু'মিনদেরকে শুভ সংবাদ দাও। —সূরা য়ুনুস ঃ ৮৭

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ .

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন। —সূরা মুহাম্মদ ঃ ৭

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْا اِلَى السَّلْمِ صلے وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ صلے وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ .

সুতরাং তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না। তোমরাই প্রবল। আল্লাহ্ তোমাদের সাথে আছেন। তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো নষ্ট করবেন না। —সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩৫

মুসলিম উম্মাহ্‌র ভবিষ্যৎ নবীগণের জীবনচরিতের সাথে সম্পৃক্ত

উপরোক্ত বাস্তব প্রজ্ঞাময়ী ঘটনাবলীর আহবান এবং শিক্ষা হচ্ছে এটাই যে, নবী (আ)-গণের জীবনাদর্শ এবং তাঁদের পূত চরিত্রমাধুরী থেকে আমাদের পথ-নির্দেশনা নিতে হবে। আর এটিই হচ্ছে সরল ও বিশুদ্ধ রাস্তা। আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) সবাই যে পথে পথ চলেছেন পবিত্র কুরআন যেটির নীল নক্‌শা এঁকে রেখেছে, সেটাই আমাদের সাফল্যের পথ। অনুন্নত জাতিগুলির জন্য ভবিষ্যতের কোন আশা-আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হলে তার সমাধান রয়েছে এই প্রজ্ঞাময়ী কুরআনে। নিখুঁত দাওয়াতদাতা এবং সঠিক 'আকীদাধারী জাতিগুলির ভবিষ্যত নবীগণের জীবনাদর্শের সাথেই সম্পৃক্ত। আল্লাহ্ পাকই সঠিক কথা বলেন এবং তিনিই প্রকৃত পথপ্রদর্শক।

www.pathagar.com

পঞ্চম ভাষণ

মুহাম্মদী রিসালাতের মাহাত্ম্য

বর্বরতার যুগের ট্রাজেডী

যে বর্বরতার যুগের চরম অধঃপতন সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের কিঞ্চিৎ দ্বিমত নেই, এর ট্রাজেডী কিন্তু কুফর, অনাসৃষ্টি, বদ'আমল, গুনাহ্, জুলুম, ঔদ্ধত্য, প্রকৃত মানবতার অনুপস্থিতি, মানবাধিকারের বিলুপ্তি, স্বেচ্ছাচারী এবং স্বৈরাচার শাসক গোষ্ঠীর শাসন বিস্তার ইত্যাদি নয়। অনুরূপ ট্রাজেডী এটিও নয় যে, আল্লাহ্র 'ইবাদতকারী সালেহ বান্দাদের সংখ্যাল্পতা কিংবা তাদের সমূলহারা হওয়া। এসব জিনিস পরিতাপের বিষয় বটে। তবে এসবের অবতারণা মানবতার আবহমান কালের সুদীর্ঘ ইতিহাসে অসংখ্যবার ঘটেছে এবং সেগুলির প্রতিরোধে দাওয়াত ও ইসলাহ্র প্রক্রিয়া হাতে নিয়ে সচেতন হৃদয়সম্পন্ন, দৃঢ় ও অনঢ় ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ যুগে আপন কার্যক্ষেত্রে অব্যাহত রেখেছেন।

প্রকারান্তরে জাহিলিয়াতের সে ট্রাজেডী, যার বিভীষিকাময় পরিণতি থেকে পরিত্রাণ দেওয়া এবং মানুষের সামাজিক অধিকার বলবৎ করার জন্য মুহাম্মদী রিসালাতের অভ্যুদয় হল—তা হচ্ছে সঠিক 'ইলম, সদিচ্ছা, ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বুক টান করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এমন গুণের অধিকারী একটি জামাতের তদানীন্তন বিশাল বসুন্ধরায় অবর্তমান থাকা। অর্থাৎ সে ট্রাজেডীর মূল কারণ ছিল এমন একটি হক্কানী জামাতের অনুপস্থিতি, যারা অশুভ শক্তিগুলোর মাঝবেলায় কল্যাণকামিতার ভিতের উপকরণাদি একটা নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার প্রয়াস পাবেন।

সঠিক 'ইলমের অভাব

যে 'ইলমের বদৌলতে মানুষ তার রবকে যথাযথভাবে চিনতে পারে, তার কাছে পৌঁছা যায়, যদ্দ্বারা মানুষ সহীহ, খালিস, পছন্দনীয় 'ইবাদত করতে পারে—এমন 'ইলম বর্বরতার যুগে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আর তখনকার সে জাহিলী যুগে যদিও পাওয়া যেত নিখুঁত ইলম, সুঠাম মনোবৃত্তি এবং হকের সন্ধানী দু'একজনকে, তবে অনাচারে বেষ্টিত পারিপার্শ্বিকতার দরুন বেশি কিছু তার থেকে আশা করা সম্ভব হয়ে

www.pathagar.com

উঠত না। সে তিমিরাচ্ছন্ন পরিবেশে যে 'ইলমই আসুক না কেন—মূর্খতা এবং কুসংস্কারে মিশ্রিত থাকা এবং অন্তঃসারশূন্য হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। এ জাতীয় 'ইলমে বিশুদ্ধতা নগণ্য, ভ্রান্তির আধিক্য, লাভ কদাচিৎ, ক্ষতি সুনিশ্চিত হওয়ার আশংকাই বেশি ছিল।

সুঠাম ও সঠিক মনোবৃত্তির অভাবে

আর যদিও সে দুর্লভ সঠিক 'ইলম কোন 'আলিমের অন্তর কিংবা কোন দার্শনিকের কিশ্‌তি অথবা প্রাচীন যুগে অবতারিত কোন সঠিক 'ইল্‌মের অবশিষ্টাংশ হিসাবে কোথাও পাওয়া যায়, তাও পরিবেশজনিত অসুবিধার কারণে সেই নিখুঁত মনোবৃত্তি পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে, যা সেই সঠিক 'ইল্‌মকে যথোচিত মর্যাদার সাথে আহরণ করবে, জীবন চলার আলোকবর্তিকা করে দেবে, এর বাহক এর দ্বারা তার কুবৃত্তির মোহ এবং অজানা জীবন পদ্ধতির মুকাবিলা করাবে।

তাই তো সেই বর্বরতার যুগে আল্লাহ্-তালাশী ও ন্যায়ের সন্ধানের প্রেরণা লোপ পেয়ে গিয়েছিল। এই পথের সন্ধান পরিক্রমায় শক্তি ও মনোবল অচল হয়ে পড়েছিল। তা ব্যয়িত হতো একমাত্র জীবিকার অন্বেষা, কুপ্রবৃত্তি পূজা, কামনা-বাসনার চাহিদা মোচন, রাজগণের অন্ধ-অনুসরণ আর তাদের জন্য আত্মবিসর্জনে। মমত্ববোধের স্ফুলিংগ তখন নিবু নিবু প্রায়। অন্তরের উত্তাপ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। সেগুলোয় তখন পার্থিব মোহের বরফ জমে উঠেছিল। দীনের প্রচার-প্রসারের কেন্দ্রগুলিতে পরিদৃষ্ট হতো শুধু কুসংস্কারক্লিষ্ট পৌত্তলিকতা এবং বাহ্যিক প্রথা-প্রচলনের ক্রিয়াকলাপ।

ন্যায়ের সহযোগী ও সংরক্ষক দলের অনুপস্থিতি

ঘটনাক্রমে যদিও এ জাতীয় বর্বর পরিবেশে কোথাও সহীহ 'ইলম এবং সৎ মনোবৃত্তির অস্তিত্ব পাওয়া যেত, তাও আবার পাওয়া যেত না তখন এমন কোন আশ্রয়দাতা কিংবা শক্তি, যার ছত্রছায়ায় সেটি বিকশিত হয়ে উঠবে আর দুর্বল মুহূর্তে সেসব সুসংহত শক্তি থেকে একটু শক্তি হাসিল করতে পারবে। কারণ ন্যায়ের সহায়তা ও সংরক্ষণের ব্যাপারটি ব্যক্তিগত সংস্কার এবং সংযম শুদ্ধিতেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর কিছুসংখ্যক যারা একাকী দিন কাটাচ্ছিল গির্জা, মন্দির, পর্বতগুহা কিংবা পর্বতশৃংগে—তাদেরকে উপমা দেওয়া যেতে পারে এমন একটি প্রদীপের সাথে, যেটির সলিতা জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছে, অবশিষ্ট নেই তাতে একটু তেলও। ফলে এর আলো একবারেই ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল শীত ঋতুর ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশির দীর্ঘক্ষণ প্রবল বারিপাতের পর মিট্ মিট্ করে জ্বলতে থাকা জোনাকি পোকার মত। এদিক-ওদিক সেগুলি ডানা খুলে উড়ে আর একটু একটু করে আলো বিতরণ করে। অথচ এতে কোন পথহারা মুসাফিরের পথের দিশা

www.pathagar.com

তো পাওয়া যায়-ই না, পায় না এর দ্বারা শীতে থরথর করে কম্পমান একজন ভ্রাম্যমাণ পথিক কিঞ্চিৎ তাপ।

একটি দীপ্ত সূর্যের প্রতীক্ষায়

যে সঠিক ইল্‌ম মানুষকে সৃষ্টির স্রষ্টা ও মালিকের সত্তা ও তাঁর গুণাবলী এবং নির্বাচিত নামসমূহের যথাযথ পরিচিতি দান করে, তাদেরকে তাদের স্রষ্টার সাথে এক সুদৃঢ় অথচ অভিনব শৃঙ্খলে জুড়ে দেয়, যে ইল্‌ম বুদ্ধি ও দেমাগকে নতুন ঈমান ও নিশ্চিত প্রত্যয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়, অন্তরাত্মাকে মহব্বতে আপ্লুত করে তোলে, সীমালংঘনকারীদের দীনের বিকৃতি সাধন এবং বাতিল-পসন্দদের ভ্রান্ত মিশ্রণ ও ভিত্তিহীন সংযুক্তিকে বিদূরিত করে মানুষদেরকে ঘোর তমসা থেকে আলোর দিকে ধাবিত করে যে ইল্‌ম, যে ইল্‌ম সংশয় থেকে মুক্ত করে দৃঢ়তার দিকে নিয়ে যায়, সে ইল্‌ম বিশ্ববাসী হাসিল করার প্রয়াস পেল একমাত্র নবুয়তে মুহাম্মদীর রূপরেখায়। এই ইল্‌মই যাবতীয় দ্বিধা, সংশয় এবং সর্বপ্রকার ভ্রান্তির মূলে কুঠারাঘাত হানার উপযোগী ছিল। যেগুলিতে আক্রান্ত ছিল পৌত্তলিক ও নাস্তিক জাতিগুলি এক দীর্ঘকাল ব্যাপী। নবুয়তে মুহাম্মাদীর বদৌলতে অর্জিত এ ইল্‌ম ইয়াহুদী, খৃস্টান অর্থাৎ আহলে-কিতাবের মাঝখানে বিরাজমান মতান্তরের সঠিক সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছিল। বস্তুত যদি তাদের মধ্যে আল্লাহ্-ভীতির সামান্যতম লেশও থাকত, তাহলে অবশ্যই স্বীকার করত যে, তারকারাজি জ্যোতিহীন হয়ে পড়েছে, ভূগর্ভ থেকে উদয় হয়েছে এক জ্যোতিষ্মান সূর্য। প্রভাতী কিরণের দীপ্তির প্রদীপের প্রয়োজনীয়তা ঘুচিয়ে দিয়েছে।

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ . رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً . فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ .

কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল, তারা এবং মুশরিকগণ স্বীয় মতে অবিচলিত ছিল তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত। আল্লাহ্‌র নিকট হতে এক রাসূল এলেন, যিনি তিলাওয়াত করেন পবিত্র গ্রন্থ, যেখানে রয়েছে সঠিক বিধান। —সূরা বায়্যিনা ঃ ১-৩

ঈমানকে দুর্বল ও মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ফালসাফা ও শিরকের কারসাজি

সদিচ্ছা সব সময়ই সঠিক ইল্‌ম এবং প্রবল ঈমানের অনুগামী হয়। মানুষ যখন দুই-একটি হাকীকতের উপর আস্থা স্থাপন করতে যায়, ভালো-মন্দ বুঝতে পায় আর এতদ্বারা আশা-ভীতি, সংশয় ও লোভের প্রেরণা জাগ্রত হয়, তখন তার ইচ্ছাশক্তি

www.pathagar.com

তাকে সহায়তা করে। তার অঙ্গরাজিও তাকে সাহায্য করে। কিন্তু বর্বরতার যুগে সুদৃঢ় ঈমান অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যদ্দরুন মানুষ মহান আল্লাহ্‌র সত্তা, জান্নাত ও দোযখ, আখিরাত এবং স্বীয় 'আমলের জবাবদিহির মূল্যবান 'আকীদা থেকে মাহরূম হতে চলেছিল। তখনকার সে পরিস্থিতিতে ঈমান এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির পারস্পরিক বাঁধনকে টুটে দেওয়ার পেছনে ফালসাফা ও শিরকেরও এক বিরাট হিস্‌সা ছিল। এই ফালসাফা মহান আল্লাহ্ পাকের জন্য তাঁর বিশেষ গুণাবলীকে জোরালোভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে আসছে। এদিকে আল্লাহ্ পাকের সেসব বিশেষ গুণের ক্ষেত্রে শির্‌ক এসে আল্লাহ্‌র সাথে সৃষ্টিকেও অংশীদারীর শামিল করে দিয়েছে। এমনি করে ফালসাফা এবং শির্‌ক—উভয়টিই আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যকার সম্পর্কে ক্ষতি পৌঁছিয়েছে। তাই তো যার সম্পৃক্তি গড়ে উঠেছে ফালসাফার সাথে, তার 'আকীদা খোদাকে কুদরত, হিকমত, রহমত এবং মহব্বতশূন্য ভাবা, তাই তাঁকে ভয় করা কিংবা তাঁর থেকে কিছু একটা আশা করার আদৌ প্রয়োজন নেই। এদিকে যারা শিরকের 'আকীদা পোষণ করে থাকে, তারা তো ব্যস্ত রয়েছে সৃষ্টিকুলের আশ্রয় গ্রহণ এবং তার সামনে শিরাবনত করায়! তারা তো দৃষ্টির আড়ালে বিরাজমান খোদার কাছে সাহায্য প্রার্থনার প্রয়োজনীতাই বোধ করে না। তাদের আর এতটুকু অবসরই বা কোথায়?

এমনি করে তখনকার বিশ্ব দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি শিবির তো তাদের নিজেদের মধ্যে পরকালে নিমিত্ত কোন প্রকার চেষ্টা-সাধনার যৌক্তিকতাই খুঁজে পাচ্ছিল না। দ্বিতীয় শিবিরটি অবকাশ পাচ্ছিল না ঈশ্বরগণের মহা ঈশ্বরের কাছে একটু আরাধনার। বর্বরতার যুগের এই দৃষ্টিভঙ্গিদ্বয় নিখিল বিশ্বের সম্পৃক্তিকে এক দীর্ঘকাল ব্যাপী মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন থেকে ছিন্ন করে রেখে দিয়েছিল। ফলে মানবাত্মায় মমত্ববোধ এবং আল্লাহ্ প্রেমের দীপ্ত মশাল নিষ্প্রভ হয়ে যায়। ক্রমান্বয়ে মানব প্রকৃতিতে গচ্ছিত গুণাবলী ও যোগ্যতা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। শিকার হয়ে যায় মানুষ শির্‌ক, কুসংস্কার, কুপ্রবৃত্তি ও রাজা-বাদশাহ্‌দের দাসত্ব, তাগূত ও শয়তানের প্রতারণায় বেড়াজালের। পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত মানববিশ্ব সকল দেব-দেবী ও উপাস্যদের উপাসনায় নিমগ্ন হয়ে যায়, যেগুলির জন্ম দিয়েছে তারা নিজেরাই। এগুলো হয় তারা পূর্বপুরুষদের থেকে পেয়েছে অথবা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন, কর্মপদ্ধতি বাস্তবায়িতকরণ এবং জীবন প্রণালীর অধীনে তারা নিজেরাই গড়ে নিয়েছে। তারপর নিজের জন্য তা অপরিহার্য করে নিয়েছে। এ বিভিন্নমুখী উপাস্যদের প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উক্তিটি উপস্থাপনযোগ্য ঃ

قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ ۔

www.pathagar.com

তোমরা নিজেরা যাহাদিগকে খোদাই করিয়া নির্মাণ কর, তোমরা কি তাহাদিগেরই পূজা কর ? —সূরা আস-সাফ্ফাত ঃ ৯৫

নবীর আনীত বিশ্বজনীন ঈমানী দাওয়াতের মাধ্যমেই জাহিলী পরিবেশে পরিবর্তন আনা সম্ভব

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র শক্তিতে ক্ষমতাবান মহামানব ব্যতিরেকে শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে বিলুপ্ত ঈমানকে পুনরায় উজ্জীবিত করা, নতুন চেতনা এবং ভালোবাসা অন্তরে সৃষ্টি করা অসম্ভব ছিল। অসম্ভব ছিল এটুকুও যে, তাদের সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তিকে ছলনাময়ী আনন্দদায়ক জীবন যাত্রার মোহ এবং নাফ্‌সের আরাম এবং বিলাসের চাহিদা পূরণের কঠিন চাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। সম্ভব ছিল না তখন মানুষের মনোবৃত্তিকে প্রভাবশালী বাদশাহদের তোষামোদী থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে নিরাকার আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত করা কিংবা আল্লাহ্‌র মরযী মুতাবিক তাদেরকে গড়ে তোলা। অসম্ভব ছিল আল্লাহ্‌র পথে তাদের জানমাল এবং সমস্ত প্রিয় বস্তুকে একমাত্র পরকালের সওয়াবের প্রত্যাশায় জলাঞ্জলি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করে তোলা।

এ গুরুত্ববহ কাজ এমনকি এ কৃতিত্বের জন্যই এমন লৌহ মানবের প্রয়োজন যাঁকে গগনচুম্বী পাহাড়েও লক্ষ্যচ্যুত করা দুরূহ। জিন ও ইনসানের ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতার দরুন যিনি কিঞ্চিৎ দুর্বল হওয়ার নন। এ বাক্যাংশটি যথাযথ পরিত্যক্ত হয়েছে নবী করীম (সা)-এর একটি বাণীতে ঃ

لَوْ وَضَعَتْ الشَّمْسُ فِى يَمِيْنِىْ وَالْقَمَرُ فِى يَسَارِىَ مَا تَرَكْتُ هَذَا الْاَمْرُ حَتّٰى يَظْهَرَهُ اللّٰهُ اَوْ اَهْلَكَ فِى طَلَبِهٖ –

যদি কুরায়শগণ আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্রও তুলে দেয়, আমি এ দাওয়াতের কাজ ছাড়ব না। যতক্ষণ আল্লাহ্ পাক এটিকে না সফলকাম করে দেন কিংবা আমি এই পথে নিঃশেষ হয়ে যাই।[১]

এই মহতী কাজের জন্য প্রয়োজন সেই দৃঢ় ঈমানের, যা সমস্ত বিশ্ব এবং বিশ্ববাসীকে বন্টন করে দিলে যথেষ্ট হবে আর সমস্তের দ্বিধাকে ইয়াকীন এবং দুর্বলতাকে সবলতায় পরিণত করে দেবে। এই-ই হবে সেই ঈমান, যা ঈমানদারের রসনা বা জিহবা থেকে এমন জটিল মুহূর্তেও উচ্চারিত হয়, যখন এ রসনা বাকহীন হয়ে পড়ে এবং দৃষ্টিশক্তি হয়ে পড়ে ক্ষীণ। তাই তো জগতবাসী অবলোকন করেছে—

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি বাণীর একাংশ। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য ইব্‌ন কাসীরের আল-বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া ৪৩/৩ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

গুহার সন্নিকটে প্রাণের শত্রু দণ্ডায়মান অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর গুহাসঙ্গীকে এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন—

لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا -

বিচলিত হয়ো না, আল্লাহ্ রয়েছেন আমাদের সাথে। —সূরা তাওবা ঃ ৪০

মহানবী (সা)-র দূরদৃষ্টি স্থান-কাল এবং বিভিন্ন আচরণের প্রতিবন্ধকতা ছেদ করে 'আরবের একজন আর্ত বেদুইন সুরাকাহ (রা)-এর হাতে শাহানশাহে ইরানের স্বর্ণ-নির্মিত বলয় অবলোকন করেছিলেন। অসহনীয় চরম ক্ষুধা ও শত্রু বেষ্টনীর ভেতর দিয়েও তিনি (সা) এক পাথরের স্ফুলিঙ্গে দেখতে পেয়েছিলেন রোম সম্রাটের শ্বেত-মহল। মহানবী (সা)-র হিজরতের সময় সুরাকাহ ইব্ন জু'ছুম নবী করীম (সা)-কে ধাওয়া করতে এসে গুহাদ্বারে পৌঁছলে তার অশ্বের পা মাটিতে বসে যায়। অতঃপর সুরাকাহ তাঁর গোস্তাখীর জন্য মহানবী (সা)-র সমীপে অনুকম্পা প্রার্থী হন। তখন নবী করীম (সা) এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "সুরাকাহ! সে সময়টি কেমন মনে হবে যখন পারস্য সম্রাটের স্বর্ণ-নির্মিত বলয় তোমার হাতে এসে পৌঁছবে? পারস্য রাজধানী মাদাইন বিজয়ের পর শাহান্‌শাহের স্বর্ণ-বিগলিত বলয় যখন গনীমতের মালের সাথে পেশ করা হলো, তখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত 'উমর (রা) সুরাকাহ (রা)-কে সেই বলয় পরিধান করিয়ে দিলেন। অকল্পনীয় সেই ভবিষ্যদ্বাণী পুঙখানুপুঙ্খ বাস্তবায়িত হলো। অনুরূপ খন্দকের যুদ্ধে আঁ হযরত (সা) একটি পাথরের উপর কোদাল নিক্ষেপ করলে পাথর থেকে চমকিত হলো অগ্নিশিখা। আঁ হযরত (সা) বললেন, "এই আলোয় আমি রোম সম্রাটের শ্বেত-মহল অবলোকন করেছি।" নবুয়তের এই দূরদৃষ্টি অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হলো। মুসলমানদের করায়ত্তে এলো কায়সারের সেই শ্বেত মহল।[২]

বিশ্বব্যাপী জাহিলিয়াতের সমাপ্তি এবং এর স্থলে নব-জীবন, ইয়াকীন এবং দীনী মূল্যবোধের উজ্জীবন যদি কারো দ্বারা সম্ভব হওয়ার থাকে, তো এমনি শক্তিশালী এবং পয়গম্বরী ঈমানের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। আল্লাহ্‌র রহমতের আশ্রয় ধরে তা মানুষের দ্বারা মানুষেতেই বিকশিত হয়।

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ .

তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রসূলরূপে, যিনি তাদের

২. ব্যাখ্যার জন্য হাদীস ও সীরাত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

নিকট আবৃত্তি করছেন তাঁর আয়াত, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন তাদেরকে কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।

—সূরা জুমু'আ ঃ ২

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ .

তিনিই তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ। সকল দীনের উপর এটিকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য। যদিও মুশরিকগণ তা অপসন্দ করে।

—সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ৯

স্থায়ী সংস্কারক এবং অধ্যবসায়ী জামাতের প্রয়োজনীয়তা

বর্বরতার এ সংক্রামক ব্যাধি গুটিকয়েক সংস্কারক কিংবা সংঘবদ্ধ একটি দল অথবা বড় একটি শিক্ষা পাদপীঠ দ্বারা যথেষ্ট হওয়ার ছিল না। কেননা প্রায় অপ্রতিরোধ্য এ সংক্রামক ব্যাধি চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। এর জন্য প্রয়োজন ছিল একদল স্থায়ী উম্মতের। যারা এর প্রতিবিধানে ঐক্যবদ্ধ এবং একটানাভাবে চেষ্টা-সাধনাকে অব্যাহত রাখবে। খোদার যমীনে বাতিল যেখানেই থাকুক না কেন, তা প্রতিহত করার জন্য তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর অনাচারের শিকড় যত গভীরেই পৌঁছুক, তা সমূলে উৎপাটনে সচেষ্ট থাকবে। তারা খোদার যমীনকে ইন্‌সাফ ও ন্যায়পরায়ণতায় পরিপূর্ণ করে দেবে। যেমনিভাবে একবার এই যমীন জুলুম ও নির্যাতনে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। আর তখন যমীন অপেক্ষমাণ ছিল একজন নিপুণতা-সম্পন্ন এমন নবীর জন্য যার অনুসারী হবেন একদল অজেয় উম্মত। পরিশেষে হলোও তাই।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط

তোমরাই উত্তম উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দেবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করবে। —সূরা আলে-ইমরান ঃ ১১০

সুধী! নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আগমন ঠিক এমন এক সময়ে ঘটলো, মানবতা যখন তাঁর আগমনী বার্তার প্রতীক্ষায় অস্থির ও উতলা হয়ে উঠেছিল। যেমনি প্রখর রৌদ্রে বিদগ্ধ পরিবেশ এবং উত্তপ্ত ভূমি মৌসুমের প্রথম বারিপাতের প্রতীক্ষায় থাকে।

www.pathagar.com

وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ . ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهُ يُحْيِى الْمَوْتٰى وَاَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ .

তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমি পানি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। এটি এ জন্য যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনিই সর্ববিষয়ে শক্তিমান। —সূরা হাজ্জ ঃ ৫-৬

রাসূলের আবির্ভাবের বৈপ্লবিক প্রভাব

হঠাৎ সে মৃত মানবদেহ তথা মানব বংশধরের মৃতদেহে জীবনের সঞ্চালন হলো। দুর্গন্ধময় মৃতদেহটি আবার হাত-পা নাড়তে শুরু করল। এই তথ্যটিকেই ঐতিহাসিকগণ তাদের নিজস্ব ভাষায় পারস্য সম্রাটের প্রাসাদ কম্পন, এবং পারস্যের অগ্নি নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়ার অর্থে ধরে নিয়েছে। আপনারা হয়তো অবলোকন করেছেন—পাকা এবং মযবূত বিল্ডিংগুলি এবং গগনচুম্বী অট্টালিকাসমূহ পর্যন্ত একটুখানি ভূমিকম্পের দরুন হেমন্তকালীন পল্লবরাজির ন্যায় মাটিতে খসে পড়ে যায়। তাহলে কায়সার ও কিস্‌রার এবং অপরাপর ফিরাউনের অপকীর্তি নবী করীম (সা) তথা বসুন্ধরার সৌভাগ্য ভাস্বরের উদয়নে কি বিদূরিত হতে পারে না ?

এক নতুন দুনিয়ার আত্মপ্রকাশ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্ম এবং আবির্ভাব শুধু একজন নবী কিংবা একজন উম্মত অথবা একটি যুগেরই জন্ম নয়, বরং একটি নতুন দুনিয়ার আত্মপ্রকাশ ছিল। আর তা একমাত্র তাঁরই মাধ্যমে ঘটেছে। তাঁর এই দুনিয়া কিয়ামত পর্যন্ত অটুট থাকবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অভ্যুদয়ের শুভ প্রভাব পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বিরাজমান। পৃথিবীর অণু-পরমাণুতে গাঁথা তাঁর শুভাগমনী প্রভাব। বিশ্বাসী স্বীয় 'আকীদা, ভাবধারা, কৃষ্টি-কালচার, চরিত্র ও সমাজ এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তা যে কার্যকর করে নিয়েছে তা-ই নয় শুধু ; বরং এমন সুদৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে ধরেছে যে, কোনক্রমেই তা এখন আর পৃথক করা সম্ভব নয়। আর যদি পৃথক করানো হয় কোনভাবে, তাহলে অবশ্যই পৃথিবীবাসী তার মহামূল্যবান মূলধন এবং আসল উপকরণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে দুনিয়া তার জীবনীশক্তি পাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট চিরঋণী। কেননা তাঁর আবির্ভাবই এটিকে বেঁচে থাকার

www.pathagar.com

উপযোগিতা দান করল। এর আয়ুসীমা বর্ধিত করা হলো। কল্যাণকে অনাচারের উপর প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে তিনিই (সা) তো খোদায়ী গযবের তাণ্ডবলীলা এবং আল্লাহ্‌র অত্যাসন্ন লা'নত এবং দুর্ভাগ্যের করাল গ্রাস থেকে পরিত্রাণ দিলেন দুনিয়াকে। অথচ তাঁর শুভাগমনের পূর্বক্ষণেও দুনিয়া এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, এর শয়নকক্ষ যেন উল্টে পাল্টে যাচ্ছিল। ভিত যেন উৎপাটিত হতে চলছিল।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ .

মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে এবং স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে তারা ফিরে আসে। —সূরা রূম ঃ ৪১

এই প্রেক্ষিতে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ نَظَرَ اِلَى اَهْلِ الْاَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ اِلاَّ بَقَايَا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ -

আল্লাহ্ পাক দৃষ্টি দিলেন যমীনবাসীদের দিকে, 'আরব, অনারব সবাইকেই অপসন্দ করলেন অবশিষ্ট গুটিকয়েক আহ্‌লে-কিতাব ব্যতীত।

বর্বরতার যুগের খতিয়ান

মহান প্রজ্ঞাময়ী আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠে কি দেখলেন? কাউকে দেখলেন পুতুলের সামনে শিরাবনত অবস্থায় পড়ে আছে। কাউকে দেখলেন—উদর পূজায় লিপ্ত। কেউ রয়েছে রাজা-বাদশাদের কিংবা শয়তানের গোলামিতে ব্যতিব্যস্ত। খালিস দীন, সত্যের অন্বেষা, সঠিক জ্ঞান, উত্তম আমল, আল্লাহ্‌র দিকে রুজূ' এবং আখিরাতের সাধনা ইত্যাদি যেখানে অনুসন্ধানযোগ্য, সেখানে এগুলির অস্তিত্ব পরশমণির ন্যায় দুর্লভ হয়ে পড়েছিল। হাকীমুল ইসলাম হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলবী (র) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থে সেই বর্বরতার যুগের যে করুণ চিত্রটি পরিবেশন করেছেন, আমি এর চেয়ে সফলকাম উপস্থাপনা এই প্রসঙ্গে অন্য কোন লেখকের লেখনীতে আর দেখিনি।

হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন ঃ

"শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী স্বেচ্ছাচারী রাজত্ব করার ফলশ্রুতিতে ও দুনিয়ার আরাম-আয়াশে লিপ্ত থাকার কারণে আর আখিরাতকে ভুলে যাওয়ার দরুন শয়তানের দোসর হয়ে পড়েছিল বিধায় পারস্য এবং রোমীয়গণ জীবনযাত্রার উপকরণে প্রাচুর্য

www.pathagar.com

সৃষ্টি ও নানাবিধ বিলাস সামগ্রীতে ডুবে নিতান্তই বিলাসপ্রিয় এবং চঞ্চলমনা হয়ে উঠেছিল। তারা এই পথে সার্বিক অগ্রগতি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিযোগিতা আর দাম্ভিকতার সাধনায় নিমগ্ন হয়ে পড়েছিল। সারা পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে খ্যাতিবান সুধী সমাজ এবং গুণগ্রাহীদের গমনাগমনের কেন্দ্রস্থল ছিল উপরোক্ত রাষ্ট্র দু'টি। বিলাস দ্রব্যের অভিনব ধরন আবিষ্কার ছিল তাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সাথে সাথে আবার তা কাজে বাস্তবায়িত করা হতো। আধুনিকতার দিকে খুবই লক্ষ্য রাখা হতো। এতে তারা গর্ববোধও করে থাকত। জীবনযাত্রার মান এত উর্ধ্বে চলে গিয়েছিল যে, সাধারণ একজন আমীরও তখন ন্যূনতম একলাখ রৌপ্য মুদ্রার কম-মূল্যের কোমর বেল্ট কিংবা মুকুট ব্যবহার করাটা নিজের জন্য মর্যাদা হানিকর ভাবত। কারো যদি তখন শানদার বাসভবন, প্রস্রবণ, স্নানাগার, বাগবাগিচা, উন্নত আহার্য, মওজুদ জীবজন্তু, সুশ্রী যুবক এবং গোলাম না-ই থাকত, যদি আহারে-বিহারে কিংবা বসনে-ভূষণে জাঁকজমকই না হতো, তবে তো বন্ধুমহলে তার কোন গুরুত্বই থাকত না। সে যুগের বিশ্লেষণ দীর্ঘায়িত হওয়ার ব্যাপার। স্বীয় যুগের ক্ষমতাসীন বাদশাহদের অবস্থা যা দেখছো কিংবা জানছো তা দিয়েই আঁচ করে নিও।[৩] এসব কৃত্রিমতা যেন তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এসব বিষয় তাদের অন্তরাত্মায় এভাবে শিকড় গেড়ে বসেছিল যে, তা ছিন্ন করার মত ছিল না। যদ্দরুন এমন এক দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি হয়েছিল, যা তাদের সমগ্র সমাজ জীবন এবং কৃষ্টি-কালচারকে বিনষ্ট করার পথ ধরেছিল। এটি তাদের জন্য এমন একটি সর্বনাশা সমস্যা ছিল, যার অভিশাপ থেকে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র কেউই মুক্ত ছিল না। শহরের প্রতিটি লোকের বাহ্যিক চাকচিক্য এবং উচ্চমানের জীবনযাত্রা এমনভাবে আসন পেতে বসেছিল যে, তাদের জন্য শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেল। এজন্য দুশ্চিন্তা ও মানসিক যাতনার একটা পাহাড় সর্বক্ষণ তাদেরকে চেপে থাকত। কেননা সেসব কৃত্রিমতার আঞ্জাম দেওয়া এক মোটা অংকের টাকা ছাড়া সম্ভব হতো না কিছুতেই। এসব কৃত্রিমতা ও প্রাচুর্যের আয়োজন হতো একমাত্র কৃষক, ব্যবসাজীবী এবং অন্যান্য পেশাজীবীর উপর শুল্ক এবং ট্যাক্সের হার বর্ধিতকরণ কিংবা তাদের উপর চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে। আর সেসব গোষ্ঠী তাদের দাবি রক্ষা করতে কিঞ্চিৎ অপারগতা কিংবা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেই যুদ্ধ কিংবা চরম শাস্তির সম্মুখীন হতে হতো এদেরকে। আনুগত্য প্রদর্শন করলে এদেরকে ব্যবহার করা হতো চতুষ্পদ গাধা এবং ষাঁড়ের মত। অর্থাৎ তারা প্রতিপালিত হতো শুধু মালিকের ক্ষেতে-খামারে পানি সেচ, চাষাবাদ এবং কাজ নেওয়ার উদ্দেশ্যে। শ্রান্তি ও ক্লান্তি থেকে খানিক নিস্তার

৩. দিল্লীর বাদশাহ এবং মোগল সম্রাটদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

নেওয়ার জন্য তাদের সামান্য সময়ও ছুটি মেলে না। এ শ্রেণীর লোকদের দিবানিশি কষ্ট যাতনা এবং পাশবিক জীবন ধারণের পরিণতি গিয়ে ঠেকেছিল এই পর্যায়ে যে, তারা যেকোন মুহূর্তে একটু মাথা তুলে দাঁড়াবে কিংবা পারলৌকিক সৌভাগ্য নিয়ে একটু চিন্তা করবে এর অবকাশটুকুই ছিল না। অনেক সময় গোটা দেশটিতে এমন একজন নাগরিকও পাওয়া যেত না, যার মধ্যে দীনের চিন্তা এবং গুরুত্ব প্রাধান্য পেত।"[৪]

বিশ্বে অভিনব আকর্ষণ

মহানবী (সা)-র আবির্ভাব বর্বরতার সে পরিবেশকে পরিবর্তন করে দেয়। সভ্য বিশ্বে ঈমান ও খোদা-তালাশী, জিহাদ ও আখিরাতের সাধনা, মানবতা বিরোধীদের হাত থেকে মানবতাকে ছিনিয়ে আনা, অধঃপতিত সমাজের অগ্রগতি, মানুষের গোলামি হতে মানুষকে মুক্ত করে খোদার গোলামিতে আনার শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। সোচ্চার হয়ে উঠলো পৃথিবীর কোণঠাসা পরিবেশ থেকে সুপরিসর আখিরাতের দিকে এবং বিভিন্ন বাতিল ধর্মের নির্যাতন থেকে ইসলামের দিকে অনুপ্রাণিত করার চালিকা শক্তিগুলি। এই বিশ্বটিকে আদর্শমণ্ডিত এবং খোদার দিকে ধাবিত করার জন্য নিয়োজিত হলো বরেণ্য বীরদের মনোবল, যোগ্যদের যাবতীয় যোগ্যতা, ধীশক্তিধরদের ধীশক্তি, সাহিত্যিকদের গুণ-জ্ঞান, কবিগণের অভিব্যক্তি ও কাব্যপ্রতিভা, রণ-কৌশলীদের তরবারি, পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য, বিত্তশালীদের প্রাচুর্য। এই দুনিয়ায় তখন পরিদৃষ্ট হতো একই ধরনের, একই ধাঁচের মানবতা। যা আটকে পড়েছিল কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব, কাম, মোহ এবং লোভ-লালসার বন্দীশালায়। অথচ নবুয়তের আবির্ভাবের প্রতিটি যুগে প্রতিটি স্থানে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা, রাব্বানী ও হাক্কানী 'আলিম সমাজ, ন্যায়পরায়ণ প্রশাসক, ধর্মভীরু বাদশাহ এবং এমন এমন মুজাহিদীনের পরিচয় পাওয়া যায়, যাদের সংখ্যা সম্ভবত বালুকারাশির অণু এবং মরুভূমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের চেয়েও বেড়ে গিয়েছে। তারা ছিলেন আল্লাহ্ পাকের গৌরব, ইতিহাস তাদের সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য, পরম দুশমনের মস্তকও এদের আদর্শের সামনে আনত। অতঃপর ক্রমে ক্রমে নির্ভুল এ মহা উপকারী ইলম এবং পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ আমল এবং শুভ কামনা সর্বত্র উজ্জীবিত হতে থাকে। ছড়িয়ে পড়ে খোদার পথের বীর সেনানীগণ দিকে দিকে। যাঁদের মূলমন্ত্রই ছিল ভালো কাজে আদেশ প্রদান এবং মন্দ কাজ থেকে বিরতকরণ। আল্লাহ্‌র উপর তাঁরা ঈমান রাখতেন আর জিহাদ করে বেড়াতেন। এ পথে কারো কুটূক্তির প্রতি একটু ভ্রুক্ষেপও করতেন না তাঁরা। এভাবেই রচিত হলো জিহাদ ও ইসলাহ, দাওয়াত

৪. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ঃ "ইকামাতুল ইরতিফাকাত ওয়া ইসলাহুর রাযূম" অধ্যায়।

www.pathagar.com

ও হিদায়াতের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস, যে ইতিহাসে কোন প্রকার বিরতি এ যাবত সূচিত হয়নি।

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ - لاَ يَضُرُّهُمْ مِنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَاتِى اَمْرُ اللّٰهِ -

আমার উম্মতের একটি শ্রেণী সব সময়ই হক নিয়ে বিজয়ী থাকবে। তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারবে না তাদের বিরোধিগণ কিয়ামত পর্যন্ত।

—সহীহ্ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৩।

উম্মতে মুহাম্মদীই মহানবী (সা)-র শ্রেষ্ঠতম মু'জিযা

শায়খুল ইসলাম ইব্ন তায়মিয়াহ (র) তাঁর মহামূল্যবান গ্রন্থ 'আল-জাওয়াবুস্ সাহীহ্'-এর মধ্যে মহানবী (সা) কর্তৃক আনীত বৈপ্লবিক প্রভাব, গুরুত্ব এবং ফলাফল সম্পর্কে নেহায়েতই প্রশংসনীয় বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মহান সীরাত ও চরিত্র, বাণী ও কর্ম এবং তাঁর শরীয়ত খোদার অসীম কুদরতরাজির একটি। অনুরূপ তাঁর (সা) উম্মত, উম্মতের ইল্ম ও দীন এবং এই উম্মতের সালিহীনদের কারামত ও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কুদরতের এক মহিমা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র হুকুমের উপর সব সময়ই অটল রয়েছেন। তিনি এ পথে অক্ষুণ্ন রাখেন তাঁর সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, কৃতজ্ঞতা। কখনো মিথ্যা, জুলুম এবং অপ্রীতিকর কোন আচরণ তাঁর থেকে পরিলক্ষিত হয়নি। বরং তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী, সংযমী এবং হৃদ্যতার পুরোধা। যদিও তাঁর জীবনতরী সাঁতার কাটছিল যুদ্ধ ও সন্ধি, আপদ ও নিরাপদ, দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য, স্বল্পতা ও আধিক্য এবং জয়-পরাজয়ের বৈচিত্র্যময় পরিস্থিতির মাঝখান দিয়ে। তদুপরি সেসব ভাঙ্গা-গড়ার অবস্থাতে তিনি তাঁর সে কল্যাণবাহী অনুপম আদর্শ ছেড়ে কখনো একটু পিছ্পা হন নি। যদ্দরুন ইসলামের সে আদর্শমণ্ডিত দাওয়াত সারা আরব ভূখণ্ডে বিস্তৃত হয়ে গেল। অথচ কিছুদিন পূর্বেও সে অঞ্চলটি পৌত্তলিকতা, নক্ষত্রের উপাসনা, নাস্তিকতা, শির্ক, হত্যা, রাহাজানি, আত্মীয়তার সম্পর্কচ্যুতিতে কলঙ্কমনা ও কলুষিত হয়ে পড়েছিল। আখিরাত ও পুনরুত্থান যে কি তা তো জানতই না তারা। নিখিল বসুন্ধরায় তখন তাঁরাই মহাজ্ঞানী ধর্ম-বিশ্বাসী এবং নিষ্ঠা ও মহত্ত্বের কাণ্ডারী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। এমনকি একজন সিরীয় পাদ্রী তাঁদেরকে দেখে এ মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিল যে, "যীশুর হাওয়ারী বা সহচরবৃন্দ এসব মনীষীর থেকে উত্তম ছিলেন না কিছুতেই। ধরাপৃষ্ঠে আজও মুসলমান ও অমুসলমানদের ইল্ম ও আমলের অনুসারীরা

www.pathagar.com

পাশাপাশি সর্বদিকে ছড়িয়ে আছে। ফলে শিক্ষিত চিন্তাবিদগণ উভয়টির মাঝখানে স্পষ্ট পার্থক্য অনুধাবন করছেন।" তদ্রূপ তাঁর উম্মতও অন্য উম্মতদের তুলনায় সর্ব ব্যাপারেই মর্যাদাশালী ও উত্তম। যদি এদের ইল্‌মকে খতিয়ে দেখা হয় অন্যদের ইলমের সাথে এবং এদের দীন, তাবেদারী ও ইবাদতের পরিমাপ করা হয় অন্যদের দীন, তাঁবেদারী ও ইবাদতের সাথে, তো অবশ্যই এদেরকে অন্যদের অপেক্ষা বহু অগ্রগামী দেখা যাবে। আর যদি এদের বীরত্ব, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের ব্যাপারে ত্যাগ-তিতিক্ষার একটি পরিসংখ্যান নেওয়া হয়, তাহলে এদেরকেই তুলনামূলক বেশি অগ্রণী পাওয়া যাবে। যদি এদের দানশীলতা, বদান্যতা, অপরের জন্য ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার এবং চরিত্র মাধুরীর বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা হয়, তাহলে এঁরাই এসব গুণে বেশি গুণী। এসব মহানুভবতা এ উম্মতে মুহাম্মদী অর্জন করেছে মহানবী (সা)-র কাছ থেকেই। একমাত্র তিনিই এসবের তালীম ও দীক্ষাদাতা।

নবী করীম (সা)-এর উম্মতদের অবস্থা এমন নয় যে, তারা অন্য একটি আসমানী কিতাবের অনুসারী ছিল। হযরত ঈসা (আ)-র ন্যায় আসমানী তাওরাত-এর পরিপূরক হিসেবে তাঁর আবির্ভাব ঘটেনি। যদ্দরুন ঈসায়ীদের চরিত্র, সৌন্দর্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিয়দংশ চয়ন করা হয় তাওরাত হতে, কিয়দংশ যবূর হতে, কিছু অন্যান্য নবীর তালীম হতে, কিছু মসীহ্ (আ) থেকে আর কিছু তাঁর সহচরবর্গ হতে। এতদ্ভিন্ন তারা সহায়তা নিয়েছে দর্শনগ্রন্থ থেকেও। খৃস্টধর্ম পরিবর্তন সাধিত হয় যখন, তখন এতে এমন কিছু বিষয় সংযোজিত হয়ে যায়, যা পক্ষান্তরে 'ঈসায়ী মতাদর্শের বিপরীতধর্মী এবং নাস্তিকতার সাথে সরাসরি সম্পৃক্তি রাখে।

অথচ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উম্মত তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে আসমানী কিতাব সম্পর্কে কোন অবগতিই রাখতো না। বরং তাঁদের বেশির ভাগ লোক হযরত মূসা (আ), ঈসা (আ), দাউদ (আ)-এর উপর যে ঈমান এনেছিলেন, তাও নবী করীম (সা)-এরই ইঙ্গিতে অনুরূপ তাওরাত, যবূর, ইঞ্জিলের উপর ঈমান আনার বিষয়টিও। সমস্ত আম্বিয়া (আ)-র উপর ঈমান আনার হুকুম তো তিনিই করলেন। আর মুখে মুখেও তা ইক্‌রার করার জন্য তাকীদ করলেন। কোন নবীকে মর্যাদাগত হেয় কিংবা আপেক্ষিক কটাক্ষ থেকে বিরত থাকার জন্য উম্মতদেরকে নির্দেশ দিলেন তো তিনি (সা)-ই।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ ভাষণ

মুহাম্মদী নবুয়তের কৃতিত্ব[১]

মানুষের মর্যাদা

আবহমানকাল ধরে দুনিয়ার ভাগ্য মানুষেরই ভাগ্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এ দুনিয়ার উন্নতি ও অবনতি, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের সম্পর্ক মানুষেরই অস্তিত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই তো যদি দুনিয়ায় সঠিক মানব যিন্দা থাকে, আর দুনিয়ার যাবতীয় মূল্যবান জিনিস, ধন-দৌলত এবং বিলাস-সামগ্রী শেষ হয়ে যায়, তবুও তেমন উল্লেখযোগ্য কোন বিপর্যয় দেখা দেবে না এবং দুনিয়াটি যে একেবারেই মহাসংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়বে তাও না। বরং মানবের মতো মানবের উপস্থিতিই অন্যসব বস্তুর ঘাটতির যথাযথ পরিপূরক। সমস্ত বঞ্চনার প্রতিকার এবং হরেক শ্রান্তির এটিই উত্তম বিনিময় সাব্যস্ত হবে। মানুষ তার কর্ম-তৃপ্তি, উদ্দীপনা এবং শ্রম ও নিপুণতা দিয়ে সেসব লুপ্ত দ্রব্য পুনঃস্থাপন করে দিতে সক্ষম হবে। এটুকুই নয় শুধু, বরং হারানো সেসব জিনিস অপেক্ষা অত্যধিক কল্যাণকর জিনিস সঞ্চিত করে দেখিয়ে দিতেও প্রয়াসী হবে। যদি দুনিয়ার কোন ক্ষমতাসীনকে এ অধিকার দেওয়া হয় যে, তিনি হয়তো নির্বাচন করবেন দুনিয়া ছেড়ে মানুষকে, নয়তো নির্বাচন করবেন মানুষ ছেড়ে দুনিয়াটিকে (আর তিনি এ নির্বাচনে সুবুদ্ধি এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত বিবেকশক্তিকে যথাযথ খাটাবেন) তা হলে এটা অনিবার্য যে, তিনি মানুষকেই গ্রহণ ও নির্বাচন করে নেবেন। এতে তিনি কোন প্রকার দ্বিধা-সংশয়ের পক্ষপাতী হবেন না। কারণ দুনিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র মানুষেরই নিমিত্ত। এ দুনিয়ার মান-মর্যাদা মানুষকে দিয়েই।

এ পৃথিবীতে দুর্ভাগ্য ও অবক্ষয়ের জন্য অস্ত্রশস্ত্র, বৈষয়িক উপকরণাদি এবং অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রীর অবর্তমানতা দায়ী নয়। বরং ওসব বৈষয়িক উপকরণাদি ও অস্ত্রশস্ত্রের যথোচিত ও যথাস্থানে ব্যবহার না করারই এই পরিণতি। এ পৃথিবীর সুদীর্ঘ এবং ঘটনাপ্রবাহে ভরা ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, এতে যতসব বিপর্যয় আমদানি হয়েছে,

---

১. আরবী ভাষা হতে অনূদিত।

www.pathagar.com

সবগুলোরই উৎস মানুষের পথভ্রষ্টতা এবং সুপথ ও মৌল স্বভাব থেকে এদিক-ওদিক ছিট্‌কে পড়া বৈ কিছু নয়। উপকরণ ও মেশিনাদি তো মানুষের হাতে থাকে বাকহীন ও নিষ্কলঙ্ক সম্বল হিসাবে। ওগুলো মানুষের কথায় চলে এবং মানুষেরই কামনা পূরণ করে থাকে। এ মেশিনাদির যদি কোন ত্রুটি থেকে থাকে তা হলে বিপদের সময় চলার পথে বোঝা এবং কষ্ট বাড়িয়ে তোলে।

মানব প্রকৃতিতে গুপ্ত তথ্য ও রহস্যাবলী

এ বিশাল ভূ-মণ্ডল তথ্য ও রহস্য এবং নানাবিধ বিস্ময়কর জিনিস এবং অদ্ভুত লীলায় এতই পরিপূর্ণ, যার রং ও রূপ বিবেককে বিব্রত করে তোলে এবং বিবেক ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু মানব প্রকৃতির গুপ্ত রহস্যসমূহ, বিস্ময়কর বিষয়াদি এবং এর সম্ভাব্য ফসল এবং লুপ্ত সব প্রতিভা হৃদয়ের প্রসারতা ও গভীরতার সামনে অন্যসবের তো তুলনাই চলে না। মানুষের চিন্তা-শক্তির ঊর্ধ্বারোহণ, মানুষের দিগন্তের সুবিশালতা, মানবাত্মার রোমান্টিকতা, এর মধ্যে পুঞ্জীভূত আশা-আকাঙ্ক্ষা, এর সাহসিকতা ও উচ্চাভিলাষ (যা অসীম·ও যা শত জয়, শত আনন্দ, বিশাল রাজ্য ও রাজত্ব এবং প্রাচুর্য ও প্রশান্তির পরও তৃপ্ত হয় না)-এর বিভিন্নমুখী এবং বিপরীতধর্মী যে অগণিত ও অসংখ্য প্রক্রিয়া রয়েছে, তা যদি দুনিয়ার অবশিষ্ট তথ্য ও রহস্যসমূহের সাথে পরখ করা হয়, তখন এ সুবিশাল ভূ-মণ্ডল ও সৃষ্টিকুল-এর তুলনায় সাগরের পাশে একটি ফোঁটা পানি কিংবা মরুভূমির পাশে একটি বালুকার কণার ন্যায় বিবেচিত হবে। সারা বিশ্ব যদিও দেখতে এত প্রকাণ্ড কিন্তু মানব মনের প্রসারতা ও গভীরতায় তা নিক্ষেপ করলে এমনিভাবে নিমজ্জিত হয়ে যাবে, যেমনি সাগরের অতলতলে একটি ছোট্ট পাথরের টুক্‌রা নিক্ষেপ করলে নিমজ্জিত হয়ে যায়। মানব মনের ঈমানী সুদৃঢ়তা ও অবিচলতার কাছে পাহাড়ের অস্তিত্ব তুচ্ছ। এর জ্বলন্ত প্রেমের আকর্ষণের প্রখর স্ফুলিঙ্গের কাছে আগুনকে মনে হবে শীতল কিংবা ঈষদুষ্ণ। আল্লাহ্‌র ভয়ে কিংবা আর্তের সমবেদনায় অথবা পাপের অনুশোচনায় প্রবাহিত এক ফোঁটা অশ্রু এক সাগরের পানির উপরে ছেড়ে দিলে তখন তা নিজ ধারণ ক্ষমতার অপারকতার জন্য মাতম তুলবে। এমনকি স্বীয় সংকীর্ণতার জন্য শোকাতুর হতে বাধ্য হবে। মানব চরিত্রে বিরাজমান মাধুর্য, চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং প্রেম-প্রকৃতির মায়ামুখর সৌন্দর্যের যদি প্রস্ফুটন ঘটত, তা হলে এ বসুন্ধরায় রঙ-বেরঙের বৈচিত্র্য ও মায়াজালের লীলাখেলা ঠাণ্ডা হয়ে যেত আর সৃষ্টিকুলের রূপ শোভাকে হারিয়ে দিত। মানবের অস্তিত্বই নিখিল ধরার লক্ষ্যমণি এবং মহাকাব্য ছন্দের পরম উৎস। বিশ্বস্রষ্টার কুদরত লীলার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কুদরতের বাস্তব নক্সা মানব জাতি, যে

www.pathagar.com

জাতিকে তিনি সুশোভিত করেছেন সর্বোত্তম সৌন্দর্যাকৃতি ও সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্র এবং কাঠামো দিয়ে।

মানুষের তুল্য অন্য কিছুর মূল্য হতে পারে না

পৃথিবীর যাবতীয় খনিজ দ্রব্য, গুপ্ত ধনভাণ্ডার এবং মাল ও দৌলত রাজকীয় মর্যাদা মানবিক সে দৃঢ় প্রত্যয় ও আকীদার তুল্য হতে পারে না, যা দ্বিধা-সংশয়ের বহু উর্ধ্বে। তুল্য হতে পারে না সে প্রগাঢ় ভালোবাসার, যা বৈষয়িক লাভ ও উন্নতির দোহাই মানে না। সে আকর্ষণের সমতুল্যও হবে না, যা কারো বিধি-নিষেধকে পরোয়া করে না একটুও। এসব বস্তু মানুষের সেই একনিষ্ঠতার বরাবর হতে পারে না মোটেও, যা স্বার্থপরায়ণতার ছোঁয়াচ থেকে মুক্ত। মানুষের মহান চরিত্রের সেই মহানুভবতার তুল্য আর কিছু হতে পারে না, যা বিনিময় ও সুযোগ-সন্ধানের কালিমা হতে পবিত্র। হতে পারে না সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সে নিঃস্বার্থ সেবার সমতুল্য, যা কারো প্রতিদান কিংবা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের তোয়াক্কা করে না। মানুষ যদি নিজেকে ঠিক ঠিকভাবে জেনেশুনে তার যথোচিত বিনিময়ের সন্ধানী হয়, তাহলে সমস্ত দুনিয়াবাসী তার সেই বিনিময় পেশ করতে অপারক হয়ে বসবে। যদি তার অস্তিত্ব একটু বিস্তৃতি খুঁজে নেয় এবং স্বীয় দৃঢ়তা ও নৈপুণ্যের বলগা স্বাধীন করে দেয়, আর এর সাথে সাথে তার স্বভাব-প্রকৃতিকে আপন গতিতে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, তখন এ পৃথিবীটি তার কাছে নেহায়েতই ক্ষুদ্রায়িত হয়ে আসবে এবং সংকীর্ণ হয়ে দীপ্তিহীন বায়ুর পিঞ্জিরায় পরিণত হতে বাধ্য হবে।

گھٹے اگر تو بس ایک مشق خاک ہے انسان

بڑھ ہے تو وسعت کونین میں سمانہ سکے –

পতিত হলে মাত্র এক মুষ্টি মাটি—এ মানব জাতি,
উত্থিত হলে আবার ধরবে না উভয় জাহানেও এ মানব জাতি।

মানব প্রকৃতির গভীরতাকে জরিপ দেওয়া যেমনি দুষ্কর, তেমনি তার শেষ প্রান্তকে অতিক্রম করাও অসম্ভব। তার গুপ্ত রহস্যাবলী আয়ত্তে আনাও যাচ্ছে না, আবার এর তত্ত্বও এবং মূল হাকীকতের সন্ধানটুকুও মিলছে না। এ মানব জাতির বিস্ময়কর এবং বৈচিত্র্যময় যোগ্যতা, জ্ঞান ও সহনশীলতা, ভদ্রতা ও বিনয়ী ভাব, দয়া ও ভালোবাসা, অনুগ্রহ ও দান এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় হতবাক হতে হয়। যত বড় ধী-শক্তিধরই হোক না কেন, হতবুদ্ধিতার পরিচয় দিতে হয়। অস্থিরতার সৃষ্টি হয়, যখন চিন্তা করা হয় মানুষের মাঝে দুনিয়ার মোহের প্রতি বিরাগ ও মানুষের ত্যাগ সামর্থ্য, মানুষের আত্মমর্যাদা ও নম্রতা, মাওলার পরিচিতি লাভের উপযোগিতা এবং তার জন্য

www.pathagar.com

আত্মত্যাগের বাসনা নিয়ে চিন্তা করলে তো বিব্রত না হয়ে পারা যায় না। এই গোষ্ঠীটির মাঝে পুঞ্জিত জনসেবার প্রেরণা এবং জটিল ও কঠিন নতুন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুরাগ সম্পর্কে যখন ভাবা হয় তখনও বিস্মিত হতে হয়।

মুহাম্মদী নবুয়তের কৃতিত্ব

মানুষের অস্তিত্বই মূলত যাবতীয় মঙ্গল ও কল্যাণকামিতা এবং সৌভাগ্য ও অগ্রগতির চাবিকাঠি। সমস্ত বৈষম্য ও সংকটের প্রকৃত সমাধানকারী এই মানুষই। এই মানবের গঠনে যখন বক্রতা চলে আসে আর বিনষ্ট হয়ে ওঠে তার কৃষ্টি-কালচার, তখন মানুষের মত মানুষ মেলা বিরল ও দুর্লভ হয়ে পড়ে। মানুষ তৈরি করার নীতি ও পদ্ধতি তখন আর টিকে থাকে না। মানুষ তৈরি করাই সর্বযুগে নবুয়তের প্রধান লক্ষ্যমূল হয়ে আসছে। নবীগণ সবাই স্বীয় যুগে এ সমস্যাটি নিয়ে জনসমাজে আবির্ভূত হয়েছেন। মুহাম্মদী নবুয়তের কৃতিত্ব এটুকু যে, এই নবুয়তের মাধ্যমে এমন কতিপয় অতুলনীয় গুণ ও অবর্ণনীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষ গড়ে উঠেছে, যাদের নজীর ইতিহাসের চোখে কোনদিন ধরা পড়েনি এবং আসেনি এমন অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত সৌর দৃষ্টির সামনে। তারা গ্রথিত মুক্তার মালা, সীসা ঢালা প্রাচীর এবং জামাত ও সম্প্রদায়ে সুসংগঠিত হলেন, যার ফলশ্রুতিতে তাঁরা একটি ঐক্যবদ্ধ উদ্দেশ্য ও বিশ্বাসের লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অটুট সূত্র স্থাপন করে ফেললেন। নবুয়তে মুহাম্মদীর অনুপম কৃতিত্ব এবং মহা অলৌকিকতা তো এটি-ই।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেই সুদূর প্রান্ত হতে মানব তৈরি এবং মনুষ্যতের পুনঃ জাগরণের কাজে হাত দেন যেখান থেকে আর কোন নবী কিংবা সংস্কারও করতে হয়নি। তাঁরা কেউ এই দায়িত্বে আদিষ্টও হন নি। কেননা অন্যান্য নবীর সামাজিক পরিবেশ আরবের বর্বরতার যুগ হতে বহু উচ্চমানের ছিল। তদপুরি নবী করীম (সা) তাঁর মহান কাজকে নিয়ে এতখানি উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে সফলকাম হলেন, যতখানি অন্য কোন নবীর কর্মধারা পৌঁছেনি।

মহানবী (সা) পাশবিকতার চরম সীমা থেকে কর্মনীতি পরিচালনা করলেন। অথচ মানবতার প্রশিক্ষণের সেটিই ছিল প্রাথমিক বিন্দু। তারপর পৌঁছে দিলেন তিনি মানুষকে মনুষ্যত্বের উর্ধ্ব শিখরে, যার উর্ধ্বে নবুয়তের একটি সোপান ছাড়া কোন সোপান আর অবশিষ্ট রয়নি। এই কৃতিত্বের চিরন্তন শিরোপা অর্জন করেন যে মহামানব, তিনিই নবী মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (সা)।

আসল বাস্তবটি ধারণাতীত চিত্তাকর্ষক

উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতিটি সদস্যই নবুয়তের অলৌকিকতার একটি স্বতন্ত্র নিদর্শন এবং নবুয়তের শাশ্বত কামিয়াবী এবং মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্বের উজ্জ্বল

www.pathagar.com

প্রমাণ। কোন শিল্পী তার তুলির রেখায় কিংবা কল্পনাকাশে এর চেয়ে সুন্দর কিছু আঁকতে পারে না। পারে না তাঁদেরকে সেভাবে তুলে ধরতে, যে মনোহর আলোকে তাঁরা বাস্তব ক্ষেত্রে ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল রয়েছেন।

কোন কবির তাঁর প্রাণবন্ত খেয়াল, আনন্দঘন মন ও কবিত্ব শক্তিকে পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেও মানব সত্তায় বিরাজমান কোমল গুণাবলী, নিখুঁত চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকগুলির কাল্পনিক নক্সা তৈরি করা সম্ভব নয়। এমনকি সমস্ত সাহিত্যিক সমবেত হলেও মানবতার কোন একটি দিক মাত্রের প্রসারতার বাহ্যিক নমুনা পেশ করার চেষ্টা করা ব্যর্থতার নামান্তর বৈ কিছু নয়। যাঁরা ছিলেন নবুয়তের কোলে লালিত, যাঁরা মুহাম্মদী (সা) শিক্ষায়তনে প্রশিক্ষণ লাভ করে বের হয়েছিলেন, তাঁদের মজবুত ঈমান, গভীর ইল্‌ম এবং ন্যায়পরায়ণ মনের কোন তুলনাই হয় না। তাঁদের জীবন ছিল ভাওতাবাজি, লোক-দেখানো মনোবৃত্তি, মুনাফিকী এবং দাম্ভিকতা থেকে বিলকুল মুক্ত। তাঁদের আল্লাহ্-ভীতি, সাধুতা, পবিত্রতা, আতিথেয়তা এবং অনুগ্রহের ধরনের উদাহরণ অন্যসব উম্মতের মধ্যে বিরল। এদিকে আবার তাঁরা ছিলেন বীরত্ব ও নিপুণতা, ইবাদতের অনুপ্রেরণা এবং শাহাদাতের ব্রতে সদাব্রতী। দিন তাঁদের কাটতো বীরের বেশে এবং রাত কাটিয়ে দিতেন তাঁরা আল্লাহ্‌র ইবাদতে। পার্থিব আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের প্রতি বৈরাগ্যের ফলে তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, জনদরদ, রাত্রিতে প্রজাদের কুশলাদির খবর নেওয়া এবং নিজের আরামকে হারাম করে জনগণকে শান্তি পৌঁছানোর অভিব্যক্তিতে তাঁদের তুলনা বিরল।

জীবনের বিভিন্ন ধাপে ও বিভিন্ন ময়দানে নিষ্ঠাবান মনীষা

মহানবী (সা) তাঁর দাওয়াত ও রিসালতের মাধ্যমে তৈরি করলেন এমন এমন মনীষা, যাঁরা আল্লাহ্‌র উপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপনকারী, তাঁর গ্রেফতার সম্পর্কে নিতান্তই ভীত, দীনদার, আমানতদার, দুনিয়ার উপর আখিরাতকে প্রাধান্যদাতা এবং জড়বস্তুর রঙ্গমঞ্চের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন ছিলেন। জড় বস্তুকে তাঁরা আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দ্বারা কাবু করে নিতেন। তাঁদের প্রাণভরা আস্থা এটি ছিল যে, দুনিয়াকে তাঁদেরই জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আর তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে আখিরাতের জন্য। এজন্যই ব্যবসা ক্ষেত্রে তারা পরিচিত হতেন নিষ্ঠাবান ও আমানতদার ব্যবসায়ী হিসেবে। অভাব-অনটনের সম্মুখীন হলে তাঁরা পরিচিত হতেন ভদ্র ও মেহনতী মানুষ হিসেবে। শুভাকাঙ্ক্ষী শাসনকর্তা এবং কঠোর পরিশ্রমীরূপে তাঁরা চিহ্নিত হতেন যখন কোন অঞ্চলের শাসনের দায়িত্ব নিতেন। তাদের হাতে যখন অর্থ ভাণ্ডার আসত, তখন অতুলনীয় করুণা ও সমবেদনার সাথে এর সদ্ব্যবহার করে থাকতেন। ন্যায়পরায়ণতায় অনুরাগী ও বাস্তবানুরাগী হিসেবে তাঁরা প্রমাণিত হতেন, যখন তাঁরা বিচার ও

www.pathagar.com

আদালতের এজলাসে সমাসীন হতেন। তাঁরা কোথাও গভর্নর হিসেবে নিয়োজিত হলে একনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত হিসেবে আখ্যায়িত হতেন। নেতৃত্বের অঙ্গনে তাঁরা বিনয়ী, অন্তরঙ্গ এবং সমবেদনা প্রদর্শনকারী নেতারূপে প্রতীয়মান হতেন। জনসাধারণের অর্থ-তহবিলের দায়িত্ব পেলে তাঁরা ভক্ষক না হয়ে বুদ্ধিমান রক্ষক হিসেবে খ্যাত হতেন।

যেসব বুনিয়াদী জিনিস দিয়ে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করল

উল্লিখিত আদর্শসমূহের ইট দ্বারা ইসলামী সমাজের প্রাচীরটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সেসব জিনিসকে নির্ভর করেই ইসলামী হুকুমাত একদিন দাঁড়িয়েছিল। সে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রকারান্তরে ঐসব মনীষীরই চারিত্রিক ও মানসিক অবস্থার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাঁদেরই ন্যায় তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমাজটি ছিল আমানতের পথিকৃৎ। ইহকালের ওপর পরকালকে প্রাধান্য প্রদানকারী ছিল সেই সমাজটি। বস্তু কর্তৃক প্রভাবান্বিত না হয়ে বস্তুর প্রশাসক হতেন তাঁরা। এ সমাজের নেতৃত্বে এক ব্যবসায়ীর সততা ও আমানত, এক নিঃস্বের সারল্য ও দৈন্য, এক শাসনকর্তার পরিশ্রম ও শুভ কামনা, একজন ধনবানের বদান্যতা ও হিত কামনা এবং বিচারকর্তার ন্যায়পরায়ণতা ও বিচক্ষণতার যৌথ মিশ্রণ বিদ্যমান ছিল। এ সমাজ প্রতিষ্ঠায় একজন গভর্নরের একনিষ্ঠতা ও বিশ্বস্ততা, একজন নেতার বিনয়ী ভাব ও দয়া, একজন কৃতজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবকের সার্বিক প্রয়াস এবং একজন আমানতদার প্রহরীর অতন্দ্রপ্রহরা ও সতর্ক দৃষ্টির সমাবেশ ঘটেছিল। রাষ্ট্রটি ছিল দাওয়াত ও হিদায়াতের পতাকাবাহী। এ রাষ্ট্র আকীদার জগতকে বাহ্যিক লাভ-লোকসানের ওপর প্রাধান্য দিত। এ রাষ্ট্র অর্থ সংগ্রহ ও ট্যাক্স তহশীলের ওপর জনগণকে হিদায়াত দান ও সুপথ প্রদর্শনকে প্রাধান্য দিয়ে সে সমাজের প্রভাব ও প্রচলন এবং তার রাষ্ট্রীয় প্রভাবে জনজীবনে ঈমান, সুকর্ম, সততা, একনিষ্ঠতা, জিহাদ ও ইজতিহাদ, লেন-দেন, ন্যায় ও সাম্য এবং পারস্পরিক ইনসাফ কায়েমের দৃশ্যই একমাত্র গোচরীভূত হতো।

পরীক্ষা এবং অভিজ্ঞতার যাচাইয়ে নিষ্ঠাবানদের সফলকামিতা

সেসব নিষ্ঠাবানই এমন এমন কঠিন পরীক্ষা এবং যাচাইয়ের সম্মুখীন হয়েছেন, যেসব পরীক্ষায় মানবিক দুর্বল দিকগুলো এবং গুপ্ত ব্যাধিসমূহের বহিঃপ্রকাশ না ঘটে পারে না। অথচ তাঁরা সে কঠিন অগ্নিপরীক্ষার জ্বলন্ত চুল্লী হতে অকৃত্রিম এবং নির্ভেজাল হীরকের ন্যায় বের হয়ে এসেছেন। তার মধ্যে কিঞ্চিৎ ভেজাল কিংবা অন্য কিছুর মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়নি। সমস্ত নাযুক পরিস্থিতিতে এঁরা ঈমানী শক্তি, অভিপ্রেত ক্ষমতা এবং নবীর প্রশিক্ষণের আদর্শকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। স্বীয় সততা, দায়িত্ববোধ, আমানত, আত্মনির্ভরশীলতা এবং আত্মবির্জনের বুলন্দ নমুনা

www.pathagar.com

তাঁরা পেশ করতেন। পরবর্তী যুগের মনোবিজ্ঞানী, চরিত্র বিশেষজ্ঞ এবং ঐতিহাসিক ও প্রকৃতিবিদগণের ধারণাতীত নজীর স্থাপন করে গেছেন তাঁরা।

সেসব নাযুক পরিস্থিতিগুলো হতে বেশি নাযুক পরিস্থিতি হচ্ছে আমীর ও শাসকের পদটি। তিনি পৃথিবীর কারো কাছে জবাবদিহি করার নন, নেই তাঁর পেছনে কোন প্রকার গুপ্তচর নিয়োজিত, তাঁকে কোন কমিটি কিংবা আদালতের সম্মুখীন হওয়ারও নেই—অথচ তিনি নিজের জন্য অনেক অনেক বৈধ জিনিসের ব্যাপারেও সংযমী থাকতেন। নিজের ব্যক্তিগত সম্পদের দিক হতেও উদাসীনতা প্রদর্শন করতেন। এমনকি সামান্য সম্পদেরও ধার ধারতেন না তিনি। অথচ সেগুলোর ব্যবহার শরীয়তের পক্ষ থেকে একান্তই বৈধ। সাধারণ সমাজেও তা ব্যবহার্য এবং সর্বযুগেই তা তুচ্ছ ও নগণ্যের ফিরিস্তিতে শামিল রয়েছে।

শাসকদের দুনিয়া সম্পর্কে অনীহা ভাব এবং তাঁদের সারল্য

এ প্রেক্ষিতে সবচেয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছে, খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মহীয়সী পত্নীর একদা মিষ্টান্ন খাওয়ার অভিপ্রায়ের ঘটনাটি। এজন্য তিনি তাঁর দৈনন্দিনের খরচ হতে কিছু কিছু বাঁচিয়ে রেখে সঞ্চয় করেছিলেন। সিদ্দীকে আকবর (রা) ব্যাপারটি সম্পর্কে অবহিত হলে তিনি সে সঞ্চিত টাকাগুলো বায়তুলমালে জমা তো দিয়ে দিলেনই, সাথে সাথে দৈনন্দিনের নির্ধারিত ভাতা হতে সে পরিমাণ কর্তন করে কমিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, এ কথা বোঝার আর বাকি নেই যে, এ পরিমাণ ভাতা এ যাবত অতিরিক্ত আসছিল। আরো বললেন, নির্ধারিত ভাতার চেয়ে কমেও তো আবূ বকরের জীবন যাপন সম্ভব। মুসলমানদের বায়তুলমাল তো এজন্য নয় যে, এর দ্বারা প্রশাসকের পরিবার-পরিজন বিলাসবহুল জীবন যাপনের সুযোগ গ্রহণ করবে। আর আহারে-বিহারে তারা অত্যধিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময়ী হয়ে পড়বে।

এ প্রসঙ্গে খিলাফতে রাশিদার শাসনামলের একটি সত্য ছবি আমি তুলে ধরছি। আর এটি হচ্ছে তদানীন্তন বৃহত্তর সাম্রাজ্যের শৌর্যশালী একজন প্রশাসকের সরকারী সফরকে কেন্দ্র করে। তা ছিল এমন একজন প্রতাপশালী প্রশাসকের সফর, যার নাম শোনামাত্র জনমনে কম্পন সৃষ্টি হতো তারা বর্ণনাকারী সফরসঙ্গী ছিলেন বিধায়। তার প্রত্যক্ষ বর্ণনাটিই তাঁর সাহিত্যের অহংকারে অলংকৃত করে যেভাবে বর্ণনা দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, আমি ঠিক সেভাবে পেশ করতে চেষ্টা করব। ইব্নে কাসীর বর্ণনা করেন ঃ

"হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে একটি মেটে রঙের উটের উপর সওয়ার হয়ে রওয়ানা দিলেন। খুব রৌদ্র তাপ। তাঁর মাথায় নেই

www.pathagar.com

লৌহ-শিরস্ত্রাণ, নেই পাগড়ি। উটের পিঠের হাওদার উপর বসে বসে তিনি পা দুটি দুদিকে ঝুলিয়ে রাখছেন। পা দুটি রাখার জন্য দুটি রেকাবও ছিল না। উটের উপর ছিল একটি মোটা পশমী কাপড়। মাঝেমধ্যে উট থেকে অবতরণ করে তিনি সেটি বিছাতেন। তৃণলতায় ভরা তাঁর চামড়ার অথবা পশমের একখানা পুটলি ছিল। যখন উটের উপর থাকতেন তখন সেটিতে হেলান দিতেন, অবতরণ করে সেটি দিয়ে বালিশের কাজ নিতেন। পরনের জামাটি ছিল খুবই মোটা। সুতি বস্ত্র। তাও কাঁধের তলদেশ দিয়ে ছেঁড়া ছিল।

খলীফার আদেশক্রমে লোকজন তথাকার সরদারকে ডাকতে গেল। জুলুমুসকে ডাকতে গেল। তারপর খলীফা তাঁর পরনের জামাটি ধুয়ে ছেঁড়া জায়গায় একটি তালি লাগিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং ধার হিসেবে ক্ষণিকের জন্য একটি কাপড় কিংবা জামার ব্যবস্থা করতে বললেন। একটি রেশমী জামা উপস্থাপিত করা হলো। তিনি দেখামাত্র বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? লোকজন বললেন—রেশম। তিনি জানতে চাইলেন যে, রেশম কি জিনিস ? লোকজন তা বুঝিয়ে দিলে তিনি পরনের জামাটি খুলে গোসল করে নিলেন। ইত্যবসরে তাঁর তালি দেওয়া জামাটি হাযির করা হলে তিনি রেশমী জামাটি খুলে সেটিই পরিধান করে নিলেন।

জুলুমুস হযরত 'উমর (রা)-এর খেদমতে পরামর্শ হিসেবে আবেদন জানাল যে, আপনি আরবের বাদশাহ। এখানকার লোকজনের মধ্যে উটের কোন গুরুত্ব নেই। এই হেতু আপনি মর্যাদাপূর্ণ পোশাক পরিধান করে অশ্বে আরোহণ করে নিলে রোমানদের মনে প্রভাব সৃষ্টি করবে। এ আবেদনের পেক্ষাপটে হযরত উমর (রা)-এর বক্তব্য, "আমরা সেই জাতি, আল্লাহ্ পাক যাদের সম্মান বৃদ্ধির মাধ্যম নির্ধারণ করেছেন একমাত্র ইসলামকেই। তাই আল্লাহ্ পাকের নির্ধারিত সম্মান মাধ্যমকে উপেক্ষা করে অন্য কিছুকে মাধ্যম হিসেবে আমরা গ্রহণ করতে পারি না মোটেই।" একটি অশ্ব আনা হলো। তিনি তাঁর চাদরখানা রেখে দিলেন অশ্বটির উপর। লাগাম লাগালেন না এবং রেকাবও সংযোগ করলেন না। বরং এমনিতেই সওয়ার হয়ে গেলেন অশ্বটির উপর। কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই তিনি বলে উঠলেন, "থামো থামো। আমি এর পূর্বে কাউকে আর শয়তানের উপর সওয়ার হতে দেখিনি।" অতঃপর তাঁর উটটি আনা হলে তিনি সেটিতেই সওয়ার হয়ে গেলেন।[২]

ইতিহাসবেত্তা তাবারীও অনুরূপ একটা ঘটনা হযরত উমর (রা)-এর একটি ভ্রমণ বিবরণীতে বর্ণনা করেছেন। "এক সময় হযরত উমর (রা) ভ্রমণে বের হলেন। স্থলাভিষিক্ত করে রেখে গেলেন তিনি মদীনায় হযরত আলী (রা)-কে। কতিপয়

২. আল-বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৯-৬০।

www.pathagar.com

সাহাবায়ে কিরামও তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছিলেন। তিনি লোহিত সাগরের তীরে ইবিল্লার দিকে যাচ্ছিলেন। ইবিল্লার সন্নিকটে এসে পাশ কেটে তিনি সামনে বেড়ে গেলেন এবং গোলামকে তাঁর পেছনে রেখে দিলেন। অতঃপর তিনি ইস্‌তিনজা করে নিলেন। ইস্‌তিনজা হতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি গোলামের সওয়ারীটির উপর সওয়ার হয়ে গেলেন। নিজের সওয়ারীটি দিয়ে দিলেন তাঁর গোলামকে। অতঃপর সেখানকার জনগণের প্রথম দলটি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো ঃ আমীরুল মু'মিনীন কোথায় ? উত্তরে তিনি বললেন, তিনি তোমাদের সামনেই। অতএব, জনগণ সামনে বেড়ে গেলেন। ইবিল্লা পৌঁছে খলীফা বললেন, আমীরুল মু'মিনীন ইবিল্লা পৌঁছল, যদ্দরুন জনগণ তাঁকে চিনে নিতে আর ভুল করল না এবং সবাই তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ল।[৩]

মানবতার আদর্শ নমুনা

খুলাফায়ে রাশিদা ও সাহাবায়ে কিরামের জীবনচরিতে দুনিয়ার প্রতি বিরাগ ভাব, নম্রতা, কুরবানী, সমবেদনা, ন্যায়পরায়ণতা ও নিপুণতা, প্রজ্ঞা ও সততার উজ্জ্বল আদর্শ এত অধিক পাওয়া যায়, যেগুলোকে কোন ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, মনোবিজ্ঞানী বা চরিত্র বিশেষজ্ঞ যদি একত্র করে গুছিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন চিত্র অংকনের উদ্যোগ গ্রহণ করে, তাহলে অবশ্যিই মানব মণ্ডলে তা একটি অনুপম আদর্শ ও নিখুঁত ব্যক্তিত্বরূপে প্রতিভাত হবে। পরিণত হবে তা দিয়ে মানবতার মহাজাগরণের এলবাম (Album)। মানবতার বিশ্বজনীন প্রদর্শনীতে তা আদৃত হবে এক অপূর্ব শোভার নিদর্শন হিসেবে। কিন্তু পরিতাপের সাথে বলতে হয়, আমরা সে মনোনীত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জামাতটির পূর্ণাঙ্গ এবং যথাযথ গুণাবলী ও চিত্র কোন গ্রন্থে খুঁজে পাচ্ছি না। তা অবশ্য তাঁদের জীবনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুকোমল সংস্পর্শে ও সুস্নিগ্ধ দীক্ষার ফলশ্রুতি হিসেবেই বিদ্যমান ছিল। তা থেকে মাত্র গুটিকয়েক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছুটা আলো, কিছু সাহিত্য সুষমামণ্ডিত রচনা এবং চরিত্র চিত্রণ গ্রন্থাবলীতে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। কেননা 'আরববাসিগণ আবহমানকাল ধরে স্বীয় পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, শিল্প নিপুণতা এবং যথোচিত ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে শিরোপা অর্জন করে আসছে। তাদের সে সাহিত্য-প্রজ্ঞা ও শিল্প-নিপুণতার বদৌলতেই আমরা নববী সংস্পর্শের প্রভাব ও ফলাফল এবং সফলতা ও অনুপমতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আঁচ করতে সক্ষম হচ্ছি এবং সে সুপ্রতিষ্ঠিত মহতী সমাজটির নমুনা অবলোকন করার সুযোগ পাচ্ছি। তাঁদের সে আদর্শমাখা সমাজটিকে দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মু'জিযা হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য নিয়ে দৃষ্টিলোকে উদ্ভাসিত হয়ে আছে। তন্মধ্যে একটি দৃশ্য হযরত.

৩. তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৩-২০৪।

www.pathagar.com

আলী (রা)-কে নিয়ে, যা ভাব ও সাহিত্যিকতার নিরিখে অতীব রসালো। সে চিত্রটি তার প্রভাব ও তাৎপর্য বিচারে বস্তুবাদী ও আধ্যাত্মিক সাহিত্য জগতের এক অনুপম উপজীব্য হবার দাবি রাখে।

একদা আমীরে মু'আবিয়া (রা) হযরত আলী (রা)-র একজন ঘনিষ্ঠ সহচর যিরার ইবন যামরাকে আবেদন জানালেন, তিনি যেন হযরত আলী (রা)-র কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন। যিরার ইবন যামরার খুবই কাছে থেকে হযরত আলী (রা)-র সুহবত নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ হয়েছিল। আমীরের আবেদন অনুযায়ী হযরত যিরার (রা) বলতে লাগলেন ঃ

"আল্লাহ্‌র শপথ! হযরত আলী (রা) ছিলেন উচ্চ সাহসিকতাসম্পন্ন, সুঠাম দেহের অধিকারী একজন বীর কেশরী। তাঁর ফয়সালা যেকোন বিষয়ে চূড়ান্ত বলে গণ্য হতো। ন্যায়পরতার উপর প্রতিষ্ঠিত হতো তাঁর ফায়সালা। হযরত আলী (রা)-র প্রতিটি কর্ম হতে জ্ঞানের প্রস্রবণ উৎসারিত হতো। দুনিয়া এবং দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি ছিল তাঁর নিস্পৃহতা। রাত্রিতে একাকী অন্ধকারে তিনি বেশি বেশি সময় কাটাতেন। আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, অত্যধিক আহাজারী ও কান্নাকাটি, অবর্ণনীয় চিন্তা-সাধনাই ছিল তাঁর সার্বক্ষণিক ও অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁর হাতের তালু নিজের দিকে ফিরিয়ে সম্বোধন করতেন নিজেই নিজেকে। অতীত কর্মের হিসাবও নিতেন নিজেই। মোটা কাপড় ও সাধারণ পানাহার পসন্দ করতেন। আমাদের মধ্যে থাকতেন তিনি আমাদেরই মত হয়ে। আবার যখন কোন কথা জানতে চাইতাম, তা প্রশান্তচিত্তে বুঝিয়ে দিতেন তিনি। আমরা তার কাছে আসলে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করতেন। তাঁকে আমরা দাওয়াত করলে চলে আসতেন অকুণ্ঠ চিত্তে। কিন্তু তাঁর নজীরবিহীন অন্তরঙ্গতা ও বিনয়ী ভাব এবং সারল্য সত্ত্বেও আমরা তাঁর প্রতি সৃষ্ট ভীতিমাখা শ্রদ্ধার ফলে বেশি কিছু বলার হিম্মত হারিয়ে ফেলতাম। এমনকি আমাদের পক্ষ হতে কোন কিছু বলার সূচনা করার সাহসটুকুও হতো না। মৃদু হাসিটুকু যখন দিতেন তিনি, মুক্তামালার মত দাঁতগুলো চকচক করত। দীনদারদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং সহায়-সম্বলহারাদের সমবেদনা প্রদর্শনই ছিল তাঁর জীবনের মৌল আদর্শ। যতটুকু প্রতাপশালী ব্যক্তিই হোক না কেন, তাঁকে দিয়ে কোন প্রকার অন্যায়ের পক্ষপাতিত্বের আশাটুকু করত না। কোন আর্ত ও দুর্বল মানুষ তার ন্যায়পরায়ণতা থেকে বঞ্চিত ও বিমুখ হতো না। (হযরত যিরার বলেন) আমি আবারো আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আমি অনেক সময় হযরত আলী (রা)-কে এমন অবস্থায় দেখেছি যে রাত শেষ হতে চলেছে, তারকারাজি অস্তপ্রায়, তিনি তখন তাঁর দাড়িগুলো ধরে মসজিদের মিহরাবে সর্পে দংশিত মানুষের ন্যায় অস্থির ও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে আছেন কিংবা নিতান্তই বিষাদগ্রস্ত হয়ে কাঁদছেন। আমি তাঁকে একথা

www.pathagar.com

বলতে শুনতাম, হে দুনিয়া! তুই আমাকে কি যাবতীয় বিপর্যয়ের লক্ষ্যস্থল নির্ণীত করতে চাস্? আমাকে আকৃষ্ট করার জন্যই কি তোর এতসব অভিমান ও ছলনা? দূর হ! তুই দূর হ! তোর প্রতারণা আমার এখানে নয়, অন্যত্র। আমি তোকে এমনভাবে তালাক দিয়েছি যে, তোর দিকে প্রত্যাবর্তন করা আর সম্ভব নয়। তোকে নিয়ে জীবনকাল নেহায়াতই সাময়িক। তোকে দিয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অকিঞ্চিৎ। অথচ পরিণাম তার কতই না ধ্বংসাত্মক। আহ্! চলার পথের পাথেয় এত সামান্য, অথচ ভ্রমণ কত দীর্ঘ। পরন্তু পথ কতই কন্টকাকীর্ণ।

প্রথম ইসলামী সমাজ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত সে সমাজটি মানবেতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ হিসেবে নন্দিত ও স্বীকৃত। এটি একমাত্র তাঁরই অনুপম তারবীয়াতের ফসল। সে সমাজটি যেমনি ছিল হৃদয়গ্রাহী, তেমনি মানবিক সমস্ত গুণের সঞ্চিত ভাণ্ডার। সে সমাজটির সঠিক রূপরেখাটি ফুটে উঠেছে হুযুর (সা)-এর এক বিশ্বস্ত সহচর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর একখানা বর্ণিত হাদীস দ্বারা, যা নিতান্তই সাহিত্য রসালো, সংক্ষিপ্ত, তাৎপর্য, বিশালত্ব, গাম্ভীর্য এবং ভাববোধক শব্দে উচ্চারিত হয়েছে। তিনি বলেন, "সাহাবায়ে কিরাম অপরাপরের মাঝে ছিলেন পূত হৃদয়ের অধিকারী, গভীর প্রজ্ঞাময়। তাঁদের জীবনে লৌকিকতা বা কৃত্রিমতা খুবই কম পরিলক্ষিত হতো। তাঁরাই ছিলেন সেসব মনীষী নবী করীম (সা)-এর বরকতময় সান্নিধ্য লাভের এবং দীনের ঝাণ্ডা বুলন্দ ও মদদের নিমিত্ত স্বয়ং আল্লাহ্ পাক যাঁদেরকে নির্বাচন করেছিলেন।"[৪]

যখন সেই মহতী সমাজটিকে অন্য কোন সমাজের সাথে তুলনা করা হবে, তো সমষ্টিগতভাবে সেটির পাল্লা বহু ভারী প্রতীয়মান হবে। আর তাঁদের দুর্বলতার দিক (যা থেকে সৃষ্টিমাত্রই মুক্ত নয়) এঁদের গুণাবলী ও আদর্শাবলীর তুলনায় একেবারেই নগণ্য ও অধর্তব্য সাব্যস্ত হবে। তাঁদের চরিত্র মাধুরীর দৃষ্টান্ত তো মানব ইতিহাসে বিরল। এই প্রেক্ষিতে শায়খুল ইসলাম ইবন তায়মিয়ার সাহিত্য অলংকারমণ্ডিত সুদৃঢ় বাণীটি প্রণিধানযোগ্য মনে করি ঃ

"সাহাবা-ই-কিরামই ছিলেন এই উম্মতের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কেননা হিদায়াত ও দীনের পথে উম্মতের মধ্যে তাঁদের চেয়ে অগ্রগামী অন্য কেউ হয়ে উঠেনি। মতভেদ ও মতানৈক্য হতে তারাই তুলনামূলক বেশি মুক্ত ছিলেন। আর যদি কোথাও তাঁদের সাথে কোন ত্রুটির সংযুক্তি ঘটেছে, তা অন্যদের তুলনায় নিতান্তই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। অনুরূপ এ উম্মতের ত্রুটিগুলো অন্য সমাজগুলোর নিরিখে হিসাব করলে তা তুচ্ছ ও

৪. মস্নদে দারেমী।

www.pathagar.com

উপেক্ষণীয় বলে বিবেচিত হবে। তা দেখে যারা সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে ভিত্তিহীন অপপ্রচারে মত্ত হয়েছে, তাদের উদাহরণ হচ্ছে, যেন তারা ফটিকের ন্যায় শুভ্র কাপড়ের একটি তিলককে প্রকট করে দেখানোর অপচেষ্টা করছে। তারা অন্যান্য সমাজের কালো কাপড়গুলো দেখছে না, যার ভেতরে শুভ্রতার বিন্দুমাত্র দেখা যায় না। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যন্ত জুলুম ও অজ্ঞতার পরিণতি বৈ কিছু নয়।[৫]

পরবর্তী বংশধরগণের উপর মুহাম্মদী রিসালাতের প্রভাব

নববী দাওয়াত, তালীম ও সুমহান আদর্শ, যা মহানবী (সা) সাহাবায়ে কিরামের জীবন-চরিতের রূপ-রঙে উপস্থাপন করেছিলেন, তা শুধু সে যমানার জন্যই সীমিত ছিল তা নয়। বরং পরবর্তী উত্তরসুরিদেরকেও শিক্ষাদানের দিকে নবী করীম (সা) অনুপ্রাণিত করেছেন। কেননা নবী করীম (সা)-এর সনাতন আদর্শ সকল দেশ এবং সকল পরিবেশের জন্য শাশ্বত আদর্শ। তাই তা চলার পথের দীপ্ত প্রদীপ এবং চিরন্তন পথিকৃৎ। আর এ জন্যই এমন জিনিস তাঁর প্রেরিত সমাজটিতে শুধু সীমাবদ্ধ থাকার নয়। বরং তা সেই জ্যোতিষ্মান সূর্যের মত যার আলো ও তাপে প্রতিটি যুগে প্রতিটি স্থানে ফসল ও ফল-ফলাদি পরিপক্বতা লাভ করছে। এটি এমন শাশ্বত সূর্য, যেটি আপন সৌরমণ্ডলে অবস্থান করছে বটে; কিন্তু তার মৃদু সোনালি মাখা সঞ্জীবনী কিরণ এ বসুন্ধরাকে প্রতিনিয়ত প্রেরণ করছে। কাছে হোক কিংবা দূরে থাকুক প্রতিটি প্রাণী তা থেকে লাভ করছে সজীবতা।

আল্লাহ্ তা'আলা এবং আখিরাতের উপর ঈমান আনয়নের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাওয়াত, আল্লাহ্র মেহেরবানীর প্রতি তাঁর ঐকান্তিকতা, তাঁর অসন্তুষ্টি ও গ্রেফতারীর ভয়, প্রতিদান ও সওয়াবের প্রত্যাশা, জাহান্নামের ভীতি, জান্নাতের প্রেরণা, পার্থিব জিনিসের প্রতি নিস্পৃহতা, আখিরাতের পাথেয়র অনুসন্ধান, অত্যধিক সারল্য, নিজ ও নিজের সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা অন্যদেরকে প্রাধান্য দেওয়া, অনাত্মীয়ের জন্য ত্যাগ, তাদেরকে আত্মীয়দের চেয়েও নিকটতম ভাবার মানসিকতা ইত্যাদি এক বিশ্বজয়ী সার্বজনীন শিক্ষণীয় পাঠ্যসূচী হিসেবে গণ্য। শুধু তাই নয়, বরং জিহাদ, উৎসর্গীকরণ এবং আত্মবিসর্জনের ন্যায় জীবন-পরীক্ষায় একান্ত আপনজনদেরকে সামনে বাড়িয়ে দেওয়া বিভিন্ন চরিত্র মাধুরী এবং সূক্ষ্ম অনুভূতি চালিত উজ্জীবন বিশ্বজনীন প্রশিক্ষণই বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচ্য। মোটকথা, তদ্দ্বারা পরবর্তীকালে বংশ পরম্পরায় মানব সন্তানগণ আদর্শবান হচ্ছিল। উলামা, নেতৃবর্গ, রাজা-বাদশা, শাসক-প্রশাসক, 'আবিদ-জাহিদ সকলেই এ ফোয়ারা থেকে স্বচ্ছ ও পবিত্র হয়ে আসছে। চরিত্র ও মানবতার প্রথম সবক নিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছে এ শিক্ষা পাদপীঠ থেকে,

৫. মিন্হাজুস্ সুন্নাহ্, ৩য় খণ্ড।

www.pathagar.com

যার ফলে স্বীয় চরিত্র মাধুরীর উৎকর্ষ, তীক্ষ্ণ অনুভূতি, সূক্ষ্ম দৃষ্টি, আমানতদারী, বিলাস-সামগ্রী, ধনাগারের চাবি, প্রশাসন ভাব এবং সমাজের ভবিষ্যত নিজের হাতে নিয়ন্ত্রিত থাকা সত্ত্বেও তাঁরা দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র ইবাদতে যুগের পথিকৃৎ ছিলেন।

নবী করীম (সা)-এর আদর্শে দীক্ষিত মনীষিগণ স্থান ও কালের দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও নবুয়তের ফসল, ইসলামী দাওয়াতের ফল এবং মুহাম্মদী রিসালাতেরই কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের নিদর্শন হয়ে রয়েছেন। এদের চরিত্রে যে আকর্ষণ পরিদৃষ্ট হচ্ছে, এসব তো নবুয়তে মুহাম্মদীরই প্রতিচ্ছবি। এই আকীদা-বিশ্বাস ও চরিত্র বিকাশে তাঁদের পিতা-মাতা, পরিবেশ এবং নিজস্ব মেধার তেমন কোন ভূমিকা নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাওয়াত ও তালীম না হলে, রাসূলের প্রতি তাদের ভালবাসা ও অনুশীলনের প্রেরণা জাগ্রত হয়ে ইসলামের অবদানে তারা ধন্য না হলে, হয়তো তারা 'আকীদাগত দিক দিয়ে হতো মূর্তিপূজারী, হতো হিংস্র পশুর তুল্য। তওহীদ যদি না হতো, আল্লাহ্-ভীতি আসত না। দুনিয়ার প্রতি অনীহা এবং ত্যাগ না হলে ক্ষমা ও উদারতার মহানুভবতা তারা পেত না। কোন মহৎ অনুপ্রেরণাও আসত না, ফলে তাদের চরিত্র মাধুর্যও দেখা যেত না।

বিশ্বজনীন ও শাশ্বত মুহাম্মদী আদর্শ নিকেতনের কতিপয় খ্যাতিমান শিষ্য এবং তাঁদের সুমধুর চরিত্র ও জীবনের কিছু দৃষ্টান্ত

সেই আদর্শ শিক্ষা নিকেতন থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত এমন একজনকেই সামনে রাখুন, যিনি ইসলামের মূল দোলনা তথা 'আরব উপদ্বীপ থেকে সুদূরবর্তী এক জায়গায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রিসালতের সময়কাল পেরিয়ে যাওয়ার বহু পরে এ মনীষীর আবির্ভাব ঘটে। জন্ম ও বংশগত দিক দিয়ে যাঁর রক্তমাংস ছিল অনারবীয়। সে মনীষী সুলতান সালাহুদ্দীন কুর্দী 'আজমী। ইসলামের ইতিহাসে তিনিই সালাহুদ্দীন আইয়ুবী নামে বিখ্যাত। ষষ্ঠ হিজরীতে তাঁর আবির্ভাব।[৬] তাঁর সম্পর্কে তাঁরই একজন বিশ্বস্ত সহচর (Secretary) ইব্‌ন শাদ্দাদের মন্তব্য নিম্নরূপ ঃ

"পক্ষান্তরে তাঁর শাসনামলে দেশ কি উন্নতি লাভ করেনি? তদুপরি মৃত্যুকালে রেখে যান তিনি সর্বমোট মাত্র সাতচল্লিশটি নার্সেরী রৌপ্য মুদ্রা এবং একটি স্বর্ণ মুদ্রা। ওজনের দিক দিয়ে তা কতটুকু ছিল তা আমার জানা নেই। আমি তাঁকে একবার বায়তুল মুকাদ্দাসে বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের মাঝখানে দেখেছিলাম। তিনি তখন দিমাশ্‌ক যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সেসব প্রতিনিধি দলকে দেওয়ার মত কিছুই ছিল না তাঁর কোষাগারে। আমি তখন এ বিষয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করছিলাম।

৬. সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মৃত্যুকাল ৫৮৯ হিজরী। তাঁর পিতার নাম আইয়ুব।

www.pathagar.com

পরিশেষে তিনি বায়তুলমালের কিছু সামগ্রী বিক্রয় করে সব প্রতিনিধি দলের মাঝে বন্টন করে দিলেন। একটি রৌপ্য মুদ্রাও অবশিষ্ট রইল না।

প্রাচুর্যের সময় যেভাবে তিনি প্রাণ খুলে দান করতেন, দৈন্যের সময়ও ঠিক অনুরূপ উদারচিত্তে তা অব্যাহত রাখতেন। যদ্দরুন তাঁর কোষাধ্যক্ষগণ অনেক সময় তাঁর অজান্তে কিছু মাল লুকিয়ে রাখতেন গুরুত্বপূর্ণ মূহূর্তে কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য। কারণ সুলতান যখনই কোন দ্রব্য সম্পর্কে জ্ঞাত হতেন, তখনই তা চেয়ে নিতেন। কথা প্রসঙ্গে একদা তিনি বলছিলেন, "এমনও কতিপয় মানুষ আছে, যারা ধন-সম্পদকে মাটির ন্যায় ভেবে থাকে।' উক্তিটা দ্বারা যেন তিনি নিজেকেই উদ্দেশ করছিলেন। সর্বদাই তিনি সাহায্য প্রার্থীর আশারও উর্ধ্বে দান করে থাকতেন।[৭] এমন একজন মহান সম্রাট, যাঁর সাম্রাজ্য সিরিয়ার উত্তর প্রান্ত হতে দক্ষিণে নওবা মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ইহধাম ছেড়ে চলেছেন, অথচ তাঁর স্বীয় কোষাগারে দাফন-কাফনের পয়সাটুকুও ছিল না।

ইব্ন সাদ্দাদ বলেন ঃ

অতঃপর তাঁকে গোসল দেওয়া ও কাফনের প্রস্তুতি চলেছিল যখন, তখন আমাদের তাঁর ব্যবস্থা এভাবে গ্রহণ করতে হয়েছিল যে, সাধারণ ও তুচ্ছ জিনিস পর্যন্ত ধার করে আনতে হয়েছিল। এমনকি কবরে রাখার জন্য ঘাসের আঁটি পর্যন্ত যোগাড় করতে হয়েছিল ধার করে। যোহ্রের নামাযের পর একটি সাধারণ খাটে আবৃত করে তাঁর জানাযা আনা হলো। কাফনের কাপড় সবটুকুও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন কাযী ফাযিল।[৮] সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী সম্পর্কে ইউরোপীয় জীবনীকার লেনপুন (Stanely Lanepool) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'সালাহুদ্দীন'-এ লিপিবদ্ধ করেন ঃ

সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর ভদ্রতা এবং সুপরিসর মানসিকতার অবগতি সম্পর্কে একটা ঘটনার অবতারণই যথেষ্ট, যা ঘটেছিল বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের সময়। এ বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় ও পুনরুদ্ধারের সময় তিনি খৃস্টান শত্রুদের যে অতুলনীয় সদাচরণ দেখিয়েছিলেন, তা ছাড়া যদি আর কোন কিছুই তাঁর সম্পর্কে না জানা যায়, তথাপি এটুকুই এটা প্রকাশের জন্য যথেষ্ট হবে যে, তা ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক মহত্ত্ব, শৌর্যবীর্য ও পৌরষের শ্রেষ্ঠত্বে তাঁর সমকক্ষ সেখানে আর কেউ ছিল না। বরং এসব ক্ষেত্রে যেন তিনি সর্বকালের মানুষের শীর্ষে অবস্থান করেছেন।[৯] এ মুহাম্মদী নবুয়তের প্রভাব নিজ শক্তি, প্রেরণা ও সম্ভাবনায় পরিপূর্ণতা নিয়ে প্রতিটি যুগে সক্রিয় রয়েছে। এমনকি এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে সেসব ইসলামী রাষ্ট্র হতে সুদূরে

৭. আন্-নাওয়াদির আস-সুলতানীয়া ওয়াল মাহাসিনুল ইউসুফিয়া, ইব্ন শাদ্দাদ, পৃ. ১৩-১৪।

৮. আন্-নাওয়াদিরুল সুলতানীয়া ওয়াল মাহাসিনুল ইউসুফিয়াহ, ইব্ন শাদ্দাদ, পৃ. ৩৫১।

৯. সালাহুদ্দীন, পৃ. ২০৫।

www.pathagar.com

এক প্রান্তে অবস্থিত রাষ্ট্রসমূহেও। প্রকাশ পেয়েছে সেসব নতুন নতুন সমাজ ও ব্যক্তিবর্গের মাঝেও, যারা ইসলামের প্রথম সারির মনীষীদের সাথে ভাষা, বংশ ও শিল্পগত দিক দিয়ে আদৌ সম্পৃক্ত ছিল না। তাঁদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে এমন হয়েছিল যে, তাঁরা প্রথম ইসলামী দাওয়াতদাতা কিংবা আধ্যাত্মিক পীরের হাতে মুসলমান হতেন। পরে তাদেরই বংশে কোন বাদশাহ কিংবা শাহী মর্যাদার এমন আল্লাহ্-ভীরু কামিল ওয়ালীর আবির্ভাব ঘটত, যার মধ্যে আল্লাহ্-প্রীতি, তাক্ওয়া, ইনসাফ, সাম্য, সমবেদনা ও সহানুভূতি, দয়া-দাক্ষিণ্য, আল্লাহ্র তুষ্টি ও একনিষ্ঠতা, সততা ও সরলতার এমন প্রতীক সাব্যস্ত হত, যা অন্য সমাজের হিব্র, রাহিব, পোপ এবং পাদরীদের মধ্যেও হত না। তাদের রাজা ও মহারাজাদের তো প্রশ্নই ওঠে না। আমি উপমহাদেশের দীর্ঘ ইসলামী ইতিহাসে এ জাতীয় সমৃদ্ধ বহু ঘটনার এমন একটা উদাহরণ পেশ করছি, যেটির অভূতপূর্ব আকর্ষণ, অকৃত্রিমতা যতদিনই অতিবাহিত হোক না কেন, যতবারই তা শোনা যাক না কেন হ্রাস পায়নি কিঞ্চিতও।

গুজরাটের বাদশাহ মুজাফফর হালীম (মৃত্যু ৯৩২ হিজরী) এবং তাঁর সমসাময়িক মান্ডোর শাসনকর্তা সুলতান মাহমুদ খিলজীর মাঝখানে বহুদিন যাবত রাজনৈতিক মতপার্থক্য চলছিল। সুলতান খিলজী তাঁর রণচাতুর্যের দরুন উপর্যুপরি আক্রমণ অব্যাহত রাখতেন। ফলে সুলতান মুজাফফর হালীমকেও প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হতো। ভাগ্যের পরিহাস, কালের পট পরিবর্তন হল, পতন আসতে লাগল মাহমুদের শৌর্য-বীর্যে। পরিশেষে পরাক্রমশালী সুলতান মাহমুদকে একজন আশ্রয় প্রার্থী হিসেবে তাঁর পুরানো ঘোর শত্রুর দ্বারে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হল। কেননা তাঁর ওয়াযীর মুন্ডলী রায় তার রাজ্যে জবর দখল করে বসেছে। সুলতান মাহমুদ সাহায্য প্রার্থনার জন্য সুলতান মুজাফফর হালীমের সহানুভূতি ও সাহায্য কামনা ছাড়া ইসলামী মর্যাদাবোধের দৃষ্টিতে অন্য কোথাও তার আশ্রয়ের স্থল খুঁজে পেল না। তাই তিনি পরিশেষে সুলতান মুজাফফরকেই স্বীয় সাহায্য-সহানুভূতি, মদদ ও সহযোগিতার যোগ্য পাত্র মনে করলেন। জাহিলী সংকীর্ণতায় আক্রান্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিছুতেই সম্ভব হত না, পারত না কোন জড়বাদী দর্শনের অনুসারী এভাবে শত্রুকেই যথার্থ আশ্রয়স্থল বলে ভাবতে। আবার এদিকে সুলতান মুজাফফর হালীম সে সুযোগটুকুর সদ্ব্যবহারের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলেন না। একটু কটাক্ষও তিনি করলেন না তাঁর প্রাণের শত্রুকে। বরং একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আর নাফ্স ও শয়তানের ভেল্কী নস্যাৎ করার এটিকে একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিলেন। বিলম্ব না করে সুলতান মুজাফফর এক বিরাট সেনাবাহিনী সাথে নিয়ে মান্ডোর দিকে যাত্রা করলেন। তিনি যে তাঁর শত্রু রাষ্ট্রের (রাজনৈতিক)

www.pathagar.com

সমস্যাকে নিজের রাষ্ট্রের সমস্যার তুল্য ভেবেছিলেন, তাই নয়, বরং তার চেয়েও অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং একটি ইসলামী রাষ্ট্রের আযাদীর সংরক্ষণ ও ইসলামের শান-শওকতের পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে নিজের রাষ্ট্রের আযাদী এবং নিরাপত্তাকে জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না। ওদিকে কাফির সেনা এবং শিরক শক্তিগুলো তাদের মিত্র রাষ্ট্র মান্ডোর সাহায্যের উদ্দেশ্যে রণক্ষেত্রে একত্রিত হতে শুরু করল। ফলে সংঘটিত হয় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। সে যুদ্ধে শত শত মৃতদেহের বিরাট স্তূপ হল। রাজপথগুলোয় প্রবাহিত হল রক্তধারা। পরিশেষে সুলতান মুজাফফরেরই বিজয় হল। শত্রুপক্ষ পরাজয় বরণ করল। রাজপুত রাজাদের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী রাজপুত এবং সম্রাজ্ঞীগণ জহরব্রত পালনের প্রাচীন রীতি সমাপন করল। অবশেষে এ রাষ্ট্র ইসলামী শাসনের আওতাভুক্ত হল।

এখানে মানবিক ভদ্রতা এবং ইসলামী আদর্শের আরো একটি উত্তম নমুনা প্রতিভাত হচ্ছে। তা হচ্ছে এই– সুলতান মুজাফফর হালীমের কতিপয় সামরিক উপদেষ্টা তাঁকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, এ মনোরম উর্বর ভূমিটি বাদশাহ্ যেন হাতছাড়া না করেন। কেননা সুন্দর সুন্দর স্থাপত্য, দুর্ভেদ্য দুর্গে এবং পরিপূর্ণ কোষাগারে এই দেশটির তুলনা উপমহাদেশে আর একটি নেই। যা দুর্বল ও পথভ্রষ্ট বাদশার অদূরদর্শিতার কারণে জীর্ণ হয়ে আসছিল। তাঁদের যৌক্তিকতা এই ছিল যে, বাদশাহ যেহেতু এই মান্ডোকে নব অভিযানের মাধ্যমে জয় করলেন, সুতরাং তিনি-ই এই বিজিত রাষ্ট্রের অধিকারী। বলাবাহুল্য, রাষ্ট্রতো শক্তি ও বিজয়েরই ফসল। আর বিজিত দেশকে সাধারণত বিজেতারই হক ও অধিকার ভাবা হয়।

সুলতান মুজাফফর হালীম সেনানায়কদের এ অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত হলে সাথে সাথে তিনি সুলতান মাহমুদকে নির্দেশ দিলেন যে, তাঁর সৈনিকদের কাউকে যেন নগরীতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয়। সুলতান মাহমুদ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বাদশাহ মুজাফফরকে মাত্র কিছুক্ষণ সময় দুর্গে অবস্থান করে বিশ্রাম নেওয়া এবং গোসল ইত্যাদি করার জন্য আহ্বান জানালে সুলতান মুজাফফর শুকরিয়ার সাথে তাও প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁর সৈনিকদেরকে আহমদাবাদ এবং নিজ নিজ ঠিকানায় প্রত্যাবর্তনের জন্য হুকুম দিলেন। আর সুলতান মাহমুদকে বললেন–আমি এই দেশে এসেছি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত, তাঁর সওয়াবের আশায় এবং তাঁর হুকুম পালন করার উদ্দেশ্যে।

وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ –

যদি তারা সাহায্য প্রার্থী হয় তোমাদের কাজে দীনের ব্যাপারে, তবে তোমাদের জন্য অপরিহার্য হবে তাদের সাহায্য করা। —সূরা আনফাল ঃ ৭২

www.pathagar.com

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَسْلَمُهُ وَلاَ نَخِيْذُ لَهُ

একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের ভাই। এক ভাই অপর ভাইকে শত্রুর কাছে সোপর্দ করতে পারে না এবং অপমানিত করতেও পারে না। —হাদীস

উপরোক্ত উক্তি দু'টি পেশ করে সুলতান মুজাফফর বললেন, এখন আমার নিয়ত পুরা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক আমাকে, আপনাকে এবং ইসলামকে সফল করেছেন। আমি আমার সঙ্গী-সাথীদের থেকে এমন কিছু উক্তি ও যুক্তি পেয়েছি, যেগুলোয় আমি কান দিলে আমার সব আমল বিনষ্ট হত, জিহাদ বরবাদ হত। মূলত এ ব্যাপারে আমার কোন অবদান নেই। অবদান তো সবটুকু আপনার। আমাকে এ শুভ কাজের সুবর্ণ সুযোগ প্রদান তো করেছেন আপনি। আপনি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। এখন আমি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছা করেছি। আমি আমার আমলকে মূল্যহীন করতে চাইনি। ভালোর সাথে মন্দের ভেজাল দিতে আমি রাযী নই। বাদশার এ ভাবগম্ভীর বক্তব্য শ্রবণ করে তাঁর বিজয়ী সেনাদল আনন্দ হিল্লোলে মেতে উঠলো। আহ্মদাবাদের দিকে ইচ্ছার বলগাকে ফিরিয়ে দিলেন নিপুণ অশ্বারোহিগণ। একটা স্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলে গেলেন তাঁরা নিজ দেশে।

সুলতান মুজাফফর মান্ডো বিজয়ের সময় যখন বিজয়ীর বেশে সসম্ভ্রমে নগরীর দিকে প্রবেশ করছিলেন, তখন সুলতান মাহমুদ তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য তাকে ধনাগার ও প্রাচুর্যগুলো পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। মান্ডোর প্রতিটি জিনিস ছিল নেহায়েত চিত্তাকর্ষক এবং বৈচিত্র্যময়। নগরটি এক দীর্ঘকালব্যাপী সৌন্দর্য, সজীবতা, সম্পদ ও স্থপতি, রূপসী দাসী ও মহিলাদের মীনা বাজার-এর খ্যাতি লাভ করে আসছিল। অথচ সুলতান মুজাফফর মাথা নিচু করে সেসব থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে পথ অতিক্রম করে আসছিলেন। বিজয়ী নেতার অভিনন্দন জ্ঞাপনার্থে হাসিমুখে প্রতীক্ষারত দাস-দাসী ও স্বেচ্ছাসেবী ছাউনী অতিক্রমকালে সুলতান মাহমুদ তাঁর লাজুক ও সংকুচিত সহযাত্রী সুলতান মুজাফফরকে নিবেদন জানালেন—জনাবে আলী! ব্যাপার কি ? আপনি যে মাথা উত্তোলন করছেন না এবং এমন নয়নাভিরাম দৃশ্যগুলো একটু লক্ষ্যও করছেন না ? সুলতান মুজাফফর বললেন–আমার জন্য তা জায়েয নয়। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ -

হে নবী! আপনি জানিয়ে দিন ঈমানদারদেরকে, তারা যেন স্বীয় দৃষ্টি নিম্নগামী রাখে। —সূরা নূর ঃ ৩০

www.pathagar.com

সুলতান মাহমুদ বললেন, এরা তো আমারই দাসী। এদিকে আমি আপনার এমন একজন গোলাম, যাকে আপনার অফুরন্ত করুণা আজীবনের জন্য ক্রয় করে নিয়েছি। সুতরাং এরা নীতিগতভাবে আপনারই দাস-দাসী। কিন্তু সুলতান মুজাফফরকে এ যুক্তি স্বস্তি যোগাতে ব্যর্থ হয়। তাঁর নিশ্চিত প্রত্যয় এই ছিল যে, আল্লাহ্ পাক যা হারাম করেছেন, তা অন্য কেউ হালাল করার নেই।[১০]

এভাবে আল্লাহ্-প্রেমিক মুত্তাকী বাদশাহ তার ভদ্রতা, অন্তরের পবিত্রতা, ইসলামের প্রতি মজবুত আকর্ষণ এবং ইসলামী চরিত্রের বুলন্দ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। এগুলো কৃত্রিম ছিল না। বরং এগুলোতেই তার প্রকৃতি গড়ে উঠেছিল। নিক্তিতেই গড়া ছিল তাঁর দৈনন্দিন জীবন প্রণালী। অথচ একজন আদর্শের দিশারী বাদশার বংশধারা দুই তিন পুরুষ পূর্বে গিয়ে অমুসলিম হিন্দু বংশের পেশাধারী নর্তকীদের সাথে মিশে যায়। এমন একটি বংশের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি যখন ইসলামের সম্মানে বিভূষিত হলেন, এক বিরাট সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনে সফল হয়ে গেলেন। ইতিহাসবেত্তাগণ তাঁর পিতামহের ওপরে গিয়ে ইসলামী নাম আর খুঁজে পাচ্ছেন না। ফিরোজশাহ তুগলকের শাসনকালে তারা অষ্টম হিজরীতে ইসলাম কবূল করেছিলেন। তাই এর পূর্বে গিয়ে ইসলামী নাম না এসে ভারতীয় নাম আসতে থাকে। তাই তাদের ইসলামী বংশের ধারাবাহিক পরিচিতি শত তল্লাশী চালিয়েও মিলেনি। এ অতুলনীয় ভদ্রতা ও আল্লাহ্ভীতি তিনি পেলেন একমাত্র মুহাম্মদী আদর্শের শিক্ষানিকেতন থেকেই। তিনি সে শিক্ষানিকেতনের একজন একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন মাত্র। তিনি ইসলামের নিয়ামত এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইহসান ও অবদানকে পুঙ্খানুপুঙ্খ সদ্ব্যবহার করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। দীনের সাথে তার সম্পৃক্তি নিতান্তই আন্তরিক এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ ছিল।

সে শাশ্বত ও মুবারক শিক্ষা নিকেতনের কৃতিত্ব সার্বজনীন ও সর্বকালীন

এ সুষমামণ্ডিত ও নয়নাভিরাম শিক্ষা পাদপীঠ থেকে যে কত কৃতী সন্তান সারা বিশ্বে কারণে আওয়াল সাহাবা যুগ, তাবিয়ীনদের যুগ এবং পরবর্তী যুগসমূহে বের হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। সেসব খ্যাতিমান সন্তানদের কতই না কৃতিত্ব, বিজয় সম্মান ও শ্রদ্ধাঞ্জলী বসুন্ধরার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে।

এ পাদপীঠের প্রশিক্ষণ ও এর প্রতিষ্ঠাতার প্রভাব কখনো প্রতিফলিত হয়েছে মহাবীর তারেকের দুঃসাহসিকতায়, মুহাম্মদ ইবন কাসিমের অসীম বীরত্বে এবং মূসা ইবন নাসীরের অজেয় মনোবলে। আবার কখনো তা প্রতিফলিত হয়েছে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম শাফিয়ী (র)-এর মেধা ও তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তিতে। কখনো তা

১০. বিস্তারিত জানার জন্য আল্লামা আসেজীর আরবী ইতিহাস 'জাফ্রে ইল্ওয়া' দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

ধরা দিয়েছে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র), ইমাম মালিক (র)-এর দৃঢ়তা ও অটলতার আকৃতিতে। আবার কখনো এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নূরুদ্দীন যঙ্গী (র)-এর দয়া-দাক্ষিণ্যের ধরন নিয়ে। আবার কখনো সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী (র)-এর অধ্যবসায় ও সাধনার রঙে রঞ্জিত হয়ে তা প্রদর্শিত হয়েছে। ইমাম গাযালী (র)-এর দর্শনের বেশে সামনে এসেছে কখনো, হযরত আবদুল কাদির জীলানী (র)-এর সংস্কার ও আধ্যাত্মিকতার রক্তে রঞ্জিত হয়ে এসেছে কখনো। মুহাম্মদী শিক্ষা নিকেতনের সে প্রভাব ইবন জাওযী (র)-এর মাধ্যমে কখনো বিকশিত হয়েছে, আবার কখনো তা মুহাম্মদ ফাতিহের তরবারী সেজেছে। সুলতান মাহমুদ গযনভী (র)-এর রণস্পৃহা নিয়ে কখনো চমকিত হয়েছে, কখনো নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর করুণা ও বিনয়রূপে তা প্রমাণিত হয়েছে। একবার রূপ ধারণ করেছে ফিরোয শাহ খিলজীর উচ্চ মানসিকতায় ভূষিত হয়ে আবার তা ইমাম তায়মীয়ার সুগভীর ইলমী প্রজ্ঞার ধাচে ধরা দিয়েছে। সামনে এসেছে তা কখনো শেরশাহ সুরীর দূরদৃষ্টির বেশে, কখনো সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের লৌহ মনোবলের বেশে। এ মুহাম্মদী শিক্ষাগারেও তার প্রতিষ্ঠাতার প্রেরণা প্রতিফলিত হয়েছে কোন কোন সময় শারফুদ্দীন ইয়াহয়া মুনীরা (র)-এর মারিফাত ও দর্শনে, কখনো মুজদ্দিদে আলফেসানী (র)-এর তীর্যক লেখনি ও অভিযানে। আবার তা কোন কোন সময় প্রস্ফুটিত হয়েছে হযরত আবদুল ওয়াহহাব নাজদী (র)-এর দাওয়াতের কলিতে। কখনো শাহ ওয়ালী উল্লাহ্‌র দর্শনরূপে প্রকাশিত হয়েছে, আবার কখনো উত্তরসুরি দাওয়াতদাতা উলামায়ে রাব্বানীয়ীনদের অনুপম খিদমতের চমক নিয়ে বিকশিত হয়েছে।

এসব খ্যতিমান মনীষীর ইলমী ও আমলী খিদমতের সূত্রধারা সেই মুহাম্মদী শিক্ষাগারের প্রশিক্ষণের সাথে জুড়ে রয়েছে যা ছিল এ ধারার প্রাথমিক স্বর্ণযুগ। আর এটি-ই ছিল সে যুগ, যে যুগে মানবতার সর্বোৎকৃষ্ট সম্ভাবনাগুলো উৎসারিত হচ্ছিল। আর তা মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমেই সূচিত হয়। সে যুগেই ওসব যোগ্যতার সদ্ব্যবহার করার মত যোগ্য পাত্র পরিদৃষ্ট হচ্ছিল। এ মুহাম্মদী শিক্ষা-নিকেতন কালের শত অবজ্ঞা এবং জনগণের নানাবিধ অনীহা সত্ত্বেও ইতিহাসে কত নজীরবিহীন ব্যক্তিবর্গকে সৃষ্টি করে আসছে আল্লাহর মহিমায় স্বীয় ফসল ও ফলন দ্বারা তাঁরা মানবতার শূন্য কোটাটিকে পরিপূর্ণ করে আসছে। এ অনুপম শিক্ষাগারটি সেসব একনিষ্ঠ নেতৃবর্গ এবং রাব্বানী আলিমকুলের বদৌলতে অব্যাহত রেখেছে মানবতা ও ন্যায়পরায়ণতা অনুসন্ধানের পথটুকু। যাঁরা কুরআনের ভাষায় বিঘোষিত হয়েছে ঃ

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ز يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ط

www.pathagar.com

ঈমানদারদের সামনে তাঁরা নিতান্তই বিনয়ী। কাফিরদের বেলায় বজ্রকঠোর। আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে, অথচ তাঁরা বিদ্রূপকারীদের কিঞ্চিতও পরোয়া করে না। —সূরা মায়িদা ঃ ৫৪

এদিকে এ গায়বী আওয়াজ প্রতিনিয়ত শ্রুত হচ্ছে ঃ

فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ .

আর যদি এ কুরআনের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তাহলে আমি এর জন্য এমন এক সমাজকে নির্ধারণ করব, যারা তা অস্বীকার করবে না।

—সূরা আন'আম ঃ ৮৯

www.pathagar.com

সপ্তম ভাষণ

খাতমে নবুয়ত-১

সুধী! এ যাবত আল্লাহ্‌র বাণীতে রিসালত ও নবুয়তের মর্যাদা, এর বাহকবৃন্দের মহত্ত্ব, তাঁদের সমাপক ও পরিপূরক নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়ত ও রিসালতের বিশেষ বিশেষ দিক ও অংশগুলো কুরআনে পাক ও ইতিহাসের আলোকে চিন্তা ও গবেষণার নির্যাসসহ আপনাদের সামনে উপস্থাপনের সৌভাগ্য হল। এখন 'খাতমে নবুয়ত' তথা নবী মুহাম্মদ (সা)-ই যে 'সর্বশেষ ও চূড়ান্তকারী নবী,' এ তত্ত্বটুকু কুরআনে মাজীদ, সীরাত, হাদীস, অন্যান্য ধর্ম ও মাযহাবের ইতিহাস, অন্যান্য ধর্মের সাথে আপেক্ষিক গবেষণা, সমাজ ও সভ্যতার দর্শনসমূহের পরিষ্কার নীতিমালা এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতার নিরিখে আলোচনা করাটা খুবই প্রয়োজন বলে মনে করি। কারণ এটি-ই আমাদের ইলমী যাত্রার গন্তব্যস্থল। এটি-ই আমাদের লেখনী অভিযানের শেষ লক্ষ্যবিন্দু এবং যাবতীয় ভাষণের 'শুভ সমাপনী'। যেহেতু সম্প্রতি খাতমুন্নবুয়তের সুস্পষ্ট ও সর্বসম্মত বিষয়টিকে স্বার্থান্বেষী একটি ভ্রান্ত সম্প্রদায় ধামাচাপা দেওয়ার এবং বিতর্কিত জ্ঞানগর্ভে মাস্‌আলার রূপ দেওয়ার পাঁয়তারা খুঁজছে, তাই পূর্বেকার নিবন্ধগুলো অপেক্ষা এটিকে অধিকতর বিশ্লেষণ ও দীর্ঘ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। এ জন্য হয়ত এ বিষয়টিকে দু'টি পর্বে এবং দুটি অধিবেশনে বিভক্ত করতে হবে।

দীনের পরিপূর্ণতা এবং নবীগণের প্রতিনিধিত্বে উম্মত

প্রজ্ঞাবান আল্লাহ্ পাকের চিরাচরিত ইরাদা–দীন ইসলামকে তার পূর্ণবিন্দুতে নিয়ে পৌঁছিয়ে দেওয়া। ফলে সর্বকালেই এ দীন সর্বস্তরের চাহিদা মোচনের যথোপযোগী পাথেয় হিসেবে অক্ষুণ্ন রয়ে আসছে। মুহাম্মদ (সা) যে আল্লাহর বাণী এবং দীনের আমানত বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় করেছেন তা-ই শেষ কথা নয়। সাথে সাথে তিনি (সা) এমন একদল উম্মত তৈরী করার প্রয়াস পেলেন যাঁরা নবুয়তের দায়িত্বে সমাসীন না হয়েও এর পুরো দায়িত্ব রক্ষায় অটল ও অনঢ় থাকেন। এঁরা আদিষ্ট হয়েছেন, আল্লাহ্‌র

www.pathagar.com

দীনকে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য। দীনকে রদ-বদলের কালো হাত থেকে মুক্ত রাখার জন্য। এরাই নিয়োজিত হলেন সৃষ্টির শুভ কামনা ও সর্বকালে সর্বস্থানে মানবতার নীতি-নির্ধারণে।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যারা মানব জাতির কল্যাণে আবির্ভূত। সৎ কাজের নির্দেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে তোমরাই। এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রেখে চলবে। —সূরা আল-ইমরান ঃ ১১০

আল্লাহ্‌পাকের সনাতন ইলমে এ সিদ্ধান্ত ছিল যে, দুনিয়ার নবীগণের প্রতিনিধি প্রতিটি যুগেই বিদ্যমান থাকবে। তাঁরা হবেন ইল্‌ম ও হিদায়াতের জ্যোতিষ্মান পিলার। দৃঢ়তা ও অটলতার কালো পাহাড়। এ দীনকে উগ্রতাবশত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনকারী ভ্রান্তদের ভ্রান্তি এবং জাহিল-মূর্খদের অপব্যাখ্যার হাত থেকে মুক্ত রাখতে বদ্ধপরিকর থাকবে তারা। আল্লাহ্‌পাকের সে সিদ্ধান্তটিরই সুসংবাদ দিতে গিয়ে নবুয়তের ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে ঃ

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ - لَا يَضُرُّهُمْ مِنْ خِذْلِهِمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ - وَهُمْ كَذٰلِكَ

আমার উম্মতদের একদল সর্বদা হকের উপর অবিচল থাকবে। তাদের প্রতিপক্ষ নড়াতে পারবে না তাদেরকে একটুও। এমনিতেই আল্লাহ্‌পাকের শেষ ফয়সালা এসে পড়বে—অথচ তারা আপন অবস্থাতেই অটল থাকবে।[১]

নবুয়তের ধারাবাহিকতা মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত সমাপ্ত, তারপর এ ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা

অতএব উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি ঊর্ধ্বাকাশে ও শরীয়তের নিরিখে গৃহীত ওয়ায-এ ঘোষণা দেওয়া হল যে, ইহলৌকিক সমৃদ্ধি ও পারলৌকিক মুক্তি নির্ভরশীল বিষয়ক 'আকীদাসমূহ ও শরীয়তের তালীম দানের বিষয়টি আর ওহী ও ফেরেশতার[২] মাধ্যমে

---

১. হযরত সাওবান (রা) থেকে মুসলিম শরীফে বর্ণিত।

২. কুরআনের আয়াতগুলো এবং নবী-রাসূলগণের প্রতি আল্লাহপাকের চিরাচরিত বিধানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায়, তাঁদের উপর বেশীর ভাগ ওহী নবুয়ত ও শরীয়ত সম্পর্কে ফেরেশতাদের মধ্যস্থতায়ই অবতীর্ণ হয়েছে। বিশেষত হযরত জিব্‌রাঈল (আ)-এর মধ্যস্থতায়। আমাদের উল্লিখিত কুরআনের আয়াতগুলো এ দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। কিন্তু কালাম শাস্ত্রবিদ এবং 'আকাইদের কিতাবের গ্রন্থকারগণ সাধারণত ফেরেশতা কিংবা জিবরাঈল আমীনের মধ্যস্থতার কথা উল্লেখ করেন নি। শুধু ওহীতেই কথা শেষ করে থাকেন। কুরআনের বর্ণনা কিন্তু তাঁদের ব্যতিক্রমে।

www.pathagar.com

এবং নতুন নবীর আবির্ভাবের দ্বারা হবে না। এবং নবুয়ত অবতরণের সেই ধারাবাহিকতা চিরদিনের জন্য নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপরই পরিসমাপ্তি করা হল।

অতীত নবী-রাসূলগণ এবং মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির হিদায়াত ও তালীমের নিমিত্ত যে ফেরেশতা, বিশেষ করে জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে নবুয়তের ওহী প্রদান করা হয়েছে, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পবিত্র কুরআনে রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি আয়াত প্রণিধানযোগ্য ঃ

يُنَزِّلُ الْمَلٰئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ اَنْ اَنْذِرُوْا اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْنِ .

তিনি তাঁহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা নির্দেশ সম্বলিত ওহী সহ ফেরেশতা প্রেরণ করেন এই মর্মে সতর্ক করার জন্য যে, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; সুতরাং আমাকে ভয় কর। —সূরা নাহল ঃ ২

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ . نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ . عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ . بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ .

আল-কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালক হইতে অবতীর্ণ। জিবরাঈল ইহা লইয়া অবতরণ করিয়াছে তোমার হৃদয়ে, যাহাতে তুমি সতর্ককারী হইতে পার, অবতীর্ণ করা হইয়াছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। —সূরা আশ-শু'আরা ঃ ১৯২-১৯৫

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاءُ ط اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ .

মানুষের এমন মর্যাদা নাই যে, আল্লাহ্ তাহার সহিত কথা বলিবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে; অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যেই দূত তাহার অনুমতিক্রমে তিনি যাহা চাহেন তাহা ব্যক্ত করেন; তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।[৩] —সূরা শূরা ঃ ৫১

قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ .

বল, তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে রূহুল কুদ্‌স (জিব্‌রাঈল) সত্যসহ কুরআন

৩ অধিকাংশ তফসীরকারের মতে يُرْسِلَ رَسُوْلًا দ্বারা ফেরেশতা।

www.pathagar.com

অবতীর্ণ করেছে, যারা মু'মিন তাদের দৃঢ়পদে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এবং হিদায়াত ও সুসংবাদস্বরূপ মুসলিমের জন্য। —সূরা নাহল ঃ ১০২

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى . اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى . عَلَّمَه شَدِيْدُ الْقُوٰى . ذُوْ مِـرَّةٍ ط فَاسْتَوٰى . وَهُـوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْـلٰى . ثُـمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى . فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى . فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى .

এবং সে মনগড়া কথাও বলে না, ইহা তো ওহী যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়, তাহাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী প্রজ্ঞাসম্পন্ন সে নিজ আকৃতিতে স্থির হইয়াছিল, তখন সে ঊর্ধ্বদিগন্তে অতঃপর সে তাহার নিকটবর্তী হলো, অতি নিকটবর্তী, ফলে, তাহাদিগের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রহিল অথবা উহারও কম। তখন আল্লাহ্ তাঁহার বান্দার প্রতি যাহা ওহী করিবার তাহা ওহী করিলেন।

—সূরা আন-নজম ঃ ৩-১০

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّـهٗ نَـزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ .

বল, যে কেহ জিবরাঈলের শত্রু এইজন্য যে, সে আল্লাহ্র নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কুরআন পৌছাইয়া দিয়াছে, যাহা উহার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যাহা মু'মিনদের জন্য পথ-প্রদর্শক ও শুভ সংবাদ। —সূরা বাকারা ঃ ৯৭

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ . ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ . مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ . وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ . وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ . وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ .

নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী, যে সামর্থ্যশালী 'আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন, যাহাকে সেখানে মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাসভাজন এবং তোমাদিগের সাথী উন্মাদ নহে। সে তো স্পষ্ট দিগন্তে দেখিয়াছে। সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নহে।

—সূরা তাকবীর ঃ ১৯-২৪

কিন্তু 'বিজদানী' ও লাদুন্নী ইলম (খোদা প্রদত্ত ইল্ম), দর্শন ও মা'রিফাত এবং বিভিন্ন প্রকার গুপ্ত জ্ঞান যা কতিপয় আল্লাহ্ওয়ালা, সাধক এবং হাকীকতের সাগরের ডুবুরীদেরকে ইলহাম সূত্রে প্রদান করা হয়ে থাকে, অথবা অদৃশ্যলোক থেকে শ্রুত ধ্বনির মাধ্যমে যা অবগত করানো হয়, তা তো নবুয়তের সাথে সামান্য সংযোগও

www.pathagar.com

রাখে না। এমনকি এসব কখনো কখনো হিদায়াত ও হক্কানীয়াতেরও তোয়াক্কা করে না।[৪]

আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে এ সিদ্ধান্ত বিঘোষিত হলো যে, 'নবুয়ত' রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপরই খতম বা সমাপন করা গেল। এ বিষয় ও ভাবটি এমন স্পষ্ট ও দীপ্ত শব্দে আলোচিত হয়েছে, যার মধ্যে কোন প্রকার দ্বিধা সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশটুকুও নেই। আর এ বিষয়টিতে বক্রতা কিংবা সন্দেহ পয়দা করার হীন চেষ্টা শুধু ঐ ব্যক্তিটি করার দুঃসাহস পাবে, যার অন্তরে রয়েছে শঠতা। অথবা ঐ ব্যক্তি এ বিষয়টি নিয়ে টানাহেঁচড়া করবে, যার কোন প্রকার ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার হীন মানসিকতা রয়েছে।

---

৪. সেসব অদৃশ্য ধ্বনি কখনো কখনো অমুসলিমকে শোনান হয়। এ জাতীয় বহু ঘটনা কিংবদন্তীরূপে বর্ণিত আছে, যা অস্বীকার করা একগুয়েমি এবং সর্বজনবিদিত বিষয়কে অস্বীকার করার শামিল। সহীহ্ হাদীসে রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ

لَقَدْ كَانَ فِىْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِى اِسْرَائِيْلَ رِجَالٌ يُكَلَّمُوْنَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُوْنُوْا اَنْبِيَاءُ - (بخارى)

তোমাদের পূর্বে বনী ইসরাঈল বংশীয় কতিপয় পুরুষ ইলহামী কথা বলত। অথচ তারা নবী ছিল না।

উপরোক্ত হাদীসটি সাহাবী আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেছেন।

বিশ্ববরেণ্য আরিফ শায়খ মুহয়ীউদ্দীন ইবনুল আরাবী (স্পেন) উরফে শায়খে আকবর (মৃত্যু ৬৩৮) হি. উপরোক্ত বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেছেন, আউলিয়া ও সাধকদের ইলহাম বেশীর চেয়ে বেশী জ্ঞান ও সংবাদের পর্যায়ের হতে পারে। শরীয়তের বিধি-বিধানে এর কোন প্রকার দখল চলে না। আর যদি শরীয়তের বিধি-বিধান বিষয়কই হয়, তাহলে এতে আদৌ নির্ভরশীলতা নেই। শরীয়তের তেমন স্বীকৃতিও এতে নেই।

(ফতূহাতে মাক্কীয়াহ) উপরোক্ত ৩য় খণ্ড, ৩১০ অধ্যায়, ৫০ পৃঃ এবং ২য় খণ্ড, ২৮৩ অধ্যায়, ৮২৩পৃঃ) শায়খুল ইসলাম হাফিজ ইব্ন তায়মীয়াহ (র) (মৃত্যু ৭২৮ হিজরী) "কিতাবুন্নাবূওয়াত -এ প্রথমে এ আলোচনা রাখেন যে, 'ওহী' শব্দটি নবী এবং অন্যগণ যেমন ইলহাম ওয়ালা এবং অদৃশ্যভাবে কথা বলা ও শোনার সুযোগ যাদের হয়ে থাকে তাদের সবার ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। তিনি আরো লিখেন যে, সেসব ইলহামীদের কিছু অদৃশ্য বাণী শ্রুত হয় বটে; কিন্তু তাই বলে তাঁরা নিষ্পাপ নবীগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় না এবং তাদের সব কথায় বিশ্বাস স্থাপন যে করা যায় তাও না। কেননা শয়তান অনেক সময় তাদেরকে এমন কিছু কথা শুনিয়ে দেয়, যেগুলো খোদায়ী 'ওহী' হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।বরং ওগুলো শয়তানী কথা। আর এদুটি জিনিসের মধ্যে তফাত কতটুকু? তা অনুধাবিত হবে একমাত্র নবীগণের তালীমের মাধ্যমে। (পৃঃ ৬৭) এই বিষয়ে সূফী-দার্শনিক এবং মা'রিফাতের ইমামগণের সবিস্তারে আলোচনা রয়েছে আর তা তাদের নিজস্ব রচনাবলীতে রয়েছে। বিশেষ করে মুজাদ্দিদে আলফেসানী শায়খ আহমাদ সারহিন্দী (মৃ. ১০৩৪ হি.)-র মাক্তুবাত এ ব্যাপারে অবশ্যই লক্ষণীয়।

www.pathagar.com

এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যা সর্বকালীন ও সর্বশেষ নবীর জন্যই শুধু হতে পারে

নবুয়তের ধারাবাহিকতাটি নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পুণ্য সত্তায় এসে যে শেষ হয়ে গেছে এবং তাঁর পর অন্য কোন নবীর আগমন যে বাস্তবিকই নিষ্প্রয়োজন, এ সম্পর্কে বিভিন্নরূপ গাম্ভীর্যমণ্ডিত বাচনভঙ্গি পবিত্র কুরআন গ্রহণ করেছে, তা মন-মস্তিষ্ক উভয়কেই একসাথে আপীল না করে ছাড়ে না। এরই প্রেক্ষাপটে কুরআন কখনো নবী করীম (সা)-এর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী এমনভাবে বর্ণনা করে থাকে, যা থেকে সঠিক বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই এ সিদ্ধান্ত বের করতে সক্ষম হবেন যে, তিনি (সা) এমন একজন নবী, যিনি চিরঞ্জীব এবং কিয়ামত পর্যন্তের জন্য অনুসরণযোগ্য আদর্শ তিনি, তিনিই বরণীয় পথিকৃৎ। এ জন্যই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا .

মুহাম্মদ (সা) তোমাদের পুরুষদের কারো পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহ্‌র পয়গম্বর। নবীগণের অঙ্গুরী। আল্লাহ্‌পাক সর্ব বিষয়ে ওয়াকিফহাল রয়েছেন।[৫]

—সূরা আহ্‌যাব ঃ ৪০

কুরআন যে সমাজে অবতীর্ণ হয়েছিল, সে সমাজের ভাষা ও ব্যঞ্জনাকে যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে এ আয়াত থেকে নবী করীম (সা)-কে সর্বশেষ নবী সাব্যস্ত করা হয়েছে। শেষ নবী সাব্যস্ত করা হয়েছে তাঁদের নিকট যারা এ কুরআনের প্রথমসারির সম্বোধিত এবং যাঁরা সর্বপ্রথম এ কুরআনকে নিজে বুঝে অন্যকে তথা সারা দুনিয়াবাসীকে বোঝানোর সুকঠিন দায়িত্বে আদিষ্ট হয়েছিলেন। আর এ কুরআনের ভাষাটি ছিল সেই ভাষা, যা তাঁদের মাঝে পারস্পরিক সম্পৃক্তি স্থাপন, কথোপকথন এবং অন্তরের ভাব আদান-প্রদানের মাধ্যম তথা মাতৃভাষা। অথচ যাদের এ ভাষায় ন্যূনতম ব্যুৎপত্তি ও পাণ্ডিত্য রয়েছে, তারাও স্বীকার করতে বাধ্য, এ ভাষায় পরিপূর্ণতা ও চূড়ান্তের অর্থ ব্যক্ত করার কাজে 'খাতাম' শব্দটির চেয়ে ভাববহুল শব্দ আর একটিও নেই। এ ভাবটি আদায়ের ক্ষেত্রে 'খাতাম' শব্দটি ছিল আরববাসীদের

---

৫. আয়াতটির সর্বশেষ অংশ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا .
আয়াতটি কুরআনে পাক যে মু'জিযা তারই জ্বলন্ত প্রমাণ। এ কথা কারো মনে এ সংশয় জন্মাতে পারে যে, কিয়ামত পর্যন্তের জন্য কেবল একজন পয়গম্বরই কিভাবে যথেষ্ট হবেন ? কিভাবে বিভিন্ন গোত্রের মানুষের জন্য তিনি একচেটিয়া পথিকৃৎ হবেন ? তার শরীয়ত ও শিক্ষাসূচী কি করে মানবকুলের সার্বিক প্রয়োজনীয়তা, নতুন নতুন চাহিদাসমূহ বিবর্তনমুখী সমাজে কার্যকরী হবে ? এসব সংশয়ের উত্তর নিতান্ত সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হয়েছে ঃ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকই সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফ আছেন।

www.pathagar.com

পরস্পর আলাপ-আলোচনা এবং কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের চিরাচরিত পরিভাষা। তাদের ভাষায় খাতাম (خَاتَم) খিতাম (خِتَام) এবং খাত্‌ম (خَتْم) অর্থ সেটিই পাওয়া যায়, যা কুরআনেরও উদ্দেশ্য অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বশেষ রাসূল এবং 'খাতামুন আম্বিয়া' নবীকুলের আগমনকে ইতিদাতা অঙ্গুরী সদৃশ, যাঁর পরে আর কোন নবী আর আসবে না।[৬]

এ কুরআন শেষ রিসালতের বাহক নবী করীম (সা)-এর এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছে, যা তাঁর রিসালতের স্থায়িত্ব এবং প্রতিটি যুগ ও গোত্রের জন্য পথিকৃৎ হওয়ার উপযোগিতা ও উত্তম আদর্শের দিশারী হওয়ার দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছে। তাই তো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا .

তোমাদিগের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে, তাহাদিগের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ।

—সূরা আহ্যাব ঃ ২১

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

বল, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন, আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। —সূরা আল-ইমরান ঃ ৩১

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا . وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا .

হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁহার দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। —সূরা আল-আহ্যাব ঃ ৪৫-৪৬

একথা সর্বজনবিদিত যে, মহান আল্লাহ্ পাকের সত্তা অত্যন্ত মহান ও মর্যাদাপূর্ণ। জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতগণেরও নীতি এমনটি নয় যে, তারা এমন একজন বাদশাহর

---

৬. লিসানুল আরাব, ইবন মানজুর। সিহ্হাহুল আরাবিয়া, জাওহারী, আল-মুহকাম-ইবন সায়েরে আল-কামুসুল মুহীত, মাজেদুদ্দীন, তাজুল উরুস-শরহে কামূস, আল্লামা সাইয়েদ মুরতাজা যুবায়দী ইত্যাদি।

www.pathagar.com

গুণগানে স্বীয় পাণ্ডিত্যকে রসালোভাবে প্রয়োগ করবেন যার ভাগ্য নক্ষত্র অচিরেই অস্তগামী হতে চলেছে এবং তার আসনটুকু অপর একজন দখল করতে যাচ্ছে। আর এ কথাও অবধারিত সত্য যে, দূরদর্শী প্রজ্ঞাবান দার্শনিকগণ যাঁরা নেহায়েতই যাচাই-বাছাই করে উক্তি করেন, যারা অদূরদর্শী কিংবা সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন নন, তাঁরা তাদের সাহিত্য অলংকারকে কিছুতেই এমন একটি শিশুর জন্মকে কেন্দ্র করে অভিনন্দন জ্ঞাপনার্থে ব্যবহার করবেন না, যার সম্পর্কে এ পূর্বাভাস পাওয়া গেছে যে, এ তো বুদবুদতুল্য কিংবা তার আগমনী বসন্ত অস্থায়ী ও সাময়িক।

সেসব সুধীজন এমন একটি কৃত্রিম সত্যকে নির্ভর করে তার স্থায়িত্বের ও সৌভাগ্যের গান এমনভাবে আর গাইতেন না।[৭] তাহলে তার সম্পর্কে নিম্নোক্ত পংক্তিটি ব্যবহৃত হবে ঃ

خوش در خشيد ولے دولت مستعجل

"উদয়ন তো ধন্যবাদার্হ বটে ; কিন্তু এ দৌলত আশু অস্তগামী।

কিয়ামত পর্যন্ত মানবকুলের জন্য মুহাম্মদ (সা)-এর সীরাত ও হায়াত অনুসরণীয় নমুনা ও বরণীয় আদর্শ এবং এর জন্য গায়বী ব্যবস্থাপনা

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পুণ্য সত্তা সকল শ্রেণী, সকল যুগের মানবকুলের জন্য অনুসরণীয় ও বরণীয় আদর্শ সাব্যস্ত হলে আল্লাহপাকের রহমত ও করুণা তাঁর

---

৭ যেহেতু স্থায়িত্ববিহীন সত্তার প্রশংসা করা অযৌক্তিক, তাই শায়খুল ইসলাম ইবন তায়মিয়া এ উক্তিটি মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ) আদিষ্ট হয়েছিলেন তাঁর পুত্র ইসহাক (আ)-কে যবেহ করার জন্য, ইসমাঈল (আ)-কে নয়। কারণ এই উক্তিটি আল্লাহ্পাকের সেই প্রতিশ্রুতি ও ঘোষণার পরিপন্থী হবে, যেখানে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে হযরত ইসহাক (আ)-এর সন্তান জন্মের শুভ সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। ইব্ন তায়মিয়ার যোগ্য উত্তরসুরি শিষ্য ইব্ন কায়্যিম তাঁর উক্তি এভাবে বর্ণনা করেন যে, "একথা বলা কিভাবে সমীচীন হবে যে, যবেহকৃত সন্তানটি ছিলেন ইস্হাক (আ) অথচ আল্লাহ্ পাক হযরত ইসহাক (আ)-এর জননীকে তাঁর সন্তান ইয়াকূব (আ)-এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন। তাইতো আল্লাহ্ পাক ফেরেশ্তাদের ভাষ্যটির বর্ণনা দিচ্ছেন।

قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ . وَامْرَاَتُهٗ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِاِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَاءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ .

ফেরেশ্তাগণ বললেন, আপনি ভয় করবেন না, আমরা লূত (আ)-এর কওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। তখন তাঁর স্ত্রী দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি হেসে দিলেন। তখন আমরা তাঁকে ইসহাক এবং ইসহাকোত্তর ইয়াকুবের সুসংবাদ দিই।

সুতরাং একথা কস্মিনকালেও যুক্তি হতে পারে না যে, আল্লাহ্ পাক তাঁকে একদিকে একটি সন্তান (ইয়াকুব) ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করবেন, পুনরায় তাঁকে আবার আদেশ করবেন তাকেই (ইসহাক) যবেহ করার জন্য! —যাদুল মা'আরিজ

www.pathagar.com

(সা) খবরাখবর ও প্রস্তাব, অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতা, চরিত্র ও আচারাদি, অভ্যাস ও অবসরের সংরক্ষণের দিকে নিয়োজিত হল। ফলে মুসলমানের মন-মানসিকতা তাঁর বাণী ও কাজকর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, 'ইবাদত, ওঠা-বসা, সামাজিকতা ও নিঃসঙ্গতার প্রতিটি ব্যাপার জানা ও হিফাযত করার পেছনে ন্যস্ত হতে লাগল। এ বিষয়ে উম্মতের মধ্যে এমন একাগ্রচিত্ততা এবং আত্মনিমগ্নতা এলো যার তুলনা বিরল। মনে হতে বাধ্য যে, অদৃশ্য বা গায়বী শক্তি যেন তাঁদেরকে সে গন্তব্যস্থলের দিকে এত তীব্র বেগে অক্লান্তচিত্তে আত্মহারা করে দৌড়াতে উদ্বুদ্ধ করছে, যেখানে পৌঁছা ছাড়া তারা যেন নিস্তার পাচ্ছিলেন না। তাই ক্ষান্তও হচ্ছিল না। তাঁদের অবস্থা নিম্নোক্ত কবিতাটিরই জ্বলন্ত নমুনা ছিল।

رشته در گردنم افکنده دوست

می برد یرجا که خاطر خواة اوست

সুহৃদ আমার রশি পরিয়ে দিল গরদানে,
টেনে আমাকে নিয়ে চলেছে, মন চায় নিতে যেখানে।

নবী (সা)-এর আদর্শের প্রতি সে অত্যধিক গুরুত্বারোপ, সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং নৈপুণ্যের সঠিক পরিমাপ করা যায় হাদীস, সীরাত এবং গঠন প্রকৃতি সম্পর্কীয় বর্ণনার কিতাবগুলোর মাধ্যমে, যা নবী (সা)-এর বংশের এবং তাঁর সুহবতে প্রতিনিয়ত অবস্থানকারী কতিপয় মনীষীর বর্ণনা দ্বারা দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

সাহিত্য ও ইতিহাস, জীবনচরিত ও বংশ বিষয়ক অন্যান্য বিরাট বিরাট গ্রন্থে এর চেয়ে অধিক সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সতর্কতা-সাবধানতা অবলম্বন অন্য কোন সৃষ্টির উপর নিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। উদাহরণস্বরূপ ইমাম আবূ ঈ'সা তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি)-এর কিতাব 'শামাইল'-এর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হোক। তখন নিশ্চিতভাবে এ প্রত্যয় জন্মাবে যে, সৃষ্টিগত ও চরিত্রগত গুণরাজি, অভ্যাস ও জীবন প্রণালী, আকর্ষণীয় ও অনাকর্ষণীয় ইত্যাদি জিনিসের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা অন্য কোন নবী কিংবা সুধীর জীবনে অনুসন্ধান করা ব্যর্থতারই নামান্তর হবে। রাসূলে করীম (সা)-এর সত্তার সাথে সামান্য সম্পৃক্তি রাখে এমন ক্ষুদ্র জিনিসটিও বিবৃত হয়েছে সে মহাগ্রন্থটিতে। বলাবাহুল্য, রাসূলে করীম (সা)-এর এমন বিশদ আলোচনা এটি যে, আকস্মিক ঘটনা বর্ণনা কিংবা ব্যক্তিবিশেষের আকর্ষণের বহিঃপ্রকাশ সম্ভব হতেই পারে না।[৮] অনুরূপ নবী (সা)-এর ইসলামী

৮. মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যার সাথে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগের শিল্প ও পেশা, ব্যবসায় ও জীবন ধারণ, পদ ও মর্যাদা, বৈচিত্র্যময় শিক্ষা ও সংস্কৃতি যা তাঁর যুগের প্রথম ধাপে প্রবর্তিত হয়েছিল,

www.pathagar.com

আদাব, চরিত্র মাধুরী, সুন্দর সমাজ জীবন, সঙ্গ-অধিকার, পরিশীলতা ও আত্মশুদ্ধি এবং সুসমঞ্জস জীবনের আলোচনামণ্ডিত ইমাম বুখারীর (১৯৪-২৫৬ হি.)-এর কিতাব 'আল-আদাব আল-মুফরাদ'-কে বিবেচনা করা যাক। তখন এ প্রতীতি না এসে পারে না যে, সুদক্ষ গ্রন্থকার নবী (সা)-এর কর্ম, বাণী এবং তালীমের সমালোচনার উপর যে প্রচেষ্টা ও সাধনার পরিচয় দিয়েছেন, তা অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক কিছু নয়, বরং আল্লাহ্পাকেরই সুপ্ত একটি সিদ্ধান্তের বাস্তব বিকাশ। আর তা এ জন্যে করা হয়েছে যে তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহপাকের নিম্নোক্ত বাণীটির উপর আমল চলবে।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সত্তায় 'আমল করার উত্তম আদর্শ।

–সূরা আহযাব ঃ ২১

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

আপনি বলে দিন যে, যদি তোমরা আল্লাহ্ পাকের সাথে ভালবাসার সূত্র স্থাপন করতে চাও, আমায় অনুসরণ কর। আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে ভালবাসবেন।

–সূরা ইমরান ঃ ৩১

এতটুকু সুবিন্যস্ততার সাথে নবী করীম (সা)-এর জীবন প্রণালী সংরক্ষিত হয়েছে ও রয়েছে বিধায় আজ সুযোগসন্ধানীদের এ অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না যে, নবী (সা)-এর জীবনধারা যথাযথভাবে আমাদের মাঝে নেই। নেই বলে সে মুতাবিক আমাদের জীবন পরিচালনাও সম্ভব হচ্ছে না অর্থাৎ নবী (সা)-এর জীবন সম্পর্কীয় ঘটনাবলী যেহেতু সংরক্ষিত নেই, তাই তা অনুকরণের উপযোগী আদর্শ হিসেবে সমাদৃত হওয়ার অবকাশ কোথায়? যেমনটি ঘটেছে পূর্বেকার কতিপয় নবীর ক্ষেত্রে। মাত্র তাঁদের নামটুকু আর কিছু অসম্পূর্ণ ঘটনা রয়েছে। ফলে সেগুলোর আলোকে পথ চলা দুষ্কর।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসমালাকে আমরা এক ধরনের 'ডায়রী' এবং নবুয়তের তেইশ বছর জীবনের সোচ্চার 'এলবাম' আখ্যা দিতে পারি। এ সংরক্ষিত 'রেকর্ড'

তাও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছেন। পরিশেষে আমরা একথা মানতে বাধ্য হব যে, এ জাতীয় চেষ্টা সাধনা পূর্বেকার নবীগণের উম্মতদের ইতিহাস ও কার্যবিবরণীতে বর্তমান। পাঠকবৃন্দ! এটির একটি বাস্তব নমুনা আবুল হাসান 'আলী আল-খুযাঈ আত্তিলমিসানী (৭১০-৭৮৯ হি.)-এর কিতাবটি দেখুন। তার সাথে দেখুন সে কিতাবটিরই পরিশিষ্ট, যার রচয়িতা সে শতাব্দীরই প্রখ্যাত আলিম ডক্টর আবদুল হাই আল-কাতানী। কিতাবটির নাম 'আত্তারাতীবুল ইদারীয়াহ।' এ পরিশিষ্টটিকে নবীযুগের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং তখনকার অবস্থার একটি ইনসাইক্লোপেডিয়া বা বিশ্বকোষ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

আমাদেরকে এ নির্দেশনা দিচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনধারা কিভাবে প্রবাহিত হয়েছিল? দিবা-নিশি তাঁর কি কি কর্ম ছিল? এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চরিত্রাবলী, অভ্যাস ও মানসিক স্পৃহাগুলো, চেতনা ও ভাব-ভঙ্গি, কথা ও কাজের এমন সব ব্যাখ্যা জানা যা অতীতের তো দূরের কথা, বরং বর্তমানকার কোন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও তা জানতে পারছিনা। সে সুশৃঙ্খল সংরক্ষণের ফলে যেকোন উম্মত তার নবীর সাথে সম্পর্ক জুড়তে সক্ষম হচ্ছে। তাঁর দ্বারা উপকৃত এবং পবিত্র সত্তা দ্বারা ফায়দা লাভ করতে সচেষ্ট হচ্ছে। যার ফলে সে যেন নবী (সা)-এর মজলিশে উপস্থিত রয়ে তাঁর বাণী সরাসরি শুনছে এবং তাঁর সাহচর্য লাভে ধন্য হচ্ছে। সংরক্ষণ ও পরিচিতি লাভের এমন গঠনমূলক অথচ সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা সে সব আশংকা ও সন্দেহ থেকে মুক্ত, যা সাধারণত ছবি তোলা কিংবা ভাস্কর তৈরীর বেলায় দেখা দিয়ে থাকে। আগেকার উম্মতগণ যে সমস্যায় বেশি বেশি আক্রান্ত হতো। তারা তাদের নবী এবং আধ্যাত্মিক পুরোহিতদের স্মৃতি অক্ষুণ্ন রাখার নিমিত্ত ছবি করার কিংবা ভাস্কর্যের দিকে মনোনিবেশ করত। পরিণামে তারা পৌত্তলিকতায় তা নিয়ে পৌঁছিয়েছিল। পাঠকবৃন্দ ! হাদীসগ্রন্থ থেকে শুধু বিদায় হজ্জের ঘটনাটির দিকে তাকালে তা অনুধাবন করার জন্য যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। বর্ণনাকারিগণ সে সফরের এমন এমন খুঁটিনাটি বিষয়েগুলোরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যেগুলোর দিকে সাধারণত দৃষ্টি যাওয়ার প্রশ্নও ওঠে না এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে সেগুলোর তেমন কোন গুরুত্বও অনুমিত হয় না। প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী রাজা-বাদশাহ, নেতৃবর্গ এবং মহা-মনীষীদের ভ্রমণলিপিতে এসব জিনিস সাধারণত অনুপস্থিত থেকে যায়।[৯]

ওসব হাদীসভাণ্ডারের সাহায্যে সর্বকাল ও সর্বস্থানের সুধী ও শিক্ষিত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লেখক-মনীষিগণ এমন এমন গ্রন্থ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে রচনা করতে সচেষ্ট হয়েছেন, যা তাদের পুরো জীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ও হিদায়াতের পাথেয় হিসেবে কাজ দিচ্ছে। তাই যেকোন শ্রেণী ও স্তরের একজন মুসলমান ইচ্ছা করলে

৯. সিহাহ্ সিত্তার হাদীস গ্রন্থগুলোতে বিদায় হজ্জ সম্পর্কে যে কতগুলো জিনিস নিয়ে আলোচিত হয়েছে, তন্মধ্যে ইহ্‌রামের সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুগন্ধি ব্যবহার, রক্তমোক্ষণ, কুরবানীর জানোয়ারকে চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। আলোচনা করা হয়েছিল এ কথাটিও–জানোয়ারটির কোন্ অঙ্গে ছিল সে চিহ্নটি। কোন্ স্থানটিতে ঘটেছিল এ ঘটনাটি। এমনিভাবে সে দীর্ঘ ভ্রমণের সব কয়টি মনযিলের বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে। এমনকি বর্ণনাকারী 'মিনা'-এর রাত্রিতে একটি সাপ যে মৃত্যুর কবলে পড়ে জীবিত রেহাই পেয়েছিল, সে ক্ষুদ্র কাহিনীটির বিবরণী পেশ করতেও গাফলতী করলেন না। সে ভ্রমণে তিনি কাকে রাদীফ বা সহ-আরোহী মনোনয়ন করেছিলেন তারও রয়েছে সুস্পষ্ট বর্ণনা। এটুকুই নয় ; বরং নবী করীম (সা)-এর সারাটি জীবনে কাউকে কাউকে এ সুযোগ প্রদান করেছিলেন তারও পরিসংখ্যান গ্রন্থাবলীতে বিদ্যমান রয়েছে।

www.pathagar.com

প্রতিটি কাজেই নবীর সীরাতের অনুসরণ ও অনুকরণ করতে পারছে। এ আলোচ্য বিষয়ের উপর রচিত কিতাবের সংখ্যা অত্যাধিক। সেসব কিতাব সংকলিত হয়েছে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায়। এসব গ্রন্থের আয়তনের পরিমাণ ও আলোচনার ধারা বিভিন্ন ভাষায়। এসব গ্রন্থের আয়তনের পরিমাণ ও আলোচনার ধারা বিভিন্নমুখী। কোনটি বড় আকারে আবার কোনটি ছোট আকারে। তন্মধ্যে শায়খুল ইসলাম ইবন তায়মিয়া (র)-এর অন্যতম শাগরিদ এবং উম্মতের প্রসিদ্ধ স্তম্ভ 'আল্লামা ইবন কায়্যিম (৬৯১-৭৫১ হি.)-এর কিতাব 'যাদুল মাআদ ফী হুদা খায়রিল ইবাদ' প্রণিধানযোগ্য।[১০]

পূর্বেকার আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন চরিতগুলোর তুলনামূলক পর্যালোচনা

আল্লাহ্ পাকের এটাই হিকমত ও অভিপ্রায় যে, আমাদের নবী (সা)-এর জীবনচরিত হবে সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশনা সম্বলিত ও অনায়াসে অনুসরণযোগ্য। মানুষ যখন রাসূলে করীম (সা) এবং অন্যান্য নবীর সীরাতের তুলনামূলক চিন্তায় নিমগ্ন হয়, তখন অন্যান্য নবীর সীরাতসমূহ অজানা ও নিরুদ্দেশ ইতিহাসের লীলাখেলায় নিমজ্জিত হয়ে যায়। তখন এ সত্যটিও দীপ্ত হয়ে উঠে যে, তাঁদের আবির্ভাব এক সীমিত সময়ের পথ-প্রদর্শন ও আলোকে বিতরণের নিমিত্তই ঘটেছে। স্থায়ীভাবে তাঁদের নীতিমালাকে সংরক্ষণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত পরবর্তী উত্তরসূরিদের জন্য তা অক্ষত অবস্থায় থাকার প্রয়োজন ছিল না।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ (আ) (যীশু)-এর সীরাত নিয়ে গবেষণাই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্বের নবীগণের মধ্যে হযরত মসীহ্ (আ) সর্বশেষ নবী। তাঁর অনুসারী হচ্ছেন এমন একটি জামাত, যাদের অগাধ জ্ঞান ও ক্ষুরধার লেখনীর খ্যাতি বিশ্ব স্বীকৃত। তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও ঐকান্তিকতা অতিরঞ্জিতের পর্যায়ে পৌঁছেছে। তাঁর অনুসারিগণ তাঁকে সৃষ্টির গণ্ডি থেকে বের করে স্রষ্টার আসনে আসীন করার অপচেষ্টা করেছে। এতদসত্ত্বেও তারা 'যীশু' সম্পর্কে এমন ক্ষুদ্র ও ত্রুটিপূর্ণ পরিচিতি মাত্র পেশ করল, যেটি কিছুতেই একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের রূপ নিতে পারেনি! তাই তা মানুষ স্বীয় ব্যবহারিক জীবনে সামনে রাখার উপযোগী ভাবতে পারছে না। তার আলোকে একটি স্বাবলম্বী আত্মনির্ভরশীল সমাজের অস্তিত্ব লাভ করাও অসম্ভব। অতি সম্প্রতিও খৃস্টান বিশ্বের আকীদা এই ছিল যে, নিউ

---

১০. এই কিতাবটির কয়েকটি সংস্করণ উপমহাদেশ ও মিসরে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে আমাদের কাছে ১৩২৪ হিজরীতে প্রকাশিত মায়মানীয়া সংস্করণটি রয়েছে, যা প্রকাণ্ড দু'টি খণ্ডে, বড় সাইজে এবং সরু সরু টাইপের ৯২৬ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত। কিতাবটিকে সীরাত, হাদীস এবং ফিক্হর একটা ছোট পাঠাগার বললে অত্যুক্তি হবে না একটুও। সর্বকালের শিক্ষিত সুধী সমাজের কাছে এ গ্রন্থটি সমাদৃত হয়ে আসছে।

www.pathagar.com

টেস্টামেন্ট তথা 'ইনজিলে' যীশুর শেষ তিন বছরের ঘটনাবলীকে সন্নিবেশিত করে লিপিবদ্ধ হয়েছে। অথচ এখন এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ এবং তত্ত্ববিদগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এ ইঞ্জীলে রয়েছে যীশুর মাত্র পঞ্চাশ দিনের ঘটনাবলীর উপকরণ।[১১]

অন্যান্য নবী এবং আগেকার ধর্মের পুরোহিতদের সম্পর্কে এটুকু বলা যায়, তাদের সম্পর্কীয় ঘটনাপ্রবাহ এবং জীবনপ্রণালী অতীতকালের ধ্বংসস্তূপের নিচে সমাধিস্থ হয়ে গেছে এবং তাদের আসল চাবিকাঠি (যেগুলো বিনে একটা ইতিহাস পরিপূর্ণ হতে পারে না এবং যেগুলো ছাড়া অনুকরণ ও অনুসরণের কদমটুকু সামনে রাখা দুষ্কর) এভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেল যে, এখন সেগুলোকে উদ্ধার করা সম্ভব নয় মোটেই।[১২] আল্লাহ্ পাকের হিকমত এবং জাগতিক রীতি-নীতি—এ উভয়টারই যৌথ দাবি এটি-ই। কারণ এ তত্ত্বটি আমরা পর্যবেক্ষণ করছি যে, যেসব ঐতিহাসিক নিদর্শন শুধু উদাহরণ কিংবা আইডিয়েল মাত্র হয়ে থাকে, তার স্থায়িত্ব হয় ক্ষণিকের ও সীমিত। তা বংশানুক্রমে সংরক্ষণ করার আদৌ প্রয়োজনীয়তা থাকে না। হ্যাঁ, যদি তার চাহিদা স্থায়ী ও সনাতন হয়, তখন সেটি স্থানকালের শত বিবর্তন সত্ত্বেও অবশিষ্ট থেকে যায়। তার সূত্র বন্ধন থাকে অবিচ্ছিন্ন হয়ে। চিরন্তন ও চিরঞ্জীব বসন্ত হয়ে টিকে থাকে। কোনদিন তাতে আসে না ঘাটতি কিংবা অধঃপতন।

মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে উম্মতের অকৃত্রিম ও সনাতন প্রীতিবন্ধন

সূরায়ে আহ্যাব, হুজুরাত, তাহরীম এবং মুজাদালায় বর্ণিত হুযূর (সা) সম্পর্কে যেসব হিদায়াত, তালীম, আদাব ও আহকাম সম্বলিত আযাব রয়েছে তা যে কেউ যখনি অধ্যয়ন করবে এবং পর্যালোচনারত হবে তাঁর প্রতি সেসব খোদায়ী অবদান ও বিশেষত্ব প্রদানের ব্যাপারগুলো যা বর্ণিত হয়েছে সূরায়ে ফাত্হ, দুহা, ইনশিরাহে, তখন তার বিবেক ও রুচি এ কথায় সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হবে যে, এসব অনুপম বৈশিষ্ট্য একমাত্র সে নবীরই জন্য প্রযোজ্য হবে যিনি সব বংশ এবং সব স্থানের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন সমভাবে। তাই তাঁর গৌরব রবি কখনও রাহুগ্রস্ত হতে পারে না। অস্তগামী হবে না কোনদিন তাঁর উত্থানের নক্ষত্র। তাই এতে কোন প্রকার দ্বিধা থাকার অবকাশ

---

১১. ইন্সাইক্লোপেডিয়া-বৃটেন-ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭১০, চতুর্থ সংস্করণ। ফাদিল পাদরী ডক্টর চার্লস আন্ডারসন এসকাট এতে লিখেন ঃ

"ইয়াসূ (যীশু)-এর জীবন চরিত লেখা থেকে হাত গুটিয়ে-নেয়া ব্যতিরেকে বিকল্প নেই। মওজুদ নেই এর কোন উপকরণ। তাঁর জীবনের যে কয়টি দিনের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের জানা আছে, তার সংখ্যা পঞ্চাশের উর্ধ্বে নয়। অনুবাদ—সিদকে জাদীদ, পৃষ্ঠা ২১, ৮ম খণ্ড।

১২. বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভীর বহু মূল্যবান গ্রন্থ 'খুতবাতে মাদ্রাসা' দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ভাষণটি দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

থাকেনা যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অভ্যুদয়ের পরে বর্তমানে যেকোন নবীরই আবির্ভাব (যদিও তিনি নতুন শরীয়ত নিয়ে না আসুক) আল্লাহ্পাকের সৌরভময় পর্যালোচনা এবং কস্তুরী মিশ্রিত প্রশংসাবলী তা তাঁর হাবীব নবী (সা)-এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন, তার পরিপন্থী বৈ কিছুই হবে না। অধিকন্তু নবী করীম (সা)-এর সাথে উম্মতের যে নিগূঢ় অথচ অকৃত্রিম সম্প্রীতি রয়েছে তাতেও সৃষ্টি হবে অন্তহীন অন্তরায়। তা অবশ্যই নবী (সা)-এর তালীম, আদর্শ, সাহাবায়ে কিরাম, আহলে বায়ত, তাঁর জন্মস্থান ও বাসস্থান (মক্কা, মদীনা ও আরবভূমি)-এর সাথে মুসলমানদের সম্প্রীতির মধ্যে ক্ষতি সাধনে প্ররোচিত করবে। কারণ নবী (সা)-এর পর যে নবী আবির্ভূত হবেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও সেই নবীর উম্মতের মাঝখানে জানা-অজানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া এবং তাঁর সাথে উম্মতের গভীর সম্প্রীতি শিথিল একেবারেই স্বাভাবিক। এমন হওয়াটা কুদ্রতে ইলাহী এবং মানব প্রকৃতিরই দাবী।[১৩] তাই তো আল্লাহ্পাক ইরশাদ করেন ঃ

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِىْ جَوْفِهٖ -

আল্লাহ্পাক কোন মানুষের বক্ষে দু'টি হৃদয় সৃষ্টি করেন নি।

এ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দীন-ধর্মের ইতিহাস বিষয়ক বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে না যে, কোন উম্মতের মধ্যে নতুন নবীর আবির্ভাব পূর্বের নবীর সাথে আন্তরিকতা এবং সম্পৃক্ততায় বিঘ্নতা সৃষ্টি করবে না। কিংবা পূর্বের নবীর মাতৃভূমি, সমাজ, সহচর, শিষ্য, পরিবার-পরিজন, ভাষা-কৃষ্টি এবং জীবনী ও ইতিহাসকে কেন্দ্র করে ভালোবাসার যে বাঁধনটি গড়ে উঠেছিল তা টুটবে না। এ বিঘ্নতা সৃষ্টি হওয়া একেবারেই স্বাভাবিক ও সর্বজনবিদিত।

কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দাবি হচ্ছে, নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র সত্তা উম্মতের কাছে দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় ও ভালোবাসার পাত্র হওয়া এবং তাঁকে স্বীয় অস্তিত্ব ও অন্য সবকিছুর উপর খোলাখুলি-ভাবে প্রাধান্য দেওয়া।

---

১৩. এ প্রেক্ষিতে উদাহরণ হিসেবে শীয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে চরমপন্থী ইমামীয়া সম্প্রদায়ের 'আকীদা যা তাদের ইমাম সম্পর্কে পোষণ করা হয় তা পেশ করা যেতে পারে। তারা তাদের ইমাম সম্পর্কে যে পরম ঐকান্তিকতা, সীমাতীত হৃদ্যতা এবং চরম ভালোবাসা রাখে, মূলত তা উম্মত মাত্রই তার নবীর জন্য রাখা নিতান্তই প্রয়োজন। ফলে তাতে কন্টক সৃষ্টি না হয়ে পারে না। এ তালিকায় সেসব চরমপন্থী ও মূর্খ পীর পুরস্তদের নামও শামিল থাকতে পারে, যারা মনের ধাঁধায় জিঞ্জিরাবদ্ধ হয়ে কোন কোন আউলিয়াকে বিশেষত সায়্যিদ আবদুল কাদির জীলানী (র)-কে নবুয়তে অংশীদার ভেবে ফেলেছে। এমন কি কোন কোন সময় তারা তাঁকে প্রভুত্বেরও অংশীদার ভেবে থাকে। ফলে এদের সব হৃদ্যতা ও ভালোবাসা শুধু হযরত আবদুল কাদির জীলানী (র)-রই ব্যক্তিত্ব, চরিত্র এবং জীবনালেখ্যে নিয়োজিত হয়ে গেল।

www.pathagar.com

সহীহ্ হাদীসে এসেছে ঃ

لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَ وَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -

তোমরা কেউ ততক্ষণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি (সা) তার কাছে তার পিতা, সন্তান এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে প্রিয় এবং ভালোবাসার পাত্র না হয়ে যাই।[১৪]

কুরআনে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন ঃ

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ ط

নবী সর্বপেক্ষা ঘনিষ্ঠ, মু'মিনদের কাছে তাদের জীবনের চেয়েও। এবং নবী-রমণীগণ তাদের জননী। —সূরা আহ্যাব ঃ ৬

কিন্তু কোন নতুন নবীর উপর ঈমান আনয়নের পর সে মহব্বত ও ঘনিষ্ঠতায় নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে স্বভাবতই। সাথে সাথে সে প্রাণাধিক প্রিয় ব্যক্তিত্বে অংশীদারিত্ব অনায়াসেই পয়দা হয়ে যাবে। এটিই মানব প্রকৃতির চিরাচরিত ও অপরিবর্তিত দাবি।

মুহাম্মদী আবির্ভাবের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যা নতুন নবী আগমনের অবকাশকে রহিত করে দেয়

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা রীতির অন্যতম হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রিসালতের বিশ্বজনীনতা ও তাঁর শরীয়তের সার্বজনীনতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষায় জানিয়ে দেওয়া। কুরআনের দীপ্ত ঘোষণাবলী ও আলোচনাদি এ কথাই প্রমাণ করে যে, নবুয়ত ও আসমানী রিসালতের পূর্বাপর ধারাবাহিকতার নবী মুহাম্মদ (সা)-ই সমাপনী সৈকত। তাই কুরআনে বজ্রকণ্ঠে স্পষ্ট আরবী ভাষায় বিঘোষিত হয়েছে ঃ "এই দীন স্বীয় পূর্ণাঙ্গতা, মানবিক প্রয়োজনীয়তার পরিপূর্ণতা এবং চিরস্থায়িত্বের উপযোগিতার সুমহান আসনে আসীন হল। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا .

আজ আমি পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম তোমাদের জন্য তোমাদের দীন! এবং পরিপূর্ণ করে দিলাম তোমাদের উপর আমার নিয়ামত। আর পছন্দ করলাম তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলাম। —সূরা মায়িদা ঃ ৩

---

১৪. বুখারী, মুসলিম ও নাসাই। কোন কোন হাদীসে مـن نـفـه ও এসেছে। তাবারানী, মু'জামে কারীব ও আওসাত।

www.pathagar.com

উপরোক্ত আয়াতটি বিদায় হজ্জের সময় দশম হিজরীতে 'আরাফার দিনে অবতীর্ণ হয়েছিল। অধিকাংশ হাদীসের বর্ণনানুসারে হালাল-হারাম সম্পর্কে আর কোন হুকুম নাযিল হয়নি। এই দিনের পর রাসূলুল্লাহ (সা) ইহধামে মাত্র একাশি দিন ছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের মাঝে এই দিনটির রহস্য যাঁরা তুলনামূলক বেশি জানতেন, যাঁরা ছিলেন নবী (সা)-এর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম এবং রাসূলুল্লাহ (সা) ইহধামে থাকার বেশি প্রত্যাশী ছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর (রা)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত আয়াতটির এ মর্মার্থ তাঁরা অনুধাবন করেছিলেন যে, আল্লাহ্র হাবীব (সা) অচিরেই দুনিয়া ছেড়ে যাচ্ছেন এবং মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ডাকে সাড়া দিতে চলেছেন। কারণ তিনি (সা) আল্লাহ্র বাণী উম্মতের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব সমাপন করে ফেলেছেন। ফলে দীন পৌঁছে গেছে আজ পূর্ণাঙ্গতার কোঠায়। এদিকে আল্লাহ্র নিয়ামত উম্মতের জন্য পরিপূর্ণতার সোপানে উপনীত। যদ্দরুন কোন কোন সাহাবী কাঁদতেই শুরু করলেন। কেউ কেউ আবার কিয়ামত সন্নিকটে আসার খবরও দিতে লাগলেন।[১৫] কতিপয় প্রজ্ঞাবান ইহুদী 'আলিম (ইতিহাস ও ধর্ম বিশেষজ্ঞ) মন্তব্য করল যে, এই আয়াতটি দ্বারা মুসলমানদেরকে এক অভূতপূর্ব গৌরব ও সম্মানে বিভূষিত করা হয়েছে, পূর্বেকার অন্য কোন উম্মত এতে শরীক নেই। এমনকি তারা এ মন্তব্যও করল যে, এই আয়াতটি যেই দিনে নাযিল হয়েছে, সেই দিনটিকে 'স্মরণীয় দিন' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। আগামী দিনে এই স্মরণীয় ঐতিহাসিক দিনটিকে কেন্দ্র করে মুসলমানগণের অনুষ্ঠান করা উচিত। আনন্দ-উৎসব করে এ দিনটি স্মরণ রাখা একান্তই আবশ্যক।[১৬]

স্বয়ং নবী করীম (সা), যাঁর উপর আয়াতটি নাযিল হয়েছিল, তিনি তো এর তাৎপর্য সর্বাধিক অনুধাবন করেছিলেন। এই জন্যই তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে (এক লাখ মানুষ একাগ্রচিত্ততার সাথে ভাষণটি শুনছিলেন এবং অন্তরস্থ করছিলেন) বলছিলেন ঃ

اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِىْ وَلاَ اُمَّةَ بَعْدَ كُمْ اَلاَ فَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَ كُمْ - وَ اَدُّوْا زَكوةَ اَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً فِيْهَا اَنْفُسِكُمْ -

হে মানব জাতি! আমার পর আবির্ভূত হবেন না কোন নবী, আসবে না আর কোন উম্মত। স্মরণ রেখ, তোমরা 'ইবাদত করবে তোমাদের পরোয়ারদিগারের, নামায

১৫. হাদীস, সীরাত, ও তফসীরের কিতাবরাজি দ্রষ্টব্য।

১৬. বুখারী শরীফ–কিতাবুত-তাফসীর, সহীহ্ মুসলিম, জামে' তিরমিযী, সুনানে নাসাঈ, মাসনাদে আহমাদ এবং তফসীরে ইব্ন কাসীর দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

আদায় করবে পাঁচ ওয়াক্ত, রোযা রাখবে এক মাস এবং যাকাত দেবে তোমাদের মালের—সন্তুষ্টচিত্তে।

وَ اَطِيْعُوْا وُلَاةَ اَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْ اَصْنَبْتَ رَبِّكُمْ

আনুগত্য স্বীকার করবে তোমাদের প্রশাসকের। তা হলেই প্রবেশ করবে তোমরা তোমাদের প্রভুর জান্নাতে।[১৭]

অনুরূপ এ কুরআন স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে যে, এ দীনে মুহাম্মদীরই জন্য রয়েছে স্থায়িত্ব, বিজয়, নেতৃত্ব, প্রসিদ্ধ ও সর্বময় সাদরের প্রতিশ্রুতি। এ দীন 'ইয্যত ও সম্মানের উচ্চ শিখরে অবশ্যই আরোহণ করতে থাকবে। এর বাণীই থাকবে চির সমুন্নত। এ দীনের জ্যোতিতে নিশ্চয়ই নিখিল বিশ্ব উজ্জ্বল হবে। এর বাস্তবতায় বসুন্ধরা নন্দিত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্পাকের ঘোষণা ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا .

তিনি তাঁহার রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করিয়াছেন, অপর সমস্ত দীনের উপর একে জয়যুক্ত করার জন্য। সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

–সূরা ফাত্হ ঃ ২৮

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ لا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ .

তিনিই তাঁহার রাসূলকে প্রেরণ করিয়াছেন হিদায়াত ও দীনসহ সকল দীনের উপর উহাকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও মুশরিকগণ উহা অপসন্দ করে।

—সূরা ঃ আস-সাফ্ফ ঃ ৮

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ .

উহারা আল্লাহ্র নূর ফুৎকারে নিভাইতে চাহে কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করিবেন যদিও কাফিররা উহা অপসন্দ করে।

—সূরা আস-সাফ্ফ ঃ ৮

---

১৭. ইব্ন জারীর, তাহ্যীবুল আসর, এই হাদীসটি ইব্ন 'আসাকির 'তাখরীজ' করেছেন। (কানযুল 'উম্মাল ৫/২৯৫ হাল্ব সংস্করণ)

www.pathagar.com

এসব প্রতিশ্রুতি জামানত, সংবাদ এবং ঘোষণা এ কথারই ইঙ্গিত প্রদান করছে যে, এই দীন আল্লাহ্ প্রদত্ত শেষ দীন। সর্বকালে সর্বমহলের মানুষের রয়েছে এর প্রয়োজনীয়তা। এই দীন সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক স্বীয় সিদ্ধান্তকে অবশ্যই পরিপূর্ণ করে ছাড়বেন। মানুষ গ্রহণ করুক আর নাই করুক, দীনদ্রোহীগণ এটির সাথে আপস করুক, চাই নাই করুক, এটা হবেই। যে দীনের রয়েছে এহেন মর্যাদা, যেই দীন সম্পর্কে এতটুকু নির্ভরযোগ্য ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি বর্ণিত হয়েছে কুরআনে—আর যেগুলোর একটিতেও মিথ্যার লেশ নেই, সেই দীন সম্পর্কে বিবেকবান মাত্রই একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, এই দীন কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধনকে প্রশ্রয় দিতে পারে না এবং কোন নতুন নবী বা রাসূলের আগমনেরও অপেক্ষা করতে পারে না।

সব জাতি এবং সব উম্মতের জন্য মুহাম্মদী রিসালাতের বিস্তৃতি, যাবতীয় সংশোধনী, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ঊর্ধ্বে এই দীন

ইসলাম-পূর্ব ধর্ম ও শরীয়তগুলো কোন একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত থাকত এবং বিশেষ স্থান ও বিশেষ সময়ের সাথে সেগুলো সংযুক্ত হত।[১৮]

ইহুদী ধর্মের দাওয়াত কোনকালেই ব্যাপকভাবে সমস্ত মানুষের জন্য ছিল না আর ইহুদীরা তাদের দাওয়াত ও পয়গাম দুনিয়ার সমস্ত জাতির সামনে নিয়ে উপস্থাপন করার জন্য আদিষ্টও হয়নি। বরং তারা আদিষ্ট হয়েছিল সর্বব্যাপী দাওয়াত থেকে ক্ষান্ত থাকার জন্য। এইজন্য তারা তাবলীগি তৎপরতাকে নিজের সমাজের গণ্ডির ভেতরেই সীমাবদ্ধ রাখত।[১৯] এর স্বাভাবিক পরিণতি এটাই ছিল যে, ইহুদীগণ বনী ইসরাঈল এবং অন্যান্য জাতির মাঝখানে ভেদাভেদ সৃষ্টি করবে। নির্ধারণ করবে ভালোমন্দের এসব মানদণ্ড, যা বংশ ও সমাজের পরিবর্তনের সাথে রদবদল হতে থাকবে।

নব মুসলিমা শ্রদ্ধেয়া মারয়াম জামীলা (Margaret Mareus) প্রথমে ইহুদী ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থ 'ইসলাম আওর আহলে-কিতাব' মাযী ও হাল মেঁ'-এ লিখতেছেন ঃ

---

১৮. আহদে 'আতীক' তথা 'ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর বিভিন্ন বর্ণনা এ প্রসঙ্গে রয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের রিসালতসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত ছিল। তা ছিল সাময়িক।

'সাফারে তাস্নীয়াহ (১৫ ঃ ২৮) (১৮ ঃ ১৮) (৩৩ ঃ ১-২) বনী ইসরাঈলের সমস্ত সেফারা, যাবুর এবং ইঞ্জীলগুলো এসব বর্ণনায় পরিপূর্ণ রয়েছে।

১৯. তাওরাতের সেসব নির্দেশ, বর্ণনা, হিদায়াত, ইমারাতের বিস্তারিত আলোচনার জন্য কাযী মুহাম্মদ সুলায়মান সাহেব সালমান মান্সুরপূরী (র)-এর সাদৃত কিতাব "রাহ্মাতুল্লিল আলামীন"-এর তৃতীয় খণ্ডের খুসুসীয়াত নম্বর ২২ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

"বাস্তব কিন্তু এমন নয় যে, ইহুদীগণ অন্যদেরকে তাদের দীনের দিকে দাওয়াত প্রদান করে থাকে। আসলে ইহুদী সম্প্রদায় অন্যদেরকে তাদের দীনের দিকে আসার জন্য 'খোশ আমদেদ' বলে না। ইহুদী—ইহুদী ধর্মে প্রবেশ করেছে এমন দুটি উদাহরণই ইহুদীদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে আমার কাছে উল্লেখযোগ্য মনে হয়। নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাবের কয়েক শতাব্দী পূর্বে এমনটি একবার ঘটেছিল। দ্বিতীয়টি সংঘটিত হয়েছিল তাতারীদের শাসনামলে খুরযীস্তানে। এরা রাশিয়ায় কিছুকাল অবস্থান করেছিল।[২০]

'আহদে'আতীকে' তথা ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর বাচনভঙ্গি এবং মুখ্য উদ্দেশ্য আলোচ্য বিষয়টিকেই সমর্থন করে। সেসব কিতাব অধ্যয়নকারীদের কাছে এ সত্যটি উদঘাটিত না হয়ে পারে না যে, সেসব কিতাবে তারা ইহুদীদের রাজকীয় কাহিনী, তাদের মর্যাদা, বংশলিপি অধ্যয়ন করে চলেছে বটে, কিন্তু সেগুলোয় আধ্যাত্মিক কিংবা চারিত্রিক শিক্ষার সামান্য ঝলকও মজুদ নেই। সাক্ষ্য, মানবতার মর্যাদা, আখিরাতের আকর্ষণ, আত্মশুদ্ধি, দুনিয়ার বিনিময়ে দীন ও জান্নাতের প্রতি অনুপ্রেরণার কথাটুকুও নেই তাদের সেসব কিতাবে। দোযখের প্রতি ভীতি প্রদর্শনমূলক সেখানে কিছুই নেই, যদ্দ্বারা আত্মশুদ্ধি সম্ভব হবে, অন্তরে নম্রতা আসবে এবং আর্দ্রতা সৃষ্টি হবে। ফলে ইহুদীদের ছাড়া বাইরের কোন পাঠকের মনে এদের সম্পর্কে সম্ভ্রম ও সৌহার্দের নক্শা রেখাপাত করা কল্পনাতীত। এসব কিতাব যত সব ঘটনা, কিস্সা-কাহিনী এবং আদেশ-নিষেধ নিয়ে প্রদক্ষিণ করে একমাত্র ইসরাঈলীদেরই চতুষ্পার্শ্বে। অথচ এগুলোরই ভিত্তিতে গড়া তাদের দীন এবং কিতাবকে কেন্দ্র করে তারা নিজেদের আল্লাহ্র মনোনীত শ্রেষ্ঠ জাতি বলে দাবি করে থাকে।

অনুরূপ হযরত মসীহ (আ) (যীশু)-এর দাওয়াতও নির্ধারিত ছিল একমাত্র বনী ইসরাঈলের জন্যই। স্বয়ং হযরত মসীহর ভাষ্যেই তা উচ্চারিত হয়েছে ঃ

"তিনি বনী ইসরাঈলের হারানো ভেড়াগুলোর জন্য আগমন করেছেন।" তিনি পরিষ্কারভাবে তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছেন ঃ

"আমি ইসরাঈলের হারানো পারিবারিক ভেড়াগুলো ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রেরিত হইনি।[২১]

তাঁর কাছে যখন বনী ইসরাঈল বহির্ভূত কতিপয় রোগীর আরোগ্যের জন্য আবেদন করা হয়, তখন তিনি স্বীয় অপারকতা প্রকাশ করে বললেন ঃ

---

২০. Islam verses ahl kitab—Past and Present (২২-২৩)

২১. ইন্জীল-মথি (মতি), ১৫ নং অধ্যায়, ২৪ নং পদ।

www.pathagar.com

"বালকদের রুটি নিয়ে কুকুরকে দেওয়া ভালো নয়।[২২]

তাঁর রিসালাত তাঁরই জীবদ্দশায়, তাঁরই অঞ্চলে এবং তাঁরই লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি তাঁর বারজন শিষ্যকে তাবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরণকালে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ

"বনী ইসরাঈল ছাড়া অন্য কোন জাতির কাছে তোমরা যেয়ো না। সামেয়ীদের কোন শহরেও প্রবেশ করো না। বরং যাবে শুধু বনী ইসরাঈলের পারিবারিক হারানো ভেড়াগুলোরই কাছে।"[২৩]

প্রাচ্য ও এশীয় অন্যান্য ধর্ম যেমন হিন্দু ধর্ম ইত্যাদির অবস্থা তো আরো চরম বিভীষিকাময়। এ ধর্মের মতে আর্য এবং ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সব মানুষদেরকে অপবিত্র জ্ঞান করা হত। এদেরকে জীব-জন্তুর স্তরের ভাবা হত। করা হত এদের সাথে কুকুর তুল্য ব্যবহার।[২৪]

এ জন্যই আল্লাহ্ পাকের রহমত ও করুণার ফলশ্রুতিতে একজন নতুন নবীর আবির্ভাব হওয়া আবশ্যক ছিল। যিনি হবেন নতুন তালীম এবং নতুন শারীয়ত ও আইন-কানুনের ধারক আর বিবর্তিত কাল ও হালের নিরিখে নতুন করে মানব জাতির সংস্কার সাধন করবেন। কেননা অতীত ধর্মগুলোয় কখনো বিলাসী ও আরামপ্রিয় ক্ষমতাসীনদের মনোরঞ্জনের দরুন ধর্মের মধ্যে এমন শৈথিল্য ও জড়তা প্রবিষ্ট হয়ে চলছিল যার বিষময় ফল হিসেবে ধর্ম হয়ে পড়েছে সর্বদিক দিয়ে সুযোগ-সুবিধা এবং কুপ্রবৃত্তি পালনের স্বাধীন খামার। আবার কখনো কঠোর এবং চরমপন্থী উপাসক ও সাধকদের গোঁড়ামি এবং সংকীর্ণ মানসিকতার কারণে ধর্ম আদৌ অনুসরণের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে। পরিণামে ধর্ম তখন স্বেচ্ছাচারিতার যাঁতাকলে পরিণত হয়। এ কারণেই বহুবিধ বৈধ সুবিধা এবং স্বাধীনতার স্বাদ আহরণ থেকে জনজীবন বঞ্চিত হতে থাকে। তাই যুগে যুগে উদ্ভূত পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধানের নিমিত্ত নবীগণ আবির্ভূত হন। এই প্রসঙ্গে হযরত ঈসা (আ)-এর একটি উক্তি কুরআনের ভাষায় লক্ষণীয় ঃ

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ .

---

২২. ইন্‌জীল-মথি (মতি), ২৫-২৬ নং পদ।

২৩. ইনজীল–মথি (মতি) ১ নং অধ্যায়, ৬-৭ নং পদ।

২৪. বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য গ্রন্থকারের প্রণীত কিতাব 'ইন্‌সানী দুন্‌য়া পর মুসলমানোঁ কে 'উরূজ ও যাওয়াল কা আছর'-এর প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'শ্রেণীভেদ ও আর্য' ৬২ পৃষ্ঠা এবং 'বদ কিস্‌মত শাওদার' ৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সেখানে তাফসীরসহ বর্ণিত হয়েছে 'মনোশাসতর'-এর হুকুম ও হিদায়াত।

www.pathagar.com

আমি এসেছি আমার সামনে তাওরাতের যা রয়েছে তার সমর্থকরূপে ও তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিল তার কতকগুলিকে বৈধ করতে এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর আমাকে অনুসরণ কর। —সূরা ইমরান ঃ ৫০

কুরআন স্পষ্টভাবে নতুন নবুয়তের ঐ দু'টি মৌলিক কারণের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছে। কুরআন একদিকে এই ঘোষণা দিচ্ছে যে, মুহাম্মদী রিসালত এমন একটি পয়গাম ও আহবান যেটি বিশ্বব্যাপী ও সার্বজনীন। তার শাশ্বত অনুগ্রহের পরশ থেকে কোন জাতি ও ধর্মাবলম্বীই বিমুখ হওয়ার নয়। আর এর সুমধুর সম্বোধন থেকে কোন শ্রেণী কিংবা গোষ্ঠী আলাদাও থাকার নয়।

যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا نِ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ ص

বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই ; তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান।—সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৫৮

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ .

আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি।

—সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৭

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا .

কত মহান তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে। —সূরা আল-ফুরকান ঃ ১

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ .

এটা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র। —সূরা সা'দ ঃ ৮৭

এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, দীন ইসলামে সমভাবে সকলেরই অধিকার রয়েছে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সব সমাজ ও গোত্র, বংশ ও পরিবার এবং রাষ্ট্র ও অঞ্চলের জন্য এই দীন যৌথ সম্পদ এবং সম উত্তরাধিকার স্বত্ব। ইহুদী এবং হিন্দু ব্রাহ্মণদের ন্যায় এতে কোন প্রকার শ্রেণীভেদ নেই। এক জাতি অপেক্ষা অপর জাতির এবং এক গোত্র অপেক্ষা অপর গোত্রের কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব নেই এই ইসলামে। নেই এতে বর্ণ ও গোত্রের কিঞ্চিৎ ভেদাভেদ। বরং এই দীনে উৎসাহ-উদ্দীপনা, গ্রহণ-বাস্তবায়ন, সন্ধান

www.pathagar.com

মূল্যায়ন, কৃতজ্ঞতা, সৌজন্য, জিহাদ ও ইজ্‌তিহাদ এবং দীন ও তাক্‌ওয়ার ময়দানে প্রতিযোগিতাই বিবেচ্য। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ .

হে মানুষ ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।

—সূরা হুজুরাত ঃ ১৩

মক্কা বিজয়ের সময় স্বয়ং নবী করীম (সা) ঘোষণা করে দিয়েছেন ঃ

اَلنَّاسُ بَنُوْ اٰدَمَ وَ اٰدَمُ خَلَقَ مِنْ تُرَابٍ - لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ اِلَّا بِالتَّقْوٰى -

মানুষ মাত্রই আদম (আ)-এর সন্তান। আদম (আ) মাটি দ্বারা সৃষ্ট। আরবীয়ের কোন প্রাধান্য নেই অনারবীয়ের উপর। হ্যাঁ, তা নিরূপিত হবে তাকওয়ার ভিত্তিতে। —তিরমিযী

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হান্‌বাল (র) স্বীয় সানাদে নবী করীম (সা) থেকে একখানা হাদীস বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ

لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثُّرَيَا لَنَا لَهُ اُنَاسٌ مِنْ اَبْنَاءِ فَارْسٍ

ইল্‌ম যদি আকাশের 'সুরিয়া' নক্ষত্রের উর্ধ্বেও থাকে, তথাপি তা পারস্যের কতিপয় ব্যক্তি আয়ত্তে আনতে প্রয়াস পাবে।[১]

অপরদিকে এই কুরআন একাধিক স্থানে ঘোষণা দিচ্ছে যে, এই দীন সহজ-সরল দীন। প্রকৃতি সমর্থিত আমলের উপযোগী বাস্তব দীন এটি।

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ -

আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর, তা চান না। —সূরা বাকারা ঃ ১৮৫

---

১. মুস্‌নাদে আহমদ ২৯৬/২। শায়খুল ইসলাম ইবন তায়মিয়া তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'আলজওয়াবুস্‌সীহ্'-তে মুহাম্মদী রিসালাতের সার্বজনীনতা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।
দ্রষ্টব্য ঃ প্রথম খণ্ড, পৃ. ১২৬ থেকে ১৪০ এবং পৃ. ১৬১ থেকে ১৬৬।

www.pathagar.com

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط

তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।

—সূরা হাজ্জ ঃ ৭৮

পূর্ববর্তী উম্মত ও ধর্মগুলোয় বাড়াবাড়ি এবং কঠোরতা অবলম্বন করে চরমপন্থী সাধক, উপাসক এবং স্বল্প ইল্‌মধারী বিধান-রচয়িতাগণ জীবনের পরিধিকে কোণঠাসা করে রেখে দিয়েছিল। আখিরী নবুয়তের মাধ্যমে সেই সর্বনাশা ব্যাধিটির মূলে কুঠারাঘাত হানা হয়। ফলে আক্রান্ত জাতিগুলো পরিত্রাণ লাভ করে। এই নবীরই প্রশংসা কুরআনের ভাষায় অভিব্যক্ত হয় ঃ

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط

যিনি তাদেরকে সৎ কার্যের নির্দেশ দেন ও অসৎ কার্যে বাধা দেন, যিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করেন ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করেন এবং যিনি মুক্ত করেন তাদেরকে তাদের গুরুভার হতে ও শৃঙখল হতে, যা তাদের উপর আরোপিত ছিল। —সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৭

কুরআন এ তত্ত্বটিও পরিষ্কার ঘোষণা করে দিল যে, যদি জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান আইন রচয়িতাগণ এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন—আইন ও বিধান রচনার মাধ্যমে তাঁরা জাগতিক প্রয়োজনীয়তার বিভিন্নমুখী চাহিদাসমূহ পূরণ করবে, তখন তাঁদের এ পদক্ষেপ সেখানে গিয়ে পৌঁছতে অবশ্যই ব্যর্থ হবে, যেখানে আরোহণ করেছিল মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ পাকের অসীম জ্ঞান। যেমন ত্যাজ্য সম্পত্তি বিষয়ক একটি আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا .

তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের নিকটতর, তা তোমরা অবগত নহ। এটা আল্লাহ্‌র বিধান ; আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। —সূরা নিসা ঃ ১১

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ط وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ . وَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ قف وَ يُرِيْدُ الَّذِيْنَ

www.pathagar.com

يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلاً عَظِيْمًا . يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ج وَ خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا .

আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তোমাদের নিকট বিশদভাবে বিবৃত করতে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি তোমাদেরকে অবহিত করতে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান, আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা চরমভাবে পথচ্যুত হও। আল্লাহ্ তোমাদের ভার লঘু করতে চান ; মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল।

—সূরা নিসা ঃ ২৬-২৮

এসব বৈশিষ্ট্য দীন ইসলামে রয়েছে বিধায় এখন আর (পূর্ববর্তী ধর্মের বিকল্প) এরূপ নতুন এক নবুয়ত ও শরীয়তের অভ্যুদয়ের প্রয়োজন নেই যা সর্বকালে, সর্বস্থানে সব জাতি ও ধর্মসমূহের জন্য ব্যাপক ও মানব জাতির জন্য হিদায়াতের দিশাদাতা সাব্যস্ত হবে। এখন আর প্রয়োজন নেই এমন শরীয়ত ও ধর্মেরও, যা বিগত ধর্ম ও শরীয়তের সাময়িক বিধি-বিধানগুলো রহিত করবে চরম ভাবাপন্ন এবং পীড়াদায়ক নীতিমালাগুলো, সংশোধন করবে সেই নীতিমালা, যা একদিন ধর্মকে রূপান্তরিত করেছিল যাঁতাকলে, পরিণত করে দিয়েছিল মানবজীবনকে একটি সর্বনাশা কাঠগড়ায়, আর উপস্থাপন করবে একটি যুক্তিযুক্ত বাস্তবধর্মী দীন, যা পক্ষান্তরে 'দীনে ফিতরাত' তথা প্রকৃতির দীন। এইজন্য প্রয়োজন নেই, যেহেতু উপরোক্ত দু'টি গুণ ও বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্ প্রদত্ত দীন ইসলাম এবং এর নীতিমালায় যথাযথভাবে নিহিত রয়েছে।

জ্ঞান ও ইতিহাসের নিরিখে পূর্বেকার আসমানী সহীফা ও কুরআন

কুরআন অবতরণ-পূর্ব আসমানী সহীফাগুলি আবহমানকাল ধরে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের শিকার হয়ে আসছে। নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাধিতে এগুলি আক্রান্ত হতো। কারণ আল্লাহ্ পাক সেগুলিকে স্ব স্ব অবস্থায় বলবৎ রাখার দায়িত্ব নেন নি। বরং সেসব সহীফা হিফাযতের দায়িত্ব ছিল সেগুলোর ধারক-বাহকের উপর। অধিকন্তু সে সহীফারাজির প্রয়োজনীয়তা তখনকার উম্মতদের জন্য সাময়িক ছিল। এই প্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআনের ইরশাদ প্রণিধানযোগ্য ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّ نُوْرٌ ج يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَ كَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ج

www.pathagar.com

তাওরাতে অবতীর্ণ করেছিলাম ; তাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো ; নবীগণ, যারা আল্লাহ্‌র অনুগত ছিল তারা ইহুদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিত, আরো বিধান দিত রাব্বানীগণ এবং বিদ্বানগণ, কারণ তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল এর সাক্ষী।

—সূরা আল-মায়িদা ঃ ৪৪

ইতিহাস ও ইল্‌মের নিরিখে এ বাস্তবটি প্রমাণিত এবং সহীফারাজির ধারক-বাহক পূর্ববর্তী উম্মতদের দ্বারাও স্বীকার্য যে, 'আহদে 'আতীক' তথা বাইবেলের সহীফাসমূহ সচরাচর লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের প্রকাশ্য শিকার হয়ে থাকতো। এমনকি স্বয়ং ইহুদী ঐতিহাসিকগণ সর্বসম্মতভাবে বলেন যে, ইতিহাসে তিনবার এ জাতীয় দুর্যোগ পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমবার বেবিলন-বাদশাহ বুখত নাসার (Nebuchandnezzar) ৫৬৪-৬০৫ খৃ. পূ. ইহুদীদের উপর খৃ. পূ. ৫৮৬ সালে হামলা চালিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে অগ্নিসংযোগ করেছিলেন। অথচ এই বায়তুল মুকাদ্দাসে সংরক্ষিত করে রেখেছিলেন হযরত সুলায়মান (আ) বহু কাষ্ঠলিপি এবং হযরত মূসা ও হারূন (আ)-এর বংশধরদের বরকতময় স্মৃতি। যেসব ইহুদী বুখ্‌ত নাসারার হত্যাযজ্ঞ থেকে তখন রেহাই পেয়েছিল, তাদেরকে তিনি বন্দী করে স্বদেশে (বেবিলনে) নিয়ে যান। তাঁর দেশে গিয়ে তিনি পঞ্চাশ বৎসরকাল যাবত জীবিত ছিলেন। 'আযরাবানী' তন্মধ্যে 'তাওরাহ' নামের প্রথম পাঁচটি সহীফা নিজের স্মৃতি থেকে পুনঃ সংকলন করান। তার ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেন তিনি ঐতিহাসিক ভঙ্গিতে। অতঃপর 'নাহসীয়া' এসে পুনরায় সেসব কিতাবের দ্বিতীয় দফা সংযোজন ঘটান এবং হযরত দাউদ (আ)-এর 'যাবূরকে তার সাথে সংযোগ করেন।

এই ইতিহাসের পুনঃ অবতারণা ঘটে এথেন্স অধিপতি এন্টিউকাস (Antiochus)-এর শাসনামলে। তাঁর উপাধি ছিল আবীকানিস। খৃ. পূ. ১৬৮ সনে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করে ওসব পবিত্র সহীফা জ্বালিয়ে দেন। নিষেধাজ্ঞা জারি করেন তাওরাত পাঠ এবং ইহুদীদের নিদর্শন এবং বর্ণনাদির উপর। অতঃপর আমকাবী ইহুদী সেসব সহীফার পুনঃ সংযোজন ও সংকলন শুরু করলেন এবং 'আহদে 'আতীক (বাইবেল)-এর সহীফাগুলোর তৃতীয়বারের মত পুনর্বিন্যাস সাধন করেন।

রোমক সম্রাট টাইটাস (Titus) (৪০-৮১ খৃ.) বায়তুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করলেন ৭ই সেপ্টেম্বর ৭০খৃ. সনে। তিনি হযরত সুলায়মান (আ) প্রতিষ্ঠিত বায়তুল মুকাদ্দাসের ভিতরের নক্সাটুকুও বিনষ্ট করে দেন। পবিত্র সহীফারাজি তিনি আত্মসাৎ করে বিজয়ের স্মৃতি স্বাক্ষর হিসেবে রেখে দেন রোমক রাজধানীতে। ইহুদীদেরকে

www.pathagar.com

শহরের আশপাশ হতে নির্বাসিত করে সে স্থলে অন্যদেরকে বসতি স্থাপন করিয়ে দেন।[২]

পূর্বেকার নবীগণের যেসব সহীফা এবং আসমানী কিতাবগুলোর পরিশুদ্ধিতা, সংরক্ষণ ও মৌলিকত্ব প্রমাণের মানদণ্ড কুরআন সম্পর্কে মুসলমানদের গৃহীত মাপকাঠি হতে নিতান্তই ত্রুটিপূর্ণ। মুসলমানগণের অকাট্য বিশ্বাস—এই কুরআনের প্রতিটি শব্দ আল্লাহ্‌র বাণী, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অবতীর্ণ এবং তা অবতরণকাল হতে এ পর্যন্ত যথাযথ অবস্থায় সংরক্ষিত। পক্ষান্তরে ইহুদীদের অভিমত হচ্ছে, তাদের কিতাব অবতরণকাল থেকে এ পর্যন্ত কিছুটা পুনর্বিন্যাস ও সংকলন সংযোজনের ব্যাপার থাকলেও সেটি আসমানী কিতাব না হওয়ার প্রমাণ দর্শায় না, এমনকি তারা নবীগণকে সেসব সহীফার প্রণেতা বলতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। ইহুদীদের 'আকীদা, ভাবধারা এবং কিতাবগুলো সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিকোণ কি তা যথাযথ জরিপ দেওয়া সম্ভব হবে, যদি নিম্নোক্ত উক্তিগুলো পর্যবেক্ষণ করা হয়। ইহুদীদের শ্রেষ্ঠতম বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন পণ্ডিতবর্গের সমন্বয়ে তৈরি করা ইহুদী এনসাইক্লোপেডিয়াতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

"ইহুদীদের বর্ণনাদি যদিও একথা ঘোষণা করেছে যে, 'প্রাচীন 'আহদনামা' রচিত হয়েছে সেসব কৃতিত্ব নিয়ে, যা এতে বর্ণিত হয়েছে। এটি তো অসমীচীন হওয়ার কিছু নয়।

হ্যাঁ, ইহুদীদের এ কথা মানতে কোন আপত্তি নেই যে, এর কিয়দংশ পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে।"[৩]

"ইহুদীগণের প্রাচীন বর্ণনা অনুসারে তাওরাতের প্রথম পাঁচটি কিতাব [শেষ অর্থটি আয়াত ছাড়া যা মূসা (আ)]-র ইন্তিকাল সম্পর্কে আলোচিত হযরত মূসা (আ)-এর স্বরচিত। কিন্তু এর সহীফারাজির স্ববিরোধ ও বিভিন্নতার দিকে আমার প্রতিপালক যথারীতি দৃষ্টি রাখেন। তিনি স্বীয় দূরদর্শিতা অনুযায়ী এগুলিতে সংশোধনী এনে থাকেন।"[৪]

"স্পিনোজা (Spinoza)-এর ভাষ্য, "প্রাচীন আহদনামায় প্রথম পাঁচটি কিতাব হযরত মূসা (আ)-র নয়, বরং 'আযরার।"[৫]

---

২. পবিত্র সহীফারাজির ইতিহাস এবং যীউশ এনসাইক্লোপেডিয়া দ্রষ্টব্য। নাহ্‌সীয়া এবং মেকাবিয়ান-এর সহীফাগুলোতেও এ সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত এ প্রসঙ্গে পাওয়া যায়।

৩. 'জীউশ এনসাইক্লোপেডিয়া, পৃ. ৯৩।
(Vellentines one volume Jewish Encyclopaedia, London, p. 43)

৪. পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি, নবম খণ্ড, পৃ. ৫৮৯।

৫. পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি, নবম খণ্ড, পৃ. ৫৯০।

www.pathagar.com

"সর্বশেষ তত্ত্ব সন্ধানের ফসল ও সিদ্ধান্ত এই প্রাচীন 'আহদনামায় প্রথম পাঁচটি কিতাব ন্যূনতম আটাশটি প্রস্রবণ হতে সংগৃহীত ও উৎসারিত।[৬] ইন্‌জীল চারটির ('আহ্‌দে জাদীদ বা বাইবেল) অবস্থা তো প্রাচীন আহ্‌দনামা অপেক্ষাও বিভীষিকাময়। এগুলির সংকলনের বিষয়টি এবং প্রণেতাদের অবস্থার জটিলতা ও মারপ্যাঁচে দ্বিধা সংশয় সৃষ্টি না হয়ে পারে না। এদের এবং হযরত মসীহ (আ)-এর মাঝখানে এক বিরাটাকায় প্রণালী বিদ্যমান। কোন তথ্যসন্ধানী কিংবা ঐতিহাসিকের পক্ষে সেটি পাড়ি দিয়ে যাওয়া যেমন দুষ্কর, তেমনি ডিঙ্গিয়ে যাওয়াও দুঃসাধ্য। অধিকন্তু এই চারটি ইন্‌জীল[৭] বিভিন্ন ধর্মীয় অধিবেশনে এবং যুগ যুগ ধরে স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তন-পরিবর্ধন, সংশোধন ও সংযোজনের শিকার হয়ে আসছে। এতদ্ভিন্ন এসব কিতাবের ভাব-ভঙ্গিতে আসমানী কিতাব, প্রত্যাদেশ ও ইলহামের ধাঁচের চেয়ে ইতিহাস, জীবনচরিত এবং কিস্‌সা-কাহিনী গ্রন্থের ধাঁচটুকুর প্রাধান্য বেশি বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এসব কিতাবের ইতিহাস ও অবস্থান সম্পর্কে যাদের গভীর ব্যুৎপত্তি রয়েছে তারাই এর সত্যতার সমর্থনে সাক্ষী দেবে।

এসব ইন্‌জীল ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের হাদীস ও সুনানের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর কিতাবসমূহের পর্যায়েরও নয়—বিশেষত নির্ভরযোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতার বিচারে। সিহাহ্‌সিত্তার পর্যায়ের হওয়ার তো কথাই ওঠে না। কারণ, সিহ্‌হাহ সিত্তার কিতাবসমূহ সেগুলোর সংকলকদের থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত ইত্তিসালে সানাদ-এর সূত্রে ধারাবাহিকভাবে গ্রথিত এবং তার যোগসূত্র অবিচ্ছেদ্য। মুসলমানদের পরিভাষায় সহীহ্ হাদীস বলা হয়—যে হাদীসটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের পুরো সতর্কতা এবং দীনদারীর শর্তে ইত্তিসাল তথা অবিচ্ছেদ্য সনদের মাধ্যমে বর্ণিত। এই হাদীসের বর্ণনাকারী এবং বর্ণনায় কোন প্রকার ত্রুটি কিংবা প্রশ্নের (ইল্লাত ও শযুয) অবকাশ থাকে না।[৮]

এদিকে ইন্‌জিলগুলোর অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। সনদের তো প্রকারভেদই নেই এখানে। নেই সংকলক পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য কোন ধারাবাহিক সনদ এবং সংকলক হতে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত যে সনদটুকু অপরিহার্য তাও নেই সেখানে।

---

৬. পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি, পৃ. ৫৯০ ; ইংরেজি তফসীরে মাজেদী হতে গৃহীত।

৭. ইন্‌জীল চারটির সংকলকদের সংকলনের সময়কাল নির্ধারণ এবং এগুলোর মূল উৎসরাজি (যা থেকে এ সহীফাসমূহ সংগৃহীত)-এর গরমিল সম্পর্কে অবহিত হতে চাইলে দেখুন—লণ্ডন ইউনিভারসিটির বিভিন্ন ধর্মের প্রভাষক প্রফেসর ই.ও. জেম্‌স্ (E.O. James) প্রণীত বিখ্যাত 'বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস' (History of Religions), লণ্ডন (১৯৫৬ ইং), পৃ. ১৭৮ হইতে ১৮০ পর্যন্ত।

৮. সবিস্তারে হাদীসের প্রকারভেদ এবং সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহের বিবরণ জানার জন্য উসূলে হাদীসের কিতাব দ্রষ্টব্য। আলোচ্য বিষয়ে বহু কিতাব প্রণীত রয়েছে।

www.pathagar.com

তাছাড়াও আমাদের কাছে যেসব সহীফা রয়েছে, সেগুলি প্রথম যে ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল, বর্তমানে সে ভাষায় বহাল রয়নি। হযরত ঈসা (আ) এবং তাঁর সহচরবৃন্দ ইনজীলগুলি এ ভাষায় পাঠ করতেন না। বরং এসব ইনজীল যুগ যুগ ধরে এক ভাষা হতে অন্য ভাষায় ভাষান্তরিত হয়ে আসছে। বর্তমানে তা আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে বিভিন্ন অনুবাদকের হাত হয়ে। এই হেতু এগুলোকে সীরাত ইতিহাস এবং ঘটনা ও উপদেশকোষ আখ্যা দেওয়া যায়। যদি এগুলোকে অত্যধিক সম্মান দিতে গিয়ে মুসলিম সমাজে প্রচারিত মীলাদ-নামার চেয়েও বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়, তাহলে বেশির চেয়ে বেশি হাদীস গ্রন্থের চতুর্থ পর্যায়ের কিতাবগুলোর সমমান প্রদান করা যেতে পারে, এর চেয়ে আদৌ বেশি নয়। কেননা এগুলিতে পরিশুদ্ধিতা এবং তথ্য তালাশের তেমন ধার ধারা হয় না। এসব বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সেসব সহীফা এবং কুরআনের মাঝখানে তুলনামূলক চিন্তা করাও নিতান্ত ভুল। কারণ, তুলনা সাধারণত সমপর্যায়ের দু'টি জিনিসের মাঝখানে সংঘটিত হয়। ফরাসী প্রাচ্যবিদ নও-মুসলিম মি. ঈটন ডীন (Eaton Dien) ইনজীলগুলোর যথাযথ পরিচিতি এবং তথ্য ও ঐতিহাসিক অবস্থান নির্ণয় করে উত্তম পর্যালোচনা করেছেন ঃ

> আল্লাহ্ পাক যে ইন্‌জীল হযরত ঈসা (আ) এবং তাঁর কওমের ভাষায় প্রদান করেছিলেন, নিঃসন্দেহে বলা যায়, এগুলি বিনষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমানে সেগুলির নাম-চিহ্নটুকুও বহাল রয়নি। হয়তো এমনিতেই সেগুলির বিলুপ্তি সাধিত হয়েছে, নয়তো সুপরিকল্পিতভাবে বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছে। ফলে খৃষ্টানগণ সে স্থলে চারটি গ্রন্থকে নিজেদের করে নিয়েছে। তাই এগুলির পরিশুদ্ধিতা এবং ইতিহাসগত সত্যতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কেননা এগুলি হচ্ছে গ্রীক ভাষায় অনূদিত যা হযরত ঈসা (আ)-এর সেমিটিক ভাষার সাথে রুচিগত দিক দিয়ে কোন প্রকার সামঞ্জস্যই রাখে না। এই হিসেবে মূল ইন্‌জীলগুলির সাথে বর্তমান গ্রীক বা ল্যাটিন ইন্‌জীলগুলিকে বিচার-বিবেচনা করতে গেলে ইহুদীদের তাওরাত এবং আরবীয়দের কুরআনের তুলনায় অনেকাংশেই দুর্বল।[৯]

বাইবেলের ভেতরকার নিদর্শনগুলিও এর ঐতিহাসিক ভ্রান্তি, স্পষ্ট স্ববিরোধিতা এবং অযৌক্তিক ও অবান্তরতার দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে। যেমন এতে রয়েছে আল্লাহ্ পাকের সাথে এমন কিছু জিনিসের সম্পৃক্ততার কথা, যা পক্ষান্তরে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র মহানত্বের পরিপন্থী এবং যা অন্যান্য আসমানী কিতাব ও ধর্মগুলির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তেরও বিপরীত। আর তা বস্তুত যুক্তিগ্রাহ্যও নয়। এই বাইবেলে উত্থাপিত হয়েছে নবীগণ সম্পর্কে এমন সব অভিযোগ ও অপবাদ, যা হতে

---

৯. ইযবিয়া আলাল মাসীহীয়াহ, ৫২-৫৩।

www.pathagar.com

সাধারণ মানুষও পবিত্র ও সংরক্ষিত থাকতে পারে। এতদ্ভিন্ন অভ্যন্তরীণ অনেক স্বাক্ষর তাওরাত ও ইঞ্জিলে যাকে সাধারণত বাইবেল (Bible) বা কিতাবে মুকাদদাস[১০] বলা হয়। এমন রয়েছে, যা এতে সংযোজন, পরিবর্ধন এবং পরিবর্তনেরই প্রমাণ দেয়।

এই হচ্ছে সেসব সহীফার কথা, যেগুলির অনুসারীরা হাজার হাজার বছর ব্যাপী নিজেদের স্মৃতি সংরক্ষিত করে আসছে। বিশ্বের ঐতিহ্যমণ্ডিত দু'টি প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় (ইহুদী ও খৃস্টান) হচ্ছে এগুলির ধারক ও বাহক। এদিকে ইসলাম ও মুসলিম সম্প্রদায়ও এগুলির সম্মান প্রদর্শন যে করেনি, তা নয়। এঁরা উপরোক্ত সম্প্রদায়দ্বয়কে 'আহ্‌লে কিতাব'-এর মর্যাদায় বিভূষিত করেছেন। বাকি রইল ভারতের 'বেদ' এবং ইরানের 'আভেস্‌তা'। এসবের সময়কাল তো এত প্রাচীন যে, এগুলি সম্পর্কে ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য নেহায়েতই স্বল্প। এগুলির আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছা আরো দুষ্কর। এগুলো এমন সব ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের কবলে পড়েছে যদ্দরুন এগুলোর যথার্থতায় সংশয় সৃষ্টি হয় তুলনামূলক আরো বেশি। এর সময়কাল নির্ধারণও মুশকিল। আরো অধিকতর মুশকিল এগুলি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা। প্যারিসের এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য এ. বার্থ (A Barth) স্বীয় গ্রন্থ 'হিন্দুস্তানী মাজাহিব'[১১] (The Religions of India)-এ লিপিবদ্ধ করেন ঃ

"আমরা যদি কিছু সংযোজিত বিষয়বস্তু পৃথক করে দেই, যা আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে করা তেমনটি দুষ্কর নয়, তখন পুনরায় এ সহীফা মোটামুটি মূলে গিয়ে দাঁড়াবে। এটা যা আছে তাই দাবি করা হয়। এর বেশি নয়। তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হওয়ার দাবিদারও নয় এবং সুপরিকল্পিতভাবে স্বীয় জীবনকে যে লুক্কায়িত রাখছেন তাও নয়।" এর মূল কথার বহু স্থানে পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধিত হয়। হলেও এসব করা হয়েছে নিতান্ত আন্তরিকতার সাথে। তদুপরি এসব সহীফার সময়কাল নির্ণয় করা কিংবা অনুমান করা মুশকিল। ব্রাহমানা (Brahmanas) হচ্ছে সর্বশেষ পর্বটি। এই পর্বটি আমাদের যুগের শুরু থেকে পাঁচশত বছরের আগের নয়। বেদের অবশিষ্ট উপসর্গগুলি এর থেকেও পুরাতন। আর পুরাতন এটাই যে,

---

১০. আলোচ্য বিষয়ের উপর অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিতাব 'ইজহারুল হক' দ্রষ্টব্য। এর প্রণেতা মাওলানা রাহমাতুল্লাহ্ কিরানবী (মৃ. ১৩০৮ হি., সমাধিস্থ মক্কা মুকাররমা)। গ্রন্থকার বাইবেল বা মুকাদদাস কিতাবের ১২২টি ভাষাগত স্ববিরোধিতাকে চিহ্নিত করে গেছেন। একশত আটটি এমন ভ্রান্তি চোখে আঙ্গুল দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছেন, যার কোন জওয়াব নেই।
মূল 'ইজহারুল হক' 'আরবী ভাষায় প্রণীত। সুহৃদ সুধী মাওলানা তাক্বী 'উসমানী তা অনুবাদ করেছেন। অনুবাদের সূচনাতে তিনি একটি জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা লিখে কিতাবখানাকে আকর্ষণীয় করেছেন। করাচী থেকে কিতাবটি 'বাইবেল ছে কুরআন তক' নামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

১১. দিল্লী সংস্করণ, ১৯৬৯ ইং, পৃ. ৪-৫।

www.pathagar.com

সুনির্দিষ্টভাবে এই ব্যাপারে কোন মতামত ব্যক্ত করা দুরূহ। এর অন্যান্য প্রাচীনতম বিষয় সম্পর্কে কিছু বলাতো মোটেই সম্ভব নয়।

স্বয়ং হিন্দু সুধী সমাজ, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতবর্গ এবং তথ্যবিদগণ এসব সহীফা সম্পর্কে কি মতামত পোষণ করেছেন ? তাঁদের গভীর তথ্যানুসন্ধান, চিন্তা ও দৃষ্টিকোণ তাঁদেরকে কোন্ সমাধানে এগিয়ে নিয়েছিল? এসব প্রশ্নের জবাব নিম্নোক্ত পদ্ধতি দু'টির মাধ্যমেই প্রতিভাত হয়ে ওঠবে।

ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির প্রভাষক, প্রখ্যাত সুধী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (Suresh Chandra Chatarjee) তাঁর প্রণীত গ্রন্থ Philosophy of the Upanishads-এ লিখছেন ঃ

"এ পরিপ্রেক্ষিতে দু'টি বিপরীতমুখী চিন্তাধারা পেশ করা গেল। একটির নেতৃত্ব বালগঙ্গাধর পর্যন্ত ধরা হয়। দ্বিতীয়টির ধারণা করা হয় ম্যাক্স মূলার (Max Muller) পর্যন্ত। আরো ধারণা করা হয় যে, মসীহের সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে বেদের 'মুনাজাত' বাস্তবে আসে। এদিকে ম্যাক্স মূলার ঋগ্বেদকে দুই হাজার দুইশত বছরের চেয়ে বেশি প্রাচীন মনে করেন না। অথচ তাঁরা সবাই এ কথায় একমত যে, ঋগ্বেদ অর্থ চিন্তাধারার প্রাচীনতম সনদপত্র। ঋগ্বেদের সময়কাল নির্ধারণ ছাড়াই বলা যায় যে, যদিও ঋগ্বেদের মুনাজাত বা প্রার্থনা একত্রিত অবস্থায় সন্নিবেশিত আছে, কিন্তু এর বিভিন্ন অংশ মূলত একই সময়ে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। হয়নি বলেই লেখার ইতিবৃত্ত নির্ণয় করে ঋগ্বেদের সময়কাল নিরূপণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এ কথা অস্বীকার করার কোন জো নেই যে, ঋগ্বেদের সব মুনাজাত বা প্রার্থনা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করতে কয়েক শতাব্দী ব্যয় হয়েছিল।"[১২]

বেদের মৌলিক চিন্তাধারার উপর পর্যালোচনা করতে গিয়ে ভারতীয় প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞ ডক্টর রাধা কৃষ্ণ (ভারত প্রজাতন্ত্রের প্রাক্তন সভাপতি) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইণ্ডিয়ান ফিলোসফি'-র দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেন ঃ

"বেদের উপস্থাপিত আসল চিন্তাধারাটা যেমনি অচিহ্নিত, তেমনি অস্পষ্টও। এ জন্যই বিভিন্নমুখী দৃষ্টিকোণ নিয়ে বিভিন্নমুখী পদ্ধতিতে তা ব্যবহার করা বিধেয়। এতদ্ভিন্ন বেদের উদারতা গোড়া হতেই এ অবকাশটুকু বিদ্যমান রয়েছিল যে, প্রণেতাগণ পুরো স্বাধীনভাবে উদ্দেশ্য মুতাবিক স্বীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে তা থেকে সনদ সংগ্রহের প্রয়াস পেতে পারে।[১৩]

বাকি রইল ইরানের প্রাচীনতম ধর্মীয় সহীফাটি (আভেস্তা)। এটিকে পারস্যবাসী পবিত্র আস্মানী কিতাব মনে করে থাকে। এ প্রসঙ্গে একজন প্রাচ্য

১২. কলকাতা ১৯৩৫ ইং, পৃ. ২৪-২৬।
১৩. লণ্ডন সংস্করণ ১৯২৭ ইং, পৃ. ২১-২২।

www.pathagar.com

বিশেষজ্ঞের স্বীকারোক্তি পেশ করা যাচ্ছে, যাঁর জীবনটি অতিবাহিত হয় উপরোক্ত বিষয়টিকে বিশেষ বিষয় হিসেবে গবেষণা করে। রবার্ট এইচ. পিফাইর (Robert. H. Pfeiffer), প্রাক্তন সেমিটিক ভাষা বিভাগ প্রধান (Department of Semitic Languages), হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি এনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজিয়ন[১৪] (An Encyclopedia of Religion)-এ লিখেন ঃ

"আভেস্তাবলম্বিগণ (তথাকথিত) সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস ছিল। বাদশাহ সেকান্দর তার বেশির ভাগই বিনষ্ট করে দেন। পরবর্তীকালে ধ্বংসাবশেষগুলি দিয়ে একুশ খণ্ড বা শাসক সম্বলিত একখানা মহাগ্রন্থ খৃস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলন করা হয়। তন্মধ্যে শুধু ভেন্দীদাদ (Vendidad) নামের একটা খণ্ড কিংবা নাস্ক (Nask) পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় ছিল। নবম খৃস্টাব্দের পর শুধু উপাসনা বিষয়ক কিছু অংশ ভারতে আনা হয়। বর্তমানে এখানে তা পাঁচটি অংশে পাওয়া যায়। সেগুলোর নামকরণ করা হয় ইয়াসনা (Yasna), গাথা (Gatha), ভেস্পারেদ (Vaspered), ভেন্দিদ (Vendid) এবং খুর্দ আভেস্দা (Khorda Avasta)"।

কিন্তু সব আস্মানী কিতাবের সহায়ক, মানবতার নিয়ামক সর্বশেষ কিতাব 'আল-কুরআন'-এর অবস্থা এমন নয়। কেননা এটি এমন মহাগ্রন্থ, যদ্দ্বারা স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির অটুট সূত্র কায়েম হয়। মুহাম্মদী নবুয়তের আবির্ভাব হতে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য আল্লাহ্র পথে মানুষকে আহবান করার মাধ্যম এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। তাই অন্যান্য আসমানী কিতাব হতে এর মর্যাদা ভিন্ন হওয়া একেবারেই স্বাভাবিক। এর ব্যাপারটিই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আল্লাহ্ পাক স্বয়ং এর হিফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। কিতাবটি সর্বপ্রকার রদ-বদল, পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কবল থেকে মুক্ত রাখার দায়িত্বও নিয়েছেন তিনি। আল্লাহ্ পাকের ইরশাদ ঃ

وَ اِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ . لَا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهٖ ط تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ .

তা অবশ্যই এক মহিমময় গ্রন্থ। কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না, অগ্র হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহ্র নিকট হতে অবতীর্ণ। —সূরা হা-মীম-আস-সিজদা ঃ ৪১-৪২

অনুরূপ এই কুরআনের বিকৃতি সাধন, বেহুদা কথার উৎস হওয়া, স্মৃতিশক্তি হতে বিলুপ্ত হওয়া এবং স্মৃতি থেকে মুছে যাওয়া কিংবা আকস্মিক কোন ঘটনার শিকার হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া থেকে চিরসংরক্ষিত করা হয়। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত অঘটন ও

১৪. নিউইয়র্ক সংস্করণ, ১৯৪৫ ইং পৃ. ৪৯।

www.pathagar.com

অনাসৃষ্টির সম্মুখীন হয়েছিল 'তাওরাত' বারংবার। তাই কুরআন সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ .

আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক। —সূরা হিজর ঃ ৯

আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে হিফাযতের এই প্রতিশ্রুতিতে কুরআনের শাশ্বত সংরক্ষণ ও স্থায়িত্ব দান, প্রচারণা ও গবেষণা, তিলাওয়াত, পঠন ও অর্থ অনুসন্ধানের কর্মধারা চির অব্যাহত থাকায় আভাস মেলে। এর সাথে সাথে আবার এই কুরআন যে পরিত্যক্ত, আমলের অনুপযোগী হয়ে পড়বে না, দুর্বোধ্য হবে না কিংবা স্মৃতিশক্তি হতে মুছে যাবে না তার নিশ্চয়তাও রয়েছে এতে। কেননা 'আরবী ভাষার ভাবগম্ভীর শব্দ 'হিফজ' (حِفْظ) নিতান্তই সুপরিসর ও তাৎপর্যবহুল অর্থের বাহক।

যখন আল্লাহ্ পাক এই কুরআনকে এর স্বীয় মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্যরাজিসহ [রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছিল] অক্ষুণ্ন রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন, তো তিনি এই মহান উদ্দেশ্যের সফলতায় সৃষ্টি জীব, প্রাকৃতিক এবং আনুষঙ্গিক উপাদান এবং জাগতিক কর্মকাণ্ডকে নিয়োজিত করে দিলেন। তাই তো কুরআনের কোন আয়াত নবীর কণ্ঠে উচ্চারিত হওয়া মাত্রই মুসলমান সেটিকে রক্ষা করার জন্য এবং অংকিত করে তা স্মৃতিপটে রক্ষিত করার নিমিত্ত পতঙ্গের ন্যায় মত্ত হয়ে পড়ত। তাঁদের এই যে প্রতিযোগিতার মানসিকতা মূলত কুরআনের আকর্ষণে সৃষ্ট স্বভাবজনিত ভালোবাসারই ফসল এবং কুরআনের নিজস্ব ই'জায ও অপরিসীম সাহিত্য গাম্ভীর্য, অলংকার ও উচ্চারণ মাধুরী ছাড়াও কুরআন কণ্ঠস্থকারী ও ধারকগণের মাহাত্ম্য বর্ণনাকারী আয়াত ও মুতাওয়াতির হাদীসসমূহের এতে ছিল এক অগ্রণী ভূমিকা।[১৫] অধিকন্তু নামায ও ইবাদত, নীতিমালা ও অনুশাসন, কৃষ্টি ও সমাজ এবং জ্ঞান ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের আলোচনার মাধ্যমে স্থাপিত হয়েছে মুসলমানদের সাথে কুরআনের অবিচ্ছেদ্য সূত্র। এর ফলশ্রুতিতে এ কুরআনের সাথে মুসলমানদের আন্তরিক সম্পর্ক এবং তাঁদের প্রেম ও হৃদ্যতা চরম সীমায় উপনীত হয়। এই হেতু ইসলামের প্রারম্ভিক কাল থেকে নিয়েই মুসলমানদের এক বিরাট সংখ্যক হাফেজ রয়ে আসছে। তাই তো হিজরী তৃতীয় সনে সংঘটিত 'বী'রে মাউনা'-এর ঘটনাতে শহীদ হয়ে যান এমন সত্তরজন মুসলমান, যারা কারী অর্থাৎ হাফিজ এবং 'আলিম হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন[১৬] এবং এজন্য মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের সাথে সাথে হাফিজদের

১৫. দৃষ্টান্ত স্বরূপ শায়খুল হাদীস যাকারিয়া সাহেব প্রণীত 'ফাযাইলে কুরআন' দ্রষ্টব্য।

১৬. আল-বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৭১। বীরে মাউনার হাদীসটি বুখারী, মুসলিম এবং আসহাবে সুনান বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

এবং হিফ্‌জের আধিক্যের সামঞ্জস্য চলে আসছে। আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই মহাপরিক্রমা ছোট বড় প্রতিটি শহর ও মুসলিম সমাজে অব্যাহত রয়েছে। মুসলমানগণ এই কুরআনকে বক্ষ থেকে বক্ষে এবং জিহবা থেকে জিহবায় স্থানান্তরিত করে চলেছে। এই মুসলমান জাতি কুরআন হিফজ করতে যেয়ে যে ব্যুৎপত্তি ও মেধাসম্পন্ন হয়, তা অন্যদের জন্য ধারণাতীত। কুরআন পঠন, বিশুদ্ধ তিলাওয়াত, প্রতিযোগিতা এবং কুরআন দিয়ে 'ইবাদতে মুসলমানগণ যেই স্পৃহা ও উদ্দীপনা রাখেন, অমুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য তা অবশ্যিই কল্পনাতীত বৈ কিছু নয়। হ্যাঁ, যারা অমুসলিম বটে ; কিন্তু বসবাস করছে মুসলিম পরিবেশে, তাদের কথা ভিন্ন। এই হাফিজগণের সংখ্যা যুগে যুগে গণনাতীত রয়েছে। বর্তমান যুগেও এদের সংখ্যা কয়েক লক্ষের মত।

আল্লাহ্ পাক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সত্যিকারের উত্তরসুরি এবং মুসলমানদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিকে সেদিকে 'ইলহামী' ভাবে মনোনিবেশ করে দিলেন। 'ইয়ামামার' যুদ্ধে কুরআনের হাফিজগণের এক বিরাট সংখ্যা শহীদ হয়ে গেলে মুসলমানদের মনে এ সংশয় দেখা দিল যে, হাফিজদের শাহাদাত বরণের ফলে কুরআনের স্থায়িত্বে (যদি স্থায়িত্ব হিফজের উপর নির্ভরশীল হয়) বিঘ্নতা সৃষ্টি হতে পারে। এ সংশয় সর্বপ্রথম হযরত 'উমর (রা)-র অন্তরে জাগ্রত হয়েছিল। মুসলমানদের কল্যাণকামিতা ও প্রয়োজনীয়তার অনুষ্ঠানে তাঁর ভূমিকাই থাকত অগ্রণী। তাঁর অন্তরের উদ্ভাবনী ধ্বনি অনেক ক্ষেত্রেই শরীয়তের প্রতিধ্বনি সাব্যস্ত হতো। অতএব, হযরত 'উমর (রা) তদানীন্তন খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর সমীপে কুরআনকে সংরক্ষণ ও সংকলনের যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তাব রাখলেন। এর আগে এই কুরআন লিপিবদ্ধ ছিল চামড়ার টুকরো, খেজুরের ডাল এবং শিলাখণ্ডে।[১৭] এবং মানুষের বক্ষস্থলেও তা সংরক্ষিত থাকত। আল্লাহ্ পাক এই কাজের জন্য খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর অন্তরাত্মাকে অনুরাগী করে দিলেন। তিনি এই দায়িত্ব সোপর্দ করে দিলেন প্রজ্ঞাবান সাহাবী হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা)-কে। হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা) দায়িত্বটি নেহায়েত গুরুত্বের সাথে যথাযথভাবে আদায় করতে সচেষ্ট হন।

তিনি এই কুরআনকে হাফিজগণের বক্ষ, ওয়াহী লেখকদের লেখনী এবং অন্যান্য লিপিভাণ্ডার থেকে একত্রিত করলেন। মানুষদের প্রত্যাবর্তন এবং আস্থা স্থাপনের কেন্দ্রবিন্দু 'আল-কুরআন'-এর 'সহীফা' এভাবেই বাস্তব রূপ লাভ করল। তৃতীয়

---

১৭. এই ক্ষেত্রে ভাষায় لِخَاف (লিখাফ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ শ্বেত ও পাতল পাথর। لِخْفَة-এর বহু বচন। দ্বিতীয় শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে عسب এইটি عسيب-এর বহুবচন। অর্থ পল্লববিহীন খেজুরের ডাল।

www.pathagar.com

খলীফা হযরত 'উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে দেশজয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকলে হাফিজ ও কারীগণ ছড়িয়ে পড়লেন দেশ হতে দেশান্তরে। লোকজন আগন্তুক ক্বারী-হাফিজদের ক্বিরাআত গ্রহণ করতে শুরু করলেন। এভাবে লোকজনের সামনে কিরাআত আসতে থাকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে। এতদ্ভিন্ন অনারবগণ বেশি বেশি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকলে কুরআনের উচ্চারণ ভঙ্গিতে দেখা দেয় আরো বিভিন্নতা। এইহেতু সাহাবাগণের অন্তরে মূল কুরআনে পরিবর্তন-পরিবর্ধন সম্পর্কে সংশয়ের দানা বেঁধে ওঠে। এই জটিলতার প্রেক্ষাপটে খলীফা হযরত উসমান (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালের বিভিন্ন সহীফা তথা কুরআনের লিপিপত্রকে মূল উৎস ধরে মুতাওয়াতির কিরাআত অনুযায়ী কুরআন লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন এবং প্রতিটি মুসলিম বস্তিতে কুরআনের একখানা নুসখা প্রেরণ করেন। একখানা কপি রেখে দেন মদীনা মুনাওয়ারায়। এর নাম ছিল 'আল-ইমাম'। কুরআনের সেসব 'নুসখা' মাশরিক-মাগরিব তথা সমগ্র মুসলিম বিশ্ব অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করলেন। এটিই বংশানুক্রমে মুসলিম জাতি আঁকড়ে রাখে এবং তাঁদের ভাষাকে এটির ভাষারই অনুগামী করে। হিফ্জ করে এটিই তারা। এটির মাধ্যমে তারা আল্লাহ্র 'ইবাদত করে। আজও দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হযরত উসমান (রা) কর্তৃক পরিবেশিত এই কুরআনের উপরই সকলের আস্থা। পঁচিশ হিজরীতে চূড়ান্তভাবে এই কুরআন সুবিন্যস্ত হওয়া হতে নিয়ে এ যাবত এই কুরআন সম্পর্কে ইসলামী সমাজে কারোই কোন প্রকার দ্বিমতও দেখা যায়নি এবং কোন প্রাচীন স্মৃতি ভাণ্ডার, যাদুঘর কিংবা পাঠাগারে এর সম্পর্কে অভিনব প্রশ্নও উত্থাপিত হয়নি।[১৮] কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলন কর্মসূচী সমাপ্ত হওয়ার পর হতে এ পর্যন্ত এর সম্পর্কে মুসলমানদের সর্বসম্মতি ও পুরো ঐকমত্য রয়েছে। এখন এ কুরআন আলিম ও হাফিজগণের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অত্যধিক প্রচারণা ও প্রকাশনার বদৌলতে সর্বপ্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও মনগড়া হস্তক্ষেপ হতে নিশ্চিত মুক্ত থেকে আসছে। বৃটেন এনসাইক্লোপেডিয়ার নিম্নোক্ত স্বীকারোক্তিটি প্রণিধানযোগ্য।

"ধরাপৃষ্ঠের গ্রন্থরাজির মধ্যে কুরআন তুলনামূলক সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ।[১৯] এমনকি কুরআন যে মুহাম্মদ (সা)-এর উপর ওহীসূত্রে অবতারিত কিতাব তা মেনে

---

১৮. মানচেস্টার ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন অধ্যাপক মিঃ এ. মঙ্গানা-র ভাষ্য ঃ
ইউরোপের লাইব্রেরীগুলোতে বহু হস্তলিপি রয়েছে। তন্মধ্যে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর লিপিটাই প্রাচীনতম। পরস্পর এগুলোয় শাব্দিক কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না। হ্যাঁ লিখন পদ্ধতিতে কিঞ্চিৎ প্রভেদ দেখা যাচ্ছে। তাও আরবী লিখনী পদ্ধতির প্রাচীন রীতির ত্রুটির কারণে। অনুরূপ উক্তি করেছেন নলডেক (Noldeke)। এনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজিয়ন এথেক্স-এর দশম খণ্ডের ৫৪৮-৫৪৯ পৃ.।

১৯. এনসাইক্লোপেডিয়া, বৃটেন, মুহাম্মদ শিরোনাম।

www.pathagar.com

নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী প্রাচ্যবিদ এবং ইউরোপীয় তথ্যবিদগণের অভিমতও তাই। এই প্রসঙ্গে আমি কতিপয় খৃস্টান তথ্য-বিশারদের মতামত পেশ করবো। ইসলাম এবং মহানবী (সা) সম্পর্কে স্বীয় (খৃস্টান) পক্ষপাতমূলক ভূমিকার জন্য বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্ব স্যার উইলিয়াম ম্যুর-এর একটা স্বীকারোক্তি উল্লেখ করছি। ইসলামের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন এ বিশেষজ্ঞ তাঁর বৈরীভাবের চিত্রটি তুলে ধরেছিলেন তাঁর প্রণীত 'লাইফ অব মুহাম্মদ' গ্রন্থে। এর জবাবে উপমহাদেশে প্রাচ্যশিক্ষা বিস্তারের অগ্রনায়ক আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠাতা স্যার সায়্যিদ আহমদকে 'খুতবাতে আহমাদীয়া' লিখতে হয়। অথচ এমন একজন বিশেষজ্ঞ এ কথাটি স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, "হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর তিরোধানের সিকি শতাব্দীর পরই এমন মতবিরোধ এবং সাম্প্রদায়িকতা দেখা দেয়, যার প্রতিক্রিয়াতে হযরত উসমান শহীদ হন। সে মতবিরোধের জের আজো মিটেনি। এত মতবিরোধ সত্ত্বেও কুরআন কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে একটিই। যুগে যুগে দলে দলে সর্বসম্মতিক্রমে একটি কুরআন পাঠ করা স্পষ্টভাবে এ কথারই প্রমাণ দেয় যে, আজো আমাদের সামনে কুরআন সেটিই বলবৎ আছে, যেটি দুর্ভাগা খলীফা 'উসমানের নির্দেশে তখন তৈরি করা হয়েছিল। সারা বিশ্বে সম্ভবত এমন কিতাব দ্বিতীয়টি আর নেই, যা একটানা বার শতাব্দী ব্যাপী টিকে রয়েছে অক্ষতভাবে। কুরআনের কিরাআতের ভিন্নতা কল্পনাতীত স্বল্প। আর তা বহু পরে স্বরচিহ্ন লাগানোর ফলে সৃষ্টি হয়েছে।[২০] হোয়েরী (Wherry) কুরআনের তফসীরে লিখেন ঃ

প্রাচীন সহীফারাজির মধ্যে কুরআনই সবচেয়ে নিখুঁত ও নির্ভেজাল (Purest) কিতাব।[২১]

"হযরত 'উসমান (রা) কর্তৃক সংকলিত এ কুরআন সেকাল হতে একাল পর্যন্ত সর্বজনবিদিত ও সর্বসম্মত কিতাব প্রমাণিত হয়ে আসছে।'[২২]

"কুরআনের সবচেয়ে আকর্ষণই হচ্ছে এর মৌলিকত্বে কোন প্রকার দ্বিধাসংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। আমাদের প্রতিনিয়ত অধ্যয়নের এই কুরআনের প্রতিটি অক্ষর সম্পর্কে আমাদের আস্থা—প্রায় তেরো শতাব্দী ধরে অপরিবর্তিতই রয়ে আসছে।"[২৩]

---

২০. Sir William Muir ; Life of Mohammed (1912) p. xxii/xxiii

২১. Commentary of the Quran, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৪৯।

২২. The Quran Introduction, পৃ. ৭০।

২৩. Selection from the Quran, p. c

এসব স্বীকারোক্তি ও উদ্ধৃতি মাওলানা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদীর ইংরেজি তফসীর হতে উৎকলিত।

www.pathagar.com

এসব বাস্তবতার প্রেক্ষাপটেই ইসলামে আবার এমন কোন নতুন নবুয়তের কোন আবশ্যকতা নেই, যা যাবতীয় দ্বিধা-সংশয়কে বিদূরিত করতে সক্ষম, হক ও বাতিলের পার্থক্য ধরিয়ে দিতে সচেষ্ট এবং মিথ্যাবাদীর মিথ্যাচারিতার গোমর ফাঁক করে দিতে প্রয়াসী হবে। আর এ কুরআন থাকা সত্ত্বেও অন্য আর একটি এমন কিতাব টেনে আনারও প্রয়োজনীয়তা রয়নি, যা পূর্ববর্তী বাতিলকৃত কিতাবের স্থানটুকু পূর্ণ করবে। কারণ, তা যুগ যুগ ধরে শুধু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অনিবার্য শিকার হয়ে আসছে।

কোন নতুন নবীর আগমন সম্পর্কে কুরআন নীরব

বাতিল হতে হককে পৃথককারী, হাকীকতের মানদণ্ড এবং মানবমণ্ডলীর জন্যে সুস্পষ্ট বর্ণনা দানকারী সনাতন কিতাব—এই আল-কুরআন। এ কুরআন দীনী নীতিমালার একটিকেও বাদ দেয়নি। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমৃদ্ধি সর্বতোভাবে নির্ভরশীল এ কুরআনেরই উপর। অথচ এমন কিতাবটি নতুন নবীর আগমন সম্পর্কে একেবারেই খামুশ রইল। পক্ষান্তরে আলোচ্য-বিষয়টি ছিল এত তাৎপর্যবহুল, যেখানে খামূশ থাকা তো দূরের কথা, অস্পষ্টভাবে এবং ইশারা-ইঙ্গিতে বলাটাও যথেষ্ট হওয়ার নয়। এদিকে এই কুরআন কিয়ামতের 'আলামতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় যেমন দুখান[২৪] দাব্বাহ[২৫] এবং য়াজুজ মাজুজ[২৬]-এর বর্ণনা দিতেও কুণ্ঠাবোধ করলো না। যেখানে বিবৃত হলো এতসব, সেখানে সেই নবীর আলোচনাটি বাদ পড়ল কেন, যিনি আবির্ভূত হবেন এই উম্মতের অথবা অন্য কোন উম্মতের জন্য। কেন এই কুরআন আগে থেকেই বিবেক-বুদ্ধিকে তার জন্য প্রস্তুত করে তুলবে না (যে বিবেক স্বভাবতই নতুন কোন একটা কিছু দেখামাত্রই থমকে উঠে এবং দায়িত্ব মাথায় চাপে বলে পিছপা হতে চায়)। তেমনটি হলে সে নবীকে 'খোশ-আমদেদ' জ্ঞাপন করার জন্য বিবেক অপেক্ষমাণ থাকত, তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিত, শামিল হতো তাঁর পতাকার ছায়াতলে। একথা সুবিদিত, কুরআন-সুন্নাহ্‌র চিরন্তন আহবান হচ্ছে—দুনিয়া ও আখিরাতের সমৃদ্ধির দিকে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা এবং অনিষ্টকর ও আল্লাহ্‌র

---

২৪. فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ . يُّغْشَى النَّاسَ ط هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

সূরা দুখান ঃ ১০-১১

২৫. وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ .

সূরা আন-নামল ঃ ৮২

২৬. حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَ مَاْجُوْجُ وَ هُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ

সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৯৬

www.pathagar.com

নারাযির পথ পরিহার করা। এই কুরআনের আসল লক্ষ্যই হচ্ছে—মুসলমানগণকে সঠিক পথে রাখা এবং দীনের প্রতি চ্যালেঞ্জ সৃষ্টিকারী ('আকীদার ক্ষতি সাধনকারী এবং ঈমান বিনষ্টকারী) বিষয়াদির মুকাবিলা করার জন্য তাঁদেরকে জাগ্রত করে তোলা। তাই তো দাজ্জাল, মসীহ এবং তার অগ্নি-পরীক্ষা সম্পর্কে হাদীসের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। সেই মহানবী (সা), যাঁর সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ

عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ .

তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক। তোমাদের মঙ্গলকামী মু'মিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। —সূরা তাওবা ঃ ১২৮

তাঁর এবং তাঁর উপরে আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ কিতাব থেকে কি এ কামনা করা যেতে পারে যে, তিনি তাঁর উম্মতদেরকে ছেড়ে যাবেন—এক অনিশ্চয়তার তিমিরে ও গোলক ধাঁধায় এবং বিধ্বংসী পরিস্থিতির কবলে ? উম্মতদেরকে বুঝি তিনি অভিহিত করবেন না সেই আসন্ন জটিলতা এবং বিশেষ সংবাদ (নতুন নবুয়ত) সম্পর্কে? এটি তো কিছুতেই নবুয়তের ভাষ্যে আলোচিত এবং সুন্নাতের ভাণ্ডারে সুরক্ষিত অন্যান্য বিষয় হতে গুরুত্ববহ কম নয়।

খাত্‌মে নবুয়ত সম্পর্কে স্পষ্ট, সহীহ্ এবং স্বতঃসিদ্ধ হাদীসসমূহ

অতঃপর নবী করীম (সা) কুরআন পাকের বর্ণনার উপরই শুধু ক্ষান্ত হন নি; বরং তিনি দীনের পরিপূর্ণতা সাধন, তাঁর উপর নবুয়তের ধারা পরিসমাপ্তি ঘটা সংক্রান্ত বিষয়ে এমন এমন বর্ণনা পেশ করে গেছেন, মুক্ত মানসিকতাসম্পন্ন সুষ্ঠু বিবেকবান 'আরবী ভাষায় সুদক্ষ যেকোন ব্যক্তি এতে সংশয়গ্রস্ত হতে পারে না। অর্থাৎ নবী করীম (সা) উল্লিখিত বিষয়টি সম্পর্কে এমন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যেখানে এদিক-সেদিক ভাবার কিঞ্চিৎ অবকাশও নেই। এর চেয়ে অধিক বিশ্লেষণ কল্পনাতীত। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সা) অত্যন্ত সাহিত্য পদবাচ্য অথচ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় কয়েকটি দৃষ্টান্তও পরিবেশন করেছেন। হাদীসগ্রন্থগুলো ওসব হাদীসে (যেগুলোর সারমর্ম হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ আখিরী নবী এবং আখিরী রসূল) ভরপুর।[২৭]

---

২৭. যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (র) তাঁর কিতাব 'আকীদাতুল ইসলাম'-এ লিখেন, খাতমে নবুয়তের স্বপক্ষে দুইশত হাদীস রয়েছে (পৃষ্ঠা ৩১৮)। মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী দেওবন্দী (র) তাঁর কিতাব 'খাতমে নবুয়ত'-এ এ প্রসঙ্গে দুইশত দশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। মূলত খাত্‌মে নবুয়তের সপক্ষে হাদীসের সংখ্যা আরো বেশি।

'মুজামুল মুসান্নিফীন'-এর প্রণেতা মাওলানা মাহমুদ হাসান টঙ্কী সাহেব (মৃ. ১৩৬৬ হিজরী) তাঁর কিতাব 'মিরাকুসসুন্নাহ লি খাত্‌মুন্নবুওয়াহ্'-তে অনেকগুলো হাদীস, কালামশাস্ত্রবিদ 'উলামাদের অনেক উক্তি এবং সূফী ও উসূলবিদদের মতামতসহ উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য বিষয়টির নিখুঁত সমাধানে পৌঁছতে আমি যেসব কিতাবের সাহায্য নিয়েছি এ কিতাবটি তার অন্যতম।

www.pathagar.com

আমি এই প্রসঙ্গে সিহাহ্ সিত্তাহ্র কিতাব হতে মাত্র পাঁচটি হাদীস উপস্থাপন করব। তাহলে দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের মানসপটে সত্য কোন্‌টি তা দিবালোকের ন্যায় দীপ্ত হয়ে ওঠবে।

নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ

كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءَ - كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ - وَ اِنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِىْ وَ سَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ -

বনী ইসরাঈলের নবী তাদের শাসক হতেন। এক নবীর অন্তর্ধান হলে আরেক নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পর কোন নবীর আগমন আর ঘটবে না। অতঃপর কেবল খলীফা হবেন।[২৮]

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ مَثَلِى وَ مَثَلَ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَاَحْسَنَهُ وَ اَجْمَلَهُ اِلاَّ مَوْضَعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسَ يَطُوْفُوْنَ بِهٖ وَ يَعْجَبُوْنَ لَهُ وَ يَقُوْلُوْنَ هَلاَّ وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَ اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ -

নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন যে, আমি এবং আমার পূর্বেকার নবীগণের উদাহরণ এমন একজন ব্যক্তি, যে একটি সুন্দর ঘর নির্মাণ করেছে অত্যন্ত চমৎকারভাবে। কিন্তু একটি ইটের জায়গা শূন্য রেখে দিয়েছে।

অতঃপর মানুষ ঘুরে ঘুরে ঘরখানা অবলোকন করছে, আশ্চর্যান্বিত হয়ে মন্তব্য করছে, এই ইটের জায়গাটুকু শূন্য রাখা হলো কেন ?

আমিই হচ্ছি সেই পরিপূরক ইটখানা এবং আমিই 'খাতামুন্নাবিয়্যীন' বা সর্বশেষ নবী।[২৯]

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءَ بِسِتٍّ اُعْطِيْتُ جَوَامِعُ الْكَلَمُ وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَ اُحِلَّتْ لِى الْغَنَائِمُ وَ جُعِلَتْ لِى

---

২৮. সহীহ বুখারী শরীফ, কিতাবুল মানাকিব, বনী ইসরাঈল সম্পর্কীয় অধ্যায়; মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ইমারাহ, মাসনাদে আহমাদ, ইব্ন মাজাহ্, ইব্ন জারীর, ইব্ন আবী শারবাহ।

২৯. সহীহ বুখারী শরীফ, কিতাবুল মানাকিব, খাতামুন্নাবিয়্যীন অধ্যায়, এ প্রসঙ্গে ইমাম মুসলিম, ইমাম আহমাদ, ইমাম তিরমিযী এবং ইব্ন আবূ হাযমের বর্ণনা রয়েছে। উপরোক্ত শব্দগুলি ইমাম বুখারীর।

www.pathagar.com

اَلْاَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُوْرًا وَ اَرْسَلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَ خُتِمَ بِىَ النَّبِيُّوْنَ -

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ছয়টি বৈশিষ্ট্যের বদৌলতে আমি অপরাপর নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদত্ত হই। আমাকেই প্রদান করা হয়েছে বাণী ও ভাব ব্যক্তের অনুপম প্রতিভা। আমাকেই সাহায্য করা হয়েছে ভীতিমাখা শ্রদ্ধা প্রদানের মাধ্যমে। আমারই জন্য হালাল করা হয় গনীমতের মাল। সমস্ত যমীন একমাত্র আমার সাজ্‌দা ক্ষেত্র করা হয় এবং তা পবিত্রতা অর্জনের উপযোগীও করে দেওয়া হয়। আমিই নবীরূপে আবির্ভূত হয়েছি সামগ্রিকভাবে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি। আর আমারই দ্বারা নবীগণের আগমন চূড়ান্ত করা হয়।[৩০]

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّ الرِّسَالَةَ وَ النُّبُوَّةَ قَدْ اِنْقَطَعَتْ - فَلَا رَسُوْلُ بَعْدِىْ وَ لَا نَبِىٌّ -

হুযূর (সা) বলেছেন, রিসালাত এবং নবুয়ত শেষ হয়ে গেছে। আমার পর কোন রসূল আগমন করবেন না এবং নবীও না।[৩১]

عَنْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ اَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِىْ الَّذِىْ يَمْحُوْ اللّٰهُ بِهِ الْكُفْرِ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِى يَحْشِرُ النَّاسَ عَلَى عَقْبِىْ وَاَنَا الْعَاقِبُ الَّذِىْ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِىٌّ

জুবায়র ইব্‌ন মুত্‌'ইম (রা) হতে হাদীসটি বর্ণিত। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, আমিই মুহাম্মদ। আমিই আহ্‌মাদ। আমি বিলুপ্তি সাধনকারী, আমার দ্বারা আল্লাহ্ পাক বিলুপ্ত করে দেবেন কুফরীকে। আমিই পুনরুত্থান-কারী, আমার পরেই মানুষদেরকে হাশরে পুনরুত্থিত করা হবে। আমিই সকলের পশ্চাতে আগমনকারী। আমার পেছনে কোন নবীর আর আগমন নেই।[৩২]

---

৩০. মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজাহ।

৩১. ইমাম তিরমিযী 'স্বপ্ন বিষয়ক' অনুচ্ছেদে উপরোক্ত হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন এবং পরিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন। ইব্‌ন কাসীর বলেন—এ হাদীসখানা ইমাম আহ্‌মাদও বর্ণনা করেছেন।

৩২. বুখারী, মুসলিম, আবূ নু'আয়ম (দালাইলে)

www.pathagar.com

মুহাম্মদ (সা)-এর পর সাহাবায়ে কিরাম তথা সমস্ত মুসলিমের 'খাত্‌মে নবুয়ত'-এর আকীদায় ঐকমত্য পোষণ

নতুন নবুয়তের দাবির প্রতি তাঁদের চরম অস্বীকৃতি

উপরোক্ত স্পষ্ট ও অকাট্য আয়াত এবং শুদ্ধ ও সুস্পষ্ট হাদীসমালার আলোকেই সাহাবায়ে কিরাম 'খাত্‌মে নবুয়ত' বিষয়টিতে ইজ্‌মা তথা ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর এ কথা অজানা নেই কারো—সাহাবাকুলের ঐকমত্য শরীয়তের প্রধানতম দলীল হিসেবে বিবেচ্য হয়ে থাকে। মোদ্দা কথা, নবী করীম (সা)-এর পর নবুয়ত পরিসমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। এখন আর কোন নবী (যেকোন অর্থেই হোক না কেন) আগমন করছেন না। সাহাবাগণ 'খাত্‌ম' শব্দটির মর্মার্থ উপলব্ধি করার ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। এজন্যই 'মুসায়লামাহ কায্‌যাব-এর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে ও তাকে কাফির ও মুরতাদ ঘোষণা দিতে তাঁরা কুণ্ঠাবোধ করলেন না এবং সর্বসম্মতিক্রমেই সে ঘোষণা দিয়ে দিলেন। অথচ মুসায়লামাহ নিজেও মুহাম্মদী নবুয়ত স্বীকার করতেন, এমন কি সে আযানে 'আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ [আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, অবশ্যই মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রসূল] নিজে তো বলতোই, অন্যকে দিয়েও বলাতো।[৩৩] শুধু তাই নয়, সেই কুরআনের অনুসরণে 'আমল করা ফরয বলে উক্তি করে থাকত। কিন্তু এরই সাথে সাথে আবার কুরআনের মনগড়া তফসীর করত। ইলহামের দাবিও করত। বলত, মুহাম্মদী নবুয়তে তাকেও অংশীদার করা হয়েছে। মুসায়লামাহ ক্রমশ এভাবেই শরীয়তে মুহাম্মদীর অনুসারী এক আংশিক নবুয়তের দ্বার উন্মুক্ত করার অপপ্রয়াস পাচ্ছিল। পরবর্তীকালের নবুয়তের ভ্রান্ত দাবিদারগণ যেন এরই পদাংকানুসরণ করছিল। এই মুসায়লামাহ পরিশেষে 'ইয়ামামা'-র যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। এদিকে বারশত শীর্ষস্থানীয় মুসলমান সেই জিহাদে শাহাদতের সুধা পান করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পক্ষ থেকে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর নিকট প্রেরিত বার্তায় এমনই উল্লেখ করা হয়।[৩৪] অনুরূপ আস্‌ওয়াদ 'উনসী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যমানায় নবুয়তের দাবি করলে তখনই তাকে হত্যা করা হয়।

অতঃপর প্রতিটি যুগেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর নবুয়ত পরিসমাপ্তি ঘটার বিশ্বাসে মুসলমানগণ মতৈক্যে থাকেন। তাঁদের স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস এটি রয়ে আস্‌ছে, নবুয়তের দাবি যে করবে, সে দীন ইসলামের গণ্ডি থেকে বহিষ্কার

---

৩৩. তারীখে তাবারী, পৃ. ২৪৪, তৃতীয় খণ্ড।

৩৪. তারীখে তাবারী, পৃ. ২৫৪, তৃতীয় খণ্ড।

www.pathagar.com

হয়ে যাবে। অবশ্যই সে মুসলমানদের থেকে পৃথক হয়ে অন্যমত পোষণকারী বলে[৩৫] চিহ্নিত হবে।

এই আকীদা মুসলিম বিশ্বে যুগে যুগে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসরূপে সুবিদিত হয়ে আসছে। এই 'আকীদাটি সেসব অবিচ্ছেদ্য আকীদাগুলির অন্তর্ভুক্ত, যা তারা প্রাণের চেয়েও প্রিয় ভাবত। আর তা বংশপরম্পরা ধীরে ধীরে চালু হয়ে আসছে। ফলে মুসলমানদের মন-মানসিকতা নবুয়তের দাবিটুকু শোনাটাও বৈধতার বরখেলাফ ভেবে আসছে।[৩৬] তদুপরি ইসলাম বিশ্বের সুবিশালতা, দীনের মর্ম অনুধাবনে অক্ষমতা, দীনী ইল্‌মের স্বল্প অভিজ্ঞতা, পরন্তু মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের দিকে তাকালে মূলত ওসব বানোয়াট নবীর সংখ্যা তেমনটি বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ইসলামের ইতিহাসে শত ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে, রাজনৈতিক ও চারিত্রিক দ্বন্দ্বের অভাব নেই যেখানে, সেখানে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের নিমিত্ত (মুসলমানদের দৈনন্দিনের দীনী অবনতির প্রেক্ষাপটে) নবুয়তের দাবি করাটা নেহায়েতই কুসুমাস্তীর্ণ রাস্তা ছিল। এই দাবিটি যাদুর ন্যায় প্রভাব বিস্তারকারী বটে। এসব দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেও দাবিদারদের সংখ্যা এত কম কেন ? এজন্য বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এরই পাশাপাশি যদি চিন্তা করা হয় পূর্বেকার উম্মতদিগের প্রতি। তাঁদের ভৌগোলিক পরিধি

---

৩৫. কাযী 'আয়ায (মৃ. ৫৪৪ হি.) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'আশ্‌-শিফা'য় খাত্‌ম নবুয়তে ইজ্‌মা ও উম্মতের ঐকমত্যের কথা বর্ণনা করে বিস্তারিত আলোচনা রেখেছেন। 'আশ্‌-শিফা', পৃ. ২৭০-২৭১, দ্বিতীয় খণ্ড।

'আল্লামা শাহরাস্তানী (মৃ. ৫৪৮ ইং) আলমিলাল ওয়ান্নাহল-এর তৃতীয় খণ্ডের ২৪৯ পৃষ্ঠায়, 'আল্লামা ইব্‌ন নুজায়ম (মৃ. ৯৭০ হি.) আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়েবের ১৭৯ পৃষ্ঠায়, মুল্লা আলী কারী (মৃ. ১০১৬ হি.) শরহে ফিকহে আকবরের ২০২ পৃষ্ঠায় এবং সূফীকুলের পথিকৃৎ আবদুল ওয়াহ্‌হাব তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'আলয়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহির'-এর পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠায় এ খাত্‌মে নবুয়তের 'আকীদায় সমস্ত উম্মাতের মতৈক্য ও ইজমা সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য কোন মুসলিম মনীষী থেকে এর ব্যতিক্রম অভিমত পাওয়া গেলেও পক্ষান্তরে তা হয়তো তাঁর উপর মিথ্যা অপবাদ নয়তো তাঁর কিতাবে ছাঁটাই-বাছাই কিংবা তাঁর কিতাবের পূর্বাপর ছেড়ে, যোগসূত্র কেটে পৃথক করে ফেলা অথবা তাঁর মূল লক্ষ্যে (ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়) ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টিরই ফলশ্রুতি।

৩৬. ইতিহাস নবুয়তের মিথ্যা দাবিদারদের নাম চিহ্নিত করে রেখেছে। মুসলমানগণ এদেরকে 'মুতানাব্বী' (বানোয়াট নবী) আখ্যা দিয়ে ছেড়েছে। পরিণামে এই দুর্নাম এদের নামের অবিচ্ছেদ্য অংশই হয়ে গেছে। এমনকি বিখ্যাত আরবী কবিকে পর্যন্ত একটু অনুকম্পা প্রদর্শন করা হয়নি এ ব্যাপারে। অথচ তিনি ছিলেন সমসাময়িক কবিকুলের মাঝে কবি সম্রাট এবং অনন্য সাহিত্য বিশারদ। তাঁর আসল নাম আবুত্‌তায়্যিব আহমাদ ইবনুল হুসায়ন আল-কিন্‌দী (মৃ. ৩৫৪ হি.)। এই কারণেই কবি 'মুতানাব্বী'-র এই ব্যঙ্গ উপাধি তাঁর আসল নামকে যেন চিরলুপ্ত করে দিয়েছে। তাই তো শিক্ষা ও সাহিত্যাঙ্গনে, সাধারণ ও অসাধারণ সমাজে তাকে সবাই চেনে তাঁর ডাক নামটিতে অর্থাৎ বানোয়াট নবী বলে।

www.pathagar.com

যেমন সঙ্কীর্ণ, তাঁদের সংখ্যাও তেমন নগণ্য। অথচ সে হিসেবে তাঁদের নবুয়তের দাবিদারদের সংখ্যায় অনেক বেশি।[৩৭]

অতঃপর যারা এসে মুসলমানদের মধ্যে নবুয়তের দাবি উচ্চারণ করল, তারা বিশেষ কোন সফলতা হাসিল করতে পারেনি। সক্ষম হয়নি তারা নিজের অনুসারীদের তেমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যা বাড়িয়ে নিতে। মুসলমানদের সরলমনা হওয়ার সুযোগে নবুয়তের দাবিদারদের চাটুকারিতার কারণে সেই আশঙ্কাটাই ছিল প্রকট। সহীহ্ হাদীসগুলোতে কিয়ামত পর্যন্ত সেসব ভণ্ড নবীর সংখ্যা সত্তরের ঊর্ধ্বে বিবৃত হয় নি। কালের দীর্ঘ পরিক্রমা, উম্মতের সংখ্যাধিক্য, মূর্খতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্নমুখী 'আকীদার ছড়াছড়ির দিকগুলো নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে এই সংখ্যাও গৌণ মনে হচ্ছে। মুসলমানদের অন্তরে 'খাত্মে নবুয়তের' 'আকীদা বদ্ধমূল হয়ে আসন নেওয়া, এঁদের মন-মস্তিষ্কে এই বিশ্বাস অনুপ্রবিষ্ট হওয়া, এই ব্যাপারে কুরআনের দীপ্ত আয়াতসমূহ এবং স্পষ্ট স্বতঃসিদ্ধ হাদীসগুলোরই ফলশ্রুতি এটি। আর এমনটি হওয়া 'খাত্মে নবুয়ত'-এরই জ্বলন্ত স্বাক্ষর।

৩৭. এ প্রসঙ্গে পরবর্তী নিবন্ধে তাফসীলী বর্ণনা আসছে।

www.pathagar.com

অষ্টম ভাষণ

খাতমে নবুয়ত-২

মানবতার প্রতি সম্মান ও রহমত—খাতমে নবুয়ত

মানবতা স্বীয় যৌবনের কোটায় উপনীত হলে খোদায়ী প্রজ্ঞা 'খাতমে নবুয়তের' সংকেত প্রদান করল। ফলে মানবতা তখন তার সংকীর্ণ সেই পরিধি থেকে নিষ্কৃতি লাভ করল যার বেষ্টনীতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে বহু শতাব্দীকাল আবদ্ধ ছিল। এখন যেন সে জ্ঞান ও সভ্যতা, পরস্পর জানাশোনা, বিশ্ব ঐক্য এবং সৃষ্টিকুলের ব্যাপক আকর্ষণের চাপ অতিক্রম করে চললো। তাই ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক ভেদাভেদের উপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য সে আশাবাদী। এ মানবতা এখন যেন গোত্র ও বংশ, সমাজ এবং আঞ্চলিতার স্থলে সমগ্র সৃষ্টিজগত, সুবিশাল মানবতা, বিশ্বজনীন হিদায়াত এবং সার্বজনীন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাথে ঘনিষ্ঠতর হওয়ার প্রয়াস পাচ্ছিল।

পারিপার্শ্বিক সবকিছুই যেন এ ঘোষণা দিচ্ছিল, এখন মানবতা তার কামিয়াবী এবং সমৃদ্ধির লক্ষ্যে আখিরী নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর অবতারিত প্রত্যাদেশের উপর তার যিন্দেগীর ভিত্ রাখুক। সে মত ও পথে সে ক্রমান্বয়ে সক্রিয় হয়ে উঠুক। এ মানবতা বিজড়িত হোক সেসব নীতিমালা ও নির্দেশাবলীর সাথে, যা আসমানী কিতাব স্বীকৃত এবং যা পূর্বেকার আসমানী কিতাবগুলোর রক্ষক ও পর্যবেক্ষক। আর সেটিই আল্লাহ্ পাকের শেষ কিতাব আল-কুরআন।

জীবনতরীকে সামনে এগিয়ে নেওয়া এবং জীবনের কর্মক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ, ঐশী সামগ্রী, ঈমানী বুদ্ধিমত্তা, কোমলপ্রাণ এবং সঠিক তৎপরতা ইত্যাদির মূল উৎসই আল-কুরআন। এসবই কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনার ভেতরে নিহিত।

অতীতে নবীগণ ইলহাম, সুসংবাদ, কাশ্ফ এবং কারামত দ্বারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী হওয়ার দাবি করতেন। সেগুলোর আলোকে তাঁদের উপর ঈমান আনয়নের জন্য মানুষদেরকে দাওয়াত দিয়ে থাকতেন তারা। এ পক্ষে নবুয়তের দাবিদারগণ তাদের সত্যাসত্য প্রমাণের জন্য অনেক কষ্ট করতে হতো। তেমনি

www.pathagar.com

উম্মতদেরও সীমাতীত পেরেশানী ও হৈ-হুল্লোড়ের শিকার হতে হতো। অগ্নিপরীক্ষা থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত তাদেরকে বিনিয়োগ করতে হতো কত মহামূল্যবান সময়, অবর্ণনীয় প্রয়াস ও প্রতিভা।

এটিও প্রণিধানযোগ্য, একজন বরহক নবীর আবির্ভাব দুনিয়াবাসীর জন্য মামুলি ব্যাপার নয়। একজন নবীর আবির্ভাব ও আহবান আর একজন রাজনৈতিক নেতা বা সামাজিক পথপ্রদর্শক, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা কিংবা সংস্কারক এবং সংস্কারকের আবির্ভাব কিন্তু এক কথা নয় মোটেই। এসবের অস্বীকৃতি কিংবা বিরুদ্ধাচরণ, সম্পর্কচ্যুতি এবং অসহযোগিতা বিপজ্জনক পরিণতি এবং খোদায়ী শাস্তির কারণ হয় না। দুনিয়া যতদিন টিকে থাকবে, এ জাতীয় নেতৃবর্গ, পথপ্রদর্শক, আহবানকারী এবং সংস্কারক ভূরি ভূরি আসতেই থাকবে। এঁদেরকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে কিংবা এদেরকে দিয়ে উপকৃত না হলে আল্লাহ্ পাকও অসন্তুষ্ট হন না, আর জাগতিক নিয়ম-শৃঙ্খলায়ও সাধারণত কোন প্রকার ঘাটতি দেখা দেয় না। আম্বিয়ায়ে কিরামের বিষয়টি এর থেকে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। নবুয়ত হয় হক ও বাতিলের মাঝখানে ফয়সালাকারী। এ নবুয়ত কায়েম করে উম্মতের উপর আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব। কুরআন মজীদে ব্যুৎপত্তিসম্পন্নগণ জানেন, অতীত উম্মতগণ শুধু কুফরী আকীদা, 'আমল ও আখলাকগত কারণেই ধ্বংস হয়নি, ধ্বংস হয়েছিল তাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে মিথ্যারোপ, তাচ্ছিল্য এং বিদ্বেষ প্রদর্শনের কারণে। কুরআনে করীমে নবীর বিরুদ্ধে সেসব সম্প্রদায়ের দাম্ভিকতা, অহংকার, ঠাট্টা, তাচ্ছিল্য, কষ্ট প্রদান ও দুর্ব্যবহারের কাহিনী একাধিকবার তফসীলীভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গের আয়াতগুলো সব একত্রীকরণও মুশকিল। আমি এখানে মাত্র কয়েকটি আয়াত পরিবেশন করছি ঃ

وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَأْخُذُوْهُ وَجَادَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ .

প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলকে পাকড়াও করবার অভিসন্ধি করেছিল এবং তারা অসার তর্কে লিপ্ত হয়েছিল সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য। ফলে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম এবং কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি।

—সূরা মু'মিন ঃ ৫

كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ أَحَادِيْثَ ج فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُوْنَ .

www.pathagar.com

যখনই কোন জাতির নিকট তার রাসূল এসেছে, তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে একের পর এক ধ্বংস করলাম। আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তু করেছি। সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা।

—সূরা মু'মিনুন ঃ ৪৪

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنِ . قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ .
فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَاءً ج فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর। আল্লাহ্ বললেন, 'অচিরে তারা অনুতপ্ত হবেই। অতঃপর সত্যসত্যই এক মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল এবং আমি তাদেরকে তরংগতাড়িত আবর্জনা সদৃশ করেছিলাম। সুতরাং ধ্বংস হয়ে গেল জালিম সম্প্রদায়। —সূরা মু'মিনুন ঃ ৩৯-৪০

وَلَقَدْ اسْتُهْزِىَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ .

তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল। পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তা' বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল।

—সূরা আন'আম ঃ ১০ এবং সূরা আম্বিয়া ঃ ৪১

وَلَقَدْ اسْتُهْزِءَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ .

তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে এবং যারা কুফরী করেছে তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছিলাম। এরপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম, কেমন ছিল আমার শাস্তি। —সূরা রা'দ ঃ ৩২

اِنْ كُلٌّ اِلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ .

তাদের প্রত্যেকেই রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে, ফলে তাদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি হয়েছে যথাযথ। —সূরা সা'দ ১৪

وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلاَّ لَهَا مُنْذِرُوْنَ .

আমি এমন কোন জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী ছিল না।

—সূরা আশ-শু'আরা ঃ ২০৮

নবুয়তের অব্যাহত ধারা পরিসমাপ্ত হওয়ার বদৌলতে মানবিক যোগ্যতা ও প্রয়াসসমূহ সেই বিপজ্জনক ক্রান্তিকাল হতে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল, যা ঘটে থাকত একটু

www.pathagar.com

একটু বিরতি দিয়ে একজন নতুন নবীর উদ্ভবের কারণে। আর উম্মতগণ নিজস্ব জরুরী কর্ম ছেড়ে দাবিটার সত্যতা যাচাইয়ে এবং মানা না-মানার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে লেগে যেত। অনুরূপ সীমিত মানবিক ক্ষমতার দৈনন্দিনের এক ব্যস্ততা ও পরীক্ষা থেকে পরিত্রাণ দেওয়া হলো এর দ্বারা। যদি নবুয়তের সিলসিলা ঐভাবে অব্যাহত থাকত এবং অতিরিক্ত নীতিমালা এবং আধুনিক শিক্ষা ও হিদায়াত অর্জনের জন্য যমীনের সাথে আসমানের আজও যে সূত্র বন্ধন বজায় থাকত এবং একটু পরেই কোন নবী মাথাচাড়া দিয়ে উঠতেন এই দাবি নিয়ে যে, আল্লাহ্ তাঁর সাথে বাক্যালাপ করছেন। তাঁর কাছে আসছে ওহী, তিনি আদিষ্ট হয়েছেন রিসালতকে প্রচার-প্রকাশের জন্য, আর তিনি তাঁর অস্বীকারকারিদেরকে কাফির ঘোষণা করতেন এবং তাদের সাথে মরণপণ যুদ্ধ করতে হতো তাঁকে, আর সেক্ষেত্রে তিনি কোন প্রকার স্বজনপ্রীতি ও তারতম্যের ধার ধারতে পারতেন না, তা হলে অবশ্যই নবুয়তের সেসব দাবিদারের কারণে বসুন্ধরায় বিভ্রান্তির বিভীষিকা সৃষ্টি হতো। তখন একজন নবী বিশাল উম্মতকুল হতে কিছু সংখ্যককে ছাঁটাই করে মাত্র কয়েক হাজার কিংবা কয়েক লাখের জন্য আবির্ভূত হতেন। এমনটি হতে গেলে সামান্য বিরতির পরই দুনিয়ার কোন না কোন স্থানে আবির্ভূত নবী সম্পর্কে উম্মতদের মাঝে সৃষ্টি হতো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও হট্টগোল। এদিকে নবুয়তের সেসব দাবিদারদের মধ্যে আবার কতিপয় বিকৃত মস্তিষ্কের ও নির্বোধ প্রকৃতির হতো। কেউ হতো পেশাধারী ও দোকানদার, কেউ বিচক্ষণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং রাজশক্তি দ্বারা প্রতিপালিত। কেউ আবার স্বল্প ইল্‌মধারী হলেও 'ইবাদত ও মুজাহাদাহকে পুঁজি করে শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্রবৃত্তির মোহে মত্ত থাকত। নবুয়তের অতীত দাবিদারগণ কিন্তু উপরোক্ত শ্রেণী সব কয়টিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। মানবিক বুদ্ধি, জীবনের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা, সুগভীর গবেষণা, রাষ্ট্রনীতি ও প্রশাসনিক কাঠামোর আলোকে উপরোক্ত ভাষ্যটি অযৌক্তিক ও অবান্তর সাব্যস্ত করে না। বরঞ্চ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তি-তর্কের কষ্টিপাথরে এ ভাষ্যটির সত্যতা প্রমাণ করা অধিক সহজতর।

পূর্বেকার ধর্মসমূহে নবুয়তের দাবিদারদের সংখ্যাধিক্য, 'আকীদার হিফাযত এবং দীনের ঐক্যের পথে মারাত্মক হুমকি

'আহদে 'আতীক (তাওরাতে) গবেষণায় এ সত্যটি সুস্পষ্টভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বহু সংস্কারক, অগণিত ক্ষমতালোভী এবং দীনী নেতৃত্বের অভিলাষিগণ নবুয়তের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ততা রাখেন বলে দাবি করেছেন। তাঁদের দাবি—ইলহাম এবং অদৃশ্য জগতের সাথে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। সাথে সাথে এ দাবির স্বপক্ষে সত্য-মিথ্যা অনেক স্বপ্নও প্রমাণস্বরূপ তুলে ধরেছে। যদ্দরুন ইহুদী সম্প্রদায়ে

www.pathagar.com

সৃষ্টি হয়েছিল বহু দ্বিধা ও সংশয়। তাই তো বনী ইসরাঈলের সহীফাগুলোতে এ অপকীর্তির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী প্রদর্শন করা হয়। সতর্ক করা হয় সেসব মিথ্যা ভণ্ড নবীর সম্পর্কে। এ প্রসঙ্গে আমি মাত্র কয়েকটি উদ্ধৃতির অবতারণা করবো।

আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন, 'দেখ আমি বিরুদ্ধে আছি তাদের, যারা মিথ্যা স্বপ্নকে নবুয়ত আখ্যা দিতে চায়। আবার তা চর্চাও করছে অহরহ। এহেন মিথ্যা গুজব দিয়ে প্রতারিত করছে আমার বান্দাদেরকে। অথচ আমার পক্ষ থেকে তারা প্রেরিতও হয়নি এবং আদিষ্টও হয়নি। সুতরাং এদের দ্বারা লোকজনের কোন ফায়দা হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।"[১]

"সুতরাং তোমরা তোমাদের তথাকথিত এসব নবী, অন্তর্যামী, স্বপ্নদ্রষ্টা, জ্যোতিষ এবং যাদুকরদের কথায় কোন কান দেবে না। যারা তোমাদেরকে বলছে তোমরা বেবিলন সম্রাটের সেবা করো না। কেননা তারা তোমাদের কাছে মিথ্যে নবুয়তের দোহাই দিচ্ছে। তাহলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে দেউলিয়া করে তাড়াবে। আমি তোমাদেরকে বহিষ্কার করে দেব। তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে এতে।"[২]

"আমি অবগত হয়ে গিয়েছি যে, খোদা তাকে প্রেরণ করেন নি। অথচ সে আমার বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করল। বরঞ্চ সামাব্লাত এবং তূনীয়া তাকে বাধা দিয়ে রেখেছিল। আর তাকে এই জন্য রেখেছিল, তাহলে আমি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বো এবং এহেন কাজ করে ভুল করব।"[৩]

"এবং আল্লাহ্ পাকের এ বাণী আমার উপর অবতীর্ণ হয় যে, হে আদম সন্তান! ইস্রাঈলের নবীকে যে নবুয়ত দেওয়া হয়েছে, তুমি এর পরিপন্থী নবুয়ত নিয়ে দাঁড়াও। যারা মনগড়া কথা দিয়ে নবুয়তের দাবি করছে, তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহ্ পাকের বাণী শোন। আল্লাহ্ পাকের ঘোষণা। আহমক নবীগণের উপর অনুতাপ। যারা কেবল স্বীয় আত্মারই তাবেদারী করে, পক্ষান্তরে তারা কিছুই দেখে নাই।"[৪]

"এটি দেশের জন্য চরম বিপর্যয়ের কথা, নবী মিথ্যে মিথ্যে নবুয়তের দাবি তুলছে। আর গণকগণ এর দ্বারা আপন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করছে। আমার লোকজন এটি আবার পসন্দও করছে। পরিশেষে তোমরা কি করবে।"[৫]

---

১. আরমীয়া, ২৩ অধ্যায়, ৩২, ৩৩ পদ।
২. আরমীয়া, ২৭ অধ্যায়, ৯, ১০ পদ।
৩. নাহ্মিয়া, ষষ্ঠ অধ্যায়, ১২, ১৩ পদ।
৪. খরকী এল, ১৩ অধ্যায়, ১, ২, ৩, পদ।
৫. আরমীয়া, ৫ম অধ্যায়, ৩০, ৩১ পদ।

www.pathagar.com

"কেননা প্রধান সেনানায়ক ইসরাঈলের খোদা ঘোষণা করছেন, তোমাদের মাঝে অবস্থানরত নবী যিনি তোমাদের ভবিষ্যদ্বক্তা তিনি তোমাদেরকে গোমরাহ করবেন না। তোমাদের কথা শ্রবণোত্তর যারা স্বপ্ন দেখ্ছে তাদের কথা ধরবে না। কারণ তারা আমার দোহাই দিয়ে মিথ্যে নবুয়তের দাবি উত্থাপিত করছে। বস্তুত আমি তাদেরকে নবী হিসাবে প্রেরণ করিনি।"[৬]

"ইহুদীদের ঐতিহাসিক উৎসগুলি থেকে এ নিশ্চয়তা দেওয়া যায়, ওসব 'বানোয়াট নবীদের' আবির্ভাবের ধারাবাহিকতা 'পুরাতন টেস্টামেন্ট' সংকলিত হওয়ার পরও অব্যাহত রয়েছে। এদের আবির্ভাব সেখানেই বেশি সংঘটিত হয়েছে, যেখানে ইহুদীগণ তুলনামূলক বেশি নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তাই ইহুদী সমাজটি তখন এমন একজন 'ত্রাণকর্তা'-র প্রতীক্ষায় দিন গুণছিল, যিনি তাদেরকে সেই ঘৃণ্য ও জঘন্য অবস্থার কবল হতে পরিত্রাণ দিতে সচেষ্ট হবেন। তাদের শত্রু থেকে প্রতিশোধ নেবেন। তাদের হারানো শৌর্য-বীর্য ও ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবেন। যাতনা ও ক্ষোভের শিক্ষার নির্মম দুঃখী মানুষদের দ্বারা সুচতুর স্বার্থান্বেষী মহল তখন অবৈধ ফায়দা লুণ্ঠন করছিল। স্বীয় মতলব এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার নিমিত্ত সেই গোষ্ঠীটি আপামর জনসাধারণকে ব্যবহার করছিল। তারা ধর্মীয় ময়দানটি ওহী এবং সুসংবাদ প্রাপ্তির মিথ্যে দাবি দ্বারা মুখর করে রাখতো। এমনি নতুন নবুয়তের ঝাণ্ডা উড্ডীয়ন করছিল। নবুয়তের দাবির পূর্ববর্তী করুণ পরিস্থিতির আগ্রাসনে যেসব মন-মস্তিষ্ক কোণঠাসা হতে লাগছিল, তাদের কাছে এ অভিনব দাবিটি জাদুর মত কাজ করছিল। ক্রমান্বয়ে এর অনুসারীদের এক বড় সংখ্যা সৃষ্টি হয়ে গেল। আকীদার জগতে দেখা দিল রকমারী মতভেদ। বাড়তে থাকে বিদয়াত ও কুসংস্কার। নতুন নতুন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটতে শুরু করলো। সে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল মূল ইহুদী শিক্ষার পথে। তাদের দীনি মূল্যবোধ ও প্রেরণা নিস্তেজ করে দিল। এ প্রসঙ্গে মার্কিন-বৃটিশ-যীউশ হিস্টরিকেল সোসাইটি-র অন্যতম সদস্য এলবার্ট এম. হায়েমসন (Albert M. Hyamson)-এর ভাষ্য পরিবেশন করছি যা তিনি "ইন্সাইক্লোপেডিয়া বাযহাজ ও আখলাক"-এ ব্যক্ত করেছেন।

"ইহুদী শাসনের স্বাধীনতাচ্যুতির পর কয়েকটি পুরুষ পর্যন্ত অসংখ্য বানোয়াট মসীহের আলোচনা ইহুদীদের ইতিহাসে পাওয়া যাচ্ছে। দেশান্তরের সে বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে আশা ও সুসংবাদের ধারক এসব নবী স্বঘোষিত নেতা সেজে ইহুদীদের তাদের সেই পৈতৃক দেশে পুনর্বহাল করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকতো, যেখান থেকে

৬. আরমীয়া, ২৯ অধ্যায়, ৮, ৯ পদ।

www.pathagar.com

এদের পূর্ব-পুরুষদেরকে একদিন দেশান্তর করা হয়েছিল। অধিকাংশ সময় বিশেষ করে প্রাচীনকালে সেসব স্থানেই মসীহগণের অভ্যুদয় ঘটত, যেখানে ইহুদীদের উপর চালানো হতো সীমাহীন নির্যাতন ও জ্বালাতন। এর ফলে দেখা দিত বিদ্রোহের বিবিধ লক্ষণ। এ জাতীয় আন্দোলনের পরিণাম গিয়ে ঠেকতো সাধারণত রাজনৈতিক ধারায়। বিশেষ করে পরবর্তীকালের প্রায় সবকটি আন্দোলনেরই জের এমনই হতো। যদিও সেসব আন্দোলনের প্রাথমিক উৎস ধর্মীয় প্রকৃতি থেকে কমই মুক্ত থাকতো। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসবের উদ্যোক্তাগণ বিদাত ও কুসংস্কারকে সামনে রেখে স্বীয় নেতৃত্বের পরিধি, প্রভাব এবং আকর্ষণকে প্রসারিত করার প্রচেষ্টা দিব্যি অব্যাহত রাখত। এরই পরিণতিতে ইহুদী শিক্ষার মৌলিকতায় দারুণ ভাটা পড়ে যায়। এইজন্যই জন্ম নিতে থাকে তখন নতুন নতুন ফিরকা। পরিশেষে তারা যেয়ে খৃস্টান কিংবা ইসলাম ধর্মে প্রবিষ্ট হয়ে যেত। [৭]

মিথ্যে নবুয়তের এই ধারাটি ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্ররোচনার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে একটানা হযরত মসীহ (আ)-এর পরেও চলতে থাকে। নিম্নে নিউ টেস্টামেন্টের কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা যাচ্ছে। তা নবুয়তের দাবিদারগণের সংখ্যাধিক্য এবং তাদের ভ্রান্তিসমূহকেই চিহ্নিত করে।

"সে দিনগুলোতে কতিপয় নবী জেরুজালিম থেকে এন্টিয়কে এলেন। এদের মধ্যকার আগবুস নামক জনৈক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয়ে জিব্‌রাঈলের এই হিদায়াত প্রকাশ করলো যে, দুনিয়াব্যাপী এক চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছে। কুলুবিযুর যুগে ঘটবে সেই দুর্ভিক্ষটি।"[৮]

"এবং যখন আমরা সেখানে অনেকদিন অবস্থান করলাম, আগবুস নামীয় একজন ইহুদী নবী এলেন। তিনি আমাদের নিকট এসে পুলিশের কোমরবন্ধ নিয়ে নিজের হাত-পা বেঁধে বললেন, রূহুল কুদ্‌স জিব্‌রাঈল বলছেন, "এই কোমরবন্ধটি যার, ইহুদীগণ তাকে জেরুজালিমে এভাবে বাঁধবে এবং বিজাতিদের হাতে ন্যস্ত করবে।"[৯]

"মিথ্যে নবীগণ হতে সাবধান। তারা কিন্তু তোমাদের কাছে আগমন করছে ভেড়ার বেশে। আসলে তারা হিংস্র নেকড়ে বাঘ।"[১০]

---

৭. Encyclopaedia of Religion and Ethics, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৮৮।
৮. আ'মাল, ১১ অধ্যায়, ২৭-২৮ পদ।
৯. আ'মাল, ২১ অধ্যায়, ১০-১১ অধ্যায়।
১০. ইঞ্জীল মথি, সপ্তম অধ্যায়, ১৫ পদ।

www.pathagar.com

"কিন্তু যা করে চলেছি, তা-ই করতে থাকবো। তাহলে সুযোগ সন্ধানীরা আর সুযোগ পাবে না। বরং যে কাজে তারা গর্ববোধ করছে, সেটিতে তারা আমাদেরই ন্যায় (বিমুখ) বের হবে। কেননা এরা মিথ্যে রাসূল। তারা কার্য উদ্ধার করছে ছলনার মাধ্যমে। এরা নিজেদেরকে হযরত মসীহের রাসূলদের সদৃশ সাজার পাঁয়তারা করছে।"[১১]

"হে প্রিয় বন্ধু! প্রত্যেক আত্মার উপর বিশ্বাস স্থাপন করো না। বরং আত্মাসমূহকে পরীক্ষা করো যে, এরা সত্যি-ই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত কি না ? যেহেতু বহু ভ্রান্ত নবী দুনিয়ায় আবির্ভূত হয়েছে।"[১২]

"ইতিপূর্বে এই শহরে শাম্‌উন নামীয় এক জাদুকর ছিল। সে সুমেরীয়দের সন্ত্রস্ত করতো। সে বলত, "আমিও একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি।" ফলে ছোট বড় সবাই আকৃষ্ট হতে থাকে তার দিকে। তারা বলত—এই ব্যক্তি খোদার বিরাট এক কুদরত।"[১৩]

"এবং সেই সব সংকীর্ণ পরিসরে থাকতে থাকতে পরিশেষে ইয়াফিস পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলে সেখানে এক ইহুদী জাদুকর এবং মিথ্যে নবী বরীসূ নামীয় পাওয়া যায়।"[১৪]

"খবরদার ! কেউ যেন তোমাদেরকে গোমরাহ্ না করে। কারণ অনেক অনেক লোক আমার নাম নিয়ে বিচরণ করবে। আর বলবে, আমি-ই মসীহ্। এভাবে অনেককেই পথভ্রষ্ট করবে।"[১৫]

উল্লিখিত সপ্তম অধ্যায়টির সাথে আরো বলা হয় ঃ

"জঙ্গল হতে কি আঙ্গুর ফল কিংবা কাঁটাবৃক্ষ হতে ডুমুর ফল তোলা হচ্ছে ?"[১৬]

"কেননা এ জাতীয় দাবিদারগণ মিথ্যে রাসূল। ধোঁকাবাজিই তাদের কাজ। তারা নিজেদেরকে হযরত মসীহের রাসূলদের আকৃতিতে উপস্থাপন করে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা শয়তানও নিজেকে নূরের তৈরী ফেরেশতারূপে উপস্থাপন করে থাকে।"[১৭]

মসীহর যুগের নবুয়তের দাবিদার, গণক এবং আল্লাহ্‌র হিদায়াত সরাসরি হাসিলের দাবিদারদের সম্পর্কে একজন সুদক্ষ খৃস্টান পণ্ডিতের স্বীকারোক্তি পেশ

---

১১. কুরুন্থীদের নামে প্রেরিত দ্বিতীয় পত্র (১১ অধ্যায়, ১২ পদ)।
১২. য়ূহান্না, ৪ অধ্যায়।
১৩. আমাল, ৮ অধ্যায়, ৯ পদ।
১৪. আ'য়াল, ১৩ অধ্যায়, ৬ পদ।
১৫. মথি, ৭ অধ্যায়, ১৬ পদ।
১৬. মথি, ৭ অধ্যায়, ১৬ পদ।
১৭. করন্থীদের নামে প্রেরিত পত্র, ১১ অধ্যায় ; ১৩-১৪ পদ।

www.pathagar.com

করছি। তদ্দ্বারা খৃষ্টান উলামাদের (শেষ যুগে নবুয়তের দাবিদারদের সংখ্যাধিক্যের ফলে) কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা দূরীভূতকরণ, 'আকীদা সংরক্ষণ, দীনের ঐক্য এবং জীবনের নিরাপত্তার লক্ষ্যমাত্রা নিরূপণটি সহজতর হবে। এডউইন নক্স মাইকেল (Edwin Knox Mitchell) হার্ট ফোর্ড (Hart Ford)-এর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে গ্রীক, রুম এবং প্রাচ্য গির্জা বিষয়ক ইতিহাসের প্রভাষক। তিনি লিখছেন ঃ

"উচ্চতর প্রজ্ঞার দাবিদার এসব মিথ্যে নবীগণের আবির্ভাব অতি শীঘ্রই অবিশ্বস্ততা সৃষ্টি করল। আর গির্জা ও গির্জার পুরোহিতদেরকে সেই বিপদের অনুভূতি জন্মিয়ে দিল, যা তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির পরিবেশ নিষ্ফল করছিল। তদুপরি এ যাবত এমন কোন সংস্কার পদ্ধতি বাস্তবায়িত হয় নি, যা সর্বজনবিদিত হয়ে সেসব স্বার্থান্বেষী খল প্রতারকদের ভেল্কির মূলে কুঠারাঘাত করবে। তাদের দাবি ছিল— আল্লাহ্ তাদের সাথে সংলাপ করছেন। তাদের উপর প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তিনি স্বীয় সুপ্ত রহস্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। অথচ এ যাবত এমন একটি মানদণ্ডও জানা সম্ভব হয়নি, যার আলোকে সেসব আধ্যাত্মিক শক্তির দাবিদারদের সত্যতাকে যাচাই করা সম্ভব হয়। এমন একটি মানদণ্ডের অনুসন্ধান অব্যশই প্রয়োজনীয় ছিল। এ সমস্যা না দেখা দিলেও গির্জার পুরোহিতদের পক্ষ থেকে একটি মাপকাঠি তৈরী করা নেহায়েতই প্রয়োজনীয় ছিল। তা হলে আর ধর্মের মৌল নীতিমালায় কোন প্রকার দ্বিধা-সংশয় সৃষ্টি হত না। নাস্তিকতার পথেও ঢালাওভাবে সব ঝুঁকে পড়ত না। তাদের আত্মরক্ষার পথ সুগম হত।"

হরমুপাস্টর (Hermopastor)-এর গ্রন্থ ম্যাণ্ড (Mand) এবং ইগনাটিয়াস (Ignatius)-এর গ্রন্থাবলী সেসব বানোয়াট নবী এবং পুরোহিতদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী বাণী দ্বারা পরিপূর্ণ। ডাইডেক (The Didache) পুস্তিকাটি গবেষণা করলেও এ সত্যটি ফুটে ওঠে যে, জ্যোতিষ-গণকদের তখনও পুরো স্বাধীনতা ছিল। এমনকি সিরিয়া এবং কায়রোতে তো এদের যথেষ্ট প্রসিদ্ধিই ছিল। যদিও তা অধিকাংশই বানোয়াট বলে প্রত্যাখ্যাত হতো। যা হোক পরিশেষে এরও জীবনসন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। তার ভাগ্যেও এলো তীব্রগতিতে সে চিরাচরিত অনাস্থা ও প্রতিকূলতা। আর তার সম্মুখীন হতে হয়েছে সেসব জ্যোতিষ ও গণক ব্যক্তিবর্গকেই, যারা উচ্চতর হিকমতের দাবিদার হওয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির আশ্রয় নিয়েছিল। হস্তরেখাবিদ (Gnostics) এবং জ্যোতিষীদের (Marcion) অনুসারীদের নিজ নিজ নবী এবং নিজস্ব গির্জা ছিল। এগুলির মাঝখানে তারতম্য করা কখনো কখনো অসম্ভব হয়ে পড়ত। মোন্টানিজম (Montanism)-এর আন্দোলনকে কোন কোন দিক থেকে নবুয়তেরই প্রতিধ্বনি ছিল। (অনুমিত হতো যেন নবুয়তেরই দাবিদার সায়লাব প্রবাহিত হচ্ছে)। মূলত এই আন্দোলনটি ছিল এমন একটি প্রচেষ্টার পরিপূরক, যার লক্ষ্য ছিল খৃষ্টধর্মের প্রাথমিক

www.pathagar.com

স্তরগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা। তাতে প্রতিটি একত্ববাদীই খোদা প্রদত্ত আত্মিক অবদানগুলিকে পয়দা করার ব্যাপারে স্বাধীন ছিল।

ধীরে ধীরে গির্জাগুলি প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করলো। সাথে সাথে এ সিদ্ধান্তেও উপনীত হলো যে, হাওয়ারিয়ীন (অনুচরবর্গ)-দের উত্তরসুরিদেরকে বহাল রাখার জন্য সহায়তা করা হোক। অনুরূপ 'কাহানত' তথা রাশি গণনার উপর শাস্তি বিধানের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। মোদ্দাকথা সমস্ত অস্থায়ী এবং অনিয়মতান্ত্রিক আত্মিক যোগ্যতাগুলির পরিণাম যা হয়, 'কাহানত'-এর বেলায়ও তা-ই হয়েছে। আজব আজব গল্পগুজব, অলৌকিকতা এবং রোগারোগের বাজার নিস্তব্ধ হয়ে আসছিল। দ্বিতীয় খৃস্ট শতকের শেষ নাগাদ গিয়ে কাহানত সহ সবগুলিই গির্জার গদ্দিশীন পুরোহিতদের করতলে চলে আসে।[১৮]

পূর্ণাঙ্গ দীনের অনিবার্য ফসল—খাত্‌মে নবুয়ত

খাত্‌মে নবুয়ত মূলত মুহম্মদ (সা)-এর আনীত পূর্ণাঙ্গ দীনের অনিবার্য ও যৌগিক ফলশ্রুতি বৈ নয়। কারণ এ দীনটি 'আকীদা, নীতিমালা চরিত্র এবং ব্যাপক তালীমের দিক দিয়ে এরূপ পরিপূর্ণ, যা কালে কালে সর্বস্তরে পূত সমাজ এবং নিখুঁত সভ্যতার ভিত্ রচনার উপযোগী বুনিয়াদী উপাদানসমূহের যোগানদাতা। এসব উপাদানের সোপান হয়েই প্রতিটি ব্যক্তি স্বীয় লক্ষ্যে ও সফলতায় উপনীত হতে সক্ষম হয়। প্রকৃতির এই উন্নতি ও সমৃদ্ধির গতি যেহেতু অনিবার্য, তাই কিঞ্চিত ক্লেশ ও কুণ্ঠা বিনে অনায়াসে সে তার উদ্দেশে, মানবিক উৎকর্ষে এবং স্বীয় লৌকিক পরিপূর্ণতায় সফলকাম হয়ে যায়। আবার এর দরুন শরীয়তের নীতিমালায় কোন প্রকার ত্রুটি, ইহলৌকিক জীবনযাত্রা থেকে বঞ্চনা এবং প্রকৃতির বৈধ প্রক্রিয়াগুলির পূর্ণাঙ্গতায় অকৃতকার্যতার প্রশ্নই ওঠে না। বরঞ্চ ইসলামী বিধি-বিধানকে প্রতিটি যুগ পায় তার চেয়েও অগ্রসর। খোদায়ী কারুকার্য এবং প্রজ্ঞার এক বৈচিত্র্যময় দীপ্ত নমুনা হিসেবে পায় এ শরীয়তকে।

সৃষ্টির গবেষণা, বিশাল দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র রীতিনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান এবং দেশ ও সমাজের অতীত ও বর্তমানের পর্যালোচনা এ কথাই শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহপাকের সেখানে বাড়াবাড়ির স্থান নেই এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিও নেই। বরঞ্চ প্রতিটি বস্তুই তাঁর সেখানে নির্ধারিত পরিমাণে সৃষ্টি হয়ে আছে। সৃষ্টির সমস্ত বস্তুকে তিনি এক নির্ধারিত পরিমাণ সৃষ্টি করেন। আমরা যদিও কোথাও কোথাও কম ও বেশি এবং বাড়াবাড়ি অবলোকন করেছি, সেটি আমাদের শেখার ভুল এবং স্বল্প জ্ঞানের প্রমাণ। প্রাকৃতিক জগতের তুলনায় সূক্ষ্মতা, তীব্রতা, যোগসূত্র এবং ভারসাম্যের দিক দিয়ে শরীয়তের

---

১৮. Encyclopaedia of Religion and Ethics, পৃষ্ঠা ৩৮৩-৩৮৪ (১৯৩৯ ইং সনে প্রকাশনা)

www.pathagar.com

জগৎ অনেক উর্ধ্বে। কেননা শরীয়তের জগতই আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সৃষ্টিজগত হচ্ছে উসিলা এবং মাধ্যম বিশেষ। যদি মুহাম্মদ (সা)-এর শেষ নবী হওয়ার স্বপক্ষে কোন প্রকার নাক্‌লী (শরয়ী) দলীল না-ও থাকতো, তথাপি যৌক্তিকতার মানদণ্ডে নবুয়তে মুহাম্মদীর পর নতুন নবুয়তের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন হত। তা বিশ্বের আনাচে-কানাচে অনন্তকাল হতে কার্যকর। আল্লাহ্‌পাকের চিরাচরিত নিয়মনীতির পরিপন্থী সাব্যস্ত হতো।

ইসলামের প্রাণশক্তি ও সজীবতায় রয়েছে মানব গড়ার উপযোগিতা

উম্মতবর্গ কিংবা মানবকুলের কেউ কোন কালেই আল্লাহপাকের উপর যথাযথ য়াকীন, তাঁর নৈকট্য লাভ ও মিলন, সন্তুষ্টি ও অনুমোদন অর্জন, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন, কৃচ্ছ্রতা সাধন এবং আত্মশুদ্ধির উচ্চ শিখরে আরোহণ করার অক্ষমতা প্রকাশ করতে পারবে না। কারণ সেসব বিষয়ের সার্বিক উপাদান আল্লাহ্ পাক মানুষের জন্য যুগিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ, অক্ষমতার কারণ ভিন্ন হতে পারে। যেমন দুর্বল প্রত্যয়, স্বল্প হিম্মত, জড় বস্তু ও প্রবৃত্তিপূজা কিংবা কুরআন ও হাদীসের অনবগতি ইত্যাদি। তা না হলে এই দীন তো জীবন, শক্তি ও যুগোপযোগিতায় ভরা। দীনি ও জাগতিক সার্বিক সৌভাগ্যের মুক্ত ভাণ্ডার এই দীন। পরিশ্রম, দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতার সাথে 'আমল করার মাধ্যমে যেকোন মানুষ নৈকট্য, সম্মান এবং পূর্ণতার মর্যাদায় আসীন হতে পারে। তার পর অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র নবুয়তের আসনখানা।

আমাদের সামনে সেটির স্পষ্ট দলীল এই সনাতন কিতাব আল-কুরআন। যা অনুপম মুজিযা। যে কিতাব শক্তি ও জীবনে ভরপুর। এই কিতাবটির শাশ্বত সজীবতা ও আকর্ষণে কোন প্রকার মালিন্য আসেনি আজও। এর বৈচিত্র্য ও অতুনলনীয়তার অদ্যাবধি কোন সীমা খুঁজে পাওয়া যায়নি। দীনের আরেকটি আকর্ষণ নামায। এটিও শক্তি ও জীবনী প্রবাহে অনুরূপ পরিপূর্ণ। আল্লাহ্‌পাকের সাথে সুসম্পর্ক কায়েম করা, তাঁকে হাসিল করা, বিলায়াত ও মহব্বতের মনযিলে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সাহায্যকারী দীনের শাখা-প্রশাখাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম এই নামায। এই দু'টি জিনিসের দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর একনিষ্ঠ বান্দাগণ প্রতিটি যুগের ঈমান ও ইয়াকীন, ইল্‌ম ও মারিফাত, রাব্বানীয়াত ও আধ্যাত্মিকতা এবং সান্নিধ্য ও বিলায়াতের উচ্চ মোকামে আসীন হয়েছেন। সেই মোকামে ধীশক্তিসম্পন্নদের ধীশক্তি ও তীক্ষ্ণতা এবং বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদের অনুমান গিয়ে পৌঁছতে বিলকুল অপারক। উম্মতে মুহাম্মদীর এ জাতীয় বান্দাগণের সংখ্যা অগণিত রয়েছে যুগ যুগ ধরে।

দীনের এই দু'টি উৎস এ উম্মতবর্গ ও তাদের বংশধরদের আবহমানকাল ধরে বর্ধন শক্তি, জীবন ও সমৃদ্ধি এবং খাঁটি রূহানীয়াতের দ্বারা তৃপ্তি দিয়ে আসছে

www.pathagar.com

এবং প্রাণবন্ত করে তুলছে। এই উম্মতগণ নতুন নবুয়ত ও এর আবির্ভাব থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং ইতিহাসের সকল স্তরে তাওহীদী জীবন কাটাচ্ছে এবং এই কুরআন ও নামায দ্বারা নিজের অন্তরাত্মার শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হচ্ছে অহরহ। সাথে সাথে এগিয়ে চলেছে তারা যুগে যুগে হিদায়াত ও ইরশাদের বাণী নিয়ে। এ প্রেক্ষিত্রে আল্লাহ্পাকের নিম্নোক্ত বাণীটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ط هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ لا مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ج فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ط هُوَ مَوْلٰكُمْ ج فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ .

এবং জিহাদ কর আল্লাহ্র পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত। তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এ কিতাবেও ; যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর। তিনি তোমাদের অভিভাবক। কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি।[১৯] —সূরা হজ্জ ঃ ৭৮

অধিকন্তু স্বয়ং এই দীনে রয়েছে দীন বিরোধী জিনিসের মুকাবিলায় সোচ্চার হয়ে রুখে দাঁড় করানোর মত এক বিস্ময়কর অদৃশ্য শক্তি। সে শক্তি সর্বপ্রকার পথভ্রষ্টতা এবং মানবতাবাদ ও অন্যান্য কল্যাণকর কার্যে বিঘ্নতা সৃষ্টিকারী শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দেয়। বাতিলের চ্যালেঞ্জের দাঁতভাঙ্গা জওয়াব, অন্যায়-অনাসৃষ্টির যাবতীয় প্রয়াস এবং অবিচার ও নাস্তিকতার ক্রীড়নকের সাথে লড়াইয়ের জন্য উদ্দীপ্ত করে তুলে এ শক্তি। এটি এমন শক্তি, যা দীনের মাপকাঠিকে যথাস্থানে রাখা, চারিত্রিক বিধান নিয়ন্ত্রণ করা এবং স্বীয় জীবনের মায়া বিসর্জন দিয়ে স্বৈরাচারী শাসকের নাকের ডগায় হকের বাণী পৌছিয়ে

১৯. নিবন্ধটি গ্রন্থাকারের কিতাব 'আরকানে আরবা'আহ' হতে সংগৃহীত।

www.pathagar.com

দেওয়ার দিকে একান্ত অনুপ্রাণিত করে। ঈমানদারদেরকে এই পরিচালিকা শক্তিটি আরাম-আয়েশের বাসস্থান থেকে বের করে বিদাত, কুসংস্কার, ফিত্না এবং গোমরাহীর উচ্ছেদে আপসহীন সংগ্রামী করে তুলে। এতে বিন্দুমাত্র আর্থিক এবং দৈহিক ক্ষয়ক্ষতির তোয়াক্কা করে না এরা। দৈহিক শাসন ও যাতনার যত বড় হুমকিই আসুক না কেন, এদেরকে সামান্য ভ্রুক্ষেপটুকু করতে দেয়নি এ দুর্দমনীয় পরিচালিকা শক্তিটি। তাই তো এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মুসলমানদেরকে প্রতিনিয়ত ন্যায়পরায়ণতায় অটলতা, নিজের এবং নিজের মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও উচিত সাক্ষ্য প্রদান, আবার তাদেরকে সত্য ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করা এবং গুনাহ ও দাম্ভিকতাজনিত কাজে অসহযোগিতা করার তীব্র আহবান জানায়। অনুরূপ এই আল-কুরআন উৎসাহিত করে ঈমানদারদেরকে আল্লাহ্র পথে জিহাদে অবতরণের জন্য, কটূক্তিকারীদের কটূক্তির তোয়াক্কা না করার জন্য, ভালোর দিকে এবং মন্দ হতে বিরত রাখার জন্য ; অনুপ্রেরণা দেয় এই কিতাব আল্লাহ্ ও আল্লাহ্ওয়ালাগণের শুভার্থী হওয়ার দিকে, শয়তান ও শয়তানীয়াতের সাথে সংগ্রাম করার দিকে আর দীনকে দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রয় না করার দিকে এবং দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য না দেওয়ার দিকে। স্পষ্ট, সহীহ এবং অকাট্য বহু হাদীসের আলোকে ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে ভালোর দিকে মানুষকে ডাকা এবং মন্দ থেকে বিরত রাখার বিষয়টি। তদ্রূপ ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে সাধ্যানুযায়ী স্বীয় হাত, জিহ্বা ও অন্তর দিয়ে জিহাদ করার বিষয়টিও। এদিকে হাদীসসমূহ ভীতির প্রদর্শন করছে তাদেরকে, যারা ভালোর দিকে আহ্বান করে এবং খারাপ হতে বিরত রাখার আদর্শটি জলাঞ্জলি দিচ্ছে। আর যারা দীনের মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধনকারী খোদার দুশমন এবং বিদাতীদের সাথে হৃদ্যতা ও আঁতাত রেখে চলেছে। এ জাতীয় হাদীসগুলি অকাট্য, ধারাবাহিক সূত্রে গ্রথিত এবং মশহুর পর্যায়ের। আল্লাহ্পাকের মহাগ্রন্থ এই আল-কুরআন বসুন্ধরার প্রতিটি স্থানে এবং ইতিহাসের মোড়ে মোড়ে এমন এমন প্রথিতযশা মনীষীকে গড়ে তুলেছে, যাঁরা জিহাদ ও ইজতিহাদের ঝাণ্ডা উড্ডীয়মান রেখে সফলকাম হয়েছেন। তাঁরা দাওয়াত ও ইসলাহের আন্দোলনের সুষ্ঠু নেতৃত্ব প্রদান করে আসছেন। পরিণাম ও পরিণতির কিঞ্চিত পরোয়া না করে তাঁরা হক-বাতিলের রণাঙ্গণে ঝাঁপিয়ে পড়তে কুণ্ঠাবোধ করে নি।

فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ صلے وَ مَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً .

তাদের কেউ কেউ শাহাদতবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে, তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি। —আল-আহযাব ঃ ২৩

www.pathagar.com

এই কুরআন সে অনুপম কিতাব যা মুসলমানকে কলুষতা ও পথভ্রষ্টতার প্লাবনে প্রবাহিত হতে এবং বর্বরতা ও ভারসাম্য-বিরোধী কাজের সহায়তা দানকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। নিঃস্ব ও দুর্বলদের মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করিয়ে দেয় এই কুরআন। ভগ্নমনোরথ এবং জড়তাগ্রস্তদের মনে এই কুরআন বিশ্বাস, আত্মোপলব্ধি এবং চেতনার অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে দেয়।

ইসলামের ইতিহাসে শুদ্ধিকরণ ও তাজদীদের আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ও রহস্য

এ বাস্তবতা অস্বীকার করার কারো জো নেই যে, ইসলামের এই সুদীর্ঘ বিস্মৃতা-বহুল ইতিহাসে সামান্যতম মুহূর্তও এমন অতিবাহিত হয়নি, যখন ইসলামের সঠিক দাওয়াত ব্যাহত ছিল কিংবা ইসলামের প্রকৃত ভাবমূর্তি বিলুপ্ত হয়ে পড়েছিল। কখনো এমনটি ঘটেনি যে, মুসলিমকুলের অন্তরাত্মাসমূহ একই সঙ্গে অনুভূতিহারা হয়ে পড়েছিল আর ইসলামী বিশ্বে নেমে এসেছিল সর্বব্যাপী ঘোর তমসা। এটি ঐতিহাসিক সত্য যে, যখনই ইসলাম কোন প্রকার ফিতনার সম্মুখীন হয়েছে কিংবা এতে রদবদল বা রূপান্তরের অপচেষ্টা করা হয়েছে অথবা তা অশুদ্ধরূপে পেশ করা হয়েছে বা জড়বাদের কোন আক্রমণ যখনি এর উপর এসেছে, তখনি এ ইসলামের হিফাজতকল্পে আবার ময়দানে এমন শৌর্যশালী মনীষীর অভ্যুদয় ঘটেছে, যিনি সুনিপুণতার সাথে সে ফিতনার মুকাবিলা করে তা নিরসন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এমনও বহু দাওয়াত, বহু আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল যা তখনকার জন্য দুর্দমনীয় মনে হয়েছিল, অথচ আজ সেগুলোর পরিচয় শুধু গ্রন্থাবলীতেই পাওয়া যায়। এমনকি সেগুলোর তাত্ত্বিকতা উপলব্ধি করাও দুষ্কর ঠেকে। তাই তো কাদারীয়াহ, জাহ্‌মিয়াহ্, ইতিযাল, খল্‌কে কুরআন, ওয়াহ্‌দাতুল উজূদ এবং আকবরের দীনে ইলাহীর আসল তথ্য ও তাফসীল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন ক'জন ? অথচ এগুলো যে সমকালীন আলোড়ন সৃষ্টিকারী চিন্তাধারা ও ধর্ম ছিল, তা অনস্বীকার্য। কোনটির পেছনে ছিল বড় বড় রাজশক্তি, কোনটির পেছনে অতুলনীয় ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিধর। আবার কোনটির পরিচালক এবং ঝাণ্ডাবরদার ছিল যোগ্য যোগ্য খ্যাতিবান লৌহ মানব। তা হলেও পরিশেষে বিজয়ী ইসলামই সেগুলির উপর বিজয় লাভ করে আছে। কিছুদিন যেতে না যেতেই সেসব আলোড়ন সৃষ্টিকারী আন্দোলন এবং "সরকারী ধর্ম" সমূহ ময়দান হতে অবসর নিয়ে যায় এবং ঐতিহাসিক আলোচ্য বিষয় হয়ে তা চিহ্নিত থাকে। যা কালামশাস্ত্র, ইতিহাস ও 'আকীদার কিতাবগুলিতেই কেবল সংরক্ষিত হয়ে আছে। দীনের হিফাজতের এই প্রেরণা ও সাধনা, তাজদীদ ও ইন্‌কিলাবের অব্যাহত চেষ্টা এবং দাওয়াত ও শুদ্ধিকরণের এই সিলসিলা এতটুকু

www.pathagar.com

প্রাচীন, যতটুকু প্রাচীন ইসলামের ইতিহাস। আর তা এমনি ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন যেমনি ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন মুসলমানদের জীবন।[২০]

দায়িত্ববোধ এবং বাতিলের মুকাবিলার নিমিত্ত দৃঢ়তা ও শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে—নবুয়ত স্থায়িত্বের 'আকীদার প্রভাব

এতে সন্দেহ নেই যে, সুষ্ঠু নেতৃত্ব ও দীনের মানদণ্ডের পুনরুদ্ধার, দীনকে যথাযথ বাস্তবায়িত করার সংকল্প, জালিমকে দমন এবং নির্যাতিতের সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে উম্মতবর্গ বিশেষ করে 'উলামা সমাজ ন্যায় এবং ন্যায়ের পতাকা সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে নিজেদের জিহাদ, ইজতিহাদ এবং তাজদীদের পথে এরূপ ন্যস্ত করে আসছেন, যা ইসলামের ইতিহাসের এক বিরাট অংশকে জুড়ে রেখেছে। কল্যাণের আহ্বান ও অকল্যাণের প্রতিরোধ এবং নিখুঁত দীনের দিকে দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে আবশ্যকতা অনিবার্য। উপরোক্ত কাজগুলিকে আঞ্জাম দিতে গিয়ে উম্মত নতুন কোন নবীর আবির্ভাব এবং আসমানের সাথে সরাসরি যোগাযোগের কোন দাবিদারের প্রতীক্ষায় রয়নি। আর এর প্রেক্ষাপটে উম্মতগণ কারো দিকে রহস্য উদঘাটনের জন্য তাকিয়ে থাকতে গিয়ে কিংবা জ্ঞান ও যুক্তির উর্ধ্বে বিধায় অপেক্ষায় দিন গুণতে গিয়ে নিজেদের তৎপরতা এবং প্রক্রিয়াকেও ছেড়ে দেয়নি।

কিন্তু যেসব ইসলামিক এবং অনৈসলামিক জামাতের 'আকীদা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী, তারা তাদেরকে বাতিল ও অনাচারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং হক ও ইন্সাফ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেদেরকে দায়িত্ববান বা আদিষ্ট-ই ভাবেনি। তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্বীয় কল্পিত আশা-আকাঙ্ক্ষার জগতে হাবুডুবু খাচ্ছে। অতীব ঘৃণ্য আচরণের সাথে সমঝোতা করতে একটু কুণ্ঠাবোধ করে না এরা। ব্যাকুলতা ও উদ্বিগ্নতায় তাদের জীবন কাটছে, যদ্দরুন তাদের ইতিহাসে তাজ্দীদ এবং শুদ্ধিকরণের গুরুত্বপূর্ণ দিকটি নেহায়েতই দুর্বল পরিলক্ষিত হয়। ভালোর দিকে আকৃষ্ট করা এবং মন্দ হতে বিরত রাখার অপরিহার্য আহবান ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। সেসব 'আকীদাধারীদের ইতিহাস সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ, তারাও এ শূন্যতার প্রকৃত রহস্য জানতে পুরোপুরি ব্যর্থ (যা একেবারে আকস্মিক ব্যাপারও নয়)। কিন্তু এর প্রকৃত রহস্যটি ঐ জামাতেরই কোন গুপ্ত জ্ঞানজ্ঞ এবং পবিত্র সত্তা যার উপর রয়েছে তাদের অগাধ আস্থা তাঁর কাছে গুপ্ত আছে বলে এরা জানাচ্ছে। তাদের 'আকীদা মতে সে গুপ্ত জ্ঞানজ্ঞ মহাপুরুষ তথ্য ও বিশেষ রহস্য জ্ঞান এবং এক গুপ্ত আমানতের বাহক। অধিকন্তু তিনি নাকি বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্ ও নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে এরূপ গোপন সম্পর্ক রক্ষাকারী, যা আর কারো জন্য সম্ভব

২০. 'তারীখে দাও'আত ও 'আযীমত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২, ২৩।

www.pathagar.com

হবে না। সেই পবিত্র সত্তা নাকি যথোচিত সময় এক জরুরী অবস্থায় দুনিয়াবাসীদের মাঝে আবির্ভূত হবেন।[২১] এতে সন্দেহের অবকাশ নেই, একজন নতুন নবী কিংবা একাধিক নতুন নবীর নবুয়তের বিষয়টি, নবুয়তের স্থায়িত্ব, ওহী অবতরণ ইত্যাদি নিতান্ত সূক্ষ্ম এবং দুর্বোধ্য ব্যাপার। তেমনি আল্লাহ্পাকের সাথে কথোপকথন এবং ভাব বিনিময়ের 'আকীদা—যেটিকে সম্বল করে নবুয়তের দাবি করা হয় এবং স্বীয় দাবির পক্ষে যা দিয়ে যুক্তি পেশ করেছেন তাও জীবন। এগুলি বিবেক-বুদ্ধির উপর দারুণ এক প্রভাব বিস্তার করাটা স্বাভাবিক। এই 'আকীদা দীন ও শরীয়তের শাশ্বত উপযোগিতা এবং সনাতন কৃতিত্বের উপর থেকে আস্থা সরিয়ে নিয়ে যায়। যোগ্যতা, ক্ষমতা, শ্রম ও সাধনার প্রেরণাটিকে তো একেবারেই ক্ষীণ করে দেয়। এতদ্ভিন্ন এই 'আকীদা থেকেই উৎসারিত হয় উম্মতগণের দাজ্জাল, টাউট এবং ভেল্কীবাজদের দাবা ঘুঁটে হওয়া এবং এদের হাতের খেলনায় পরিণত হওয়ার ফিতনাটি।

খাতমে নবুয়ত দীনে ইসলামের জন্য আল্লাহর রহমত, দয়া ও অনুগ্রহ

এই উম্মতে মুহাম্মদীর উপর এটা আল্লাহ্পাকের মহা অনুগ্রহ ও দয়া যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইহধাম ত্যাগের পূর্বেই তিনি এভাবে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিলেন। নবুয়তের সিলসিলা নবী মুহাম্মদ (সা)-এর উপর সমাপন করা গেল এবং চরম শিখরে পৌছানো হল দীন এবং আল্লাহর নিয়ামত। তাঁর পর আর কোন নবীও আসবেন না এবং ইসলাম ধর্মের পর আর কোন ধর্মও হবে না। এটি ছিল সেই নিয়ামত, যেটি সম্পর্কে ইহুদী বিশেষজ্ঞ ও আলিম সম্প্রদায় ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছিল। তাঁরা ছিল সে সুধী শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহুদীদের মধ্যে নবুয়তের দাবিদারদের দ্বারা চাপিয়ে দেয়া শত বিপদ, মতবিরোধ এবং মানসিক মতান্তর সম্পর্কে যারা নেহায়েতই ওয়াকিফহাল ছিলেন। এর প্রতিচ্ছবি দীপ্ত হয়ে উঠবে এই সহীহ হাদীসে ঃ

একজন ইহুদী আলিম হযরত উমর (রা)-এর খিদমতে এসে বলল, হে আমিরুল মু'মিনীন ! আপনারা কুরআনে এমন একটি আয়াত পাঠ করছেন, যেটি আমাদের ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের উপর অবতীর্ণ হলে আমরা সেই দিনটিকে

---

২১. এই আকীদা ও অপেক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ—শিয়াদের ফিরকায়ে ইমামীয়ার 'গায়েব ইমাম' সম্পর্কীয় 'আকীদাটি—ইমামদের ধারাবাহিকতায় যিনি দ্বাদশতম ইমাম। এদের 'আকীদানুসারে এই ইমামের আগমনে পৃথিবী হতে যাবতীয় নির্যাতন ও উৎপীড়ন বিদূরীত হয়ে ন্যায়পরায়ণতায় তা পরিপূর্ণ হবে। তাঁর নাম মুহাম্মদ আল-মাহদী। তিনি (ইমাম হাসান 'আসকারীর পুত্র) বাগদাদে ২৫৫ হিজরী সনে জন্ম লাভ করেছিলেন। ইমামীয়া সম্প্রদায়ের আকীদা মতে এই ইমাম তাঁর জননীর সাথে সাম্মেরা-এর মৃত্তিকার তলদেশের গুপ্ত কুঠরীতে প্রবেশ করে আর পুনঃ প্রত্যাবর্তন করেন নি। এখনও তিনি যিন্দা রয়েছেন। দ্রষ্টব্য—"আসলুশ শি'আহ ও উসূলিহা" (প্রণেতা—শায়খ মুহাম্মাদ আল-কাশেফ আল-গিতা, পৃষ্ঠা ২-১০৯)।

www.pathagar.com

বিশেষ ঐতিহাসিক উৎসব ও অনুষ্ঠানের স্মরণীয় দিবস হিসাবে চিহ্নিত করে রাখতাম। হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন–সেই আয়াত কোন্‌টি ? ইহুদী আলিম বলল ঃ اَلْيَوْمُ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ এর প্রেক্ষাপটে হযরত 'উমর (রা) বললেন, আমার সেই দিনটিও খুব জানা আছে এবং সেই মুহূর্তটিও স্মরণ রয়েছে, যখন এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ হচ্ছিল। সেইটি ছিল পবিত্র জুমআর দিন এবং যুলহাজ্জার নয় তারিখের 'আরাফার দিনের সন্ধ্যা মুহূর্ত।২২

উপরোক্ত হাদীসে সেই নিয়ামতটির সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়, যেটির জন্য ইহুদীদেরও ঈর্ষা এসেছিল। এরপর হতেই মুসলমানদেরকে অধিকতর হিংসার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে ওরা। সাথে সাথে এ সত্যটিও প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে যে, মুসলমানদেরকে আল্লাহ্‌পাক যেই দৌলত ও বিশেষত্ব দিয়ে মর্যাদাশালী করেছেন, পূর্বেকার ধর্মগুলো সেই দৌলত অর্থাৎ চির রক্ষণাবেক্ষণের নিশ্চয়তা প্রদান থেকে বিমুখ ছিল। অবশ্য একটি স্বাভাবিক ব্যাপার বৈ নহে। কেননা অতীত ধর্মগুলি কেবলমাত্র প্রতিপালনের প্রাথমিক ধাপ অতিক্রম করছিল। এরই সাথে এগিয়ে চলছিল ধীরে ধীরে মানবগোষ্ঠীর আবর্তন ও বিবর্তনের মনযিল। এদিকে শেষ রিসালাতের চমৎকার খিলাত বা ভূষণ (যা মর্যাদাশীল উচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্বের উদ্দেশ্যে খুবই সতর্কতার সাথে তৈরীকৃত) এ যাবত অবতীর্ণ হয়নি। চমৎকৃত সে খিলাত বা ভূষণে আল্লাহপাক আখিরী রাসূল খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ (সা)-কে সুশোভিত ও মহিমান্বিত করলেন। এরই বদৌলতে তিনি শেষ ও সর্বোত্তম এই উম্মতদেরকেও গৌরবান্বিত করে নিলেন।

নৈতিক অবাজকতা থেকে নিষ্কৃতি প্রদানে খাতমে নবুয়ত

খাতমে নবুয়তের 'আকীদা এই দীনকে বিদাতীদের বাড়াবাড়ি, মিথ্যে নবুয়তের দাবিদারদের ফিতনা এবং এ উম্মতবর্গের চিন্তা ও দীনগত বিচ্ছিন্নতা এবং দ্রোহিতা থেকে নিয়মিত নিষ্কৃতি প্রদান করে আসছে, যার শিকার হয়ে আসছিল অন্যান্য সমাজ ও ধর্মাবলম্বীগণ। এই 'আকীদাটুকুরই বদৌলতে এই দীন, এই উম্মত যাবতীয় গুপ্ত ষড়যন্ত্রের বিষদাঁত ভেঙ্গে আসছে। অর্জন করে আসছে ভয়ানক হামলা প্রতিহত করার শক্তি। দীন ও 'আকীদার মৌলিক ধারাগুলোতে সবাই এক মতে এক পথে শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী অটল ও অনড় থেকে আসছে। তা না হলে এই ঐক্যবদ্ধ উম্মতগণ এ বিষয়ে ছিটকে পড়ত এদিক-সেদিক। ফলে তাদেরকে দেখা যেতো একদিকে

২২. বুখারী শরীফ, অন্যান্য সিহাহ্ সিত্তাহ, সুনান, মাসনাদে আহমদ। শব্দগুচ্ছ মাসনাদে আহমদ হতে উৎকলিত।

www.pathagar.com

দৃষ্টিভংগিতে ভিন্ন, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শিল্পে পৃথক। ইতিহাস রচিত হত আলাদা আলাদা।

সংস্কৃতির উপর খাতমে নবুয়তের আকীদার অবদান

খাতমে নবুয়তের আকীদা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছে যৌবনে আহরণের অনুভূতি ও উপলব্ধি। এই আকীদাই শিক্ষা দিয়েছে তাহ্যীব-তামাদ্দুনের প্রতিযোগিতায় সামনে এগোবার এবং দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর আস্থা স্থাপন করার। কেননা আজ আর দুনিয়াবাসীদের আদৌ প্রয়োজন নেই আসমানী নতুন প্রত্যাদেশের প্রতীক্ষায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার। আজ প্রয়োজন হচ্ছে এটুকু—মানুষের স্বার্থে সৃষ্ট এ বিশ্ব সৃষ্টি-ভাণ্ডারকে নিয়ে চিন্তা গবেষণা করার। অনুরূপ প্রয়োজন হচ্ছে আজ মানুষ নিজের সম্পর্কে একটু ভেবে দেখার আর কল্যাণকর যিন্দেগী গড়ার জন্য দীন ও আখলাকের উপর প্রতিষ্ঠিত ভূখণ্ড সুসজ্জিত করার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার। এ খাতমে নবুয়তের আকীদা মানুষের মধ্যে কঠোর সাধনা এবং অগ্রগতির প্রেরণা ও উচ্চাভিলাষ জন্মিয়ে দিয়ে স্বীয় প্রক্রিয়াগুলি হতে কর্ম আদায়ের উদ্দীপনা দেয়। এর সাথে সাথে শ্রম ও উদ্যোগ গ্রহণের উপযুক্ত ক্ষেত্রও তৈরী করে দেয়।

এ খাতমে নবুয়তের আকীদা যদি না-ই হতো, মানুষ স্বীয় স্বনির্ভরতা হারিয়ে ফেলত। সব সময় তারা শিকার হতো দ্বিধা-সংশয়ের। তাদের দৃষ্টি তখন পৃথিবীমুখী হতো না, হতো আসমানমুখী। ফলে তারা সফল ভবিষ্যত হতে ভগ্নমনোরথ হয়ে একনাগাড়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা এবং অনিশ্চয়তায় কালাতিপাত করত। বিরাজ করত তাদের চতুষ্পার্শ্বে সন্দেহ ও সংকোচের পরিবেশ অহরহ। আক্রান্ত হতো জাতিটি দিবানিশি নবুয়তের দাবিদারদের ভেল্‌কির খপ্পরে। আর এই সুযোগে যদি কোন নবুয়তের দাবিদার এদের কাছে এসে এ উক্তি করত যে, অদ্যাবধি মানবতার কুঁড়ি অবিকশিত ও অপ্রস্ফুটিত ছিল বিধায় আমি এসে বাগানটির কুঁড়িগুলো প্রস্ফুটিত করার প্রয়াস পেলাম,[২৩] তাহলে মানবজাতি একথা মেনে নিতে বাধ্য হতো, যখন অদ্যাবধি এ কুঁড়ি (আদম সন্তান) অপূর্ণই রয়ে গেল, তা হলে ভবিষ্যতেই বা এ কুঁড়ির পরিপূর্ণতা লাভের নিশ্চয়তা কি?

---

২৩. মীর্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানীর একটি কবিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ

روضۂ آدم کہ تھا وہ نامکمل اب تلک

میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگ وبار

আদম সন্তানের যে বাগানখানা এ যাবত অপূর্ণ ছিল, আমারই আগমনে আজ তা ফলে পল্লবে পূর্ণতা লাভ করল।

www.pathagar.com

অনুরূপ স্তরে স্তরে মানবজাতির এমন একজন ব্যক্তিত্বের প্রত্যাশায় দিন গুণতে হতো, যিনি মানবমণ্ডলীর এ বাগানকে পরিপূর্ণ ও সুশোভিত করে তুলতে সচেষ্ট হবেন। এই প্রত্যাশায় থাকতে গিয়ে এই বাগান ফলে-ফুলে প্রাণবন্ত হওয়ার সুযোগ আর পেতো না। আর এই বাগানটিকে একটু যে প্রস্ফুটোন্মুখী ও সুফলা করার চিন্তা করবে, সে চিন্তাটুকুও মানুষের হতো না।

ডক্টর ইকবাল তাঁর গ্রন্থ 'তাশকীলে জাদীদে ইলাহীয়াতে ইসলামিয়াহ'-এর মধ্যে নিতান্তই যুক্তিযুক্ত উক্তি করেছেন ঃ

> ইসলামে নবুয়ত তার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে বিধায় এর সমাপ্তি অনিবার্য। ইসলাম একথা বেশ করে জেনে নিয়েছিল যে, মানবকুল আর এভাবে ভবিষ্যৎ-নির্ভর জীবন-যাপন করতে পারছে না। আত্মোপলব্ধির পরিপূর্ণতা লাভের মুহূর্ত এর অবধারিত। আর তা এভাবে যে, মানবজাতি স্বীয় যোগ্যতাগুলির সদ্ব্যবহার করতে শিখবে। কেননা সত্যিই যদি ইসলাম পুরোহিত গোত্র কিংবা রাজতন্ত্রকে উপেক্ষা করে থাকে অথবা মানুষ যদি বারংবার প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতার যথাযথ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতি মণ্ডল এবং ইতিহাসের জগতকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচরণক্ষেত্ররূপে ধরে নিয়ে থাকে, তাহলে সেটি মনে করতে হবে—একমাত্র খাতমে নবুয়তের বিভিন্নমুখী অবদান।[২৪]

নবুয়তের দাবিদারগণের মারাত্মক ফিতনা

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলাম এবং মুসলিম মিল্লাত যত ফিতনার সম্মুখীন হয়েছে, তন্মধ্যে নবুয়তের দাবির ফিতনাটি সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। অথচ নবুয়তের দাবিদারগণের অধিকাংশেরই উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করতে দেখা যায়নি। তারা বুদ্‌বুদের ন্যায় কখনো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বটে ; সাথে সাথে আবার নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু উপমহাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার নিমিত্ত নবুয়তের দাবি উত্থাপনকারী গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর (১৮৪০-১৯০৮ইং)-এর ব্যাপারটি কিছুটা ভিন্ন।[২৫]

দুনিয়ায় আল্লাহর সাথে কথোপকথন, সম্বোধন এবং দর্শন লাভের ফিতনা

ইসলামিক কি অনৈসলামিক তাসাউফ দর্শনের ইতিহাসে যাদুর ব্যুৎপত্তি

---

২৪. তাশকীলে জাদীদে ইলাহীয়াতে ইসলামিয়াহ, অনূদিত সায়্যিদ নযীর নায়াযী, পৃষ্ঠা ১৯৪-১৯৫, ১৯৫৮ইং, লাহোর।

২৫. বিস্তারিত অবগতির জন্য গ্রন্থকারের 'কাদিয়ানীয়াত' গ্রন্থখানা দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

রয়েছে, তাদের কাছে এ সত্যটি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, অদৃশ্য জগতের সাধনা ও মুজাহাদার মাধ্যমে সম্পর্ক কায়েমের অপচেষ্টা, গায়েবী আওয়াজকে অদৃশ্য ইঙ্গিত বা ইলহাম মনে করা এবং সেটিকে কেন্দ্র করে নানাবিধ দাবি-দাওয়ার বুনিয়াদ রাখা ইত্যাদি আদিকাল থেকে ডেকে এনেছে বিভিন্ন ধরনের কুধারণা, ভ্রান্তি, ঝঞ্ঝাট ও বিরোধ-বৈষম্য, যদ্দরুন ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় বড় বড় বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা শিকড় গেড়ে বসেছে। সব গায়েবী আওয়াজের মূল উৎস কখনো প্রবৃত্তি পূজা, কখনো পারিপার্শ্বিকতা আবার কখনো বা শয়তানী ওয়াসওয়াসা হয়ে থাকে।[২৬]

তাদের ভেতরে কখনো প্রবৃত্তি এবং খেয়াল-খুশী, কখনো চিরাচরিত আচার-আচরণ, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও প্রথা ও প্রচলন সক্রিয় হয়ে থাকে। নানাবিধ প্রচলিত কিংবদন্তী ও গৃহীত বিষয়াদি এবং বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণাও তাদেরকে সেদিকে অনুপ্রাণিত করে থাকে। সেগুলোর পরিবেশে ও পরশে ইলহাম ও কাশফের দাবিদার সেসব ব্যক্তিত্ব লালিত ও পরিচালিত হচ্ছিল। এসব পরিস্থিতি ও পরিবেশে তারা আসন গেড়ে বসেছে। যাদের এসব অবাঞ্ছিত খপ্পর সম্পর্কে মোটামুটি অবগতি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাদের স্বতঃসিদ্ধ অভিমত এটুকু যে, ইলহাম ও কাশ্‌ফ আচার-আচরণ ও বিশ্বাসের প্রভাব থেকে আদৌ মুক্ত থাকতে

---

২৬. এই আশংকার গুঢ় রহস্য উদঘাটন করেছেন আধুনিক যুগের দর্শনশাস্ত্রের প্রথিতযশা ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন দিকদিশারী ডক্টর ইকবাল। তিনি লিখেন ঃ

"আমি এ কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, আহ্‌মদীয়াত ও কাদিয়ানীয়াতের প্রতিষ্ঠাতা নাকি একটি আওয়ায শুনেছেন। কিন্তু এ প্রশ্নের মীমাংসা কোথায় যে, এই আওয়ায কি সেই খোদার পক্ষ থেকে এসেছে, যাঁর কুদরতের হাতে জীবন ও শক্তি, নয়া মানবাত্মার দৈন্য হতে নির্গত হয়েছে। এটি সেই আন্দোলনের গতিবিধির উপর ন্যস্ত করা হোক, যা সৃষ্টি হয়েছিল সেই আওয়ায থেকে। তা ছেড়ে দেওয়া হোক ঐ অভিব্যক্তি ও উদ্দীপনার হাতেও, যার দিকে শ্রোতৃমণ্ডলীকে সে আওয়ায আকৃষ্ট করছিল।"

একটু সামনে গিয়ে ডক্টর মরহুম লিখেছেন ঃ সুতরাং আমার মতে ওসব অভিনেতা যারা কাদিয়ানীয়াতের নাট্যমঞ্চে অংশ নিয়েছিল, তারা ছিল যেন দুর্যোগ ও অধঃপতনের হাতে নির্মম কাঠের পুতুল। (হরফে ইকবাল, পৃষ্ঠা ১৫৭-১৫৮)

এই ভাবটিকে ডক্টর ইকবাল তাঁর একটি কবিতার ছন্দে চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

محكوم كے الهام سے الله بچائے

نمارت گر اقوام هے وه صورت چنگیز

পরাধীনের ইলহাম হতে আল্লাহ্ আমাদেরকে হিফাযত করুন। লুটতরাজকারী সমাজ এরা — আকৃতিতে চেঙ্গীয়।

www.pathagar.com

পারে না। তেমনি অসম্ভব সেসব গায়েবী জিনিস গ্রহণের ক্ষেত্রে পারিবেশিক চাপ থেকে স্বাধীন থাকা।[২৭]

যে কেউ আল্লাহর সাথে বাক্যালাপ বা কথোপকথন কিংবা তাঁর দর্শন লাভকে[২৮] হিদায়াত, নাজাত এবং পূর্ণ ঈমানের পূর্বশর্ত করে তার ভিত্তিতে নতুন নবুয়ত কিংবা দাওয়াতের ভিত্ রেখেছে, সে মূলত একটি নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিসকে অত্যাবশ্যকীয় জিনিস সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা করেছে। এতে বিশ্বমানবের কল্যাণে নিয়োজিত দীনের

---

২৭. আলোচ্য বিষয়টি যথাযথভাবে বর্ণনা করেছেন ইমামে রব্বানী হযরত শায়খ আহ্মদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র) (মৃ. ১০৩৪ হি./১৬২৪ ইং) তাঁর প্রণীত মাক্তুবাতে। একাধিকবার তিনি একান্ত যৌক্তিকতার সাথে বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন, যা তাঁর স্বীয় বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং গভীর জ্ঞানপ্রসূত। তাঁর মতানুসারে নিরপেক্ষ বুদ্ধি এবং নির্ভেজাল কাশ্ফ উভয়টিরই অস্তিত্ব ও বাস্তবতা খুবই বিরল। আনুমানিক দু'শ বছর পর তাঁর মতের সাথে মতের এক বিস্ময়কর মিল পরিদৃষ্ট হয় জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল ক্যান্ট (Emmanual Kant) (১৭২৪-১৮০৪)-এর সাথে। তিনিও বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তি দর্শনকে পরিবেশ ও প্রচলনের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার অভিমত পেশ করতে কুণ্ঠাবোধ করেছেন। তাঁরই প্রণীত 'তানকীদে 'আক্লে খালিস' (Critique of pure reason) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। মুজাদ্দিদ সাহেব আর একটু সামনে অগ্রসর হয়ে কাশ্ফ-ইলহামকেও তদ্রূপ পরিবেশের প্রথমোক্ত ও নির্ভেজাল হওয়ার অবাস্তবতা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। কেননা মুজাদ্দিদ সাহেব (র) ছিলেন এ কাশফ ও ইলহামের মরুপথের একজন সক্রিয় ও সচেতন পুরোধা। (খাজা বাকিবিল্লাহ-এর সাহেবজাদাদ্বয়--খাজা আবদুল্লাহ এবং খাজা 'উবায়দুল্লাহর নামে প্রেরিত পত্রের পৃষ্ঠা ২৬৬ দ্রষ্টব্য)

২৮. মাহদী ফিরকায় ইমাম সায়্যিদ মুহম্মদ ইবন ইউসুফ হুসায়নী জুনপুরী (৮৪৭-৯১০ হি.) দাবি করেছিলেন যে, "মানুষ যদি এই বসুন্ধরায় আল্লাহ্র দীদার লাভে সফলকাম নাই হল কিংবা আল্লাহ্পাককে অন্তর কিংবা চোখে, স্বপ্নে অথবা জাগ্রতাবস্থায় না দেখতে পেল, সে তো মুমিনই না।" দশম হিজরী সনের মুসলিম সমাজে তাঁর এই উক্তি উপমহাদেশের পূর্ব সীমান্ত হতে আফগানিস্তানের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত অবর্ণনীয় মতান্তর ও বিভ্রাট সৃষ্টি করেছিল। সাধারণ মুসলমান, উলামা সমাজ এবং রাজা-মহারাজা সবার কাছেই এইটি একটি আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অথচ এই সায়্যিদ সাহেব একদিন একনিষ্ঠতা ও দৃঢ়তায় বহু উর্ধ্বের মহামনীষী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দীনি প্রজ্ঞা ও প্রতিভার অতুলনীয় অধিকারী এই মহামানব প্রথিতযশা একজন সর্বজনমান্য বুযুর্গও ছিলেন। আল্লাহর পথে দাওয়াত ও হিজরত, কুরবানী ও আখিরাত-প্রীতি, সত্যের আদেশ এবং মন্দের নিষেধ প্রদানের ক্ষেত্রে সমকালীন মনীষীদের মধ্যে তাঁর জুড়ি ছিল না কেউ। অথচ দুঃখের বিষয়-কাশ্ফ ও ইলহাম সম্পর্কে এসে তিনি লাইনচ্যুত হয়ে যান, যদ্দরুন তিনি এককালে নিজের ব্যাপারে প্রকাশ্যভাবে দাবি করে বসলেন, তিনিই 'মাহ্দী মাওউদ' তথা শেষ যমানার মাহ্দী, যাঁর সম্পর্কে হাদীস শরীফে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। ইনি এই দাবি ও দাওয়াতের ময়দানে খুবই ব্যগ্র ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মুসলমানদের জন্য এমন কিছু জিনিস তিনি ফরয ও অপরিহার্য করে দিয়েছিলেন, যেগুলো স্বয়ং আল্লাহ্ পাক ফরয করেন নি এবং চানও নি।

(বিস্তারিত জানার জন্য তাঁর ভক্ত ও অনুরক্তগণ কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থরাজি কিংবা সেগুলোর সারসংক্ষেপ 'হায়াতে পাক' সংকলক মৌলবী মাহ্মুদ য়াদুল্লাহী মাহ্দী দৃষ্টব্য ।

www.pathagar.com

ব্যাপারে সীমালংঘন করা হবে। আঘাত এনেছে তারা দীনের সাবলীলতা, সরলতা, সার্বজনীনতা এবং আন্তর্জাতিকতায়। কলহ, দাঙ্গা এবং বিদ্রোহের পথ উন্মুক্ত করেছে এরা। যেমনটি করেছে মীর্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী। আল্লাহ্র সাথে আলাপ ও কথোপকথনকে তিনি ধর্মের সত্যতার পূর্বশর্ত এবং অনুসরণ ও সাধনার আল্লাহপ্রদত্ত ফলশ্রুতি সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছে। তার মতে যেই ধর্মে আল্লাহ্র সাথে কথোপকথন ও সংলাপের ধারা অব্যাহত নেই, সেই ধর্ম মৃত ও বাতিল। বরং শয়তানীয়াতের ধর্ম। এই জাতীয় ধর্ম পরিচালিত করে জাহান্নামের দিকে। আর যে ধর্মের অনুসারীর মধ্যে আখিরাতের মোহ ও সাধনা আছে, কিন্তু নেই সেই মহামূল্যবান দৌলতটি, তখন সেই অনুসারীকে পথভ্রষ্ট, বঞ্চিত এবং অন্ধ মনে করতে হবে।[২৯]

এই দাবি ইল্ম ও যুক্তির নিরিখে এত দুর্বল এবং ভিত্তিহীন যে, তা খুব ব্যাখ্যা সহকারে বিস্তারিতভাবে বোঝানোর আদৌ প্রয়োজন করে না। পাঠকদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট, নবুয়তে মুহাম্মদীর প্রথম কৃতিত্ব কুরআনের মহিমা ও বরকতের গৌরব এবং মানব ইতিহাসের আদর্শ বংশধর সাহাবায়ে কিরাম (রা), যাঁদের অবিস্মরণীয় ত্যাগ-তিতিক্ষায় ইসলাম সারা দুনিয়ায় প্রসার লাভ করেছিল, তাঁরা তো আল্লাহর সাথে কথোপকথন ও বাক বিনিময় এবং আন্তর্জাতিক কিংবা স্বচক্ষে আল্লাহ্র দর্শন লাভ করেছিলেন বলে দাবি করেননি। ইতিহাসও তাঁদের দিকে এ জাতীয় দাবির ইঙ্গিত করেনি। আর এটুকুও প্রতিভাত হয়নি যে, এই দৌলত হাসিলের জন্য সাহাবাগণের মাঝে কোন প্রকার প্রতিযোগিতা কিংবা মুকাবিলার প্রেরণা ছিল। এমনকি এতটুকু পর্যন্ত দেখা যায়নি যে, কেউ এই দৌলত থেকে বঞ্চিত হয়ে খুব অনুতাপ বা অনুশোচনা প্রদর্শন করেছেন। তদুপরি তাঁদেরই বা স্থান কোথায়, যাঁরা এসেছিলেন সাহাবাদের পরে এবং দীন ও ইলমের ব্যাপারে এসে যাঁরা সাহাবাদের পদধূলি পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হন নি।[৩০]

ইতিহাসে এই সত্যটি বারবার সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যেকোন চরম ভাবাপন্ন আন্দোলন, যা সাধারণত কিছু দাবি, সিদ্ধান্ত এবং ব্যক্তি অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এরা একটি চরম ও উগ্রপন্থী দলের জন্ম দিয়েছে। ধীরে ধীরে সঠিক ইসলামী নেতৃত্বের পতাকাতল হতে অপসারিত হয়ে মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট ও কাফির বানানোই এদের অনিবার্য কর্মসূচীতে পরিণত হয়েছে। ক্রমান্বয়ে এরা এক নতুন ধর্মের ধারক হয়ে বসেছে। এরপর এরাই মুসলমানদের প্রতিকূলে এক নতুন

২৯. মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রণীত 'বারাহীনে আহমাদীয়া'-এর পঞ্চম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৩০. মীর্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানীর গ্রন্থ 'কাদিয়ানীয়াত'-এর চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের পৃষ্ঠা ১৯১ থেকে ১৯৫ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় সংস্করণ।

www.pathagar.com

সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। তাই তার সমাধান করতে ব্যয়িত হয়েছে খ্যাতনামা মুসলিম, বিশেষত আলিম এবং পথিকৃৎদের উত্তম মেধা ও ধীশক্তি। তারপরও সেই এই ফিতনার যথাযথ মূলোৎপাটন সম্ভব হয়নি।৩১

ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণকামিতায় সমষ্টিগত ইলহাম ও দলগত হিদায়াত

আল্লাহ্ পাক এই উম্মতদেরকে সমষ্টিগত ইলহামের দৌলত দ্বারা অলংকৃত করেছেন। আর তা সর্বপ্রকার ভয়াবহতা, ক্ষতি, ব্যক্তিগত দুর্বলতা এবং ভ্রান্তিসমূহ থেকে পবিত্র ও সংরক্ষিত।

উল্লিখিত অস্পষ্ট বিষয়টির ব্যাখ্যা হচ্ছে, এই যখন ইসলাম এবং মুসলমানদের সামনে কোন নাজুক এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আসে, যার সমাধানে কিংবা নিরসনে জটিলতা দেখা দেয়, কিংবা কালের পরিবর্তন কিংবা অবস্থার চাহিদা অনুপাতে কোন প্রকার অভিনব প্রয়োজনীয়তা অনুধাবিত হয়, তখন আল্লাহ্পাক প্রজ্ঞাবান সৎসাহসী আলিম এবং নিষ্ঠাবানদের গ্রহণযোগ্য একটি জামাতের অন্তরে সেই প্রয়োজনীয়তাটির যথোচিত সমাধান প্রদানের অভিপ্রায় তৈরী করে দেন এবং এই কাজে তাদেরকে তিনি এমন একাগ্রচিত্ততার সাথে নিমগ্ন করে দেন যে, তাঁরা তাঁদেরকে এই কাজের জন্যই আদিষ্ট ভেবে ফেলে। আর মনে-করেন—তাঁরা আল্লাহ্র কাছে এ বিষয়ে জবাবদিহি হবেন। ফলে এদের জন্য প্রকাশ্যভাবে খোদায়ী সাহায্য এবং অদৃশ্য নুস্রাত আসতে থাকে। অন্তরের গভীর কোণ থেকে এই অনুভূতি তাঁদের এসে যায় যে, এরই মাধ্যমে আল্লাহ্পাক তাঁদের তাঁর সান্নিধ্যের সুধা পানে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। এটি-ই হচ্ছে সেই হাকীকাত, যা আমি শিরোনামে 'সমষ্টিগত ইলহাম কিংবা দলগত হিদায়াত' দ্বারা অভিব্যক্ত করেছি। এ জাতীয় নিদর্শনাবলী ভূরি ভূরি রয়েছে ইসলামের ইতিহাসে।

কখনো এই ইলহাম কতিপয় নির্দিষ্ট সংখ্যকের অন্তরে জাগ্রত হয়ে থাকে। যেমন আযানের ঘটনায়—হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) এবং হযরত 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর যে ইল্হাম পরিদৃষ্ট হয়, তাঁদের উভয়ের ইলহাম ছিল এক ও অভিন্ন। স্বপ্নযোগে তাঁদের উভয়কেই আযানের শব্দগুলি শিখানো হয়। হুযূর (সা) এদেরকে সত্যায়িত করলেন। আযানকে দেওয়া হল দীনি মর্যাদা। তাই তা নিখিল

৩১. সম্প্রতি পাকিস্তান সরকার কাদিয়ানী জামাতকে মুসলমানদের থেকে পৃথক করে সরকারীভাবে তাদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু স্বীকৃতি দিয়ে এ সমস্যার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছে। মুসলিম সম্প্রদায় দীর্ঘকাল ধরে এই দাবির পেছনে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। আলোচ্য নিবন্ধটি লেখা চলাকালীন এ শুভ সংবাদ এসে পৌঁছল।

www.pathagar.com

দুনিয়ার আনাচে-কানাচে আজও প্রবর্তিত।[৩২] উদাহরণ হিসেবে লায়লাতুল কদর বা কদরের রাত্রির চিহ্নিতকরণের বিষয়টিও উল্লেখ করা যেতে পারে। ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (র) হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) থেকে এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করেন যে, কতিপয় এমন সাহাবায়ে কিরাম হুযূরের খিদমতে হাযির হলেন, যাঁদের প্রত্যেককেই রমযানের শেষ সাতটি রাত্রিতে কদরের রাত্রি হওয়া সম্পর্কে একযোগে খাবে দেখানো হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, "আমি দেখছি তোমাদের খাব শেষ সাতটি রাত্রির ব্যাপারে একই। সুতরাং তোমাদের যারা সেই রাত্রি সন্ধান করতে চাইবে, এই সাত রাতের মধ্যেই যেন তা সন্ধান করে।"

এরই কাছাকাছি ঘটনা ঘটে তারাবীর নামাযকে কেন্দ্র করে। এ নামাযটির অনুমোদন স্বয়ং রাসূল (সা) থেকেই সাব্যস্ত হয়েছে। এ নামায তিনি আদায় করে এই আশংকায় ছেড়ে দিয়েছিলেন যে, নামাযটি যেন উম্মতের জন্য ফরয না হয়ে পড়ে এবং উম্মতের জন্য তা বেশি কষ্টের কারণ যেন না হয়ে দাঁড়ায়।[৩৩] মুসলমানগণ এই তারাবীহর নামায আদায় করতে লাগলেন একা একা। হযরত 'উমার (রা) এই নামাযের জন্য জামাত কায়েম করলেন। এটি তাঁর খোদা প্রদত্ত ইলহাম এবং আসমানী ইঙ্গিতে হয়েছে নিঃসন্দেহে। এতে লুক্কায়িত ছিল বহু কল্যাণ। আল্লাহ্পাক এই নামাযটিকে জামাতে আদায় করার মানসিকতা সৃষ্টি করে দিলেন। অধিকন্তু এই তারাবীর নামাযে পবিত্র কুরআন খতম করার উদ্দীপনাও তিনি সৃষ্টি করে দিলেন তাঁদের মধ্যে। দীন ও কুরআনের হিফাজতের বিরাট রক্ষাকবচ সাব্যস্ত হল এ ভূমিকাটি। এটিকে লক্ষ্য করে পরস্পর প্রতিযোগিতা এবং রমযানের রাতে জাগ্রত থাকার অত্যধিক স্পৃহা পয়দা হল জনমনে। আহলে সুন্নাত আল-জামাত তারাবীর সুন্নাতকে আপন করার পক্ষপাতী হয়েছেন। পক্ষান্তরে যাঁরা এটিকে অস্বীকার করেছেন, তাঁরাও এর সমর্থক হবেন, যখন লক্ষ্য করা হবে কুরআন হিফজকরণ ও সংরক্ষণ এবং সাধনা ও গবেষণার আধিক্যের প্রতি।

আবার কখনো এই ইলহাম মুসলমানদের এক বৃহৎ সংখ্যার জামাতের ভেতর হয়ে থাকে। যারা কোন বিষয়ে একমত হওয়া কিংবা কোন প্রয়োজনীয়তার দিকে ধাবিত হওয়া শুধু আকস্মিক ব্যাপার কিংবা ষড়যন্ত্রের কারণে নয় বরং তাদের সেই উদ্যোগে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে নিহিত থাকে চরম কল্যাণ অথবা পূর্ণ হয়ে থাকে এর দ্বারা মুসলমানদের যিন্দেগীর কোন বিশেষ শূন্যতা অথবা কোন ভয়ানক

৩২. ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী, দারিমী এবং ইব্ন মাজার সুদীর্ঘ হাদীস দ্রষ্টব্য।

৩৩. হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে 'যে ব্যক্তি রমযানে রাত্রিতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করল' অধ্যায়ে ইমাম বুখারীর বর্ণিত হাদীস দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

ফিতনা বা বিপজ্জনক পরিস্থিতির প্রতিরোধ কল্পেও হয়ে থাকে এই ইলহাম। কখনো দীনের কোন ইলহাম মহান ও বৃহৎ উদ্দেশ্য হাসিলের নিমিত্ত হয়।

সমষ্টিগত ও সমন্বিত এই সুষমামণ্ডিত ইলহামের উদাহরণ (অগণিত ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন উলামা এবং আমলকারী একনিষ্ঠ ঈমানদারদের দ্বারা যা সংঘটিত হয়েছিল) হচ্ছে হযরত আবূবকর (রা)-এর খিলাফতকালের কুরআন সংকলনের বিষয়টি, প্রথম যুগ (কারণ), দ্বিতীয় যুগ এবং পরবর্তী প্রথমকার কয়েকটি শতাব্দীতে হাদীস একত্রীকরণ ও সংকলন সংক্রান্ত বিষয়টি, মুজ্‌তাহিদগণের শরীয়তের নীতিমালা সংগ্রহকরণ ও মাস'আলা-মাসায়েল বের করার ব্যাপারটি এবং ইল্‌মে নাহ্‌উ, কিরাআত, উসূলে ফিক্‌হ ও কুরআন সংরক্ষণকারী অবশিষ্ট ইলমের সংস্কার সাধন সম্পর্কিত বিষয়াদি। ঠিক তেমনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, কিতাব প্রচার ও প্রকাশনাও এই সমন্বিত ইলহামেরই ফলশ্রুতি। এর ফলে দীন ও উম্মতদের—বিরাট গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার সম্পূরণ ঘটল আর প্রতিহত করা হল ভাবী বিঘ্নতা সৃষ্টিকারীকে কঠোর হাতে।

আকস্মিক সংস্কার ও উৎকর্ষ সাধনের যেই ব্যাপক ও গঠনমূলক নীতিমালা রয়েছে, তাও সেই সমষ্টিগত ইলহামেরই ফসল। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে তা এক স্বতন্ত্র ইল্‌ম ও বিষয়ের রূপ নেয়। নাফ্‌স ও শয়তানের প্রতারণার পথচিহ্নিত করে দেয় এই ইল্‌ম। জৈবরসে আপ্লুত প্রবৃত্তি এবং চারিত্রিক জীবাণুগুলির সঠিক প্রতিষেধক মেলে এই নীতিমালা থেকে-ই। সমাজ ও পরিভাষায় এই ইল্‌মটি 'তাসাউফ' নামে খ্যাত হয়। এই তাসাউফ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক জোড়ার এবং আত্মিক যোগাযোগ গড়ে তোলার সুদৃঢ় বন্ধন। এই ইল্‌ম মূলত তাযকীয়া ও ইহ্‌সান-এর নামে পূর্ব থেকেই সুপরিচিত ও সুবিদিত ছিল। অভিনব কিছু নয় মোটেই। ক্রমে ক্রমে এই বিষয়টিকে এর ধারক ও বাহকগণ ইজতিহাদের কাতারে পৌঁছিয়ে দেন। স্বীকৃতি লাভ করে পরিশেষে এই ইল্‌ম বড় 'ইবাদত ও জিহাদ' হিসেবে। এরই দ্বারা আল্লাহ্‌পাক অন্তর্জগতের প্রবৃত্তিগুলোর মৃত খামারকে প্রাণবন্ত করে তুললেন। আত্মিক রোগীদেরকে উঠালেন চাঙ্গা করে। আল্লাহ্‌পাকের এসব একনিষ্ঠ বান্দা, উলামায়ে রাব্বানী এবং তাদের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা বিশ্বের সুদূরবর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং বৃহৎ সাম্রাজ্যে (ভারতবর্ষ, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা মহাদেশ) অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রসার লাভ করল। লাখ লাখ মানব পেল হিদায়াত। এঁদের স্পর্শ পেয়ে তৈরী হল এমন এমন লৌহ পুরুষ, যাঁরা সমকালীন মুসলিম সমাজে ঈমান, ইয়াকীন এবং নেক 'আমলের জীবন সঞ্চার করলেন। জিহাদের ময়দানে তাঁরাই নেতৃত্বের কৃতিত্ব অর্জন করলেন শত শত বার। এই জামাতের কল্যাণকামিতা ও বরণীয় খিদমতকে অস্বীকার কেবল তারাই করবে, যাদের ইসলামের ইতিহাস

www.pathagar.com

সম্পর্কে কিঞ্চিত অবগতিটুকুও নেই অথবা অস্বীকার করবে তারা, যারা স্বীয় দৃষ্টিশক্তির উপর গোঁড়ামির ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রেখেছে।

অনুরূপ পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়, নাস্তিক ও সংশয়ীগণ, আল্লাহ্‌র নিষ্ক্রিয়তা প্রচারের দর্শনরাজি এবং ধ্বংসাত্মক বিপ্লবসমূহের মূলোচ্ছেদ ও মূলোৎপাটন হচ্ছে এই সামগ্রিক ইলহামেরই জ্বলন্ত নিদর্শন। এইজন্য ময়দানে অবতীর্ণ হলেন এমন এমন মুসলিম মনীষা, যাঁরা ছিলেন অবর্ণনীয় ইল্‌ম ও মেধার অধিকারী, জ্ঞান-গবেষণায় অতুলনীয় ও অনুপম ঈমানী শক্তির ধারক। সেসব ভ্রান্ত আহবান ও দর্শনের অন্তরালে নিহিত সর্বনাশা জীবাণুগুলিকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে ধরিয়ে দিলেন তাঁরাই। রক্ষা করলেন তাঁরা মুসলিম মিল্লাতকে সেসব ব্যাধির বিষক্রিয়া থেকে। এসব কৃতিত্ব আল্লাহ্‌র সেই ইলহামেরই গৌরব ফসল, যদ্দ্বারা ইসলামের ইতিহাসের প্রতিটি সোপান এবং ইল্‌ম ও সংস্কৃতির সকল ঘাঁটিতে মুসলমানদের একটি বিরাটকায় জামাতকে অলংকৃত ও মহিমান্বিত করা হয়। বস্তুত সমস্ত উম্মতের আশা-আকাঙ্ক্ষার ফসল এই উম্মতে মুহাম্মদীর উপর যে আল্লাহ্‌পাকের বিশেষ দয়া ও অগাধ মহিমা রয়েছে, তার জ্বলন্ত প্রমাণ এটি-ই। ইলহামের এই অব্যাহত সূত্রধারা, একটানা আল্লাহ্‌র মদদ এ কথারই উজ্জ্বল প্রমাণ বৈ কিছু নয় যে, নবুয়ত খতম হলে এবং নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পর কোন নবীর আবির্ভাব আর ঘটবে না।' অথচ পূর্বেকার উম্মতদিগের মধ্যে এমন সুস্পষ্ট ও ধারাবাহিক দৃষ্টান্ত অনুপস্থিত। কেননা এটির আদৌ প্রয়োজনীয়তা তখন ছিল না। যেহেতু নবুয়তের ধারাবাহিকতা তখন অব্যাহত ছিল। আর নবুয়তের কাজও তখন ছিল অবশিষ্ট।

মুসলমানদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি

নবুয়তের মিথ্যে দাবি দ্বারা মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং অসংহতি দেখা দেয় মুসলমানদের পরস্পরে, আর খণ্ড খণ্ড হয় ইসলামী ঐক্য। পরন্তু এতে মুসলমান মাত্রকেই পড়তে হয় এক চরম বিভ্রান্তি ও পরম দুর্যোগের খপ্পরে।

বর্তমান সময় যেটি দীনের ক্রান্তিকাল, নাস্তিকতাচ্ছন্ন পরিবেশ যখন, মানুষ এহেন সময় 'আনাল হক' বলায় অভ্যস্ত রয়নি। তবে ইসলাম বিশ্বের কোথাও গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং তার তৎপর হোতাদের চক্রান্তে যদি নবুয়তের প্রেরণা পয়দা হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে 'নবুয়তের ঝাণ্ডা' উত্তোলনকারী পয়দা হয় আর তারা স্বীয় দাওয়াত অস্বীকারকারীবর্গকে কাফির আখ্যা দিতে থাকে, তাহলে এর প্রতিক্রিয়ায় মানসিক অশান্তি, অস্থিরতা, দীনি দ্রোহিতা, পরস্পর অহি-নকুল সম্পর্ক এবং ইসলামী ঐক্যকে বিভিন্ন শিবিরে ও দুর্গে বিভক্ত করা বৈ আর কি হতে পারে? এই উম্মতে মুহাম্মদীর যারা বর্ণ-গোত্র-জাতি-দেশ-নির্বিশেষে যাবতীয় সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে

www.pathagar.com

এবং যারা আগমন করেছে বিশ্বজোড়া ইসলামিক সৌভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ গড়ে তোলার নিমিত্ত, তারা কি সত্যিই এর দ্বারা প্রাচীরাবদ্ধ হয়ে যাবে না বিচ্ছিন্নতা, কাফির আখ্যা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মীয় সংকীর্ণতার করাল গ্রাসে ?[৩৪]

কাদিয়ানীয়াতের এই বিপজ্জনক ব্যাধিটিকে যথাযথ অনুধাবন করেছিলেন 'জামাতে আহমাদীয়া ইশা'আতে ইসলাম'-এর আমীর মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব লাহোরী। তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দৃঢ়তার সাথে একটি প্রতিবেদন এ ব্যাপারে পেশ করেছিলেন বটে ; কিন্তু তিনি একথা তখন বুঝতে পারছিলেন না, এই অযৌক্তিক দ্বারটি মূলত তারই ইমাম মীর্যা গোলাম আহমদই উন্মুক্ত করেছিলেন, যাকে তিনি মুজাদ্দিদ, মাহদী এবং মাসীহ মাও'উদ মানতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। তিনি-ই তো সেই ব্যক্তিত্ব, যিনি নবুয়ত অসমাপ্তির ধারণাকে আন্দোলন ও দাওয়াতের রূপ দিয়েছিলেন একদিন। মুহাম্মদ আলী লাহোরী সাহেব সুধি ও সুবিচারককে আহবান জানিয়ে বলছেন ঃ

"খোদাকে স্মরণ করো যে, মিয়া সাহেব-এর[৩৫] এই 'আকীদাটি যদি ঠিকই হয়, যে নবী আসতেই থাকবেন এবং আসতে থাকবেন সহস্র নবী,[৩৬] যেমন নাকি তিনি স্পষ্টভাবে 'আনওয়ারে খিলাফত'-এ লিপিবদ্ধ করেছেন, তাহলে হাজার হাজার দল একে অপরকে কাফির আখ্যা দেবে কি না ? তখন ইসলামী মহা ঐক্যের অবস্থাটি কি হবে ? আর যদি ধরে নাও, ওসব নবী সবাই আহমদী জামাত থেকেই আবির্ভূত হবে, তাহলে আহমদী জামাতটি আবার কতটি খণ্ডে খণ্ডিত হবে ? পরিশেষে অতীত রীতিনীতি হতে তোমরা যেন এ ব্যাপারে উদাসীন না হও যে, একজন নবী আবির্ভূত হত, তখন একদল তাঁর সাথে আশাতীত মৈত্রীভাব দেখাতো, আবার অন্য আরেকটি দল অবর্ণনীয় দা-কুমড়া ভাব দেখাতো। যেই খোদা নবী মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ্ (সা)-এর হাতে পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে এক শৃঙ্খলে ঐক্যবদ্ধ করার মহান দায়িত্ব অর্পণের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, তিনি কি মুসলমানদেরকে এভাবে ছিন্নভিন্ন করে দেবেন যে, তারা

---

৩৪. দার্শনিক কবি ডক্টর ইকবাল (র)-এর সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণটি এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি ঐতিহাসিক বক্তব্য থেকে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে। তিনি বলেন, "আমরা একথা নতশিরে মেনে নিচ্ছি যে, ইসলাম আল্লাহ্পাকের প্রত্যাদিষ্ট দীন। তবে উম্মত ও সমাজের বেলায় এসে ইসলামের বাস্তবতা মুহম্মদ (সা)-এর মহান ব্যক্তিত্ব ও এই আকীদার উপর নির্ভরশীল যে, তিনিই আখিরী রাসূল—তিনিই সর্বশেষ নবী। এই মোদ্দাকথাটি হচ্ছে দীন ইসলাম আর অন্যান্য ধর্মের মাঝখানে বিরাজমান একটি সীমান্ত রেখা (Line of Demarcation)-র তুল্য।"

৩৫ মিয়া বশিরুদ্দীন মাহমুদ। তাঁর মতে নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। বরং নবী ধারাবাহিকভাবে আসতেই থাকবে। এইদিকে তিনি মানুষদেরকে দাওয়াত দিতেন।

৩৬. মিয়া সাহেব পক্ষান্তরে এ 'আকীদার উদ্ভাবক কিংবা প্রকাশক নন ; বরং তিনি মীর্যা গোলাম আহমদের তরজমানী করেছেন মাত্র।

www.pathagar.com

একে অপরকে কাফির বলতে থাকবে আর ইসলামিক ভ্রাতৃত্বের সে পরিকল্পিত সম্পর্কটি ভাটা পড়ে যাবে ? জেনে রেখো, ইসলামকে অপরাপর ধর্মগুলির ওপরে প্রাধান্য বিস্তারের প্রতিশ্রুতি যদি সত্যিই হয়, তাহলে এই বিপদের দিনটি ইসলামের জন্য কস্মিনকালেও আসতে পারে না যে, হাজার হাজার নবী নিজ নিজ পাড়া বা মহল্লা নিয়ে আসন পেতে বসেছেন, আর রয়েছে ইটের মসজিদের অগণিত স্তূপ, যেগুলোর পূজারীগণ স্ব-স্ব স্থলে ঈমান ও নাজাতের ঠিকাদার হয়ে আছেন। আর কাফির ও বেঈমান আখ্যা দিয়ে চলেছে অবশিষ্ট মুসলমানদেরকে।৩৭

সারকথা, নবুয়তের ধারাবাহিকতা এবং ওহী, ফেরেশতা এবং জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে মানবকুলের 'আকীদা ও শরীয়তের তালীমের সিলসিলা মুহাম্মদ (সা)-এর উপর সমাপ্তিকরণ। তিনি-ই যে খাতামুর রাসূল, তিনি-ই যে সঠিক পথের দিশারী এবং তিনি-ই যে সত্যিকারের ত্রাণকর্তা–এই আকীদাটি মূলত এই উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য বড় নিয়ামত ও অবদান এবং প্রতিটি মানব গৃহের জন্য অফুরন্ত রহমত। এরই মাধ্যমে আপন প্রচেষ্টা ও প্রয়াসকে যথোচিত পাত্রে যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করার ব্যবস্থা করা হয়। এর সাথে সাথে এই আকীদা উম্মতে মুহাম্মদীর প্রয়োজনীয়তার ব্যবস্থাপক বটে। উম্মতের ঐক্য, মৌলিকতা এবং শক্তি সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতিদাতাও এই আকীদা। নিজের এবং নিজের দীনের চিরন্তনতা ও উপযোগিতার উপর আস্থা স্থাপন করার নিশ্চয়তা প্রদানকারী এই 'আকীদা। এই আকীদা সৃষ্টিকুলের নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের সনাতন দায়িত্ব বর্তানোরও নিয়ামক। সংশোধন, শুদ্ধিকরণ, সংস্কার সাধন, সর্বব্যাপী সর্বকালে আল্লাহ্র পথে চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের উদ্দীপক এই আকীদাই। এই তো সেই সুঠাম ভিত, যার উপর কালজয়ী ইসলামের গৌরবময় ইমারত দণ্ডায়মান রয়েছে।

ইসলামের নিকৃষ্টতর শত্রু

যে কেউ কোন নবী ও নবুয়তের (যেকোন অর্থে) দাবিদার কিংবা আহ্বানকারীর ঝাণ্ডা উড্ডীনকারী হবে, সে অবশ্যই ইসলাম ও মুসলমানদের চরম ধ্বংসাত্মক শত্রু। ইসলামের অহিতাকাঙ্ক্ষী ও শত্রুদের ঘনিষ্ঠতম সহায়ক ও তাদের কার্যোদ্ধারে সর্বোত্তম মাধ্যম এই ব্যক্তিটিই। ইসলামের ইতিহাস এহেন অবাঞ্ছিত অপরাধকে কখনো অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখতে পারে না। আল্লাহ্পাকের ইরশাদই যথাযথ। তিনি বলেন ঃ

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ

৩৭. রদ্দে তাক্ফীরে আহ্লে কিব্লা, পৃষ্ঠা ৪৯-৫০।

www.pathagar.com

شَيْءٌ وَّ مَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ
غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلٰئِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ ط اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ ط اَلْيَوْمَ
تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ
اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ . وَ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ تَرَكْتُمْ
مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَاءَ ظُهُوْرِكُمْ وَ مَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ
فِيْكُمْ شُرَكٰؤُا لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ .

যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে, "আমার নিকট ওহী হয়" যদিও তা তার প্রতি নাযিল হয় না এবং যে বলে, "আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন আমিও তার অনুরূপ নাযিল করব"–তার চেয়ে বড় জালিম আর কে ? যদি তুমি দেখতে পেতে যখন জালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলবে, "তোমাদের প্রাণ বের করে দাও, তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অন্য কথা বলতে এবং তাঁর নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে, সে জন্য আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে।" তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ যেমন প্রথম তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম তা তোমরা পশ্চাতে ফেলে এসেছ। তোমরা যাদেরকে তোমাদের ব্যাপারে শরীক মনে করতে, সে সুপারিশকারীদেরকেও তোমাদের সাথে দেখছি না, তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্য ছিন্ন হয়েছে এবং তোমরা যা ধারণা করেছিলে তাও নিষ্ফল হয়েছে। —সূরা আন'আম ঃ ৯৩-৯৪

পারিবারিক গ্রন্থাগার

ইফাবা—১৯৯৯-২০০০—প্র/৪০১৮ (উ)—৩,২৫০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তামরীনা বিনতে মুজাহিদ

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ